ভারতীয় তীর্থ দর্শন
Holy Placed of India

ব্রজ মণ্ডল পরিক্রমা দর্শন
গৌর মণ্ডল পরিক্রমা দর্শন
কুম্ভমেলা, অষ্টকালিন লীলা স্মরণ

শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী

প্রকাশক
শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী
শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী
১/৩, পাকাটোল রোড, নবদ্বীপ

DEMIAN

ভারতীয় তীর্থ দর্শন

Holy Places of India

[ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা দর্শন-গৌরমণ্ডল পরিক্রমা দর্শন
কুম্ভমেলা এবং অষ্টকালিন লীলা স্মরণ]

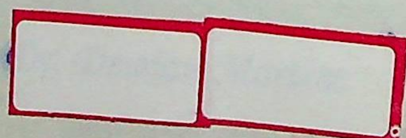
শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী
শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ব্রজমোহন মন্দির
১/৩ পাকাটোল রোড, নবদ্বীপ

Phone No.—42101
S. T. D. No.—03472

Regd. No.—S/91705

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	নিধুবনে হোলি	৪৪৪
	নন্দগ্রামে হোলি	৪৩৫
	বর্ষাণাতে হোলি	৪৪৬
	পাশা খেলা	৪৩৯
	সূর্য্যপূজা	৪৫০
৪।	অপরাহ্ন কালিন লীলা	৪৫৩-৪৫৮
৫।	সায়াহ্ন কালিন লীলা	৪৫৮-৪৫৯
৬।	প্রদোষ কালিন লীলা	৪৬২-৪৬৮
৭।	নিশাকালিন লীলা	৪৬৮-৪৮০
	মধুর রসাস্বাদন এবং ভজন কীর্ত্তন	৪৮৬
৮।	নিশান্ত লীলা স্মরণ	৪৮৫-৪৯০
	ভজন কীর্ত্তন মঙ্গলারতী	৪৯১-৫০২
৯।	পূজা স্তুতি প্রকরণ ব্রাহ্মন বৈষ্ণব দীক্ষাপদ্ধতি গ্রন্থে বর্ণন	

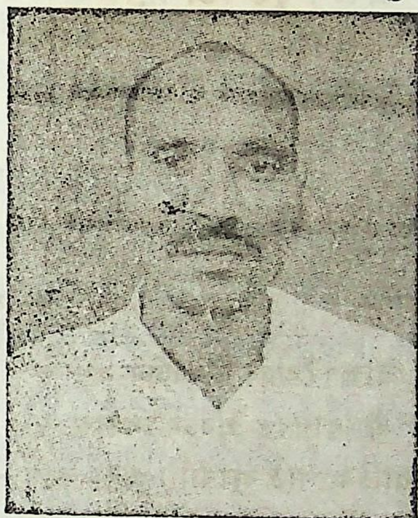
—:॰:—



ভারতীয় তীর্থ দর্শন

Holy Places of India

[ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা দর্শন-গৌরমণ্ডল পরিক্রমা দর্শন
কুম্ভমেলা এবং অষ্টকালিন লীলা স্মরণ)



সম্পাদক—শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী

শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী
শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ব্রজমোহন মন্দির
১/৩ পাকাটোল রোড, নবদ্বীপ

Phone No.—42101
S.T.D. No.—03472
Regd. No.—S/91705

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—(১) শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ব্রজমোহন মন্দির
কলেজ মোড়, নবদ্বীপ

(২) মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা

(৩) প্রদীপ বুক ডিপো, সাহাজী মন্দির
বৃন্দাবন

(৪) ঘোটা কুঞ্জ, বংশীবট বৃন্দাবন

(১) ভারতীয় তীর্থ দর্শন — গ্রন্থ সংরক্ষণ দরুণ—৬০·০০

প্রকাশন গ্রন্থ —(২) ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চ্চন — ২০·০০

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচন সিদ্ধান্ত—
(সাপ্তাহিক পাঠ ব্যাখ্যা) প্রথম ভাগ—
(৪) ঐ দ্বিতীয় ভাগ ,, } ৩০০·০০

(৫) বেদস্তুতি ব্যাখ্যা— ২০·০০

(৬) প্রমেয় রত্নাবলি— ২০·০০

(৭) হরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রথমা মধ্যম প্রশ্নোত্তর— ২০·০০

(৮) হিন্দী ব্রজমণ্ডল (ব্রজ) পরিক্রমা— ৫·০০

কুম্ভমেলা বৃন্দাবন দর্শন

মুদ্রণে— যোগমায়া প্রেস এবং গৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

প্রকরণ সূচী

"উপক্রম"

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভভাবে যে সমস্ত স্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন সেই স্মৃতি অনুসরণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আমার যাহা অনুভূতি হয় তাহা গৌরভক্তবৃন্দের জ্ঞাপনার্থে এই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত করিয়া এই গ্রন্থাভ্যন্তরে শ্রীবৃন্দাবন (ব্রজ) পরিক্রমা দর্শন, শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা দর্শন এবং কুম্ভমেলা তথা অষ্টকালিন লীলা স্মরণ বিষয় দ্বিতীয় সংস্করণে বর্ণন করিলাম। ইহার মধ্যে প্রায় টী চিত্র ফটোও দিলাম। প্রসঙ্গ পরিবেশন পদ্ধতি ভক্তজনের হৃদয়কে ভাবাবেশে আপ্লুত করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা অর্থাভাবে সময়াভাবে বা দৈহিক অক্ষমতায় তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইতে পারেন না অথচ তীর্থ ভ্রমণে আগ্রহী তাহারাও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং প্রত্যক্ষ ব্লক চিত্রে দর্শন দ্বারা সম্যক আনন্দ ও অনুভূতি করিবেন বলিয়া মনে করি। হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসে তীর্থ ভ্রমণ ও তীর্থ বাস জীবনে অন্যতম পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত। ধর্ম্মপ্রাণ-গতই তীর্থ ভ্রমণ করেন তাই নয়, সকল শ্রেণীর মনুষ্যই তীর্থ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইহাদ্বারা ত্রিতাপের আধ্যাত্মিক কষ্ট হইতে মুক্তি পাইতে পারিবেন।

আমি বহু পরিশ্রমে ভারতীয় তীর্থ ১৫ বার ভ্রমণ করিয়া এবং ভক্তদিগকে দর্শন করাইয়া অভিজ্ঞতার সহিত শাস্ত্রীয় সামঞ্জস্য রাখিয়া এই গ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত রূপে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশন করিলাম।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২-৩-১২ শ্লোকে যথা—

> বর্হায়িতে তে নয়ান নরানাং-
> লিঙ্গনি বিষ্ণো র্ন নিরীক্ষতো যে।
> পাদৌ নৃনাং তৌ দ্রুম জন্ম জজৌ
> ক্ষেত্রাণি নানু ব্রজতো হরৌ যৌ॥

ঈশ্বর ইচ্ছায় আমরা তাঁহার অনুচৈতন্য জীবাত্মা হইয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও সকলের অন্তিম গন্তব্য স্থান হইতেছে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করা। যদি আমরা সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব না। এবং প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিতে না পাবিলে মনকে সহজে ঈশ্বরেতে প্রলুব্ধ করা যায় না এই কারণে ভ্রমণাদি প্রারম্ভিক সোপান মাত্র, তাই প্রথম প্রসঙ্গটি ব্রজধাম বৃন্দাবনের বিষয় উল্লেখ করা হইল। ইতি—লেখক

ভূমিকা

কলিযুগ পাবনাবতারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং বিপ্রলম্ভ ভাবে যে সমস্ত প্রধান তীর্থস্থান ভ্রমণ করা সময়ে এই ব্রজভূমিতে আসিয়া রাধা-কুণ্ড ইত্যাদি লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিয়াছেন সেই বৃন্দাবনে প্রায় ৫৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপর যুগের অন্তিম ভাগেতে ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী বুধবার দিন অর্দ্ধ রাত্রিতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয় না। সে দ্বাপর যুগে একটি যুগাবতার হইয়া থাকে।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম রক্ষার জন্য যখন নিত্য গোলক বৃন্দাবন হইতে এই ভৌম ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হন তাহাকে প্রকট লীলা বলা যায় আরও লীলা সমাপন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে তাহাকে অপ্রকট লীলা কহা যায়। ১২০ বর্ষ পর্যন্ত এই ব্রজভূমি এবং দ্বারকাতে বিভিন্ন লীলা বিহার করিয়া যখন নিত্যলীলায় গমন করেন সেই দিন হইতে কলিযুগ প্রারম্ভ হইয়াছে।

যখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স ১০ বর্ষ ৬ মাস ৫ দিন এবং বলরামের বয়স ১৫ বর্ষ ৯ মাস ৭ দিন তথা শ্রীরাধারাণীর বয়স ৯ বর্ষ ৫ মাস ২০ দিন সে সময়ে বৃন্দাবন মধুর লীলা প্রারম্ভ হয় আর শ্রীমতী রাধা অর্থাৎ যখন স্বামিনীর ১৪ বর্ষ ২ মাস ১৫ দিন তখন বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত হয়।

বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধারাণী এবং শ্রীবৃন্দাদেবী দ্বারা এই বৃন্দাবন সুরক্ষিত শ্রীযমুনা সূর্যতনয়া ভগবানের পাটরাণী হন। তাহার নীলজল নীল বস্ত্র সদৃশ অপ্রাকৃত শরীরের আবরণ ধারা মালার আকৃতি ধারণ করিয়া কলকল নাদে প্রবাহিত হইয়া বৃন্দাবনের শোভা প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বাপর যুগের প্রধান পুরুষার্থ অর্চ্চন (পূজা) এইজন্য বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে যুগল সেবা পূজা অদ্যাবধিও হইয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ তথা শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্র-পৌত্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দেব ইত্যাদি বিগ্রহ সেবা লুপ্ত অবস্থায় পুনঃ সেবা স্থাপন করা হইয়াছে। এইরূপ গোবর্দ্ধনে হরদেব মন্দির, বর্ষাণা, নন্দ-

গ্রামের সেবা ব্রজনাভের প্রতিষ্ঠিত জানিতে হইবে। শ্রীমধুপণ্ডিত দ্বারা শ্রীগোপীনাথ সেবা পুনঃ স্থাপন হইয়াছে। গোস্বামীপাদগণ ব্রজের ভ্রমণ অবস্থায় যে চিন্ময় প্রাকৃত লীলা দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তদনুযায়ী সেই লীলার নামকরণ করিয়াছেন।

যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের প্র-পৌত্র শ্রীব্রজনাভকে মথুরামণ্ডলে এবং হস্তিনাপুরে নিজের পৌত্র শ্রীপরীক্ষিতকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বধামে গমন করিলেন সেই সময়ে একদিন মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীব্রজনাভের দর্শনোৎকণ্ঠায় মথুরা আসিলেন ব্রজনাভ শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে দর্শন করা মাত্রেই প্রণাম করিয়া পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করতঃ আসনে বসাইলেন এবং বলিলেন আমি রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও মনে যেন হইতেছে অরণ্যেই বাস করিতেছি তাই এই বাক্য শ্রবণ করার পর শ্রীপরীক্ষিত গোপগণের পুরোহিত শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষিকে আনয়ন করিয়া উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন হে ব্রজনাভ তুমি আমার আদেশে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে এখানে গ্রাম ও নগরাদি স্থাপন কর। তাহা হইলে তোমার আধ্যাত্মিক দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া অভিষ্ট অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তখন ব্রজনাভ আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান সম্বন্ধ যুক্ত সেবা প্রকট করিলেন। কূপাদি খনন, নগর স্থাপন. দ্বারকার দ্বারকাধীশ মন্দির স্থাপন ইত্যাদি করিলেন।

যে রূপ আমরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে তাহার সুদ স্বাভাবিক জমা থাকে, তদ্রুপ এই বৃন্দাবন ধামে মন্দির নির্মাণ করিয়া সেবা স্থাপন করিয়া গেলে মৃত্যুর পরে মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন তাহার সুকৃতি হইয়া থাকিবে। এই কারণে, জমিদার এবং রাজা মহারাজগণ ৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার মন্দির বৃন্দাবনে। সেবা স্থাপন করেছেন বর্ত্তমান বিদ্যমান আছে। দর্শন করুন। তদনন্তর উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভারতের ভ্রমণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রের মধ্য দিয়া সারবস্তু সমূহ সংক্ষেপে প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার গমনাগমনের ক্রম প্রদর্শন করা হইল। আরও কুম্ভং মিলয়াতীতি কুম্ভমেলা প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হইল। অন্তিমতে ব্রজের এবং নবদ্বীপের অষ্টকালিন লীলা স্মরণ অপূর্ব্ব ভজনীয় বিষয়ও সংলগ্ন করা হইতেছে। আশা করি ভ্রমণার্থি সুধীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপলব্ধি করিলে অনুগৃহীত হইব।

ইতি— শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী

PREFACE

Holy place of India is a very useful guide book of visitors and tourist who wish to collect mythological and historical experience about ancient Indian Temple. This book contains the documentery information, chronological accounts of incedents and theological description of Holy places of India.

Man wants to see the unseen and know the unknown. But these men frequently are misguided for lack of proper itinerary information book.

Sri Sulochan Sastri himself a enthuslastic traveller. He has profound practical knowledge of defferent convenience and conveyance. He used to start for Northern, Southern and western India with huge number of pilgrims every year. Sri Sastri has earned great reputation and homage from Vanaras sanskrit university, Darvanga Sanskrit university, Bharatiya Vidya Bhaban Bombay, Assam Sanskrit Board and Bangiya Sanskrit Siksha Parisad and Nabadwip Vangabibudha Janani Sava.

I hope and believe, this needful book will be a grate help to the visitors and pilgrims as well, may it will be indispensable for all travellers.

Introduction

Kumbha cremony is a joyful celebration of ancient India. It is narrated in mythological description of

Indian Sanskrit literature, that God and Demon performed to churn ocean for obtaining peace and pleasure. Ambrosia (Amrita) comes forth from ocean. Joyanta son of Indra Stole Amrita away. For this reason a great quarrel happened between God and Demon.

At that time the Sun, the Moon, the Jupitar and the Saturn preserved the Amrita Kumbha from demolition at four places of India i e Hardwar, Proyag, Nasik and Ujjaini, Kumbha festival is occured at these four places.

Garur the son of Binata brought the Nectarpot from Indra to rescue from slavery of his mother. A little drop of Amrita felldown at Kadamba tree of Vrindaban when Garur was going along with Amrita Kumbha. At first all the saints and Sages of different places ofIndia assembled at Vrindaban and Start for Sacred bath of "Kumbha Yoge."

Bhagirath bring the Ganges from heaven to the hermetage of Kapil Dev where the son of Sagar Raj had been reduced to ashes by violent angry flame of Sri Kapil Muni.

On the way of proceeding of the Ganges, Bramha Congratulated her at Hardwar. That very Congralutory place is called "Bramha Kunda." After twelve years Kumbha is performed in this Bramha Kunda.

A useful guide book named 'Holy places of India' is published by Sulochan Sastri, If a vrituous noble person benifits something informati.n about 'KUMBHA MELA'

শ্রীদূর্গাশরণম্

—আশীর্ব্বাদ

প্রাচীনে ভারতেবর্ষে যানি যানি চ সন্তি বৈ।
বিখ্যাতানি চ তীর্থানি তেষাং নামানি কীর্তয়ন॥
সংগৃস্য চিত্র যুক্তানি কৃত্বা চ বহু যত্নত:।
"তীর্থদর্শন" গ্রন্থেঽস্মিন্ দুর্লভে সন্ন্যবেশয়ৎ॥
শ্রীসুলোচন শ্যস্ত্রীতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিতঃ।
অঙ্গীকৃত্য বহূন ক্লেশান্নর্থ ব্যয়ঞ্চ যত্নতঃ॥
রচিতঃ পরমো গ্রন্থতীর্থ যাত্রি সহায়কঃ।
উপকারো মহাং স্তেন ভবেত্তীর্থস্য যাত্রিণাম্॥
মন্যেঽহং সফলো যত্নো ভবেদ্ গ্রন্থকৃতঃ সদা।
তেন কৃষ্ণ প্রসাদেন ভবতাদ্ দীর্ঘজীবনম্॥
গ্রন্থ কৃতো যশোলাভ মানবৃদ্ধিশ্চ জয়তাম্।
নবদ্বীপেশ্বরী পাদ পদ্মং প্রণম্য ভক্তিতঃ॥
কৃতাঞ্জলিঃ পদে তস্যা ইতি যাচে পুনঃ পুনঃ।
সুলোচন কৃতো গ্রন্থঃ সত্তীর্থ পুণ্য কামনাম্।
পরমমুপকারঞ্চ কুর্য্যান্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীমনোরঞ্জক নামকঃ।
রাষ্ট্রিয় পাঠশালায়াঃ প্রাক্তনাধ্যক্ষতাং গতঃ।
সম্পাদকঃ সভায়াশ্চ বুধানাং সম্মতো হি যঃ॥
স হি কল্যাণ কামী চ গ্রন্থ কর্ত্তৃশ্চ সর্ব্বদা।
তস্য শুভাশিষা নিত্যং বর্দ্ধয়ন্তু সুলোচনম্॥

শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতি তীর্থেন

সম্পাদক—বঙ্গবিবুধ জননী সভায়াঃ

পরিচয় পত্র

নানা শাস্ত্রাভিজ্ঞ অশেষ সদগুণরাজ্জী বিভূষিত শাস্ত্রী মহাশয় বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব্য ব্যাকরণ শাস্ত্রী তথা বিহার দারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নবীন সাহিত্য শাস্ত্রী ভারতীয় বিদ্যাভবন বোম্বাই হইতে পুরাণ শাস্ত্রী বৃহৎ গুজরাৎ পরিষদ হইতে নবীন শাস্ত্রী আসাম সংস্কৃত বোর্ড হইতে ব্যাকরণ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ হইতে ব্যাকরণ এবং বৈষ্ণব দর্শন (গৌড়ীয় বেদান্ত) তীর্থোপাধিপ্রাপ্ত আরও প্রয়াগ এলাহাবাদ হইতে হিন্দী সাহিত্যরত্নোপাধি প্রাপ্ত। নবদ্বীপ হইতে স্মৃতি ন্যায় রত্ন প্রাপ্ত।

প্রারম্ভিক স্কুল শিক্ষা নবদ্বীপে কিন্তু জন্ম ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বৃহস্পতিবারে ডিসেম্বরে যজুবেদীয় ব্রাহ্মণ কুলে পূর্ব্বশাসন গ্রামে ভুবনেশ্বর তুই (২) তে। হইয়াছিল। পিতার নাম শ্রীপরীক্ষিত শর্ম্মণ (মহাপাত্র) এবং মাতার নাম মোতিদেবী। ১১ বর্ষ বয়স হইতে ২৯ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত নবদ্বীপে, এক বর্ষ তীর্থ পর্য্যটন। ২১ বর্ষ বয়স হইতে ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট সমাধিতে রাধারমণ মন্দিরে থাকিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। অন্তিমতে শ্রীনবদ্বীপ ধামে নিজস্ব শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী সংস্কৃত বিদ্যালয় করিয়া অধ্যাপনা করাইতেছেন। পূর্বের নাম ত্রিলোচন শর্ম্মণ (মহাপাত্র) বিরক্ত সম্প্রদায়ের নাম সুলোচন দাস বিভিন্ন শাস্ত্র উপাধি প্রাপ্ত করার জন্য শাস্ত্রীজী বলা হয়। আমার গুরুদেবের আদেশে তুই বৎসর এই ঘোটা কুঞ্জের ভার দিয়া আমি বাহিরে গিয়াছিলাম সেই জন্য তাঁহার পরিচয় পত্র সংগ্রহ করিয়া দিতে সমর্থ হইলাম। আশা করি এই "ভারতীয় তীর্থ দর্শন" গ্রন্থটি তার স্মৃতি থাকুক।

ইতি—

শ্রীসনাতন দাস মহন্ত

শ্রীঘোটা কুঞ্জ, বংশীবট

বৃন্দাবন, মথুরা (উঃ প্র)

তাং— ১৭-৩-১৯৮৮

"অভিমত পত্রম্"

GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE (TOL)
NABADWIP.

Date-1.9.83.

শ্রীশ্রীবিদগ্ধ জনন্যৈ নমঃ

ভাগবতাচার্য্য :—

পণ্ডিত শ্রীসুলোচনদাস শাস্ত্রী,-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থজী—বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকরতঃ দারভঙ্গা বেনারস প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা, গ্রহণ প্রতিষ্ঠান হইতে সাহিত্যাদি নানা শাস্ত্রের নানা সম্মানজনক পরীক্ষা উপাধি প্রাপ্ত করিয়া অবশেষে নবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত কলেজে উচ্চতর বিষয়ে গবেষণা-মূলক অধ্যয়নকরতঃ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কৃতবিদ্য শাস্ত্রীজী পরম বৈষ্ণব, পর্য্যটক, অকুমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, অবকাশ পাইলেই ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত শাস্ত্রীজী অশেষ জনকল্যাণমূলক "ভারতীয় তীর্থ দর্শন-" নামক সচিত্র গ্রন্থ-খানির সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রচুর অর্থব্যয় ও নিরলম্ব শ্রমের বিনিময়ে তীর্থক্ষেত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিবৃত হওয়ায় গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইল। যে কোনও ভ্রমণার্থীর পক্ষেই গ্রন্থখানি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শকের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার এবং গ্রন্থকারের নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি॥

অধ্যক্ষ—গভঃ সংস্কৃত কলেজ—

শ্রীবনমালী চরণ ভট্টাচার্য্য

তর্ক, তর্ক, ব্যাকরণতীর্থ।

নবদ্বীপ, নদীয়া!

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালৌ জয়তঃ

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

তাৎপর্য এই যে—ভ্রমর যেমন নানা পুষ্প থেকে মধু সংগ্রহ করে তদ্রূপ কুশলী ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবেন। তাই "শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী" যে সুধা সাররূপা তীর্থস্থান মাহাত্ম্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করি ভ্রমণার্থীদের সহায়ক হইবে। ইতি—

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র তর্ক-তর্কতীর্থ
ভূতপূর্ব্ব বৈষ্ণব দর্শন বিভাগীয় অধ্যাপক
নবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত কলেজ।

—ঃঃ—

ভ্রমণ নিপুণ বাগ্মী বিষ্ণুভক্তানু সেবী
মদন দমনকারী সত্যবাদী বিহারী।
শশধর সম কান্তিঃ সৌম্য বিজ্ঞান মূর্ত্তিঃ।
তিলক ধবল বিভ্র চরুবদ্ শুভ্র কীর্ত্তিঃ॥
সারাবলি সমুন্মুখ্য সার মাকৃষ্য যত্নতঃ।
নানা শাস্ত্র বিদাং শ্রেষ্ঠ তীর্থজ্ঞায় মহাত্মনে॥
শাস্ত্র্যুপাধি ধৃতে তস্মৈ শ্রীসুলোচন শর্ম্মণে।
জনহিত ব্রতার্থায় প্রশস্তি দীয়তে ময়া॥

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়স্যাধ্যাপকেন
শ্রীবদরিনারায়ণ,-কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক তীর্থেন।

—ঃঃ—

from this introductory Speech, I will be highly obliged and my efforts will attain Success.

Santi May Goswami, B. A.
Kavya Vaishnav Darsan Tirtha
Dhameswar-
Gouranga Mahaprabhu Temple
Nabadwip.

—o—

Sulochan Sastri is a great scholar, experienced tourist and profound devotee of Vaishnab Dharma. It is a unlque work of his practical knowledge. This book is a remarkable dedication for 5th centenery birth anniversary of Lord Gouranga Mahapravu.

I wish him success and long life.

Subodh Banerjee
Nabadwip

চিত্র সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

—:o:—

প্রকরণ বিষয় সূচী

ক্রমবিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

ক্রমবিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

ক্রমবিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নন্দ ভবন	২৮
শৃঙ্গার বট	২৮
শ্রীরাধা দামোদর মন্দির	২৮
শ্রীজীব গোস্বামী	২৯
শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির	২৯
শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সমাধি	৩০
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	৩১
সেবা কুঞ্জ (নিধুবন)	৩১
ইমলীতলা মন্দির	৩১
বনখণ্ডী মহাদেব	৩১
পিসিমার গৌর নিত্যানন্দ	৩২
শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির	৩২
শ্রীহিত হরিবংশ	৩২
টোপীবালা কুঞ্জ	৩৩
শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দির	৩৩
স্বামী হরিদাস মহারাজ সমাধি	৩৪
অদ্বৈতবট	৩৫
অষ্ট সখী মন্দির	৩৫
শ্রীসনাতন গোস্বামী সমাধি	৩৫
শ্রীমদনমোহন মন্দির	৩৭
দ্বাদশ আদিত্য টিলা	৩৮
শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির	৪০
বৈষ্ণব বিশ্ব বিদ্যালয়, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ	৪০
বন্ধুকুঞ্জ (শ্রীমহানামীব্রত মহারাজ)	৪১
ভারত সেবাশ্রম	৪১
আনন্দমা আশ্রম	৪১
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন	৪১
জয়পুর মন্দির	৪১

ক্রমবিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

ক্রমবিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

ক্রমবিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

উত্তর ভারত

পশ্চিম ভারত

দক্ষিণ ভারত

পূর্ব্ব ভারত


INDIA
AMARNATH
SRINAGAR
PAHALGRAM
JAMMU
SIMLA
JAMNOTRI
GANGTRI
MANSAROVAR
GOMUKHI
KEDARNATH
HARDWAR
BADRINATH
KURUKSHETRA
NAINITAL
DELHI
NEPAL
MATHURA
PUSKAR
JAIPUR
AGRA
DARJEELING
PARSHURAM KUNDA
GAUHATI
(KAMAKHA)
AJMER
GWALIOR
JHANSI
ALLAHABAD
PATNA
RAJMAHAL
NALANDA
GAYA
RAMKALI
NABADWIP
CALCUTTA
AHMADABAD
BHOPAL
DWARKA
PORBANDAR
SOMNATH
(PRABHAS)
NAGPUR
BALASORE
CUTTACK
BHUBANESWAR
PURI
NASIK
AURANGABAD
BOMBAY
PUNE
HYDERABAD
WALTAIR
VIJAYAWADA
GODABRI
UDAPI
TIRUPATI
MANGALORE
MYSORE
MADRAS
PONDICHERRY
TIRUCHCHIRAPPALLI
TRIVANDRUM
KANYAKUMARI
CEYLON

পরিশিষ্ট মুখ্য বিশ্রাম স্থান

[ধার্মিক ভ্রমণার্থীগণ দেবালয়ে এবং ধর্ম্মশালায় বাস করিয়া প্রসাদ সেবন করেন। সর্বসাধারণ ভ্রমণার্থীগণ হোটেলে এবং ধর্ম্মশালায় উভয়স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই কারণে জনসাধারণের সুবিধার জন্য এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইল। মূল ভ্রমণ প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গ যোগ করিলে পূর্ণ সমাধান হইবে। রাস্তা পরিমাণ প্রায় ১॥ কিঃ মিঃ ১ মাইল হিসাব করে নেবেন।]

নবদ্বীপ (পৃঃ ২৩০)—কলিকাতা, হাওড়া হইতে ১০৫ কিমি দূরে "নবদ্বীপ ধাম" ষ্টেশন, তথা হইতে আধা মাইল দূরে শহর। থাকার জন্য ভারত সেবাশ্রমে উত্তম ব্যবস্থা হইয়া থাকে। গৌর নিবাস, ফাঁসিতলাঘাট, মণিপুর রোডে, যাত্রি নিবাস (শহরে) গঙ্গাঘাটে লজতে থাকা হয়। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে প্রসাদের ব্যবস্থা হয়। আরও পরিচিত আশ্রম মন্দিরেতে থাকা এবং প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। হোটেল=রাধা বাজারে লক্ষ্মী বোডিং হোটেলেতে সর্ব্বসাধারণের আহার্য্যাদি ব্যবস্থা হয়। কয়েকটি মন্দিরে ভেট প্রণামী দিতে হয়।

মায়াপুর (পৃঃ ২৩৫)—কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে ৮০ কিমি দূরে কৃষ্ণনগর, তথা হইতে বাসে স্বরূপগঞ্জ হুলোরঘাট পার হইয়া মায়াপুর যাওয়া যায়। মায়াপুরে থাকার জন্য ইস্‌কন গেষ্ট হাউসতে উত্তম ব্যবস্থা আছে। এক রুমেতে ২৪ ঘণ্টা থাকার জন্য চার্জ ২০ টাকা এবং প্রসাদের দরুণ পৃথক এক বেলায় ১২ টাকা দিতে হয়। প্রত্যেক রবিবার কলিকাতা হইতে টুরিষ্ট ইস্‌কন্ বাসে ৫০ টাকায় জনতাদিগকে ভ্রমণ করাইয়া কলিকাতাতে পৌছিয়া দিয়া থাকেন। উৎসবে ভোজন ফ্রী হয়। বর্ত্তমান সেখানকার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করিতে হয়। **কাটোয়া, বোলপুর, বক্রেশ্বর, কালনা, শান্তিপুর** ইত্যাদি নবদ্বীপ হইতে বাসে বা ট্রেনে যাওয়া যায়।

রামকেলি (পৃঃ ২৮৭)—কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে ২০২ কিমি দূরে মালদহ ষ্টেশন, তথা হইতে বাসে রামকেলি যাওয়া যায় অথবা নলহাটী হইতে তিন পাহাড় ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া মালদহ যাইয়া রামকেলি যাওয়া যায়।

কানাই-এর নাটশালা—কলিকাতা হইতে বারহাওড়া লাইনে তালঝরি ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গাতীরে কানাই-এর নাটশালা।

বীরচন্দ্রপুরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং সিউড়ি জন্মস্থান (পৃঃ ২৯০)–কলিকাতার হইতে রামপুর হাট অথবা নবদ্বীপ হইতে নলহাটী এবং সিউড়ি যাইয়া বাসে এই উভয় স্থান হইতে বীরচন্দ্রপুর যাওয়া যায়। থাকার জন্য মন্দিরে ধর্ম্মশালা আছে। প্রসাদও মন্দির হইতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা (পৃঃ২৭৪)–এই মহানগরীতে বহু হোটেল আছে। এখানে সর্ব্বসাধারণের জন্য ষ্টেশনে রিটায়ারিং রুম. বড় বাজারে ধর্ম্মশালা, তথা হাওড়া ষ্টেশন নিকটে অশোকা হোটেল, ২৮ নং হারিসন লেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে অশোকা হোটেল, এ, জে, বোস রোড। হোটেল বেঙ্গল লজ বৈঠকখানা লেন। এয়ার পোর্টে রেষ্ট হাউস ইত্যাদি। ৪২ নং এস্, এন্, ব্যানার্জী রোডে ২০ টাকায় থাকা যায়।

গঙ্গাসাগর (পৃঃ ৩০)–কলিকাতা হইতে ১০৫ কিমি, দূরে নামখানা শহীদ মিনার হইতে বাসে নামখানা যাইয়া তথা হইতে লঞ্চে গঙ্গাসাগর যাওয়া যায়। অথবা শিয়ালদহ হইতে ৮২ কিমি দূরে ডায়মণ্ডহারবার সেখান থেকে বাসে গঙ্গাসাগর যাওয়া যায়। মেলার সময় পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ হইয়া থাকে। পথে কাকদ্বীপে বেঙ্গলোর হোটেলে থাকা যায়।

পদ্মানদীএবং পূর্ব্ববঙ্গআসাম কামাক্ষ্যা (পৃঃ ২৯৭)

পদ্মানদী–শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর পাণি গ্রহণ করায় কতিপয় দিবস পর ছাত্র অধ্যাপনা কার্য্যে পূর্ববঙ্গে পদ্মানদী তীরে গমন করেন সেই স্থানে তপন মিশ্র সঙ্গে দর্শন হয় এবং তাহাকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব কাশীতে উপদেশ দিবেন এই উদ্দেশ্যে বেনারস পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছাত্রগণের সহিত পদ্মানদীতে জলকেলি করায় পদ্মানদী মহাতীর্থে পরিগণিত হইয়াছে। যমুনা নদীর উপরে বিরাট পোল দ্বারা অথবা জলরথদ্বারা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা প্রধান শহর বর্ত্তমানে তাহাকে বাংলাদেশ বলা হয়।

কামাখ্যা – কলিকাতা হইতে নিউ নওগাঁ যাইয়া তথা হইতে ১২০ কিমি দূরে গৌহাটী, গৌহাটী হইতে ১০ কিমি দূরে উপরে কামাক্ষা দেবীর মন্দির। পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকা যায় অথবা বাস ষ্টেশনের নিকটে হোটেল অন্বাসদরেতে থাকা যায়। গৌহাটীতে হোটেল ময়ূর, হ্যাপি লজ, জনতা লজ, হোটেল জয়দূর্গা ইত্যাদিতে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ত্রিপুরা (পৃঃ ৩৬) কলিকাতা হইতে ১৮০৮ কিমি দূরে। থাকার জন্য অনেক হোটেল আছে। রেলওয়ে গেষ্ট হাউস, প্লেন কম্বাইণ্ড আগরতলা ক্লাব গেষ্ট হাউস, শান্তি হোটেল, ত্রিপুরা হোটেল, বিবেকানন্দ হোটেল ইত্যাদি।

মণিপুর (পৃঃ ২৯৬) – পথে ডিমাপুর রোডে থাকার জন্য টুরিষ্ট লজ, অরিয়েন্ট লজ, মারওয়ারী ধর্ম্মশালা, নেতাজী হোটেল ইত্যাদি।

দার্জিলিং (২২) – কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে দার্জিলিং মেলে অথবা হাওড়া হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ি বদল করিয়া অথবা বাসে কলিকাতা শহীদ মিনার হইতে ৬০ টাকা সোজা শিলিগুড়ি যাইয়া তথা হইতে অর্থাৎ ৮০ কিমি দূরে দার্জিলিং পৌঁছান যায়। তাহার জন্য টুরিষ্ট লজ, মায়া মায়া ফয়ার হোটেল, কৈলাস হোটেল, ৫৭ গান্ধী রোডে। হোটেল প্রধান নিবাস ইত্যাদিতে ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

মন্দারে মধুসূদন – (পৃঃ ২৭৫) কলিকাতা হইতে অথবা পাটনা হইতে যাইয়া ভাগলপুর ষ্টেশনে নামিয়া বাসে প্রায় ৪৫ কিঃমিঃ দূরে মন্দার পাহাড় নীচে শ্রীমন্দার মধুসূদন দর্শন হয়। তথায় থাকা এবং প্রসাদের ব্যবস্থা পাণ্ডাগণ করিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথ ধাম – (পৃঃ) কলিকাতা হইতে পাটনা যাওয়ার পথে জৈসিডি ষ্টেশনে নামিনা ছোট লাইনে বৈদ্যনাথ ধাম যাওয়া যায় থাকার জন্য ধর্ম্মশালা এবং পাণ্ডাদের বাড়ীতে ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

গোপীবল্লভপুর –(পৃঃ ২৭৪) এই মন্দিরটি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাট। খড়গপুর হইতে বাসে যাওয়া যায় ভাড়া প্রায় ১০॥ সাড়ে দশ টাকার মত।

যাজপুর—কলিকাতা হইতে ৩৩৭ কিঃমিঃ তথা ভুবনেশ্বর হইতে ১০০ কিঃমিঃ দূরে যাজপুর রোডে নামিয়া ১৯ কিঃমিঃ দূরে বিরজা দেবী এবং শ্রীবরাহদেব মন্দির। দেবীর ৫১ পীঠের এক পীঠ। সতীদেবীর নাভি এখানে পড়েছিল। থাকার জন্য ধর্ম্মশালা এবং পাণ্ডাদের বাড়ীতে ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

রেমুনা ক্ষীরচোরাগোপীনাথ— (২১০) হাওড়া হইতে ভুবনেশ্বর যাইবার পথে বালেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়া ৯ মাইল দূরে রেমুনা গ্রামে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন হয়। মন্দিরের ধর্ম্মশালায় থাকা যায় এবং ভেট দিয়া রসিদ প্রাপ্ত করিলে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজদেব—(২০২) কলিকাতা হইতে ৪৩৭ কিঃমিঃ দূরে উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর। থাকার জন্য বিন্দুসরোবর সন্নিকটে দুধ-ওয়ালা ধর্ম্মশালা, ডালমিয়া ধর্মশালা, বিড়লা রেষ্ট হাউস্, শ্রীঅনন্তবাসুদেব মন্দিরে ১০টা সময়ে মহাপ্রসাদ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর হোটেল হোটেল তাজ হোটেল কাসি, ইত্যাদিতে ভোজনের ব্যবস্থা হয়: ভ্রমণ বাসে ৫০-০০ টাকায় খণ্ডগিরি, উদয় গিরি, নন্দন কানন, কোনার্ক ইত্যাদি দর্শন হয়।

পুরী—(পৃং ১৯৪) কলিকাতা হইতে ৫০০ কিমি দূরে পুরী। সেখানে অনেক ধর্ম্মশালা আছে। প্রাইভেট ঘর ভাড়া আছে। পরিচিত পাণ্ডাগণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দির সন্নিকটে বগড়া ধর্ম্মশালা, তথা উত্তর দরজা ধর্মশালা, বগলা যাত্রি নিবাস, বাগড়িয়া ধর্মশালা, দুধওয়ালা ধর্মশালা, গোয়েঙ্কা ধর্মশালা. ক্ষেমকা ধর্মশালা, কোঠারী ধর্মশালা, ধাঞ্জরী ধর্ম-শালা, সমুদ্র ধারে ভারত সেবাশ্রম ইত্যাদিতে থাকা যায় এবং পরিচিত আশ্রমে থাকার এবং প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের আনন্দ বাজারে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অফুরন্ত বিভিন্ন মহাপ্রসাদ প্রস্তুত থাকে ক্রয় করা যায়। হোটেল পান্থ নিবাস, ইয়ুথ হোটেল, পুরী হোটেল, ভিক্টোরিয়া ক্লাব ইত্যাদিতে অনেকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

শ্রীকূর্ম্ম (পৃঃ ২১০) **ওয়ালটেয়ার** (পৃঃ ৩৬)—হাওড়া হইতে ৮৭০ কিমি দূরে মেড্রাস হইতে ৭৮১ কিমি দূরে অন্ধ্রপ্রদেশ ওয়ালটেয়ার।

সেখান থেকে ৩ কিমি দূরে বিশাখাপত্তনম্ এবং ২০ কিমিঃ দূরে সিংহাচল। সিংহাচল ষ্টেশন ২৫৪ মিটার উচ্চতাতে জিওড় নৃসিংহ মন্দির। সিংহাচল এবং ওয়ালটেয়র উভয় স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণ বাসে যাওয়া যায়। থাকার জন্য ওয়ালটীয়ারতে অনেক লজ হোটেল আছে। হোটেল ওটি, দাবাগার্ডনতে, সার কুইট হাউস ইত্যাদি আছে।

বিজয়ওয়াড়া (**পানানৃসিংহ**)–(পৃঃ ২১২) কলিকাতা হইতে ১২৩০ কিমি দূরে অন্ধ্রপ্রদেশ বেজওয়াড়া ষ্টেশন। তথা হইতে কিছু দূরে নাগার্জুন বাঁধ এবং সন্নিকটে কৃষ্ণা-কাবেরী স্নান হয়। ২৬ কিমি দূরে অমরাবতী। বাসে মঙ্গলগিরি যাইয়া পানানৃসিংহ দর্শন করা যায়। বেজ-ওয়াড়াতে থাকার জন্য রেষ্ট হাউস আছে। মঙ্গলগিরিতে পাণ্ডাদের বাড়ীতে থাকিয়া ৬০০ সিঁড়ির উপরে পানানৃসিংহ দর্শন করা যায়।

কভুর গোদাবরী রাজমহেন্দ্রী (পৃঃ ২১১)—কভুর ষ্টেশনে নামিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন স্থান দর্শন হয়। থাকার জন্য গৌড়ীয় মঠে ব্যবস্থা হয়। রাজমহেন্দ্রী ষ্টেশনে নামিলে থাকার জন্য হোটেল পঞ্চবটী, মডার্ণ হিন্দু হোটেল, অরুণদয় লজ ইত্যাদিতে থাকা যায়।

তিরুপতি (**ত্রিপতি বালাজী**) (পৃঃ ২১২)—পাহাড় উপরে প্রায় ১৪ কিকি দূরে অন্ধ্রপ্রদেশ তিরুপতি। ৮৫০ মিটার উচ্চতাতে মন্দির বিদ্যমান। থাকার জন্য দেবালয় ধর্মশালা, গেষ্ট হাউস, বেঙ্গল লজ, হোটেল মমতা ইত্যাদিতে ব্যবস্থা হয়।

হায়দ্রাবাদ—অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ। সেখানে অনেক হোটেল আছে। ষ্টেশনের অপর পার্শ্বে রেলওয়ে হোটেল ইত্যাদিতে থাকা যায়।

মেড্রাস (পৃঃ ২১৫)--কলিকাতা হইতে প্রায় ১৬০০ কিমি দূরে তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজধানী মেড্রাস শহর। এই স্থানে প্রধান দর্শন পার্থসারথি। শহর হইতে প্রায় ২০ কিমি দূরে বিদ্যমান। রাস্তায় দর্শনীয় হাইকোর্ট, সেন্ট্রাল জজ দুর্গ, সেন্ট ম্যারিচ চার্চ, ম্যারিনা, স্যানটোম, আর্ট গ্যালারী যাদুঘর রেড হিল সলট, লেক ডিয়ার পার্ক ইত্যাদি। থাকার জন্য বহু ধর্মশালা আছে। গীতাভবন (নেতাজীসুভাষ রোডে বকলাল ধর্মশালা।

(১৬ নং সাউকার পেট), লক্ষ্মীনারায়ণ ধর্মশালা (ষ্টেশনের নিকটে) গোপকৃষ্ণ ধর্মশালা। হোটেল অনেক আছে। ষ্টেশন সন্নিকটে রিটায়ারিং রুম ২০ টাকায় থাকা যায়। হোটেল ব্লুষ্টার ইন্টারন্যাশনাল। এগমোর ষ্টেশনে সন্নিকটে রিটায়ারিং রুম ২০ টাকা লাগে। সন্নিকটে হোটেল গোকুলা, হোটেল ইম্পোরিয়াল ইত্যাদি। ভ্রমণ বাসে ৩৫ টাকায় বিভিন্ন স্থান দর্শন হয়।

পণ্ডিচেরী (পৃঃ ২১৫)—মেড্রাস এগমোর ষ্টেশন হইতে ১৫৯ কিমি দূরে ভিল্লুপুরম্ তথা হইতে ৩৮ কিমি দূরে পণ্ডিচেরী রামেশ্বর হইতে ৪৫৯ কিমি পণ্ডিচেরী। যাঁহারা রামেশ্বর হইতে ফিরার সময় পণ্ডীচেরী যাইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা শ্রীরঙ্গম হইতে ট্রেনে বিদ্ধ্যাচল হইয়া বাসে গডেউ হইয়া পণ্ডিচেরী আসিতে পারেন। থাকার জন্য অরবিন্দ আশ্রমে কিছু টাকা দিলে ব্যবস্থা হয়। কটেজ গেষ্ট হাউস ২০ টাকা লাগে, ইন্টার ন্যাশনাল গেষ্ট হাউস ইত্যাদি।

শ্রীরঙ্গম (পৃঃ ২১৭)—মেড্রাস হইতে ৩২০ কিমি দূরে তিরুচিরাপল্লী তথা হইতে কাবেরী তীরে শ্রীরঙ্গম মন্দির। যখন টিপু সুলতান যুদ্ধে মারা যান তাহার পিতা হায়দারআলি শ্রীরঙ্গনাথের স্বপ্নাদেশে যুদ্ধে জয় করিয়া এই প্রাচীন মন্দিরটি সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন বর্তমান পুনঃ ডালমিয়াজী সংস্কার করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে মধ্যাহ্নে প্রচুর প্রসাদ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। থাকার জন্য বাঙ্গুর ধর্মশালাতে উত্তম প্রবন্ধ হইয়া থাকে। তিরুচিনাপল্লীতে অনেক হোটেল আছে; তামিলনাড়ু হোটেল, অশোক ট্রাভেল লজ, হোটেল অরিষ্ট ইত্যাদি।

মীনাক্ষি মাদুরা (পৃঃ ২১৮)—মেড্রাস হইতে ৪৮০ কিমি দূরে তথা ত্রিচীনাপল্লী হইতে ১৫০ কিমি দূরে মাদুরা শহর। থাকার জন্য রাধাকৃষ্ণ লজ, বাঙ্গুর ধর্ম্মশালা, জন প্রতি ৫ টাকা লাগে। হোটেল তামিলনাড়ু নটরাজ লজ ইত্যাদি।

রামেশ্বর (পৃঃ ২২১)—মেড্রাস হইতে ৬৬৬ কিমি দূরে রামেশ্বর। রামেশ্বরে অনেক ধর্মশালা আছে কিন্তু সেখানে পাণ্ডাদের দ্বারা থাকার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহার বিনিময়ে পাণ্ডাকে কিছু দিতে হয়।

কন্যাকুমারী (পৃঃ ২২৪)—রামেশ্বর হইতে ২৯৪ কিমি দূরে তথা মাদুরা হইতে ১৪০ কিমি দূরে কন্যাকুমারী। মাদুরা হইতে সোজা বাসে কন্যাকুমারী অথবা মেড্রাস হইতে ট্রেনে ত্রিবান্দ্রম্ হইয়া বাসে কন্যাকুমারী অথবা ত্রিবান্দ্রম্ হইতে ট্রেনে নাকের কয়েল হইয়া তথা হইতে বাসে কন্যাকুমারী যাওয়া যায়। থাকার জন্য অনেক লজ আছে। বাস ষ্ট্যাণ্ডে সাধারণ ধর্মশালা, ভারতীয় লজ, মীনাক্ষি ভবন, গীতাঞ্জলী লজ, অশোক লজ ইত্যাদি। হোটেল ট্রেভেল বেঙ্গলোর ইত্যাদি।

ত্রিবান্দ্রম্ (পদ্মনাভ) (পৃঃ ২২৫)—কেরলা রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্ কন্যাকুমারী হইতে ৮৭ কিমি দূরে তথা মেড্রাস হইতে ৯২১ কিমি দূরে ত্রিবান্দ্রম্। কলিকাতা হইতে মেড্রাস সেণ্ট্রাল হইয়া ত্রিবান্দম যাওয়া যায়। বিশ্রাম স্থান মন্দিরের অনতিদূরে গুজরাত ধর্মশালাতে থাকিবার ব্যবস্থা আছে ষ্টেশন সন্নিকটে কর্পোরেশন রেষ্ট হাউস, হোটেল ক্যাণ্টনমেণ্ট ইত্যাদি।

ম্যাঙ্গলোর (পৃঃ ২২৫)—মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ম্যাঙ্গলোর। মেড্রাস হইতে ১০৮ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। থাকার জন্য হোটেল ললিতা-মহল, অগরওয়াল লজ, অশোক হোটেল ইত্যাদি।

বৃন্দাবন গার্ডেন (মহীশূর) (পৃঃ ২২৫)—কর্ণাটক আসার পথে মহীশূর অর্থাৎ মহীশূর শহর হইতে ১৯ কিঃ মিঃ দূরে কাবেরী নদীর তীরে বৃন্দাবন গার্ডেন কলিকাতা হইতে ২০১৮ কিঃ মিঃ দূরে। সেখানে বিভিন্ন মনোরম লতা ফুলের বাগিচা সাজানোর দৃশ্য মাত্র। থাকার জন্য ট্যুরিষ্ট হোম, কমারশিয়াল ম্যাঙ্গলোর লজ ইত্যাদি।

উড়পী (পৃঃ ২২৬)—ম্যাঙ্গলোর হইতে ৩৬ কিঃ মিঃ দূরে বাসে যাওয়া যায়। উড়পী কৃষ্ণ মন্দিরের কার্য্যালয়ে বলিলে থাকা ও প্রসাদের ব্যবস্থা হয়।

পুনে—বোম্বে হইতে ১৮৪ কিঃ মিঃ দূরে শিবাজীর স্বপ্নে গড়া স্থান। থাকার জন্য অনেক হোটেল আছে। রাজকীয় ধর্মশালা, ন্যাশনাল হোটেল ইত্যাদি।

বোম্বাই (পৃঃ ১৮৪)—কলিকাতা হইতে ২৫৮৭ কিঃ মিঃ দূরে মহা-

রাষ্ট্রের রাজধানী বোম্বাই। থাকার জন্য শুকানন্দ ধর্মশালা, সি, পি, ট্যাক রোড (সাধন বাগ) এম, এম, ধর্মশালা ইত্যাদি। হোটেল নিউবেঙ্গল লজ, বোম্বাই ভি, টি, সন্নিকটে দাদাভাই ক্রাউ ফার্ড মার্কেটের নিকটে জন-প্রতি থাকা খাওয়া দরুন ৪০-০০ টাকা চার্জ লাগে। হোটেল সহায়, কাওয়াজী প্যাটেল ষ্ট্রীট বোম্বাই, এই প্রকার অনেক হোটেলও আছে।

নাসিক পঞ্চবটী—(পৃঃ ৮১) বোম্বাই হইতে ১৮৮ কিঃমিঃ দূরে নাসিক রোড ষ্টেশনে নামিয়া সন্নিকটে মুক্তিধামে থাকা যায় ; কিন্তু সেখানে অত্যাধিক ভাড়া চার্জ লাগে। আরও হোটেল বাসেরা, নালন্দা টুরিষ্ট হোম ইত্যাদি আছে। ৮কিঃমিঃ দূরে পঞ্চবটীতে যাইয়া থাকা উত্তম। সেখানে মাড়োয়াড়ী ধর্মশালা তথা অন্য ধর্মশালায় থাকা যায়। চার সম্প্রদায় আশ্রম এবং বাজারে ৯১৩ কাপড় পটীতে "সরস্বতী মঙ্গল" কার্য্যালয়েও থাকা যায়।

অজন্তা (পৃঃ ১৮৫)—মোম্বাই হইতে ৩৭৫ কিঃমিঃ তথা ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১০০ কিঃমিঃ দূরে অজন্তা গুহা ভ্রমণ বাসে ৫৫-০০ ভাড়াতে ভ্রমণ করা যায়। খুলদাবাদ হইতে ২৫ কিঃমিঃ দূরে ইলোরা গুহা ঔরঙ্গাবাদে থাকার জন্য রেলের রিটায়ারিং রুম, ইয়ুথ হোটেল, সারনাথ, বালাজী মন্দির ইত্যাদি।

জুনাগড় (পৃঃ ১৮৯)—এই গিরনার পাহাড়ে ৩৭০০ ফুট উচ্চতা ৯ হাজার সিঁড়ি ভেঙ্গে যেতে হয় প্রায় ১২ ঘণ্টা লাগে ইহা জৈনদের প্রধান তীর্থ থাকার জন্য ধর্মশালা আছে।

আমেদাবাদ—কলিকাতা হইতে ২০৮৯ কিমি দূরে। থাকার জন্য রেষ্ট হাউস (খানপুর রোডে)' হোটেল নটরাজ, গ্রাণ্ড হোটেল ইত্যাদি আছে। সাধুদের জন্য জগন্নাথ মন্দিরে সুব্যবস্থা আছে।

ডাকুর (রণছোড়জী) পৃঃ ১৮৯—আমেদাবাদ হইতে বাসে অথবা আনন্দ ষ্টেশন হইতে যাওয়া যায়। মন্দিরে প্রচুর প্রসাদ পাওয়া যায় এবং সন্নিকটে ধর্মশালাতে থাকা যায়।

বরোদা—আমেদাবাদ হইতে ১০০ কিমি দূরে তথা কলিকাতা হইতে ১৯৮৯ কিমি দূরে এবং বোম্বাই হইতে ৮৯২ কিমি দূরে এই জংশন বিদ্যমান।

সেখানে থাকার জন্য ধর্ম্মশালা সার্কিট হাউস মিউনিসিপাল বিশ্রাম গৃহও আছে।

সোমনাথ (প্রভাষ) পৃঃ ১৮৮—রেল ষ্টেশন হইইতে ১০ কিকি দূরে তথা বাস ষ্ট্যাণ্ড সন্নিকটে মন্দির। থাকার জন্য সোমনাথ ট্রাষ্ট ধর্ম্মশালা, প্রাইভেট গেষ্ট হাউস, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরেতে ভাড়া থাকা যায়। ভেরাবল্লভ ষ্টেশনে নামিলে সন্নিকটে ধর্মশালা এবং হাউস ডাকবাংলা ইত্যাদি আছে।

পোরবন্দর (সুদামাপুরী) পৃঃ ১৮৭—আমেদাবাদ হইতে ৪৭৫ কিমি দূরে এবং কলিকাতা হইতে ২৫৬৪ কিমি দূরে পোরবন্দর। থাকার জন্য অভিনব বিশ্রামগৃহ,ধর্মশালা, গীতা লজ, হিমালয় গেষ্ট হাউস ইত্যাদি।

দ্বারকা (পৃঃ ১৮৭)—কলিকাতা হইতে ২৪৫৫ কিমি তথা বোম্বাই হইতে ১০০৭ কিমি কি দূরে বিদ্যমান। থাকার জন্য বাঙ্গুর ধর্মশালা, ভদ্রকালী ধর্মশালা, মহালক্ষ্মী লজ, মুরলীধর লজ, তোতাদ্রীমঠ ইত্যাদি।

নাথদ্বার (পৃঃ ১৮৯)—উদয়পুর হইতে ৪৮ কিমি দূরে। মন্দিরে প্রচুর প্রসাদ পাওয়া যায়। পাণ্ডাকে ২০ টাকা দিলে মধ্যাহ্নে প্রচুর প্রসাদ ঘরে পৌঁছিয়া যায়। মিষ্টি প্রসাদ প্রচুর দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। থাকার জন্য অনেক ধর্মশালা আছে ; বোম্বাই কোটা, শ্রীনাথ ধর্মশালা ইত্যাদি হেটেলও অনেক আছে।

পুষ্কর (আজমীর) পৃঃ ১৯১—জয়পুর হইতে ১৭৫ কিমি দূরে আজমীর তথা হইতে ১১ কিমি দূরে পুষ্করতীর্থ। থাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধর্মশালা, সুরজমল ধর্মশালা ইত্যাদি। আজমীর ষ্টেশনসন্নিকটে ধর্মশালা তথা নাগপাল টুরিষ্ট হোটেল, বিকানোর হোটেল ইত্যাদিও আছে।

জয়পুর (পৃঃ ১৯১)—দিল্লী হইতে ৩০৮ কিমি দূরে রাজস্থানের রাজরাজধানী জয়পুর। সেখানে থাকার জন্য রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, ষ্টেশনের সন্নিকটে সাধারণ পঞ্চায়েত ধর্মশালা, শহরে খণ্ডেলবালা ধর্মশালা (বৈশ্যভবন) ষ্ট্রীট. চান্দপোল বাজার) ইহার অনতিদূরে শ্রীগোবিন্দ মন্দির। অগ্রবালা ধর্মশালা, ইহার অনতি দূরে গোপীনাথ মন্দির। রামভবন, সরোজ ভবন, গীতাভবন. গুজরাট সমাজ ন্যাশনাল হোটেল. টুরিষ্ট ব্যাঙ্গলোর, রাজধানী হোটেল ইত্যাদি অনেক ব্যবস্থা আছে। দামোদর ধর্ম্শালা চান্দপোল মিশ্র রাজা রাস্তা।

করোলী –(পৃঃ ১৯২)—জয়পুর হইতে বাসে যাইতে হয়। এইস্থানে শ্রীমদনমোহন দর্শন হয়। থাকার জন্য অগ্রবালা, ধর্মশালা এবং বাস ষ্ট্যাণ্ডে সাধারণ ধর্মশালা আছে।

ভুপালে—মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভুপাল। থাকার জন্য নিউ ভারত লজ, গুপ্তা হোটেল, অপ্সরা হোটেল ইত্যাদি।

নাগপুর—কলিকাতা হইতে নাগপুর ১১৩২ কিমি দূরে তথা পুনা থেকে ৭৪৮ কিমি দূরে। থাকার জন্য রেলের রিটিয়ারিং রুম হোটেল ও ধর্মশালা আছে। শীশমহল, আনন্দ আশ্রম, মাউণ্ট হোটেল ইত্যাদি।

উজৈন—(পৃঃ ১৯২) দিল্লি এবং মথুরা হইতে বোম্বাই মেলে যাওয়া যায়। থাকার জন্য রেলের রিটায়ারিং রুম এবং ষ্টেশন সন্নিকটে সষ্ঠিপয়া রাজা ধর্ম্মশালা, গুপ্তালজ ইত্যাদি।

ওঁকারেশ্বর (পৃঃ ৯০) – ইন্দোর থেকে বংসে ১০০ কিমি দূরে ওঁকারের দর্শন। ওঁকারেশ্বর রোড ষ্টেশনে নামিলে ৯ মাইল বাসে যাইয়া নর্মদা নদীর উপরে অপূর্ব দর্শন হয়।

ঝাঁসি মধ্যপ্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বোম্বাই যাওয়ার পথে ঝাঁসি শহর। ভুপাল হইতে প্রায় ২০০ কিমি দূরে তথা দিল্লি হইতে ৪১৪ কিমি দূরে বিদ্যমান। এই স্থানে রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তি অক্ষয় রাখিয়াছেন।

গোয়ালিয়ার—আগ্রা হইতে ১১২ কিমি দূরে থাকার জন্য বিড়লা গেষ্ট হাউস, রেলের রিটায়ারিং রুম, লক্ষ্মী লজ, মান মন্দির হোটেল, হোটেল ইণ্ডিয়া, মহারাষ্ট্র লজ ইত্যাদি।

আগ্রা—(পৃঃ ৯০) – দিল্লী হইতে ১৯৮ কিমি দূরে। থাকার জন্য রেলের রিটায়ারিং রুম অথবা আগ্রা ফোর্ট সন্নিকটে ধর্ম্মশালা আছে। হোটেল—ক্যালকাটা হোটেল, টুরিষ্ট হোটেল, অশোকা হোটেল, আগ্রা সেণ্ট্রালতে বেঙ্গল লজ ইত্যাদি।

মথুরা—(পৃঃ ৬৫) কলিকাতা হইতে ১২৮১ কিমি দূরে থাকার জন্য বাস ষ্ট্যাণ্ড সন্নিকটে সিদ্ধি ধর্মশালাতে উত্তম প্রবন্ধ হয়। বাঙ্গালীঘাট ধর্মশালা, দ্বারকাধীশ মন্দির সন্নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মশালা ইত্যাদি। মন্দিরের নিকটে

প্রসাদ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। হোটেল ব্রজ বিহারী, মোহন হোটেল, আগ্রা হোটেল ইত্যাদি ভ্রমণ বাসে নন্দগ্রাম, বর্ষানা, গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড যাওয়া যায়।

বৃন্দাবন—(পৃঃ ১) মথুরা হইতে ১১ কিমি দূরে থাকার জন্য পরিচিত ব্রজবাসীদের তথা পরিচিত আশ্রম প্রচুর আছে সেখানে থাকা এবং মন্দিরে প্রসাদ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কেবল থাকার জন্য মির্চ্চাপুর ধর্মশালা, ভারত সেবাশ্রম, দিল্লীবালা ধর্ম্মশালা, অগ্রবালা ধর্মশালা, বাসন্তীবাঈ ধর্মশালা, সিঁদ্ধি ধর্মশালা, জয়পুরিয়া ধর্মশালা ইত্যাদি। কেবল ভোজনের পবিত্র হোটেল সাহাজী মন্দির সন্নিকটে বিদ্যমান আছে। আরও কেশীঘাট বোর।

রাধাকুণ্ড -(পৃঃ ৯০) বৃন্দাবন হইতে বাসে সোজা রাধাকুণ্ড যাওয়া যায়। সেখানে থাকার জন্য নূতন মীর মনোরমা ভাল ধর্মশালা আছে ইহা ছাড়াও পরিচিত মন্দিরে তথা ব্রজবাসীদের বাড়ীতে থাকা যায়।

গোবর্দ্ধন—শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করা সময়ে ক্লান্ত হইলে বাসষ্ট্যাণ্ড সন্নিকটে মহাবীর ধর্মশালাতে থাকার ব্যবস্থা হয়।

দিল্লী (পৃঃ ৬১) - কলিকাতা হইতে ১৪১৮ কিমি দূরে ভারতের রাজধানী দিল্লী শহর বিরাজিত তথা মথুরা হইতে ১৪৩ কিমি দূরে অবস্থিত। নিউ দিল্লীতে থাকার জন্য ষ্টেশন সন্নিকটে লেডিং হাড়িংতে সরাই মারোয়ারী পঞ্চায়ত ধর্মশালা কালী বাড়িতে বিড়লা ধর্মশালা, ইত্যাদি। পুরাতন দিল্লীতে কাশ্মীর গেট সন্নিকটে বিরালা লক্ষ্মীনারায়ণ ধর্মশালা, লালকেল্লার অনতিদূরে জৈন ধর্মশালায় লালকেল্লা নিকটে থাকা যায়। হোটেল অশোক, হোটেল জনপথ ইত্যাদি অনেক হোটেল আছে। যখন যেখানে যাইবেন সেখানে হোটেল সন্ধান করা উচিৎ। ভ্রমণ বাসে ১০ টাকায় সমস্ত দিল্লী ভ্রমণ করা সময়ে হোটেল পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্র (পৃঃ ৬২)—দিল্লী হইতে ১৫৬ কিমি দূরে বাসে অথবা ট্রেনে যাওয়া যায়। থাকার জন্য ভারত সেবাশ্রম, আগরওয়ালা ধর্মশালা, কালী-কমলী ধর্মশালা, গৌড়ীয় মঠ, বিড়লা মন্দির ইত্যাদি।

হরিদ্বার—(পৃঃ ৬৫)—হাওড়া হইতে ১৩৭২ কিমি দূরে থাকার জন্য

ভারত সেবাশ্রম বাসষ্ট্যাণ্ডে এবং গঙ্গাতীরে ভোলাগিরি আশ্রম ধর্মশালায় উত্তম প্রবন্ধ হয়। হড়কীপেড়ী গঙ্গাস্নান ঘাট সন্নিকটে ভারতী ভবন ধর্মশালা, অমৃতসর ওয়ালী ধর্মশালা, লক্ষ্মীওয়ালী, গোয়ালিয়র, বাসন্তীদেবী, সুরজমল, মিশ্র, বিকানোর কর্ণাটক, মাদ্রাজী, গীতাভবন ইত্যাদি ধর্ম্মশালা আছে, ইহা ছাড়া প্রাইভেট ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। শঙ্কর ভবন (মোতিবাজার থাণ্ডা-কুপের নিকটে) মাড়ওয়াড়ী নিবাস, সব্জীমণ্ডি গঙ্গাঘাটে ভোজনের জন্য অনেক দোকান আছে। আরও হোটেল সমরত, হোটেল হরিনিবাস গুজর বালা ধর্ম্মশালা ইত্যাদি।

হৃষিকেশ (পৃঃ ৬৭) – কলিকাতা হইতে হৃষিকেশ ১৪৯৬ কিমি দূরে। থাকার কালী কমলী ধর্ম্মশালা, মহেশ যোগীর ধর্ম্মশালা, শঙ্করাচার্য্য নগরে শিবানন্দ আশ্রম ইত্যাদি. সাধুদের অন্নক্ষেত্রও অনেক আছে। হোটেল মেনকা, জনতা টুরিষ্ট লজ ইত্যাদি।

উত্তর কাশী – বাসষ্ট্যাণ্ড সন্নিকটে যাত্রী নিবাসে এবং টুরিষ্ট লজে থাকা যায় ইহা ছাড়া অনেক প্রাইভেট ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে বরুণ এবং অসি দুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়া বারানসীতে সম্মিলিত উত্তর কাশী হইতে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী রাস্তা সহ গিয়াছে, সেখানে ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা আছে।

কেদারনাথ (পৃঃ ১০১)—হৃষিকেশ হইতে ২১৪ কিমি দূরে গৌরীখণ্ড তথা হইতে ১৪ কিমি হাঁটা পথে যাওয়ার পর কেদারনাথ। থাকার জন্য পাণ্ডারা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মন্দিরে পূজনের জন্য ১১ টাকা দিতে হয়। সেখানে একটিমাত্র ধন্নশালা আছে। বাজারে হোটেলে সমস্ত ভোজনের সামগ্রী পাওয়া যায়। নূতন ভারত সেবাশ্রম হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ—উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ কলিকাতা হইতে ৯৭৯ কিমি এবং দিল্লী হইতে ৫০৭ কিমি দূরে অবস্থিত। থাকার জন্য ষ্টেশন সন্নিকটে বেঙ্গল হোটেল, হিন্দুস্থান হোটেল কভরী লজ ইত্যাদি।

অযোধ্যা –কলিকাতা হইতে ৮৬৭ কিমি। থাকার জন্য রেলের রিটায়ারিং রুম এবং সন্নিকটে একটা সাধারণ ধর্ম্মশালা শহরে বিড়লা ধর্ম্মশালা

জানকী মহল ধর্ম্মশালা আছে। সাধুদের জন্য মণিরাম বাবার আশ্রম। ফৈজাবাদে নামিলে রেলের রিটায়ারিং রুমেতেও থাকা যায়। আরও কয়েকটি হোটেল আছে।

নৈমিষারণ্য—(পৃঃ ১৭৮) সীতাপুর হইতে ৩৭ কিমি দূরে। থাকার জন্য টুরিষ্ট বাঙ্গালো এবং ডাক বাংলো আছে।

এলাহাবাদ—(পৃঃ ১৭৯) কলিকাতা হইতে দিল্লী যাওয়ার পথে এখানে অনেক ধর্মশালা আছে। যথা হলওয়াই ধর্মশালা' দারাগঞ্জ, চিনি ধর্ম্মশালা, (বিরোগঞ্জ), চমেলীবাঈ ধর্ম্মশালা (হেওয়েট রোড), পুরুষোত্তম দাস অগ্রবালা ধর্ম্মশালা (জিরো রোড), মারওয়াড়ী ধর্ম্মশালা, বাঙ্গালী বালী বাড়ী হোটেল (পুরুলী রোড), অশোকা হোটেল, কোকো হোটেল ইত্যাদি।

বেনারস (পৃঃ ১৮০)—**দ্রষ্টব্য**।

পাটনা—হাওড়া হইতে ৫০ কিমি দূরে, দিল্লী হইতে ৯০৮ কিমি দূরে পাটনা বিদ্যমান ; থাকার জন্য পাটলিপুত্র ধর্ম্মশালা বিড়লা ধর্মশালা, কদম-কুয়া ধর্ম্মশালা, হরিমন্দির ধর্ম্মশালা, গুরুদ্বার, ডাকবাংলো রোডে প্রেসিডেন্সি হোটেল ইত্যাদি।

গয়া—(পৃঃ ১৮২) পাটনা হইতে ৭০ কিমি এবং কলিকাতা হইতে ৪৫০ কিমি দূরে গয়া। থাকার জন্য ভারত সেবাশ্রম উত্তম। এদের একটি অফিস রেল ষ্টেশন আছে। জৈন ধর্ম্মশালা, মাড়ওয়াড়ী ধর্মশালা, পঞ্চায়ত ধর্ম্ম-শালা ইত্যাদি। বাস ষ্ট্যাণ্ডে লজিং হাউস, রেলের রিটায়ারিং রুম, হোটেল রাজপথ, নীতা হোটেল, হোটেল সম্রাট, গোপাল নিবাস ইত্যাদি।

—:—

সৎকর্ম

সৎকর্ম্ম সুচকন্ন্যনং জ্ঞান যজ্ঞঃ স্মৃতো বুধৈঃ .
শ্রীমদ্ভাগবতালাপঃ সতু গীতঃ শুকাদিভিঃ ॥

কলিযুগে একমাত্র শুক শাস্ত্রকথা শ্রবণ করাই সৎকর্মের অর্থ। বিধি বিধান দ্বারা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠান অর্থাৎ ভাগবতী কথা শ্রবণ করিয়া নাম যজ্ঞ করিতে পারিলে সর্ব্বোত্তম উপায় হয়। নিষ্কাম ভক্তি দ্বারা অনুষ্ঠান করিলে ভগবদ্ চরণ প্রাপ্তি হয়। কামনা দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেহ আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তাহাকেও একমাত্র এই শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান-যজ্ঞ মুক্তি করিতে পারেন। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

অতএব তীর্থে বিশ্রাম করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই ভ্রমণের সফলতা এবং সৎকর্মের পরমোপায়।

ইতি—পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী
"শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী" নবদ্বীপ

"কৃতজ্ঞতা"

যে যে মহানুভব পণ্ডিত প্রবর আমাকে বিদ্যাদান করতঃ যাঁহাদের কৃপায় আমার মত পঙ্গু সদৃশ ব্যক্তিটির প্রবচনাদি শক্তি বিস্তার তথা গ্রন্থাদি রচনার শক্তি হইয়াছে তাঁহাদের নাম যথা।

১। বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ মন্দিরের ভাগবতাচার্য্য শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী ব্যাকরণ ভাগবতাচার্য্য।
২। শ্রীরামাদর্শ পাণ্ডেয় ন্যায়াচার্য্য বঙ্গলক্ষ্মী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন।
৩। শ্রীশ্রীনাথ শাস্ত্রী পুরানাচার্য্য, "
৪। শ্রীগৌর গোবিন্দ শাস্ত্রী ব্যাক্যালঙ্কার কাব্য পুরাতন তীর্থ, "
৫। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ভক্তিতীর্থ। "
৬। শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতি তীর্থ মহোদয়, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র তর্কতীর্থ বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ, নবদ্বীপ।

প্রণামান্তে—ছাত্র, সুলোচন।

"স্বতন্ত্র দর্শক গাইড বৃন্দাবন"

কলিকাতা হাওড়া, হইতে তুফান এক্সপ্রেসে ১২৮১ কিঃ মিঃ দূরে মথুরা তথা হইতে ৯ কিঃ মিঃ দূরে বৃন্দাবন সেখানে ভারত সেবাশ্রম এবং বিভিন্ন ধর্ম্মশালা তথা পরিচিত মন্দিরে ব্রজবাসী তত্ত্বাবধানেও থাকা যায়।

প্রত্যহ ব্রজবিহার বাস প্রাতঃ বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে বাহির হয় তাহাতে ৩৫ টাকা দিশা আরোহন করিলে ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবন বাহিরের সমস্ত দর্শন করিয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসা যায়।

যদি স্বতন্ত্র-ষ্টেট-বাসে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়, তা হৈলে বাস ষ্টাণ্ড হইতে প্রাতঃ ৫-৩০ মিনিটে রাধাকুণ্ড অথবা গোবর্দ্ধন যাইয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শন, রাধাকুণ্ড স্নান করিয়া সন্ধ্যায় ফিরে আসা যায়।

দ্বিতীয় দিন বৃন্দাবন বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে নন্দগ্রাম যাইয়া দর্শন করিতে হইবে তথা হইতে বর্ষানা গিয়া দর্শন করিয়া পুনঃ বিকালে বৃন্দাবনে ফিরে আসা যায়। আগে বর্ষানা গেলে নন্দগ্রাম হইতে কোশী, মথুরা হইয়া বৃন্দাবনে আসা যায়।

তৃতীয় দিন বৃন্দাবন বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে মথুরা হইয়া গোকুল দাউজী দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় বৃন্দাবন ফিরে আসা যায়।

চতুর্থ দিন প্রাতঃ মথুরা হইয়া আগরা (১২ টাকা) ফোর্টে তাজমহল দর্শন করতঃ পুনঃ সন্ধ্যায় ফিরে আসা যায়।

পঞ্চম দিন প্রাতঃ ৫-৩০ মিঃ নাথদ্বার (৭০-০০ টাকা) বাসে জয়পুর তথা হইতে (৫০-০০ টাকা) পুষ্কর হইয়া নাথদ্বার যাওয়া যায়। জদপুর হইতে বাসে কলোরী মদনমোহন হইয়া তথা হইতে

হিন্দোন ষ্টেশন হইয়া মথুরা যাওয়া যায়। গোবর্দ্ধন হইতে ভরতপুর

হইয়া হিন্দোন, তথা হইতে করোলী মদনমোহন যাওয়া যায়। এই সমস্ত দর্শনে চারদিন সময় লাগবে।

ষষ্ঠ দিন প্রাতঃ সন্ধ্যায় বৃন্দাবন বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে হরিদ্বার ৭০-টাকাতে যাওয়া যায়। ২০-০০ টাকায় দিল্লীও যাওয়া যায়। দিল্লী দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্র হইয়া হরিদ্বারও যাওয়া যায়। পাথেয় ঐরূপ। দিল্লীতে লাল কেল্লার অপর পার্শে জৈন ধর্মশালা তথা লক্ষ্মীনারায়ণ ধর্মশালা। নিউ দিল্লীতে বিড়লা মন্দির নিকটে কালি বাড়িতে থাকা যায়।

—০—

বৃন্দাবনে পথ প্রদর্শক বিবরণ ক্রম

আনন্দকন্দ বৃন্দাবন চন্দ্রের লীলা ভূমি দর্শন করা উচিৎ কিন্তু এমন কে ব্যক্তি আছে যে, সে বৃন্দাবন দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। সংসারে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা লেগেই থাকে তাহার মধ্যে সময়াভাব অর্থাভাব, শারিরীক অসমর্থতা এবং বৈষয়িক ব্যাপার ইত্যাদিতে গৃহ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হয় না।

যদি কেহ ভাগ্যবান ভাই বোনগণ ইহার মধ্য হইতে সময় বাহির করিয়া দর্শন করতে পারেন তাহা হইলে যথার্থ কর্ত্তব্য কার্য হয় বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য যাতে অল্প সময়ের মধ্যে দর্শন করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন এবং কোন দুষ্কৃতকারী চক্রে পড়িয়া অর্থাদি অপব্যয় না হয় এইজন্য সাধারণ পথ প্রদর্শনের জ্ঞান প্রয়োজন।

কলিকাতা হইতে মথুরা ১২৮১ কিঃ মিঃ মথুরা জংশন হইতে বৃন্দাবন ১২ কিঃ মিঃ হয় ৬-০০ টাকা, রিকশা তথা বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে

বাসে ছোট লাইন মিটার গেজ লাইনে রেল যোগে বৃন্দাবন যাওয়া যায় মাত্র তিন টাকা ভাড়া। ট্রেন ষ্টেশন নিকটেই বৃন্দাবনের বাসষ্ট্যাণ্ড তাহার সামান্য কিছু দূরে বিশাল শ্রীরঙ্গ লক্ষ্মী মন্দির তাহার সামনে অর্থাৎ যাওয়ার সময়ের বাম দিকে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাচীন বিশাল মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শন। পার্শে নবীন শ্রীগোবিন্দ মন্দির দর্শন। রঙ্গলক্ষ্মী মন্দিরের বামদিকে গোদাবিহার মন্দির, জ্ঞান গোধুলী ব্রহ্মচারী মন্দির. গোপেশ্বর মহাদেব. বংশীবট।

এই সমস্ত দর্শন করিয়া গোপীনাথ বাজারে ফিরে এসে অমিয় নিতাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দর্শন করিতে হইবে। সেখান হইতে যমুনা কেশীঘাট দর্শন যাইয়া যমুনা স্পর্শ, স্নান করিয়া পুনঃ গোপীনাথ বাজার আসিয়া শ্রীগোপীনাথদেব দর্শন করিয়া সামান্য একটু ডাইন দিকে যাইয়া শ্রীরাধারমণ মন্দির প্রধান দর্শন করিবেন। নিকট শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সমাধি, ষড়ভূজ মহাপ্রভু এবং শ্রীগোকুলানন্দ মন্দির দর্শন।

পুনঃ একটু পিছনে ফিরিয়া নিধুবন শ্রীহরিদাস স্বামী সমাধি মন্দির বাসস্থান রঙ্গমহল দর্শন। নিকটে শ্রীসাহাজী বিহারী মন্দির ডাহান দিকে (শ্রীঙ্গার রট) শ্রীরাধা দামোদর মন্দির এবং শ্রীশ্যাম সুন্দর মন্দির দর্শন করিয়া পুনঃ ডাইন দিকে সেবাকুঞ্জ গলিতে নিকুঞ্জ বন (সেবা কুঞ্জ) তথা হইতে সোজা শ্রীবাঁকেবিহারীজী মন্দির প্রধান দর্শন করিতে হইবে। যাওয়ার সময় মোড়ে রাধা-বল্লভ মন্দির দর্শন হয়। তথা হইতে ডাইন দিকে কিছুটা সামান্য হাঁটলে শ্রীমদন মোহন মন্দির দর্শন তথা হইতে কালিয়দহ তথা রমনরেতিতে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির দর্শন ইন্টারন্যাশনাল কৃষ্ণ ভাবনা সোসাইটি স্থাপিত বৃন্দাবন পঞ্চ ক্রোশ পরিক্রমা করার সময়েও এই ইসকন মন্দির দর্শন করা যায়।

শ্রীরঙ্গলক্ষ্মী মন্দিরের পিছনের ডাইনদিকে কাত্যায়নী পীঠ

কেশবানন্দ আশ্রম দর্শন, সন্নিকটে চার সম্প্রদায় আশ্রম।

ক্রমশ বৃন্দাবনে ফেরার পথে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মুঙ্গের মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন জয়পুর মন্দির, জামাই বিনোদ মন্দির তিন মাইল দূরে শ্রীলীলানন্দ ঠাকুর পাগলা বাবা মন্দির এবং তিন মাইল দূরে বিড়লা মন্দির ইহা বৃন্দাবন মথুরার মাঝখানে। মথুরাতে প্রধান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মন্দির আদিকেশব মন্দির নিকটে কংস কারাগার তথা নূতনবিড়লা বড় মন্দিরের দোতালায়, বিদ্যুৎ চালিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা এবং শ্রীরামলীলা দর্শন ১০ টা হইতে ৪টার মধ্যে কিন্তু মন্দির দর্শন ১২টা হইতে ৪টা বন্ধ থাকে।

আধ মাইল দূরে চক বাজার হইতে শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির তথা বিশ্রামঘাট দর্শন হয়।

মূর্ত্তি মাহাত্ম্য

বৃন্দাবন তু গোবিন্দং য পশ্যন্তি বসুন্ধরে
ন তু যম পুরং যান্তি যান্তি পুন্যং কৃতাং গতিম, ॥

হে বসুন্ধরে যে বৃন্দাবনেতে শ্রীগোবিন্দদেব দর্শন করে তাহার আর যমপুরে যেতে হয় না কিন্তু পূণ্য গতি প্রাপ্ত হয়।

তাবৎ ভ্রমতি সংসারে মনুষ্য মন্দ বুদ্ধয়ঃ।
যাবৎ রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মন।

মন্দ বুদ্ধি মানবগণ যে পর্যন্ত মূর্ত্তি দর্শন করেন না সে পর্যন্ত পুনরপি জন্ম মরণ চক্রতে ভ্রমণ করিতে থাকে।

'আরতি দর্শন মাহাত্ম্য'

কোটির ব্রহ্ম হত্যানাম, গম্যা গম্য কোটয়ঃ।
দহত্যা লোক মাত্রেন বিষ্ণো সারাত্রিকং মুখম, ॥

বৃন্দাবনে ভগবানের আরতির সময়ে। শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা তথা অবৈধজনিত পাপ রাশিগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এবং ভগবদ চরণ প্রাপ্তি হয়।

"দণ্ডবৎ প্রণাম মাহাত্ম্য"

একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতঃ প্রণমী দশাশ্বমেধাব ভৃ'ত্য ন তুল্য।

ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের এবং অসংখ্য তীর্থ স্থানের ফল প্রাপ্ত হয়।

"মন্দির পরিক্রমা মাহাত্ম্য"

চতুর্ব্বারং ভ্রমিভিস্তু জগৎ সর্ব্ব চরাচরম্।
কান্তং ভবতি বিপ্রাগ্যং তত্তীয়ং গমনাধিকম্॥

হে দ্বিজোত্তম বিষ্ণু মন্দির চার বার পরিক্রমা করিলে সমস্ত জগৎ পরিক্রমা করা হইয়া যায়। গঙ্গা স্নান তথা তীর্থ দর্শন হইতে অধিক ফল প্রাপ্ত হয়।

"নৃত্য কীর্ত্তন মাহাত্ম্য

যো নৃত্যন্তি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈ বহু সুভক্তিতঃ।
স নিদয়তি পাপানি মন্বন্তর শতে স্বপি॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে নারদ যে মনের দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তিতে বিবিধ ভাব ভঙ্গীর সহিত ভগবানের সম্মু'খে নৃত্য গান করে তাহার শত মন্বন্তরের পাপ ভষ্ম হইয়া যায়।

"চরণামৃত পান মাহাত্ম্য"

বিষ্ণুপাদোকং পীতং কোটি হত্যাঘ নাশনং।
তদেবাষ্ট গুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু বিন্দু নিপাতপাত্॥

বিষ্ণু ভগবানের চরণামৃত পান করলে কোটি কোটি হত্যা জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু নিচে ফেলা এবং পায়ে লাগলে অষ্টগুণ পাপ হয়। চরণামৃত পান করার সময়ে বলিবে যথা—

অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশনম্।

বিষ্ণো পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়া ম্যহম্॥

"প্রসাদ মাল্য ধারণ মাহাত্ম্য"

ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন হে নারদ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ হইতে বাহির হইয়াছে এবং ভূত যে পুষ্পমালা নির্মাল্য যদি কেহ ধারণ করে সে সর্ব্বপ্রকার রোগ তথা বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করে। প্রসাদ গ্রহণ করলে সর্ব দু:খ দূর হয়।

"বৃন্দাবনের প্রধান মন্দিরগুলি দর্শন সময় ঃ—গ্রীষ্মকালে নিম্নলিখিত সময় হইতে একঘণ্টা পূর্বে খোলা হয়।"

প্রধান মন্দির দর্শন	নির্দিষ্ট সময়
১। শ্রীগোবিন্দদেব মন্দির—	প্রাতঃ ৪টা হইতে ৪,৩০ ৬-৩০ টা হইতে ১২ টা বৈকাল ৩ টা হইতে রাত্রি ৮ টা।
২। শ্রীরঙ্গলক্ষ্মী মন্দির—	প্রাতঃ ৬ টা হইতে ৮-৩০ টা ৯ টা হইতে ১১-৩০ টা ভোগের সময় আধঘণ্টা বন্ধ বৈকাল ৪ টা হইতে রাত্রি ৮ টা বিদ্যুৎচালিত মূর্ত্তি কৃষ্ণলীলা রাসলীলা দর্শন আছে।
৩। গোদা বিহার—	প্রাতঃ ৬ টা হইতে ১২-৩০ টা বৈকাল ৩ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত
৪। ব্রহ্মচারী মন্দির—	প্রাতঃ ৫ টা হইতে ৫-১৫ মিঃ সকাল ৭-৩০ হইতে ১১-৩০ টা সন্ধ্যা আরতি ৬-৩০ টায়।
৫। শ্রীগোপেশ্বর মন্দির—	প্রাযঃ ৫ টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত বৈকাল ৪ টা হইতে রাত্রি ৯ টা
৬। অমিয় নিমাই গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মন্দির—	প্রাতঃ ৪ টা হইতে ৪-১৫ মিঃ সকাল ৭ টা হইতে ১১ টা বৈকাল ৪-৩০ হইতে ৭-৩০ টা

৭। শ্রীগোপীনাথ মন্দির—প্রাতঃ ৪ টা হইতে ৪-৩০ টা
সকাল ৭-৩০ টা হইতে ১১ টা
সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত।

৮। শ্রীগোকুলানন্দ মন্দির—প্রাতঃ ৫-৩০ হইতে ৬ টা
সকাল ৮টা হইতে ৮-৩০ টা
১০ টা হইতে ১০-৩০ টা
১১টা হইতে ১১-৩০ মিঃ
বৈকাল ৪-৩০ হইতে ৮-৩০ টা।

৯। শ্রীরাধারমণ মন্দির—প্রাতঃ মঙ্গলা আরতি ৫টা হইতে ৫-১৫
ধুপ সকাল ৯টা হইতে ৯-১৫ মিঃ
শৃঙ্গার সকাল ৯-৩০ টা হইতে ১০ টা
রাজভোগ সকাল ১১-৩০ হইতে
বেলা ১২ টা পর্য্যন্ত।
সন্ধ্যা ধুপ ৫-৩০ টায়
সন্ধ্যা আরতি ৬-৩০ হইতে ৭ টা
ওলাই দর্শন ৭-৩০ টায়
ভোগ ৮টা হইতে ৮-৩০ টা
শয়ন আরতি রাত্রি ৯ টায়।

১০। নিধুবন মন্দির— প্রাতঃ মঙ্গলা রঙ্গমহলে ৬ টায়
শ্রীরাধারাণীর আরতি
(শ্রীহরিদাস স্বামী সমাধি স্থলে) ৬-৩০
এবং ৮ টা আরতি হয়।
প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা ৭-৩০ পর্য্যন্ত খোলা
থাকে গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে দ্বিপ্রহরে
২ ঘণ্টা বন্ধ হইয়া থাকে।

১১। সাহাজী মন্দির— প্রাতঃ মঙ্গলা আরতি ৬টা হইতে ৬-৩০
শৃঙ্গার আরতি ১০ টায়।

৯টা হইতে ১২টা দর্শন। সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৯টা দর্শন।
সন্ধ্যা আরতি ৬-৩০ টায়। শয়ন আরতি ৯ টায়।

১২। শ্রীরাধা দামোদর মন্দির—প্রাতঃ মঙ্গলারতি
৫টা হইতে ৫-১৫ মিঃ
ধূপ আরতি ৯ টায় এবং ১২ টা পর্য্যন্ত দর্শন
শৃঙ্গার আরতি ১১ টায়। রাজভোগ আরতি ১২ টায়।
সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৮টা দর্শন। সন্ধ্যা আরতি ৬-৩০ মিঃ।

১৩। শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির প্রাতঃ মঙ্গলারতি ৪টা হইতে ৪-৩০
দর্শন ৬টা হইতে ১০-৩০ মিঃ। রাজভোগ আরতি ১১-৩০।
সন্ধ্যা দর্শন ৪টা হইতে ৭-৩০। সন্ধ্যা আরতি ৬-৩০
শয়ন আরতি ৮-৩০ মিঃ।

১৪। সেবাকুঞ্জ (নিকুঞ্জবন)—প্রাতঃ মঙ্গলারতি ৬-৪৫ মিঃ
শৃঙ্গার সকাল ৯টায়। রাজভোগ ১২টায়। সন্ধ্যা আরতি
৬টায়। সন্ধ্যা ৭টা হইতে মন্দির বন্ধ হইয়া যায়।
গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে ২ ঘণ্টা দর্শন বন্ধ থাকে।

১৫। শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির—প্রাতঃ মঙ্গলারতি ৬টা—৬-৩০ মিঃ
ধূপ আরতি ৮-৩০ মিঃ। শৃঙ্গার আরতি ৮-৩০ মিঃ।
রাজভোগ আরতি ১১-৪০ মিঃ। সন্ধ্যা উত্থান আরতি ৬-১০ মিঃ।
সন্ধ্যা আরতি ৬-১৫ মিঃ। ওলাই দর্শন ৬-৪০ মি।
শয়ন আরতি ৯ টায়।

১৬। শ্রীবাঁকেবিহারী মন্দির—বিহারীজীর মঙ্গল আরতি কেবল
জন্মাষ্টমীর দিন হয় ৬ টায়। শীতকালে প্রত্যহ প্রাতঃ ১০টা
হইতে ১টা পর্য্যন্ত ঝাঁকী দর্শন হইয়া থাকে।
শৃঙ্গার আরতি ১০-৩০ মিঃ হয়। গ্রীষ্মকালে ৯টা হইতে ১২টা
পর্য্যন্ত দর্শন হইয়া থাকে। শীতকালে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা
পর্য্যন্ত দর্শন। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত দর্শন।

১৭। শ্রীমদনমোহন নূতন মন্দির দর্শন—প্রাতঃ ৫টা হইতে ৫-৩০
৭টা হইতে ১১টা দর্শন।

সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৭-৩০ মিঃ দর্শন।

১৮। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির (ইসকন) রমণরীতি—
প্রাতঃ মঙ্গলারতি ৪-৩০ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শৃঙ্গার দর্শন ৭-২৫ মিঃ।
ভোগ ১২টা হইতে ১২-৪০ পর্য্যন্ত
বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা দর্শন
সন্ধ্যারতি ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত।

১৯। কাত্ত্যায়নী মন্দির—প্রাতঃ ৪টা হইতে ১১টা দর্শন
সন্ধ্যা ৪টা হইতে ৮টা দর্শন।

২০। চার সম্প্রদায় আশ্রম—প্রাতঃ ৬টা হইতে ১২টা
বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা দর্শন।

—:০:—

বৃন্দাবনে প্রধান নিবাস স্থান ধর্ম্মশালা

১। ভারত সেবাশ্রম সংঘ (যাত্রীনিবাস) রেল ইষ্টেশনের নিকট।
২। মির্জ্জাপুরবালী ধর্ম্মশালা
৩। অগ্রবালা ধর্ম্মশালা (শাহাজী মন্দিরের পার্শ্বে)।
৪। দিল্লীবালী ধর্ম্মশালা (রেতিয়া বাজার)
৫। বসন্ত বাঙ্গর ধর্মশালা (লোই বাজার)।
৬। দিল্লীবাল্মী ধর্ম্মশালা (মনীপাড়া, পাথরপুরা)।
৭। সিন্ধি ধর্মশালা (লোই বাজার)।
৮। রঘু আশ্রম (রঙ্গজীর পূর্ব্ব ফাটক)।
৯। জয়পুরিয়া (লজিং) ভবন (তুসায়ত পাড়া, বিহারীজীর পার্শ্বে)।
১০। হরমিলাপ মদনমোহন মন্দিরের রমণরীতি রাস্তায় অথবা গৌতমুনি আশ্রম সন্নিকট।
১১। ইসকন মন্দির লজিং রমণরীতি।
১২। পরিচিত আশ্রম মন্দির ইত্যাদি।
১৩। পরিচিত ব্রজবাসী পাণ্ডাদের বাসভবন ইত্যাদি।

মথুরাতে প্রধান নিবাসস্থান এবং ধর্ম্মশালা

১। সিন্ধি ধর্মশালা, বাসষ্ট্যাণ্ডের পার্শ্বে।

২। বঙ্গালীঘাট ধর্মশালা, যমুনা ধারে।

৩। শ্রীকৃষ্ণ হল, দ্বারকাধীশ মন্দির নিকটে।

৪। ডাঙ্গাবালী ধর্মশালা।

৫। গুজরাত ধর্মশালা।

৬। আহমেদাবাদবালী ধর্মশালা।

৭। শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান গেষ্ট হাউস (আন্তরাষ্ট্রীয় অতিথি গৃহ)।

৮। অগ্রবালা ধর্মশালা।

৯। নারায়ন দাস ধর্মশালা।

১০। বিড়লা মন্দির ধর্মশালা।

হরিদ্বারে প্রধান বাসস্থান ধর্ম্মশালা

[কলিকাতা হইতে ১৪৭২ কিঃ মিঃ তথা বৃন্দাবন হইতে বাসে ১০৫-০০ টাকা ভাড়া মাত্র।]

১। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ রেল ষ্টেশনের নিকটে।

২। ভোলাগিরি ধর্ম্মশালা।

৩। গুজরবালা ভবন (নিরঞ্জন রোড ললিতার পোল)।

৪। জয়পুরিয়া ধর্মশালা। ৫। ভারতী ভবন (পাণ্ডাদের)।

৬। জ্বালিয়র ধর্মশালা। ৭। বাসন্তী ধর্মশালা।

৮। সুরজমল ধর্মশালা। ৯। বিকানোর ধর্মশালা।

১০। দুধাধারী আশ্রম (মতিঝিল)।

২১। শঙ্কর ভবন ধর্ম্মশালা (মোতি বাজার, থাণ্ডা কূপ)।

১২। আনন্দ মা আশ্রম কনখল হরিদ্বার।

ঋষিকেশে প্রধান বাসস্থান

[হরিদ্বার হইতে ২৪ কি: মিঃ দূরে হৃষিকেশ]

১। অগ্রবালা ধর্মশালা। ২। কালী কমলী ধর্মশালা।

৩। ভগবান আশ্রম। ৪। মহেশ যোগী ধর্মশালা।

৫। স্বর্গাশ্রম গীতাভবন ধর্মশালা। ৬। শিবানন্দ আশ্রম।

৭। সচ্চেবাবা আশ্রম লছমন ঝুলা।

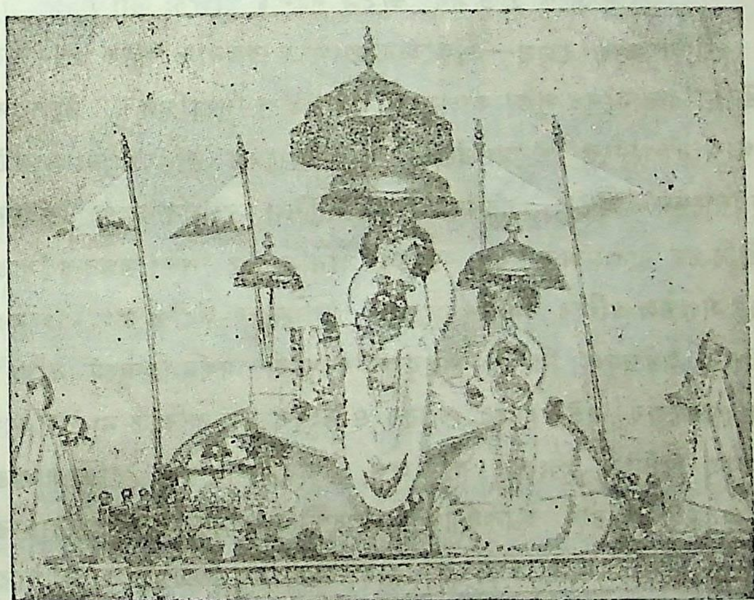
৮। গোপাল ধর্মশালা ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা তত্ত্ব জ্ঞান

শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন মাহাত্ম্য

বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং য পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তু যম পুরং যান্তি পূণ্যঃ কৃতাং গতিম্॥
এথা পশু-পক্ষী বৃক্ষ-কীট নরাদয়।
যে বয়সে অন্তে তার প্রাপ্তি কৃষ্ণালয়॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ যে যে দেখে ভাগ্যবান।
সে না যায় যমপুর সর্ব্বত্র প্রমঃণ॥



শ্রীগোবিন্দ দেব দর্শন

শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র তনয়।
বিগ্রহের ন্যায় লীলা করেন ইচ্ছাময়॥
প্রাপঞ্চিক লোক দেখে প্রতিমা আকার।
ভক্ত স্বজন দেখয়ে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার॥

আদি বরাহ পুরাণে যথা—

বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দায়াং পরিরক্ষিতম্ ॥

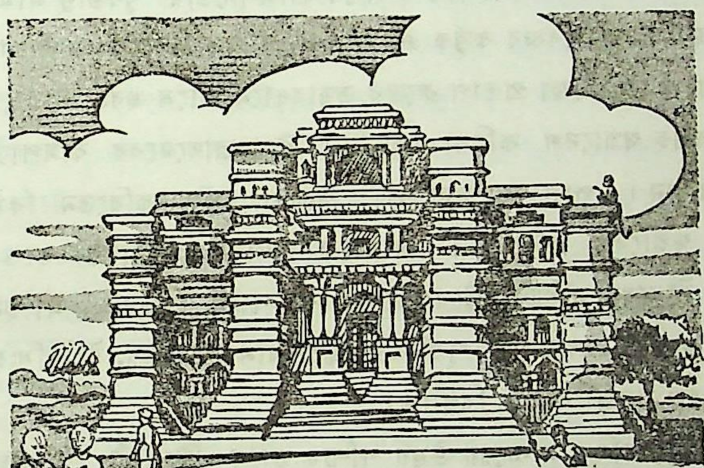
বৃন্দয়া রক্ষিতং বনং বৃন্দাবনম্ অতএব কৃষ্ণের পরমপ্রিয়ধাম বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের নাম ক্রমেই লোপ হইয়া যাইতেছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে প্রিয় পর্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী, বৃন্দাবনে আসিয়া ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরের যে স্থানে যে কৃপা দর্শন করেন তাহাই সেই বন নামকরণ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। যথা—

শ্রীবৃন্দাবন আদি দ্বাদশ কানন।

একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগোবিন্দ দেব—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেবের পূজা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীলরূপ গোস্বামীপাদকে শ্রীগোবিন্দের স্বয়ং আদেশ করিয়া পুনঃ প্রকট হইয়াছেন অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থ গোমাটিলা গোবিন্দকুণ্ড হইতে শ্রীবিগ্রহ উত্তোলিত হয়। রাজা মানসিংহের পিতা ভগবন্ত সিংহ এই সপ্ততল মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের মধ্যস্থ জগমোহনের উপরে সহস্রদল বিশিষ্ট পদ্মযুক্ত আশ্চর্য্য দর্শন হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব এই ধর্মের গৌরব ও উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া ইহার শীর্ষাংস ধ্বংস করিলেও, অবশিষ্টাংশের বৈচিত্রমণ্ডিত কারুকার্য্য অতীব আকর্ষণীয়। বিধর্ম্মী মুসলমনেগণের অত্যাচার হইতে শ্রীবিগ্রহকে রক্ষা করিবার জন্য মূল বিগ্রহটিকে জয়পুরে আনয়ন করা হয়। কিন্তু ভগবৎ তত্ত্ব—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যঃ পাদমেকং ন গচ্ছামি" যবন প্রবেশ স্থানে পুনঃ শ্রীবিগ্রহ স্থাপন অনুচিত। এই উভয় কারণে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ সন্নিকটে নূতন মন্দির নির্মাণ করতঃ সেবা পূজা প্রবর্ত্তন করেন। পশ্চিম-বাংলার চব্বিশ পরগনা অন্তর্গত একজন জমিদার নন্দকুমার বসুর অর্থানুকুল্যে এই নূতন মন্দির নির্মাণ হয় (প্রাচীন মন্দির ১৯৬৮) ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা জীর্ণ উদ্ধার হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেবের সহিত নিত্যই শ্রীলরূপ গোস্বামীর সেবা হয়। যোগমায়া মন্দির হইতে শ্রীবৃন্দাদেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কাম্যবনে গোবিন্দ মন্দিরে আছেন নিকটেই হনুমানজী আছেন। যখন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইষ্টদেব শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দির ভগ্ন করা হয় তখন শ্রীহনুমানজী ভীষণ বিকট গর্জ্জন করেন যাহা শ্রবণে মুসলমানগণ ভীত হইয়া সম্পূর্ণ ভগ্ন না করিয়া পলায়ন করে।



শ্রীগোবিন্দদেব পুরাতন মন্দির

শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবা—একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ শ্রীব্রহ্মকুণ্ডে ভজন করিতেছিলেন সেই সময়ে অকস্মাৎ গোপ বালক রূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই একটি পূর্ণ দুগ্ধভাণ্ড তথায় দিয়া দ্রুত ভাবে পলাইয়া গেলেন কিন্তু তাহার দর্শনে গোস্বামীপাদ মুগ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ইহা অমৃত না, দুগ্ধ? পরে যখন দুগ্ধ পান করিয়া ভাণ্ডটি রাখিলেন কিছুক্ষণ পরে সেই ভাণ্ডটি কে যে লইয়া গেল তাহাও দেখিতে পাইলেন না, মনে করিলেন ইহা অবশ্যই নন্দ নন্দন গোবিন্দের কার্য্য তাই তাহার দর্শনোৎকণ্ঠা হইলেন তখন ভাবগ্রাহী গোবিন্দঃ স্বপ্নাদেশে জানাইলেন যে আমি এই যোগপীঠ মৃত্তিকার মধ্যে আছি, তাই প্রত্যক্ষ তথায় গোস্বামী পাদ দেখিলেন একটি দুগ্ধবতী গাভী দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহার দুগ্ধক্ষলিত

হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছে। গাভি চলিয়া গেলে গোস্বামী সেই স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অপরূপ ললিত ত্রিভঙ্গ শ্রীগোবিন্দদেবকে দেখিতে পাইলেন। এবং আনান্দর সহিত তথা হইতে উত্তোলন করিয়া অভিষেক করতঃ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া সেবা প্রকাশ করিলেন।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামী পাদের বর্ত্তমানে উড়িষ্যা হইতে শ্রীরাধার মূর্ত্তিকে বৃন্দাবনে আনয়ন করিয়া শ্রীগোবিন্দের বামপার্শ্বে রাখা হয়। প্রচলিত কথা যে দাক্ষিণাত্যের বৃষভানু নামক একজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কর্ত্তৃক এই বিগ্রহ পূজিত ছিলেন। তাঁহার দেহান্তে পুরীরাজা প্রতাপ রুদ্রের তত্ত্বাবধানে আসে এবং তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহ স্বপ্নাদেশ করিয়া কিছুদিন শ্রীজগন্নাথদেবের বামপার্শ্বে রাখিলেন। পাণ্ডাগণ লক্ষ্মীদেবী স্বরূপে সেবা করিতেন কিন্তু পুনঃ স্বপ্নাদেশ করিলেন। আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দাও। তাই শ্রীরাধা মূর্ত্তিটি শ্রীগোবিন্দের বামপার্শ্বে বিদ্যমান আছেন দর্শন করুন। সন্নিকটে পূর্ব্বদ্বারে শ্রীহনুমান শ্রীমন্দির, ইনি সিংহ ধারী হনুমানজী বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের উত্তর পশ্চিম ভাগে শ্রীসাক্ষী গোপাল মন্দির বিরাজমান ছিল, বর্তমানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইস্থানে উড়িষ্যার বড়বিপ্র এবং বিপ্রকে কন্যাদান প্রতিশ্রুতি করে গিয়ে যখন না দেন তখন শ্রীগোপাল সাক্ষী দেওয়ার জন্য পুরী সন্নিকটে সাক্ষীগোপাল নামক স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গজীর মন্দির—দাক্ষিণাত্যের আদি মন্দির শ্রীরঙ্গমের অনুকরণে শ্রীবৃন্দাবনে এই মন্দিরটি প্রাতিষ্ঠিত। যাহা রামানুজ আচারী প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সেবাপূজা প্রচলিত। জগৎশেঠ গোবর্দ্ধন সন্নিকটে একস্থানে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবার কালে একটি ভগবৎ মন্দির নির্মাণের অভিলাষ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশে অনেক ধনরত্নের সন্ধান পান এবং তাহা দ্বারা এই বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ সেবা পূজার প্রচলন করেন।

মন্দির অভ্যন্তরে নানা দেবদেবী দর্শন হয় এবং সম্মুখে ১২½ মণ সোনার তৈয়ারী একটি ধ্বজাস্তম্ভ রহিয়াছে। শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্যস্থিত একটি কুণ্ডে শ্রাবণী পূর্ণিমা উপলক্ষে গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা অভিনয় হইয়া থাকে। শ্রীরঙ্গজিতের প্রত্যহ বিহারযাত্রা উৎসব এবং চৈত্রে কৃষ্ণ নবমী দিন প্রধান রথযাত্রা উৎসব প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। মন্দির কমিটি হইতে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে বহু ব্রাহ্মণ বালক উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রী, আচার্য্য পরীক্ষান্তে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বদ্বার হইতে অনতিদূরে তাটিরাস্থান। স্বামী হরিদাসজীর শিষ্যগণ এখানে অবস্থান করেন। রাধাষ্টমীতে এখানে একটি বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদূরে হরদেব মন্দির, দাউজী মন্দির এবং শ্রীনিবাস মহাবিদ্যালয়।

চৌষট্টি মহান্তের সমাধি—এই স্থানে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং সেন শিবানন্দের মূল সমাধি এবং গৌর ভক্তবৃন্দের পুষ্পস্মৃতি দর্শন হয়।

কার্ত্ত্যায়নী মন্দির—ইহা রাধারাগে বিদ্যমান।

কার্ত্ত্যায়নী মহামায়ে মহা যোগিন্যধীশ্বরী।
নন্দ গোপ সুতং দেবী পতি মে কুরুতে নমঃ॥

ব্রজে গোপ কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি করিবার জন্য যমুনা তীরে বালুকা দ্বারা নির্ম্মিত কার্ত্ত্যায়নী দেবীর পূজা এই মন্ত্র দ্বারা করিতেন। ইনারা পূর্ব্বে মিথিলাতে শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ সময়ে মিথিলার কন্যা হইয়াও শ্রীরামচন্দ্রকে পতিরূপে না পাওয়ার জন্য অন্তরে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কারণে যোগমায়া তাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ব্রজে কৃষ্ণাবতার সময়ে তাহাদিগকে জন্ম দিয়া এইস্থানে কার্ত্ত্যায়নী পূজাতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। [এই মন্দিরের সন্নিকটে কয়েকটি দর্শনীয়—যথা জগদগুরু আশ্রম, শ্রীরঙ্গজী বাগিচা, সাধুমা আশ্রম, খটলা এবং চার সম্প্রদায় আশ্রম।]

চার সম্প্রদায় আশ্রম তথা মধ্বাচার্য্য— এই চার সম্প্রদায় আশ্রম বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ এবং মধ্বাচার্য্য আশ্রম পরিক্রমা রাস্তায় গোরা দাউজীর নিকটে। প্রায় ৭৭৮ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১১৬০ শকাব্দে আশ্বিন শুক্লা দশমীতে দক্ষিণাৎ উড়পীতে মধ্বাচার্য্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্ট, মাতা বেদবতী, প্রথম বাসুদেব নাম ছিল। একদিন তিনি পিতাকে বলিলেন যে, আমি মায়াবাদকে খণ্ডন করে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা স্থাপন করিব। কয়েকদিন পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন নাম হইল পূর্ণপ্রজ্ঞা। তারপর দ্বিগবিজয়ে পরাস্ত করিবার পর নাম হইল মধ্বাচার্য্য। আরও ত্রেতাযুগেতে ইনি হনুমানের অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার দ্বাপর যুগেতে হইলেন ভীমসেন এবং এই কলিযুগেতে শ্রীমধ্বাচার্য্য রূপে শ্রীমাধব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায় আচার্য্য রূপে, অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত প্রকট করিলেন। বর্ত্তমান বৃন্দাবন পঞ্চকোশী পরিক্রমা রাস্তাতে উড়পীর গাদীর শাখা মঠ আছে। চার সম্প্রদায় অনতিদূরে গোবিন্দকুণ্ড আশ্রম ইত্যাদি।

অমিয় নিমাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির—গোপীনাথ বাজারে এই মন্দির অবস্থিত। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসুদন গোস্বামী মহারাজের পুত্র আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোস্বামী মহারাজের দ্বারা মন্দির স্থাপিত এবং ভক্ত প্রবর শ্রীশিশির কুমার ঘোষের প্রাচীন প্রতিষ্ঠা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী মহারাজের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সুপুত্র অর্থাৎ যিনি শ্রীরাধারমণদেব মন্দিরের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী মহারাজ তাঁহার তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান তাঁহার পুত্র শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীপদ্মলোচন গোস্বামী দ্বারা উত্তমরূপে সেবা পরিচালিত।

ব্রহ্মকুণ্ড—এখানে ব্রহ্মার গোবৎস হরণ স্থান সন্নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড তথা অপর পাশে বলদেব আখড়া এবং নিতাই গৌর সীতানাথ মন্দির।

লালাবাবু মন্দির—এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ বিদ্যমান। প্রচলিত কথা এই যে একদিন লালাবাবুকে তাঁহার কন্যা বলিলেন বাবা সময় হইয়া গিয়াছে স্নানে যাও তিনি মনে করিলেন আমার জীবনের শেষ সময় হইয়া গিয়াছে যমুনা স্নানে যাই তাই তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। মৃত্যু সময়ে বলে গেলেন ধামবাসীদের চরণরেণু (ধূলা) যেন পাই সেইজন্য আমার পায়ে দড়ি বেঁধে রাস্তাতে টানিয়া যমুনাতে লইবে অবশেষে তাই হইল। মন্দিরের সদর দরজার বাম দিকে লালাবাবুর সমাধি বিদ্যমান।

গোদা বিহার—এই নবীন মন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথের লীলা দর্শন। বিষ্ণুচিত্ত রাজা তুলসী বনে শ্রীগোদাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া কন্যার তুল্য লালন পালন করিতেন। শ্রীগোদাদেবী তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু গোপীগণের অন্যতম মনে করিতেন এবং শ্রীরাধার নিকট কাতর নিবেদন করিতেন। তাঁহার এই বৃন্দাবন বিহার লীলা দর্শন।

যমুনা পুলিন (জ্ঞান গুদরি)—এই যমুনা পুলিনে গোপীগণ মহাবাসে শ্রীকৃষ্ণান্বেষন করেছিলেন। যে স্থানে শ্রীবৃহস্পতি শিষ্য শ্রীউদ্ধব গোপীদিগকে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সেই স্থানের নাম জ্ঞান গুদরি। সন্নিকটে তুলসী মন্দির—অর্থাৎ শ্রীতুলসী দাস গোস্বামীর ভগবৎ দর্শন স্থান। "বৈজয়ন্তী"—শ্রীরাধারমন দেবের সেবাইত শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অভিষ্ট পূরণার্থে তাঁহার পুত্র শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বারা স্থাপিত।

ব্রহ্মচারী মন্দির—এই মন্দির ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসজীর মনোভিলাষ পূরণার্থে গোয়ালিয়র রাজার দ্বারা স্থাপিত তথা ঐ ষ্টেট হইতে সেবা বর্ত্তমানে পরিচালিত। শ্রীগোপেশ্বর এবং গোদা বিহারী মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিরাজমান।

শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব—

শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্কর করুণাময়।

সর্ব্ব ক্লেশ হয়ং দেবং বৃন্দাবনারতি প্রদম্॥

সময়ে কৈলাস হইতে শ্রীশঙ্কর বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনদেবীর আনুগত্যে গোপীবেশ ধারণ করে রাসে প্রবেশ করিয়াছিলেন এই জন্য "গোপীনাং ঈশ্বর" গোপীশ্বর। বৃন্দাবনের ধামেশ্বর মহাদেব প্রধান দর্শন। ব্রজ গোপীগণ নিজ অভিষ্ট পূরণার্থে শ্রীমহাদেবকে লিঙ্গরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

বংশীবট- যমুনা তীরে পুনঃ বটবৃক্ষ প্রকট হইয়াছেন এই মহা-রাসের আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ বংশীনাদ দ্বারা গোপীদিগকে আকর্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে লইয়াছিলেন। ওহে শ্রীনিবাস এই যমুনা নিকটে। পরম অদ্ভুত শোভাময় বংশীবট। বংশীবট ছায়া জগত দুঃখ হরে। এথা গোপীনাথ সদা আনন্দ বিহরে॥ ভুবন মোহন বেশে সুচারু ভঙ্গিতে। গোপীগণ আকর্ষণে বংশীর স্বনতে॥ সন্নিকটে অনতি দূরে শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী আশ্রম।

শ্রীরামানুজাচার্য্য -শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ চৈত্র পঞ্চমী কৃত্তিকা লগ্নে আদ্রা নক্ষত্রতে আবির্ভূত হন। পিতা কেশবাচার্য্য তথা মাতা কান্তিমতী মাদ্রাজ নিকটে পেটেম্বদূর গ্রামেতে বাস করিতেছিলেন পিতা এবং ভ্রাতা প্রদত্ত নাম লক্ষ্মণ, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রম বৈরাগ্য গ্রহণ করার পর নাম হইল শ্রীরামানুজাচার্য্য ইনি বিশিষ্ট দৈতাবাদ প্রচার করিলেন। জীবাত্মা তথা পরমাত্মার আত্মজ্ঞান পূর্বক শুদ্ধাবর্ণাশ্রম ধর্মতে প্রীতিযুক্ত হইয়া পুরুষোত্তম চরণ ধ্যানার্চ্চন করিয়া ভগবৎ চরণ-প্রাপ্তিই সাধনের চরম হয়।

সুদামা কুটীর—এই আস্থানটি অযোধ্যা শ্রীরামানন্দী সাধুদের বিরাট আশ্রম এখানে রামায়ণ সৎসঙ্গ এবং সাধুসেবা হইয়া থাকে। [এখান হইতে এক মাইল দূরে বৃন্দাবন পঞ্চকোশী রাস্তাতে শ্রীচৈতন্যবট বিদ্যমান এই বৃক্ষমূলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।]

শ্রীবিষ্ণু স্বামী—চার সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায় রুদ্র সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে আচার্য্য হন বিষ্ণুস্বামী। শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র, সনকাঃ

[illegible] ক্ষিতি পাবনা," ইনি বিষ্ণু ভগবানকে সর্ব্বেশ্বর মানিয়া

আরাধনা করিলেন এবং সন্ন্যাস আশ্রমের নাম বিষ্ণুস্বামী ইনি শুদ্ধা দৈতাবাদ প্রচার করেন। জ্ঞান গুদড়ীতে এই সম্প্রদায়ের একটি আশ্রম বিদ্যমান আছে। ইহাদের মত ঈশ্বর শুদ্ধ ভজন পরায়ণ শুদ্ধ জীব জগত মায়া ঈশ্বর আশ্রিত।

শ্রীবল্লভাচার্য্য (মহাপ্রভু বৈঠক)—"শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র সনকা: রুদ্র সম্প্রদায় প্রধানাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী কিন্তু তাঁহার মত "শুদ্ধ দ্বৈত্যাবাদ" কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য্য পুনঃ এই মতের স্থাপনা করিলেন। ঈশ্বর সাকার, মন্দিরে স্বয়ং বিরাজমান। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভগবত দাস। এইজন্য তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে মহাপ্রভু বলেন এবং বৃন্দাবনস্থ বংশীবট নিকটে তাঁহার বৈঠক বিদ্যমান আছে। ১৪০০ শকাব্দতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের জন্ম (আবির্ভাব) অন্ধ্র প্রদেশান্তর্গত ব্রাহ্মণ কূলেতে হয়। তাহার পিতার নাম লক্ষ্মণ দীক্ষিত। কাশীতে মহালক্ষ্মী নামক কন্যার সহিত বিবাহ হয়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দতে প্রথম পুত্র গোপীনাথের জন্ম হয়। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দতে দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বরজীর জন্ম হয়। বিঠ্‌ঠলনাথের সাত পুত্র যাহা দ্বারা বল্লভ সম্প্রদায় হইয়াছে। বল্লভাচার্য্য মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধা দৈতাবাদ স্থাপন করেন। এইজন্য রাজা কৃষ্ণদেব ব্যাসতীর্থের সভাপতি নেতৃত্বে আচার্য্যপদ প্রদান করেন পরে গোবর্দ্ধন আসিয়া মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ভজনস্থান নিকটে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল সেবা করেন তাহার পরে গোকুলে যাইয়া বাস করেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়াতে কাশী হনুমান ঘাটে অন্তর্দ্ধান হন।

শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর সমাধি—শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাবেশ শক্তি শ্রীনিবাস প্রভু অর্থাৎ যিনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদের শিষ্য তাঁহারই সমাধি এবং বিগ্রহ দর্শন।

ধীর সমীর—এই ধীর সমীর যমুনা তীরে বিদ্যমান তথা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের কুঞ্জ। সন্নিকটে শ্রীগোপাল গুরু মন্দির এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য পরিবার ঘোটাকুঞ্জ অর্থাৎ

শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির দর্শন। অহে শ্রীনিবাস এই ধীর সমীরে। কৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অশেষ প্রকারে॥ শ্রীরাধা কৃষ্ণে এথা অদ্ভুত মিলন। মহাসুখে আস্বাদয়ে তাঁর প্রিয়গণ॥ রতি সুখ সারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম। ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্ব ন মনু সরতং হৃদয়েশম্। "ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বিপিনে বনমালী" অর্থ রাধিকার প্রতি দূতীর বাক্য মাধব পূর্ব্বে যে নিকুঞ্জে তোমার সহিত প্রেমাভিলাষ করিয়াছিলেন সে নিকুঞ্জে মাধব তোমার ধ্যান এবং আলাপ রূপমন্ত্র জপ করিয়া তোমার কুচ কুম্ভের গাঢ়ালিঙ্গন বাঞ্ছা করিতেছেন। তোমার প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ মদনের ন্যায় মনোহর বেশে রতি সুখময় অভিসার করিয়াছেন হে নিতম্বিনি। তুমি আর বিলম্ব করিও না তাঁহার অনুগমন কর। বনমালী ধীর সমীরে যমুনা তটে নিকুঞ্জ বনে অপেক্ষা করিতেছেন।

দেখ শ্রীরাধিকা মানভঞ্জন এখানে।
এমনি কর্ণিকা কৃষ্ণ বিলসে এ বনে॥

কেশীঘাট—কেশীবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে। যমুনার হস্ত পাখলিয়া মহাসুখে এই যমুনার প্রসিদ্ধ পাকা ঘাটটি জয়পুরের পাথরে নির্মিত বহু সোপানযুক্ত ঘাট এবং অতি মনোরম। এই স্থানে কেশী নামক দৈত্যকে ভগবান নিহত করিয়াছিলেন। যখন ইন্দ্র বৃত্তাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন ইন্দ্রের এক অনুচর কুমুদ সেই যজ্ঞের অশ্বকে অপহরণ করায়, মরুদগণ তাহাকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া ইন্দ্র সন্নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন, ইন্দ্র কুপিত হইয়া শাপ দিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞে অশ্বঅপহরণকারী তুই মন্বন্তর পর্যান্ত ঘোড়াকৃতি অসুর হইয়া যাউক, তাই সেই কেশী দৈত্য বৃন্দাবনে কেশী নামক দৈত্য হইয়াছিল ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। আদি বরাহ পুরাণে যথা—

গঙ্গা শত গুণং পূন্যং কেশী নিপতিতঃ।
তত্রাপি চ বিশেষেইস্তি কেশীতীর্থে বসুন্ধরে।

নন্দীবাড়ী মন্দির—এই মন্দিরে নিত্য ভাগবৎ পাঠ এবং সৎসঙ্গ হইয়া থাকে।

শ্রীগোপীনাথ মন্দির—এই মন্দিরে শ্রীরাধা গোপীনাথের দর্শন। শ্রীমধু পণ্ডিত দ্বারা এই সেবা স্থাপিত। স্বয়ং গোপী-নাথ স্বপ্নাদেশ করিয়া প্রকট হইয়াছেন। শ্রীল মধু পণ্ডিত নবদ্বীপ-বাসী, ইনি শ্রীল গদাধর গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ গুণগানে দিবা নিশি বিভোর থাকিতেন। এক সময়ে যখন গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন তখন কেশীঘাটে তীর্থগুরু পরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের ওখানে বাস করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎকণ্ঠাতে বিহ্বল হইয়া বংশীবাট মুর্চ্ছা হইয়া যান এমন সময়ে ভক্তবৎসল সেই রাসবিহারী ললিত ত্রিভঙ্গী স্বরূপে মধুর মুরলী বাজাইতে বাজাইতে শ্রীগোপীনাথ রূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। বলিলেন আমি শ্রীগোপীনাথ রূপে এই জ্ঞান গোধূলীতে আছি আমার সেবা প্রকাশ কর। তাই শ্রীরাধা সহিত শ্রীগোপীনাথ সেবা হইয়া আসিতেছে। শ্রীপাট খড়দহ হইতে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবী স্বীয় পরিকর সহিত বৃন্দাবনে আগমন করতঃ দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। নিজস্ব হস্তে রান্না করিয়া ভোগ দিতেন। পরে যখন বৃন্দাবনের শ্রীমূর্ত্তি ১৮১৯তে জয়পুর লওয়া হয়, তারপর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ দ্বারা নূতন মন্দিরে সেবা স্থাপন করা হয়। নন্দকুমার বসু দ্বারা নব নির্মিত মন্দিরে প্রতি মূর্ত্তি বিদ্যমান। রায় সিংহ দ্বারা একটি মন্দিরে পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য দ্বারা এই মূর্ত্তি সেবিত ছিলেন তৎপরে মধুপণ্ডিতকে সেবা দেওয়া হয় এবং রাঠোর বংশের বীকানোরের রাজা কল্যাণমলের পুত্র রায় সিংহ দ্বারা শ্রীগোপীনাথের প্রাচীন মন্দির নির্ম্মাণ ১৬৩২তে হয়। এই মন্দিরে প্রধান ঠাকুর শ্রীগোপীনাথ বামে শ্রীরাধারাণী ছিলেন। পরে ঠাকুরের আদেশে ললিতা এবং শ্রীরাধা দক্ষিণ পার্শ্বে তথা বাম পার্শ্বে জাহ্নবা ঠাকু-রাণী এখন মন্দিরে বিদ্যমান। মন্দিরের দ্বিতীয় গেটের দাহান

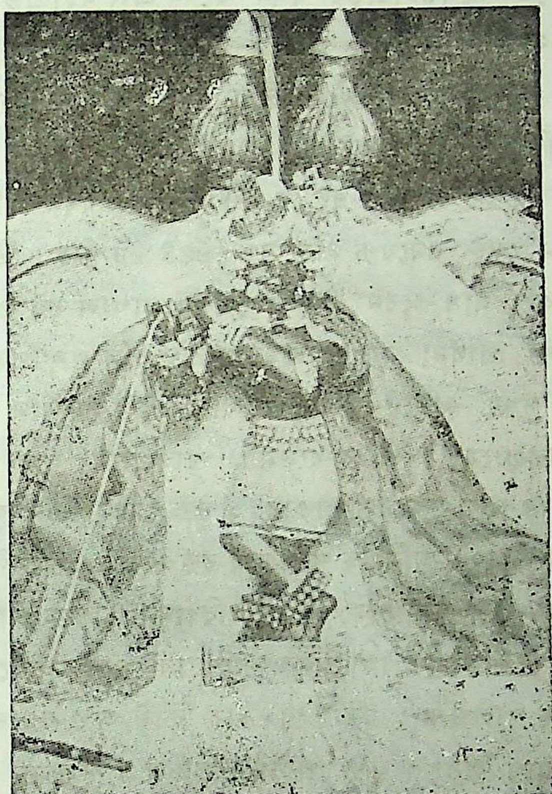
দিকে শ্রীমধু পণ্ডিতের সমাধি বিদ্যমান। বর্ত্তমান শ্রীগোপীনাথের সেবাইত গোস্বামীর নির্দেশে তাঁর পুত্রী এবং পৌত্র পপৌত্র বিদ্যমানে পণ্ডিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সন্তান পৌত্র কর্ত্তৃক উত্তমরূপে সেবা পরিচালিত।

শ্রীরাধারমণ মন্দির—এই মন্দিরে বৃন্দাবনের প্রাচীন স্বয়ম্ভু বিগ্রহ দর্শন হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে যথাসময়ে অর্থাৎ পিতামাতার দেহান্ত হইবার পরে বৃন্দাবনে আসিয়া পুনঃ শালগ্রামের জন্য গণ্ডকী গমন করেন, গণ্ডকী নদী হইতে ১২টি শালগ্রাম লইয়া বৃন্দাবনে ফেরার সময় গোপীনাথ পূজারীর পিতামাতা গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ ঘেরাতে (প্রাকট্যস্থলিতে) এক বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া বৃক্ষের ডাল বাঁশের সাজিতে শালগ্রাম টাঙ্গিয়া রাখিতেন। একদিন কোন ভক্ত কিছু বস্ত্র অলঙ্কার ঠাকুরকে পরাইবার জন্য দিয়া গেলেন গোস্বামী অভিলাষ করিলেন যদি আমার শালগ্রামের হস্ত পদ থাকিতো তা হৈলে আমি শৃঙ্গার করিতাম। গোস্বামীপাদের মনে এই বাসনা উদয় হওয়া মাত্রেই "ভক্তবাঞ্ছা পূর্ত্তি বিনা নাহি অন্য কৃত্য" তাই শ্রীভগবান ভক্তের বাসনা অনুরূপ শ্রীশালগ্রাম হইতে অপরূপ ললিত ত্রিভঙ্গ রূপে প্রকট হইলেন। এই বলিয়া নৃসিংহ চতুর্দশীর দিন শ্রীমহাপ্রভুর বিরহ কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। যথা—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাসাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥

এই ভাবনা দ্বারা বৈশাখ শুক্লা পূর্ণিমা দিন প্রাতঃকালে দেখিলেন দামোদর শালগ্রাম শিলা হইতে স্বয়ং মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছেন কোন প্রকার সন্দেহের কারণ না হয় সেইজন্য সেই দামোদর শালগ্রামের পিছনে অর্দ্ধেক সংলগ্ন রহিয়াছেন। এইরূপ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে মহাভিষেক করিলেন। সেই নিয়মে প্রত্যেক বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে জন্মাভিষেক হইয়া আসিতেছে। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীগোপীনাথ পূজারী গোস্বামীকে শিষ্য করেন।

অনঙ্গ মঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপাল ভট্টকঃ।
ভট্ট গোস্বামিং কেচি দাহু শ্রীগুণ মঞ্জরীম্ ॥



শ্রীরাধারমণ

শ্রীগোপীনাথ পূজারী গোস্বামী নিজের সহোদর ভ্রাতা শ্রীদামোদর গোস্বামীজীকে শ্রীরাধারমণ সেবা দিয়া অন্তর্দ্ধান হন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বংশধরগণ সেবা পূজা স্বয়ং করিয়া আসিতেছেন। সেবার পরিপাটি অতুলনীয়। বিগ্রহ স্বয়ং প্রাকট্য দরুণ শ্রীরাধারাণীর প্রতিমূর্ত্তি স্বর্ণ কলসীতে স্থাপন করা হইয়াছে। পুরাতন মন্দিরের নাম প্রাকট্য মন্দির।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির—এই মন্দিরটি শ্রীরাধারমণ প্রাকট্য মন্দিরের সন্নিকটে এখানে মূল

মন্দিরে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর স্বশরীর সমাধি দর্শন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতা বেঙ্কট ভট্টের দেহান্ত হওয়ার পর তিনি পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন করেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করেন। পথে গণ্ডকী হইতে ১২টি শালগ্রাম লইয়া বৃন্দাবনে পোঁছিলে ১৫৯৯তে শ্রীরাধারমণদেব শালগ্রাম শিলা হইতে প্রকট হন।

আর একটি কারণ এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে যান সেই সময়ে চ মাস্য ব্রত ভেঙ্কট ভট্ট গৃহে (শ্রীরঙ্গমের দক্ষিণ দিকে) বাস করেন তাঁহার পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু সঙ্গে আসার জন্য প্রার্থনা করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন পিতা মাতা পরলোকে গমন করিলে বৃন্দাবনে যাবে তাই বৃন্দাবনে আসিয়া বারোটি শালগ্রামের সেবা করিতেন। শালগ্রামের লক্ষণ যথা— (১) দামোদর শালগ্রাম বর্ত্তুলাকার ২ চক্র থাকবে এবং স্থুল ধন-লক্ষ্মী প্রাপ্তি। (২) অনিরুদ্ধ শালগ্রাম বর্ত্তুলাকার ২চক্র পীতবর্ণ। (৩) গদাধর ৭ চক্র গদাচিহ্ন: (৪) দধিবামন ২ চক্র অতি ক্ষুদ্র মেঘবর্ণ গৃহে সুখ প্রাপ্ত। (৫) অনন্ত শালগ্রাম ১৪চক্র স্থূল মেঘবর্ণ। (৬) নরসিংহ শালগ্রাম ২ চক্র বিবৃতকার বিকট অগ্রভাগ দরিদ্রতা প্রকট গৃহত্যাগ মৃত্যু। (৭) প্রদ্যুম্ন বহুছিদ্র ২ সুক্ষ্মচক্র মেঘবর্ণ সুখদ। (৮) বলরাম শালগ্রাম বর্ত্তুলাকার ২ চক্র সুন্দর শর তৃণ চাপ চিহ্ন। (৯) মধুসূদন বর্ত্তুলাকার ছত্রাকার ২ চক্র গোষ্পদ চিহ্ন মেঘবর্ণ যজ্ঞলাভ। (১০) রঘুনাথ ২ দ্বার ৪ চক্র গোষ্পদ চিহ্ন (১১) রাজ রাজেশ্বর -- মধ্যম বর্ত্তুল ৭ চক্র তৃণ ছত্র চিহ্ন। (১২) লক্ষ্মী জনার্দন—২ দ্বার চার বনমালা ও গোষ্পদ চিহ্ন। (১৩) লক্ষ্মী নরসিংহ—২ চক্র বিকৃত বনমালা সুখপ্রদ। (১৪) বাসুদেব দ্বারদেশে ২ চক্র সস্ত্রীক আকারে সর্বকাম প্রদ। (১৫) শ্রীধর শাল-গ্রাম- ক্ষুদ্র বনমালা চিহ্ন। (১৬) সুদর্শন শালগ্রাম—এক দ্বারে এক লগ্ন ২ চক্র বহু সুখদ। (১৭) হয়গ্রীব শালগ্রাম—২ দ্বার ২ চক্র ২ গদাচিহ্ন। এই সমস্ত শালগ্রামে ছত্রাকার চিহ্ন থাকলে রাজ্যলাভ হয়। শিঙ্গলবর্ণ হইলে সর্ব্বশান্তি হইবে। কিন্তু শকটা-

কার হইলে শত্রুর পীড়া হইবে।

তাই ইহাদের মধ্যে ভাল লক্ষণ যুক্ত বারোটি শালগ্রামের সেবা করিতেন। যে কারর্ণাবশায় মহাবিষ্ণুর সহস্র পদ এবং সহস্র মস্তক সহস্র হস্ত সেই নারায়ণ স্বরূপ শালগ্রাম হন, কৃষ্ণ, নারায়ণ বলিয়া বলা যায় প্রত্যেক শুভাকার্য্যে এমন কি কৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতেও শালগ্রাম না হইলে মন্দিরে কোন কার্য্য হয়না, এই অদ্ভুত অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীগোপাল ভট্ট কৃপায় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিয়ম কানুন শাস্ত্র বিধিমার্গীয় শ্রীহরিভক্তি বিলাস আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পিছনে সেই পরিবার আচার্য্য গোস্বামীদের পুষ্প সমাধি সন্নিকটে ষড়ভূজ মহাপ্রভুর মন্দির। এই মন্দির সেবা শ্রীঅদ্বৈত-চরণ গোস্বামী দ্বারা পরিচালিত।



শ্রীগোকুলানন্দ মন্দির—এই মন্দিরে শ্রীরাধা বিনোদ বিগ্রহ দর্শন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী কর্তৃক এই সেবা স্থাপন। শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধা বিনোদ দেব উমা রায়ের শ্রীকিশোরী কুঞ্জ হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সেবা শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহ পাশে দর্শন। মন্মহাপ্রভু প্রদত্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা গিরিধারী জীউ এই মন্দিরে বিরাজমান ছিলেন। মন্দির প্রবেশ করার গেটের সন্নিকটে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর স্বশরীর সমাধি। সম্মুখে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পুষ্প সমাধি দর্শন। কিছুদূরে ভ্রমরঘাটে শ্রীরাধামাধব মন্দির দর্শন। বর্তমান জয়পুরে চলিয়া গিয়াছেন ভগ্নাংশ মন্দির মূর্তি দর্শন।

ভ্রমরঘাট নকল গোবিন্দ মন্দির—এই মন্দিরটি শ্রীরূপ লাল ব্রজবাসী দ্বারা পরিচালিত। এই স্থান হইতে ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা বাহির হইয়া থাকে। বর্ত্তমান শ্রীরূপলাল ব্রজবাসী পুত্রগণ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রজবাসী এবং স্বভ্রাতৃবর্গদ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ হল জয়সিং ঘেরা—এই স্থানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পরিবারের আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তম গোস্বামী মহারাজ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম সংকীর্ত্তন তথা শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার কার্য্য হইয়া থাকে। তাঁহার গুরুজন, ভাগবতের প্রধান বিদ্বান শ্রীল আচার্য্য রাস বিহারী গোস্বামী মহারাজ সকলের নিত্য স্মরণীয়।

নিধুবন—এখানে প্রাচীন বৃন্দাবনের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্রীবিহারীজী প্রাকট্যকারী স্বামী হরিদাসের সমাধি শ্রীবিহারীজী প্রাকট্য স্থান দর্শন। একদিন প্রাত:কালে শ্রীহরিদাস স্বামীজী শৌচ হইতে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার বিছানাতে

একজন লেপ ঢাকা দিয়া শয়ন করিয়াছেন স্বামীজী কে? কে? এখানে বলাতে তিনি দ্রুত ভাবে পলাইয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার পরিধান চূড়াবংশী স্বামীজীর বিছানাতে ফেলিয়া যান॥ স্বামীজী বৃদ্ধাবস্থা দরুন ভালরূপে দেখিতে পারিলেন না। এদিকে পূজারীরা রাত্রে বিহারীজীকে শয়ন দিয়া, চূড়াবংশী মন্দিরের বিগ্রহ বিছানাতে রাখিয়া, দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ঘরে গিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে মন্দির খুলিয়া উক্ত চূড়াবংশী দেখিতে না পাইয়া পূজারীজী স্বামী হরিদাসজী সন্নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন তখন স্বামীজী বলিলেন দেখ আমার বিছানাতে কাহার চূড়াবংশী পড়িয়াছে। সকলেই দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে রাত্রে নিধুবনে শ্রীবিহারীজী রাস করিতে এসে প্রাতঃকালে স্বামী হরিদাসজী বিছানাতে শয়ন করেছিলেন। এই জন্য নিজ বৃন্দা-বনের নাম নিধুবন।

সাহাজী মন্দির—তেরাখম্বা মন্দির বলা হয়। লক্ষ্ণৌ নিবাসী শ্রীনন্দনলাক্ষজী ১৮২৫শে এই মন্দির নির্মান করেন এই মন্দিরটি রাধারমণ দেবের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হইয়াছিল কিন্তু শ্রীরাধারমণ ঘেরা হইতে অন্যত্র, শ্রীরাধারমণদেব যাইবেন না ইহা জ্ঞাত হইয়া পুনঃ যুগল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবা প্রকাশ হইল। শাহ বিহারীলাল নিত্য ঠাকুর সামনে গোপীবেশ সাজিয়া নৃত্য করিতেন।

শ্রীজী কুঞ্জ—নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রধান আচার্য্য গাদি এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন। এই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ এবং সৎসঙ্গ হইয়া থাকে।

ভজনাশ্রম—এই স্থানে ১২০০ অনাথ বিধবা মহিলা ভজন করেন।

মীরাবাই মন্দির—সাহাজী মন্দিরের নিকটে গোবিন্দ বাগেতে এই মন্দির এই মন্দিরটি ব্রজবাসীদের একটি প্রচলিত কথা

আছে যে শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শনের জন্য মীরা প্রার্থনা করেছিলেন মীরাবাই-এর জন্মভূমি ছিল রাজস্থানের যোধপুর জেলার অন্তর্গত মেরতে কুঞ্জকীর্ত্তে বতু সেনের কন্যা জয়মলের বোন, বাল্যাবস্থা হইতে কীর্ত্তন করা অভ্যাস ছিল সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেন। নিজেকে গোপী ভান করিতেন। বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীনারায়ণ ভট্টের শিষ্য শ্রীমথুরা দাস জীর শিষ্য রূপে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গদাধর পরিবারের রাগানুজ ভজন করিতেন। যখন শ্রীজীব থোস্বামী প্রকৃতি সঙ্গে দর্শন দিতে চাহিলেন না তখন মীরা বলেছিলেন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ভিন্ন আর পুরুষ কেহ দ্বিতীয় নাই। আপনি কেন পুরুষ অভিমান করিতেছেন ইহা শুনিয়া গোস্বামী দর্শন দিলেন।

নন্দ ভবন—এই মন্দিরে ব্রজবাসীগণ যাত্রীদিগকে যমুনা পূজা তথা ভেটাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সন্নিকটে রাসমণ্ডলে শ্রীহরি বংশের সমাধি, যমুনাতীরে চীর ঘাট, নন্দ ঘাট, তথা ঝাড়ূ মণ্ডল।

শৃঙ্গার ঘাট—এই স্থানে মহারাসের শৃঙ্গার হইত। বর্ত্তমান শ্রীগৌর নিত্যানন্দ বিগ্রহ বিদ্যমান। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর গোস্বামীবৃন্দ পরম্পরানুযায়ী বাস করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীরাধা দামোদর মন্দির—এখানে শ্রীল জীব গোস্বামী পাদের সেবা শ্রীরাধা দামোদর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সেবা শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র। গোস্বামী পাদের সেবিত শ্রীরাধছল চিকনীয়া হে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধামাধব জীউ এই মন্দিরে বর্ত্তমান বিরাজমান। এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা মধ্যে অবস্থিত। যখন শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃদ্ধাবস্থা এসেছিল তখন তাঁহার প্রত্যহ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে কষ্ট হইত সেই সময়ে শ্রীরাধা মদনমোহন গোপবালক বেশে দর্শন দিয়েছিলেন তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন যুক্ত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা গোবর্দ্ধন উপর হইতে আনিয়া প্রদান করেছিলেন। আড়ালে

ঢাকা থাকে। পূজারীকে প্রণামী দিয়া দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন আজ থেকে এই শীলা পরিক্রমা করিবে। তাহাতে তোমার গোবর্দ্ধন পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে মন্দিরে পরিক্রমা রাস্তায় শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধি, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজন কুটির এবং সমাধি ভূগর্ভ গোস্বামীর দর্শন।

শ্রীজীব গোস্বামী—শ্রীজীব গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা ছলচিকনীয়া গোস্বামী পদের বংশীয় কর্নাট দেশ হইতে নৈহাটির গঙ্গাতীরে বাস করিতেন এবং ইনি কুমার দেবের তৃতীয় পুত্র বল্লভ (অনুপমের) পুত্র হওয়ায় শ্রীরূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র হন, বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের সেবা শ্রীজীব গোস্বামী করিতেন শ্রীরাধা দামোদর মন্দিরে সেই সময়ে একদিন দিগ্বিজয় করার জন্য কেশব কাশ্মীর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠাকাঙ্খী জানিয়া জয়পত্র লিখে দিলেন কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে, যমুনাতীরে দেখা হয় তাহাকে যমুনার স্তুতি করিতে বলিলেন তাহার অলঙ্কার রচনা দোষে পরাস্ত করাতে তিনি খুবই দুঃখিত হইলেন ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী জানিতে পেরে বলিলেন হে জীব তুমি প্রাণী মাত্র কোথায় মনো বাক্যে উদ্বেগ দিবে না এখন তুমি এত বড় পণ্ডিতের মনে দুঃখ দিয়াছ অদ্য হইতে আমার নিকটে থেকে সেবা করার অধিকার পাবে না। তাই শ্রীজীব নন্দ ঘাটের দুই মাইল দূরে বসাই গ্রাম যাইয়া ইহাকে বৎসবন বলা হয় তথায় থাকিথা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার গোপাল চম্পু ইত্যাদি রচনা করিলেন। ইহা দ্বারা বিশ্বেতে অত্যাধিক যশ প্রতিভা প্রকাশ হইতেছে অতএব গুরু গোবিন্দের কৃপা বিরহ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবাশ্রী শ্যামসুন্দর দেব বর্ত্তমান শ্রীগোপীবল্লভপুরের গোস্বামীর নির্দেশে অধিকারী দ্বারা সেবা পূজার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সন্নিকটে শ্রীশ্যানন্দ প্রভুর পুষ্প সমাধি তথা রসিকানন্দ প্রভুর সমাধি দর্শন।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া এই অপরূপ ললিত দর্শন দিয়া তাঁহার সেবা কেবল অঙ্গীকার ইহাই নয় শ্রীমতী রাধারাণীও কৃপা করে নুপুরের চিহ্ন মস্তকে প্রদান করেছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যে সময় শ্রীশ্যামসুন্দরদেবের সেবাইত ছিলেন সেই সময় জয়পুর গোবিন্দ দেবের মন্দিরে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য রচনা করেন। একদিন প্রাতঃকালে সেবাকুঞ্জের রাসস্থলী ঝাড়ু সেবা করিতে করিতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরাধারাণীর নুপুর প্রাপ্ত হন পরে ললিতাদেবী আসিয়া বলিলেন আমার বধূ রাত্রে নুপুর ফেলে গিয়াছে দিয়ে দাও. শ্যামানন্দ প্রভু বলিলেন যাহার নুপুর, তাহাকে আসিয়া লইতে বল যখন স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শন দিয়া তাঁহার মস্তকে নুপুর চিহ্নটি লাগাইয়া কৃপা করিয়া গেলেন, এই কারণে সেই সম্প্রদায় উর্দ্ধ পুণ্ড্রতে বিন্দুচিহ্ন বর্ত্তমান দেখা যায়। সন্নিকটে শ্রীশ্যাম সুন্দর মন্দিরের পুরাতন সেবাইত শ্রীশ্রীধরচন্দ্র শাস্ত্রী মহারাজের সমাধি দর্শন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সমাধি-মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপী বল্লভপুর হইতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর সেবা স্থাপন করেন। ইহা রেতিয়া বাজারেতে বিরাজমান এক· সময়ে তিনি সেবা কুঞ্জের রাসস্থলিতে ঝাড়ু লাগাইতেন একদিন একটি জ্যোতির্ম্ময় নুপুর প্রাপ্ত হইয়া যত্ন সহকারে রাখিলেন। রাত্রে ললিতা দেবী আসিয়া বলিলেন আমার বধূ রাত্রে নুপুর ছেড়ে গেছে যদি তুমি প্রাপ্ত হইয়া থাক, তা হৈলে দিয়ে দাও। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলিলেন প্রাপ্ত হইয়াছি সত্য কিন্তু তোমাকে কেন দিব? যাহার জিনিষ তাকে বল এসে নিয়ে যাক্ এই ভক্ত ভগবানের আবদার তাই শ্রীমতী নিজের চরণ দর্শন নুপুর নিলেন এবং সেই নুপুর মাথায় স্পর্শ করিলেন যাহা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র মধ্যে এক বিন্দু চিহ্ন হইয়া গেল বৈষ্ণবগণ মনমুখী তিলক বলাতে গুরুদেব শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং মুছার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু সেই বিন্দু চিহ্নটি আর মুছা গেল না এই জন্য শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের এই বিন্দু চিহ্নটি নিশান সদৃশ রহিয়াছে।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ উড়িষ্যার রাজবংশে ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদয়ে দীক্ষিত হন এবং শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত থাকেন। সে সময়ে গোস্বামীবৃন্দের বৃদ্ধাবস্থা হইয়া গিয়াছিল সেই কারণে জয়পুর গলতা পাহাড়ে চার সম্প্রদায় আচার্য্য স্থলে নিয়ন্ত্রণ আসায় সকলেই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। তথায় যাইয়া সেই সভাতে উপস্থিত হইলেন তিন সম্প্রদায় আচার্য্য বলিলেন আপনাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেদান্ত ভাষ্য কি আছে? দেখান। তিনি তিনদিন সময় লইলেন সেই তিনদিন মধ্যে গোবিন্দ ভাষ্য শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাতে রচনা করিয়া সভায় দেখাইলেন তাই সেই দিন বিদ্যাভূষণ নামে খ্যাত হইলেন।

সেবাকুঞ্জ (নিকুঞ্জ বন)—এখানে তমাল বৃক্ষেতে বন যেমন সুশোভিত তেমনই নিকুঞ্জদ্বারে বানরগণ সহিত পুরাতন বৃন্দাবনের দৃশ্য অপূর্ব্ব রমণীয়। বন মধ্যে শ্রীজীব. নিকুঞ্জে রাত্রে যে নিত্য লীলায় পুষ্প শয্যা হয় প্রাতে তাহা বিপর্যায় দর্শন হয় পরিক্রমা রাস্তার একদেশে ললিতা কুণ্ড। সন্নিকটেও বহু বানর গমনা গমন করেন সাবধানে যেতে হয়। এই বনে রাত্রি ১০টার পর কোন প্রাণী থাকে না. যদি কেহ রাসলীলা দর্শন করার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে থাকেন তা হৈলে প্রাতে দেখা যায় সে মরিয়া পড়িয়া আছে বর্তমান এই সেবা ব্রজবাসী শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের তত্ত্বাবধানে উজ্জ্বল হইতেছে

ইমলীতলা মন্দির—এইস্থানে একটি ইমলী (তেঁতুল) বৃক্ষের মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আগমন করিয়া বসিয়া ছিলেন অদ্যাবধিও সেই বৃক্ষ বিদ্যমান আছেন। এই সেবা ভক্তি সারঙ্গ মহারাজের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন।

বনখণ্ডী মহাদেব—বৃন্দাবনের প্রাচীন মহাদেব দর্শন। শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃদ্ধাবস্থায় গোপেশ্বর দর্শনে যেতে না পারায় স্বপ্নদেশে শ্রীগোপেশ্বর ঐস্থানে দর্শন দেন। পূর্ব্বে এখানে ঘোর

জঙ্গল ঘন থাকায় বনখণ্ডি নামে খ্যাত। সন্নিকটে পিসিমার গৌর নিত্যানন্দ দর্শন।

পিসিমার গৌর নিত্যানন্দ দর্শন—বীরভূম জেলার ঘোড়া ডাঙ্গা পারুলিয়া মধ্যবর্ত্তী গ্রাম হইতে এসেছে ইহা মুরারী গুপ্তের পিসিমা মাতার শ্রীনিতাই গৌর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ মন্দির—শ্রীহরিবংশ গোস্বামীর শ্রীরাধা বল্লভ সেবা বর্ত্তমান। তাঁহার পরিবার ব্রজবাসীগণ নিষ্ঠা সহ স্বয়ং সেবা পূজা করিয়া আসিতেছেন। উৎসব শৃঙ্গারাদি অপূর্ব্ব হইয়া থাকে। শ্রীহরিবংশ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। এখনও শ্রীরাধারমণ সেবাইতদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় কিন্তু কোন কারণে শ্রীরাধারমণ সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়াছে।

শ্রীহিত হরিবংশ—শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহিত হরিবংশ ইনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য তথা গুরু সেবার জন্য জীবন দান করেছেন। একদিন একাদশীর দিন পান খেয়ে গুরুজী সন্নিকটে এসেছিলেন শ্রীপাদ গোপাল ভক্ত গোস্বামী বলিলেন পান কেন খেয়েছ? শ্রীহরিবংশ বলিলেন শ্রীজীব শ্রীরাধারাণীর চর্ব্বিত পানে কি দোষ? তাতে গুরুজী বলিলেন বিধি নিষেধ না মানিলে আমার নিকটে এসো না। তাই গুরুসেবা হইতে হরিবংশ বঞ্চিত ছিলেন। একদিন শ্রীরাধারমণের গাভী চোর লইয়া পালাইয়া যাইতেছিল তাই তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হওয়ায় চোরগণ তাঁহাকে কাটিয়া যমুনায় ফেলে দিয়া যায়। তৎপরে গুরুজী প্রাতঃ স্নান করিতে গিয়া যখন নিজের পায়ে সেই মৃত শরীর লাগে তাহা উঠাইয়া দেখিলেন নিজের শিষ্য হরিবংশ তৎক্ষণাৎ গুরুদেব চীরঘাট সন্নিকটে চপুতরা নিকটে সমাধি দিলেন। এই পরিবারে শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামীবৃন্দ তথা শ্রীরাধাবল্লভদেবের প্রাকট্যতিথির উৎসব কার্ত্তিক শুক্লা ত্রয়োদশীতে হয় শ্রীরাধাবল্লভের পুরাতন মন্দিরটি ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরলালজীর অর্থানুকূল্যে হয় তথা নূতন মন্দিরটি তৈয়ারী হয় গুজরাটের লনু ভাই দ্বারা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে।

টোপীবালা কুঞ্জ—নিম্বার্ক আশ্রম এই স্থানে রাস বিহারী বৃন্দাবন চন্দ্রের নিত্য রাস অভিনয় ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ বালক দ্বারা হইয়া থাকে।

শ্রীবঙ্কুবিহারী মন্দির—স্বামী হরিদাসের সেবা শ্রীবঙ্কুবিহারীজী বর্ত্তমান সেই পরিবার ব্রজবাসীদের কর্ত্তৃক সেবা পূজা উত্তমরূপে পরিচালিত উৎসবাদিতে যেরূপ শৃঙ্গার ফুল বাংলা হয় এরূপ মূল্য-বান পুষ্পের কড়ির শৃঙ্গার তথা শ্রাবণ কৃষ্ণ তৃতীয়া স্বর্ণ ঝুলন ভারতের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ঐশ্বর্য্য যুক্ত দেবালয়টি সর্বজনাকর্ষক। স্বামী হরিদাস ত্যাগী এবং উদাসীন



শ্রীবঙ্কবিহারী

কেবল ইহাই নয় সঙ্গীতের গুরুও ছিলেন তাই শ্রীবাঁকে বিহারীজী

স্বপ্নাদেশ করিয়া স্বয়ং নিধুবন মৃত্তিকা হইতে প্রকট হইয়াছেন শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রাকট্য হইবার জন্য শ্রীরাধারাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় নাই ভাবনা দ্বারা স্বর্ণ কলসিতে স্থাপন করা হইয়াছে। বৈশাখ শুক্লা অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চরণ দর্শন হয়। প্রত্যেক দিন ঝাঁকি দর্শন অর্থাৎ পর্দা খোলা এবং বন্ধ থাকে। ঐখানকার বিশেষ মাহাত্ম্য নিধুবন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বামী হরিদাস মহারাজ সমাধি—স্বামীজীর জন্ম মথুরা হইতে আগ্রা যাইবার পথে রাজপুত গ্রামে ১৫৩৭ মে হইয়াছিল। বাল্যাবস্থার পরে বৃন্দাবনে আসিয়া নিধুবনেতে প্রিয়া প্রিয়তমের লীলা স্মরণ দর্শন দ্বারা শ্রীবাঁকে বিহারীজীর প্রকট করাইবেন, এই নিধুবনে স্বামিজীর সমাধি মন্দির বিরাজমান। এই নিধুবনের অর্থ নিজ বৃন্দাবন। এই বনটি প্রাচীন বৃন্দাবন স্মৃতির জন্য মার্বেল প্রস্তরে প্রাচীর নির্মিত এবং এই বনের মধ্যে শ্রীযুগলকিশোর কুঞ্জ রঙ্গমহল বিদ্যমান।

স্বামী হরিদাস সঙ্গীতের প্রসিদ্ধ গায়ক তথা তানসেনের গুরু ছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী শৌচ গেলেন এবং ফিরে এসে দেখিলেন নিজের বিছানার উপরে একজন কে লেপ ঢাকা দিয়ে শয়ন করেছেন যখন স্বামীজী বলিলেন আরে কে তুমি? তখন বিহারীজী স্বয়ং শয়ন করেছিলেন শব্দ শুনতেই পালাইয়া গেলেন কিন্তু পরিধান চূড়া বংশীটি বিছানাতে ফেলে রেখে চলে যান স্বামীজীর বার্দ্ধক্য অবস্থা চোখে দৃষ্টিক্ষীণ দরুণ কিছুই ভাল-ভাবে দেখিতে পারিলেন না। ইহার পর শ্রীবাঁকে বিহারী মন্দিরে সেবাইতের পালা নির্দেশানুযায়ী পূর্ব্বাহ্নে মন্দির খোলার পর দেখিলেন যে গত রাত্রে যে চূড়াবংশী পালঙ্কে শয়ন দেওয়া হইয়াছিল তাহা নাই অথচ মন্দির বন্ধ। বিস্ময় হইয়া মধ্যাহ্নে স্বামীজীর নিকটে আসিলেন স্বামীজীকে সমস্ত বিষয় বলিলেন স্বামীজী বলিলেন এই দেখত প্রাতঃকালে কে একজন আমার খাটে শয়ন করেছিল কি

ফেলে গেছে। পূজারী প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে মন্দিরের চূড়াবংশী ঠিক এই ইহাতে প্রমাণিত হইল যে স্বয়ং শ্রীবিহারীজী রাস করিতে প্রত্যহ নিধুবনে আসেন। এই কারণে প্রাতঃ বিহাজীজীর মঙ্গলারতী হয় না। কারণ অনেক রাত্রে রাস করে ভগবান আসেন অতএব প্রাতঃ শয়নে বাধা দিয়ে আরতি করা অপরাধ।

একদিন দিল্লীর সম্রাট আকবরও রাজস্থানেতে হিন্দু কন্যা বিবাহ করার পরে মনের অবস্থা ধর্ম্মপ্রকৃতি হয় তখন তিনি রাধা-কুণ্ড স্নান এবং বৃন্দাবনে শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং স্বামী হরিদাস-জীর সঙ্গে দর্শন, সৎসঙ্গ তথা উপদেশ গ্রহণে উৎসাহিত হইলেন। আরও শ্রীসনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ সেবা জন্য কিছু কাগজ প্রদান করিলেন।

অদ্বৈত বট—বৃন্দাবনে যে তিনটি বট প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বংশীবট, শৃঙ্গার বট ও অদ্বৈত বট তাহার মধ্যে একটি বট অদ্বৈত বট। এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বৈঠক। বৃন্দাবনে আসিয়া এই স্থানে উপ-বেশন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীসীতাঠাকুরাণী অদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীরাধারমন জীউ বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর।
কতদিন ছিলা এই বনের ভিতর॥
এই বটবৃক্ষ তলে কৃষ্ণ আরাধয়ে।
কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশ্রয়॥
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট বনগ্রাম।
কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান।
তৈছে তাঁর পত্নী নাড়াদেবী পতিব্রতা
জগতের পূজ্যা যে হৈল অদ্বৈতের মাতা
দোঁহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা সন্নিধানে।
নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা আলাপনে।

অষ্টসখী মন্দির—এখানে অষ্ট সখীর সহিত যুগল সেবা দর্শন।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন গোস্বামী সমাধি—কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ কুলে ১৪১০ শকাব্দে তথা ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গোস্বামীপাদ নদীয়া

জেলান্তর্গত নৈহাটিতে আবির্ভূত হন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ সর্বজ্ঞ নামক ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন যর্জুবেদীয় ব্রাহ্মণ কর্ণাট দেশে রাজত্ব করিতেন তাঁহার পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম শ্রীরূপেশ্বর তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ এবং পদ্মনাভের পুত্রের নাম মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব তাঁহার পুত্র শ্রীসনাতন সেই সময়ে পশ্চিম বাংলার গৌরদেশ রাজধানী রামকেলিতে রাজা হুসেন সাহের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন তথা উপদেশ প্রেরণাতে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের দেওয়া নাম শ্রীরূপ সনাতন। হুসেন সাহেবের দেওয়া নাম সাকরমলী দেবীর খাস।

হুসেন সাহেব যখন জানিতে পারিলেন সনাতন গোস্বামী (সাকরমলী) চলে যাবেন তখন তাঁহাকে বন্দীতে রাখিয়া কলিঙ্গ যুদ্ধে চলিয়া গেলেন গোস্বামীপাদ কারাগারাতে কিছু মুদ্রা প্রহরীদ্বারকে দিয়া গঙ্গাস্নান ছল করে বৃন্দাবনে চলে যান। সঙ্গে ঈশান দাস ছিলেন তাঁহার কাছে ৮টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল বিহার পতলা পাহাড়াতে যখন ডাকাত হত্যা করিতে চেষ্টা বরেছিল তখন তাহাদিগকে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ঈশানকে বাঁচালেন অবশিষ্ট একটি মুদ্রা ঈশানকে দিয়া বলিলেন তুমি ঘরে চলে যাও তোমার লুকিয়ে রাখা মুদ্রা বিষয় আমাদের প্রাণনাশ করতো অতএব তুমি আমার সঙ্গে থাকার যোগ্য নও। স্বয়ং গোস্বামী মুসলমানের দরবেশ ধারণ করে বৃন্দাবনে পৌছিলেন এবং মদনমোহন পুরাণা মন্দিরে ভজন করিলেন শ্রীমদনমোহন সেবা প্রকট তথা শ্রাবণ পূর্ণিমা দিন অপ্রকট লীলা শ্রীগোবর্দ্ধনে করলে ব্রজবাসীগণ মস্তক মণ্ডন করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করেছিলেন। সেই কারণে মুড়িয়া পূর্ণিমা নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীমদনমোহন চৌবে রমণীর গৃহ হইতে আসিয়া তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন। পূর্বে এই বৃন্দাবন ঘোর অরণ্য বন জঙ্গল ছিল। সেইজন্য শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা হইতে ফেরার পরে গোস্বামীপাদ মথুরা হইতে ভিক্ষার আটা লইতেন একদিন চৌবের গৃহে

শ্রীমদনমোহনকে দেখিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী মুগ্ধ হইয়া যান এবং তৎপর হইতে প্রত্যহ দর্শন ককিতেন। একদিন দেখিলেন চৌবের বালক সঙ্গে একত্র মদনমোহন ভোজন করিতেছেন তাতে অশ্চের্য্য হইয়া চৌবে রমণী হইতে অবশেষে লইয়া ভোজন করিলেন এবং তাতে প্রেম ভক্তিতে পুলকিত হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিলেন।

একদিন বালক বেশে শ্রীমদনমোহন শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গে চলে আসেন। অথবা চৌবের স্ত্রীকে স্বপ্নে শ্রীমদনমোহন বলেন তুমি আমাকে সনাতন হস্তে অর্পণ কর।

শ্রীমদন মোহন মন্দির—এখানে পুরাতন এবং নূতন মন্দির দুইটি দর্শন হয়। পুরাতন মন্দিরে শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজন করি-তেন সন্নিকটে দ্বাদশ আদিত্যটিলা। শ্রীসনাতন গোস্বমৌ প্রত্যহ শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন এবং ফিরার সময়ে মথুরা হইতে আটা ভিক্ষা করিয়া লইতেন। তাঁহার ভক্তিবেশে মথুরা হইতে আসিয়া থাকিতেন। একদিন মদনমোহন বলিলেন সনাতন বিনা লবণে আটার গুলি পাতায় পুড়ে দিয়েছ আমার ভাল লাগিতেছে না একটু লবণ দাও গোস্বামী বলিলেন আমি ভজন করার জন্য বৃন্দাবনে এসেছি আজি তুমি লবণ চাহিতেছ কাল মাখন চাইবে, এসব আমার সামর্থ হইবে। একদিন এক লবণ ব্যাপারী যমুনাতে লবণ লইয়া যাইতেছিল তাহার জাহাজটি অচল হইয়া যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃপায় যখন জাহাজটি চলিয়া অনেক লাভ হয় তখন সে পুরাতন মদনমোহন মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই স্থানে বর্দ্ধমানের মাড়োগ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ ধন কামনায় এসেছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাহাকে যমুনা তীরে এক স্পর্শ-মণির সন্ধান বেখাইয়া যমুনার মাটি দিরা হস্ত ধুইলেন, ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া মনে করিলেন ধন যদি পবিত্র বস্তু হইত তিনি অঙ্গুলি দেখাইয়া হস্ত ধুইলেন মেন? অতএব এ ধন আমার চাই না পরমার্থ ধনই নিতে হইবে এই বলিয়া সেই স্পর্শমণিকে যমুনাতে ফেলিয়া শিষ্য হইলেন।

তাহার বংশধরগণ বর্ত্তমান সেবাইত। দিল্লীর আকবর স্পর্শমণি সন্ধানের জন্য হস্তী দ্বারা জলে সন্ধান করিলেন কিন্তু পান নাই। হস্তীর লোহার শিকলটি স্পর্শমণিতে লাগিয়া সোনা হইয়া গিয়াছিল মাত্র। আকবর দিল্লী হইতে আসিয়া একবার শ্রীসনাতম গোস্বামীর সৎসঙ্গ প্রভাবে গোস্বামী গ্রন্থের লেখন সেবা দরুণ কিছু তুলট কাগজ প্রদান করে যান। তাহাতে প্রারম্ভিক গোস্বামী গ্রন্থ লিখা হইয়াছিল। শ্রীসনাতন গোস্বামী বার্দ্ধক্য অবস্থায় গোবর্দ্ধন চক্রেশ্বর সন্নিকটে অপ্রকট লীলা করেন পরে তাঁহাকে সংকীর্তন দ্বারা বৃন্দাবনে আনিয়া শ্রীমদনমোহন নূতন মন্দিরের পিছনে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান গোস্বামীগণের তত্ত্বাবধানে সেবা পূজা চলিতেছে। সন্নিকটে হরিবোল কুটির এবং গোড়ীয় মঠ।

দ্বাদশাদিত্য টিলা—

দ্বাদশাদিত্য তীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনম্।
তস্য দর্শন মাত্রেণ নৃনামজ্ঞেয়ঃ বিনশ্যরিদম্
দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এইখানে।
মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল বিদিত পুরাণে।
তাহার দর্শন মাত্রে লোকের পাপ বিনষ্ট হয়।
অহে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর আজ্ঞায়।
সনাতন ব্রজে আসি রহিলা এথায়।
প্রভু আসিবেন আজ্ঞা দিল সনাতনে।
তাঁর লাগি স্থান কৈলা দেখ এ নির্জনে।
সনাতন উদ্বিগ্ন দেখিয়া গৌরহরি।
স্বপ্ন ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি।
বসিয়াছেন গৌরচন্দ্র দিব্যাসনে
সনাতন লোটাইয়া পড়িলা চরণে।
সনাতনে প্রভু করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
সর্ব্বমতে সনাতনে ... অনর্থ...

কালিদহ—ইহাকে পুরাণা কালিয়দহ বলা হয়। ইহা গোচারণ বনের উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে গরুড়ের আনিত অমৃত কুম্ভ কদম্ব বৃক্ষে রক্ষিত হইয়াছিল, এখনও সেই বৃক্ষটি বিদ্যমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষ হইতে ঝাপ দিয়া কালিয়কে নিগ্রহ করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীবলরামের বার্ষিক জন্মোৎসব দিবস হওয়ায় রোহিনী মাতা তাঁহাকে গোষ্ঠে পাঠাইলেন না। সেদিন শ্রীকৃষ্ণ একা সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে গমন করিয়া দেখিলেন যমুনায় কালিয় নাগ বাস করার জন্য জল বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। এমন কি দূর হইতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বিষ জ্বালায় মরিয়া যাইতেছে। ভগবান ব্রজবাসীদের হিতৈষী হইয়া কালিয়কে নিগ্রহ করিলেন। স্বয়ম্ভুর মন্বন্তরে বিন্ধাচলে দেবাশিরা মুনি এবং অশ্বশিরা মুনি পরস্পর কলহ করিয়া উভয়ের অশ্বশিরা ভূষণ্ডি কাক হইলেন এবং দেবশিরা কালিয় নাগ হইয়া-ছিলেন। সৌরভী ঋষির তশস্যা স্থানে গরুড় মৎস্য মারার জন্য ঋষি শাপ দিয়াছিলেন গরুড় কালিয় দহতে আসিলে মরিয়া যাইবে অতএব কালিয় সর্প গরুড় ভয় হইতে বাঁচিবার জন্য এই কালিয় দহতে বাস করিত। ভগবানের চরণ প্রাপ্ত করিয়াছিল বলিয়া প্রত্যেক নাগসর্পের মাথায় চরণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে কেহ সর্প এবং মৎস্য মারেন না। পুরাণা কালিয় দহতে সেই স্মৃতিতে যমুনা ঘাটে ছোট একটি মন্দির আছে এবং সন্নিকটে শ্রীল কিশোরীদাস শাস্ত্রী মহারাজের দ্বারা স্থাপিত বিরাট মন্দির দর্শন। শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী মহারাজের আশ্রম তথা শ্রীপ্রবোধা-নন্দ সারস্বতী পাদের সমাধি দর্শন। ইহার উত্তরে শ্রীগোপাল বন (ঘাট) এইস্থানে ব্রাহ্মণগণকে শ্রীনন্দ মহারাজ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় বহু গাভি দান করা হইয়াছিল।

শ্রীভক্তি রত্নাকরে যথা—

এত কহি শ্রীপণ্ডিত উল্লাস অন্তরে।
ভোজন টিলা হৈতে চলে ধীরে ধীরে।
কতো দূরে গিয়া কহে সুমধুর কথা।

করিলেন তপস্যা সৌভরি মুনি এথা
এই যে কালিয় হ্রদ দেখ শ্রীনিবাস
এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য্য বিলাস
কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বে চড়িয়া
কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া
কালিয় দমন করে কালিন্দীর জলে
কালিয় সর্প ফণে নাচে দেখয়ে সকলে।
এথা হৈতে রমণক দ্বীপে পাঠাইলা।
এ কালিয় হ্রদে স্নানাদিক করে যে
অনায়াসে সর্বপাপে মুক্ত হয় সে
বিষ্ণুলোক যায় এথা দেহত্যাগ হৈলে।
পুরাণে কহয়ে আর নানা ফল মিলে।
এ কালিয় তীর্থ, তীর্থ পাপ বিনাশন।
কালিয় তীর্থ স্থানে বহু কার্য্য সিদ্ধ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির—রমণ রেতিতে এই মন্দির এ সি বেদান্ত স্বামী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন। নব নির্মিত বেদান্ত স্বামীর সমাধি মন্দির সকলের চিত্তাকর্ষক। এই স্থানের পবিত্রতা সৌন্দর্য্যতা দর্শন করার জন্য বহু লোকের আগমন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ইসকন আমেরিকান সাহেবদের স্বজাতীয় কৃষ্ণ ভাবনা দ্বারা পরিচালিত। সন্নিকটে বনবিহার মন্দির রাধেশ্যাম কূপ এবং শ্রীরাধারমণ নিবাস আশ্রম, শ্রীভাগবত নিবাস ইত্যাদি দর্শন।

বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়—রমণ রেতিতে এই বিশ্ব বিদ্যালয় শ্রীভক্তি হৃদয় বন মহারাজ দ্বারা স্থাপিত। তাঁহার আশ্রয় কালিয়দহতে সেখানে বিগ্রহ এবং সমাধি দর্শন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ—কিশোরী পুরাতে এই মন্দির গৌড়ীয় মিশন দ্বারা পরিচালিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—এই মঠটি শ্রীভক্তিহৃদয় মাধব মহারাজ দ্বারা স্থাপিত, পাঞ্জাব ভক্তবৃন্দের অর্থানুকুল্যে মন্দিরের কার্য্য সমাধান হইয়াছে।

বঙ্কুকুঞ্জ—ব্রহ্মকুণ্ডে বাঙ্গালীদের আর একটি মন্দির আছে যাহার নমে বঙ্কুকুঞ্জ।

ভারত সেবাশ্রম—এই স্থানে যাত্রীদের থাকর উত্তম ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আরও মির্জ্জাপুর ধর্মশালা, বসন্তবাই ধর্মশালা, দিল্লীবালা ধর্মশালা ইত্যাদি আছে। সাহাজী মন্দিরের সামনে অনেক পবিত্র হোটেল আছে তাহাতে ভোজনের ভাল ব্যবস্থা আছে। ইহা ভিন্ন মন্দিরে প্রণামী দিলে প্রসাদ পাওয়া যায়।

মুঙ্গের মন্দির—এই মন্দির বিহারের মুঙ্গের রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

আনন্দ মা আশ্রম—এই মন্দিরের দর্শন মনোরম।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন (সেবাশ্রম)—বৃন্দাবনের মধ্যে প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়ের নাম সেবাশ্রম। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজীগণ প্রাণপনে রোগীদের আরোগ্যের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। সন্নিকটে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধি স্মৃতি মন্দির অত্যন্ত মনোরম স্থান। অনতিদূরে অনেক সুখ শান্তি আরোগ্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে যথা—ব্রজ সেবা সমিতির টি. বি. হাসপাতাল, মানব সেবা সংঘ মেমো হাসপাতাল ইত্যাদি।

জয়পুর মন্দির—এই মন্দির জয়পুর রাজা দ্বারা স্থাপিত।

জামাই বিনোদ মন্দির—এই মন্দিরের সেবা তারাশ ভূমাধিপতি বনমালি রায় বাহাদুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান শ্রীমঙ্গললাল ব্রজবাসী পুত্রগণ দ্বারা পরিচালিত। পূর্বে এই বিগ্রহ বিনোদ বিহারী, রাজকন্যার বস্ত্র আকর্ষণ করাতে রাজা কর্তৃক জামাই বিনোদ নামকরণ হইয়াছে।

গোরা বাউজী মন্দির—এই মন্দিরটি বৃন্দাবন পঞ্চকোশী পরিক্রমা রাস্তাতে পড়ে। শ্রীবলরাম মূর্ত্তি দর্শন এবং সন্নিকটে বহু সাধু বাস করেন। তাঁহাদের সেবা মন্দির হইতে হয়।

এই সম্প্রদায় শিষ্য পরম্পরা কাঠিয়াবাবা আস্থান। নিম্বার্কাচার্য্য পাটনা নগরেতে তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ কূলেতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা সন্ধ্যায় ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পিতা অরুণ মুনি (শ্রীজগন্নাথ) এবং মাতা জয়ন্তীদেবী (সরস্বতী) মতান্তরে বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়াতে নিম্বাদিত্য প্রসাদের জন্য। আরও বিষ্ণু স্থদর্শন চক্রের অবতার বলিয়া কথিত। ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি তথা ইহার বীজ মন্ত্র ব্রহ্মা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দৈতাদৈত সিদ্ধান্ত এই সম্প্রদায় হইতে প্রচার হইয়াছে সাধ্য সাধন মোক্ষে নিষ্কাম জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান, প্রপত্রি গুরুপসত্তি। ব্রহ্ম-জ্ঞান, আত্মজ্ঞান মোক্ষের প্রধান উপায়। এই জন্য সন্যাস (বৈরাগ্য) আশ্রম প্রয়োজন।

পর তন্ত্রাশ্চ প্রেয়সৌ দ্বিবিধা হবে
মুকুন্দে হিত লব্ধাশঃ পরাংশ্রিতাঃ।

আপনি স্বয়ং পরক্রিয়াত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শ্রীহরি ব্যাসজী শ্রীরাধাকে কন্যার পর ক্রীয়ত্ব ও স্বীকার করেন উপাস্য বেদান্ত রত্ন মঞ্জুষাতে যথা "কৃষ্ণাত্মিকা জগৎ কর্ত্তী মূল প্রকৃতি রুক্মিনী" পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বাসুদেব হন আর সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চর্তুব্যহ হন। যথার্থ তত্ত্ব বলিয়া দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই দুই বাক্য স্বীকার করাতে ইনার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার। শ্রীরাসবিহারী বৃন্দাবনবিহারী উপাস্য। শ্রীরাধিকাকে পৃথক তত্ত্ব না মানিয়া একাত্মক জ্ঞানে শ্রীযুগলকে এক সঙ্গে একটি ভোগ দিয়া থাকেন।

কাঠিয়াবাবা আশ্রম—নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রাচীন আশ্রমের নাম "পুরাণা কাঠিয়া" এই মন্দির শ্রীসন্ত দাসজী মহারাজ স্থাপন করেন। ইহাদের গুরুকুল রোডে নূতন কাঠিয়া আশ্রম এবং গোপীনাথ বাজারে আর একটি আশ্রম আছে। সন্নিকটে বিহারী বাগিচা তথা নিম্বার্ক সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে বহু ব্রাহ্মণ ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া জীবনে উন্নতি করিতেছেন।

দাবানল কুণ্ড—কালিয় দমনের রাত্রে ব্রজবাসীগণ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ দাবানল আগুন বনে লাগাতে শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবানল পান করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়টি শ্রীশ্রীনাথ শাস্ত্রী দ্বারা স্থাপিত। বহু বিদ্যার্থী এই স্থানে শিক্ষা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ আচার্য্য পরীক্ষা দিয়া থাকেন।

শৌত মুনি আশ্রম—এই আশ্রমটি সন্ন্যাসীদের এখানে বিদ্যার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষা তথা বিভিন্ন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

আনন্দ বৃন্দাবন—এই মন্দির স্বামী অখণ্ডানন্দজী দ্বারা স্থাপিত। সংস্কৃত বিদ্যালয় তথা রমণীয় দর্শন। সন্নিকটে কারুপুর মন্দির তথা কলাধারী বাগিচা দর্শন।

লীলানন্দ পাগলবাবা মন্দির—এই মন্দিরটি মথুরা বৃন্দাবন মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিদ্যমান। নয় তলায় বিভিন্ন মুর্ত্তি দর্শন, নিম্নে পাগল বাবার সমাধি দর্শন। এই স্থানটি অতি রমনীয় পবিত্র চিত্তাকর্ষক।

অক্রূর ঘাট—বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাওয়ার পথে অক্রুর ঘাটটি যমুনা নদীর তীরে বিদ্যমান। মথুরা হইতে চার মাইল বৃন্দাবনের দিকে।

দেখ শ্রীঅক্রুর তীর্থ তীর্থশ্রেষ্ঠ হয়।
সর্বত্র বিদিত কৃষ্ণ প্রিয় অতিশয়॥
সূর্য্য গ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে।
রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে॥
কহিব কি ফল স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে।
মুক্ত হয় সংসারে বিশেষে কার্ত্তিকেতে।
সর্ব্বতীর্থ স্নান কৈলে যে ফল মিলায়।
অক্রুর তীর্থে স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয়।

যখন অক্রুর শ্রীরাম কৃষ্ণকে মথুরা লইয়া যাইতেছিলেন তখন অক্রুর যমুনা তীরে রথ রাখিয়া স্নান করার সময় জলের মধ্যে অনন্তশায়ি ভগবান রূপে শ্রীরাম কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। সন্নিকটে ভাতরোল যজ্ঞ পত্নীগণের প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের অন্নভোজন করেন। অন্ন ভোজন স্থান।

বৃন্দাবন পঞ্চকোশী পরিক্রমা—এই পরিক্রমা সাধারণতঃ সব সময় কেশীঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বংশীবট, চৈতন্য বট, গোরা দাউজী, রমনরীতি, কালিদহ হইয়া কেশীঘাটে পৌঁছিলে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা পূর্ণ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া দিন অর্দ্ধরাত্রে বন বিহার পরিক্রমা ব্রজবাসীগণ করিয়া থাকেন।

যুগল পরিক্রমা—এই পরিক্রমা কার্ত্তিক শুক্লা নবমী দিন বৃন্দাবন হইতে প্রারম্ভ হইয়া চৈতন্য বট হইতে গোরা দাউজী না গিয়া সোজা অক্রুর ঘাট মথুরা বিশ্রাম ঘাট কংশটিলা সরস্বতী কুণ্ড, গরুড় গোবিন্দ হইয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিতে হয়। মথুরা ব্রজবাসীগণ দুইদিন পরে একদশী দিন এই পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

একজন সাধক প্রাতঃকালে প্রত্যহ বৃন্দাবন পঞ্চকোশী পরিক্রমা করিতেন একদিন তাঁহার রাত্রি ২ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় তিনি সময় ঠিক না করিতে পারিয়া পরিক্রমায় বাহির হইয়া যান কিছুদূরে পরিক্রমা রাস্তাতে কয়েকজনের সংকীর্ত্তনের শব্দ পাইয়া তাঁহাদের সন্নিকটে যাইয়া একসঙ্গে পরিক্রমা করার উদ্দেশ্যে দ্রুত গমন করিয়া রমণরীতির কিছুদূরে সটিঘেরা রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখিলেন যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিতে ছিলেন তাঁহারা অকস্মাৎ বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বৃক্ষ হইয়া বৃন্দাবনে আছেন এবং রাত্রে তাঁহারা পরিক্রমা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আগমনোৎসব পরিক্রমা

কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিন বৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন সেই উপলক্ষ্যে, কলিকাতা নগরস্থ শ্রীপাটবাড়ী মন্দির হইতে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাপাত্র বৈষ্ণববৃন্দ বৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীঅমিয় নিমাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির হইতে যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাতে অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তনানন্দ সহিত প্রাচীন বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া থাকেন। এই পরিক্রমা কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিন বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের শাখা আশ্রম মধ্যে গোবিন্দকুণ্ডের শ্রীরজনীদাস মহারাজের আশ্রম এবং রমণরেতিতে শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রম, ইহা সকলের নিকট পরিচিত।

বনবিহার পরিক্রমা – প্রতি বৎসর এই পরিক্রমা জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া দিন রাত্রে বৃন্দাবন পরিক্রমা ব্রজবাসীগণ করিয়া থাকেন। নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে কার্ত্তিক রাসপূর্ণিমার উপলক্ষ্যে প্রতিপদাদিন হইয়া থাকে। ঐ রূপ ব্রজে শ্রীরাধাবল্লভ প্রাকট্য উপলক্ষ্যে সেই মন্দির হইতে এবং শ্রীবাঁকে বিহারী প্রাকট্য উপলক্ষ্যে বিহারী মন্দির হইতে, শ্রীরাধারমণদেব মন্দির হইতে শ্রীরাধারমণ প্রাকট্য উপলক্ষ্যে পরিক্রমা বাহির হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান মন্দিরে প্রত্যেক দিন মন্দির পরিক্রমা তথা তুলসী পরিক্রমা আরতী কীর্ত্তন ইত্যাদির সহিত সাতবার আরতী দর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে শ্রীরাধা দামোদর ব্রত নিয়ম সেবা উপলক্ষ্যে আরও বিশেষ বিধি নিয়ম করা হয়। বৃন্দাবনের অধিকাংশ স্থানেতে সংকীর্ত্তন এবং কয়েকটি স্থানে নাম যজ্ঞ অখণ্ড সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি সংকীর্ত্তন অতি আনন্দদায়ক। আরও ভারতে কোথায় বৃন্দাবনের

মত দানছত্রের উদারতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা বিবরণ

এই পরিক্রমা সাধারণত: ভাদ্র মাসে বিভিন্ন সংস্থান হইতে হইয়া থাকে গোকুলের গোস্বামী রাধাষ্টমী হইতে প্রারম্ভ করিয়া এক মাসে সমাপ্ত করেন ব্রজবাসীগণ বৃন্দাবন হইতে ভাদ্র কৃষ্ণা দ্বাদশী হইতে প্রারম্ভ করিয়া ২৫ দিনে সমাপ্ত করেন। আরও সাধু মহৎ গণও ইচ্ছানুসারে পরিক্রমা বাহির করিয়া থাকেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ধারাতেও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

ব্রজের প্রধানোৎসব ঝুলন এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ইহার পরে যে দ্বাদশী সেদিন ব্রজবাসী কর্তৃক এক পরিক্রমা যাত্রাদল বৃন্দাবন হইতে বাহির হয়। অপরটি শ্রীসনাতন দাস গোস্বামী স্মৃতিতে বিরক্ত বাবাজী দ্বারা। আরও পরে ক্রমশঃ কলাধারী বাগিচা হইতে তথা শ্রীগোকুল গোস্বামী দ্বারা বাহির হয়। ইহা ভিন্ন স্বতন্ত্র দলও বাহির হয় কিন্তু তাহাতে রাস্তায় বিভিন্ন বিপদের আশঙ্কা থাকে। যাঁহাদের পদব্রজে হাঁটা সামর্থ হইবে না তাঁহারা বাসে প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিতে পারেন। বৃন্দাবন হইতে বাসে নন্দগ্রাম, বড়সানা, বৃন্দাবন হইতে বাসে রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধণ, বৃন্দাবন হইতে মথুরা এবং তথা হইতে গোকুল, কোরি ইত্যাদি ইহা ছাড়াও বৃন্দাবন হইতে আগ্রা, দিল্লী. হরিদ্বার, জয়পুর নাথদ্বার সোজা বাস সার্ভিস হইয়া থাকে।

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁহার প্রিয় শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে শ্রীরাঘব গোস্বামী পণ্ডিতের সহিত প্রেরণ করেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যিনি চম্পকলতা ছিলেন তিনি গৌর লীলায় শ্রীরাঘব গোস্বামী ইনি দাক্ষিণাত্যে মহাকুলীন ব্রাহ্মর বৈষ্ণব কুলে আবির্ভূত হন।

শ্রীভক্তি রত্নাকরে বর্ণনা যথা—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে মথুরায় যিনি ভিক্ষা প্রদান করে-

ছিলেন সেই সানোড়িয়া বিপ্রর গৃহে উপস্থিত হইয়া মথুরায় বিভিন্ন স্থান দর্শন করিলেন এবং তাঁহার যাহায্যে ক্রমশঃ মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বেহুলাবন হইয়া রাধাকুণ্ডে পেঁাছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ধান্যক্ষেত্রের জলে স্নান করিয়া মৃত্তিকা তিলক ধারণ করিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীল দাস গোস্বামী এবং শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সমীপে উপস্থিত হন তার পর কুণ্ড তীর বাসী অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে দর্শন করিয়া শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটিরে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

ক্রমশঃ মুখরাই গ্রাম, কুসুম সরোবর, নারদ কুণ্ড পরাসৌলী গ্রাম, গন্ধর্ব কুণ্ড, পৈঠগ্রাম, গৌরীতীর্থ, আনোয়ার গ্রাম, গোবিন্দ কুণ্ড, কদমখণ্ডি, দানঘাট, ব্রহ্মকুণ্ড, মানস গঙ্গা. শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিহার, শ্রীহরদেব, শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করেন। দোলক্রীড়া ভূমি, চক্রতীর্থ, সেকরাই গ্রাম, সখীস্থলী, গোবিন্দ ঘাট, নিমগ্রাম, পাটল গ্রাম, ডেরাবলি. কুঞ্জের সূর্য্যকুণ্ড গাঠলিতে বিঠলের সেবা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহ, মুনি শীর্ষস্থান কুণ্ড, প্রমোদনা গ্রাম ঝুলন স্থলি। কদম্বকানন, ইন্দ্রের তপস্যাস্থান ইন্দোলী। কন্বমুনির তপস্যা স্থান কনোয়ার গ্রাম কাম্যবন। শ্রীচরণ চরণপাহাড়ী বিমলাকুণ্ড, যশোদা নারদ, কামনা কুণ্ড, সমুদ্রবন্ধন লীলাস্থান, সেতুবন্ধ, লুক লুকানি, গোমতি, দ্বারকা, ধ্যান ক্রীড়া, পঞ্চগোপ ইত্যাদি। ঘোষরাণী মান, রোহিনী, বলভদ্র, সুরভি, চতুর্ভূজ প্রভৃতি কুণ্ডসকল, রাজনশীলা, শান্তান কুণ্ড, অযোধ্যা কুণ্ড, ধূলাডড় গ্রাম, দৈধাগ্রাম অটোর গ্রাম, কদম্বখণ্ডি ইত্যাদি।

বর্ষানা বৃষভানুপুর, তমালকুঞ্জ চিক্‌সৌলী, শীতলাকুঞ্জ পিয়াল সরোবর, প্রেম সরোবর সঙ্কেতকুঞ্জ কুঞ্জবন।

নন্দীশ্বর পর্ব্বত নন্দগ্রাম, মধুসুন্দর কুণ্ড, পানিহারী কুণ্ড, সাহাসিকুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, অক্রুর. স্থান, গোশালা স্থান, গুপ্তকুণ্ড, অভিমন্যু আলয়, কৃষ্ণকুণ্ড, পিরসকুণ্ড, নারদকুণ্ড, যারট গ্রাম যেখানে কৃষ্ণ নানা প্রচ্ছন্নবেসে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন।

কোকিলা বন—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলার ন্যায় শব্দ করিয়া শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিতেন। আজনগ্রাম, প্রযসোগ্রাম, কাসাই গ্রাম, এখানেই বিশাখাদেবীর আবির্ভাব স্থান।

করলা গ্রাম—এইস্থানে ললিতাদেবীর আবির্ভাব স্থান, পিয়াস গ্রাম, সাহার গ্রাম, উপানন্দের বসতি স্থান। সাঁথিগ্রাম, উমরাও গ্রাম, প্রভৃতি দর্শন করেন। তৎপরে কিশোরী কুণ্ড, ইহার সংলগ্ন স্থলে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থানে তাঁহারা গমণ করেন। এইস্থানে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী তাঁহার সেব্য শ্রীরাধা বিনোদ বিগ্রহকে বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া নিজে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া বাস করিতেন।

তারপর সঙ্গমকুণ্ড নেওচ্ছাক ভোজন বিলাস স্থান, ভাণ্ডাগো, সনাতন গোস্বামী ভজন কুটির, কুণ্ডল কুণ্ড, চরণপাহাড়, হারাওয়াল গ্রাম এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত পাশাখেলায় হারিয়া যান।

শ্রীসন্তন মুনির তপস্যাস্থান সাক্কেত্যগ্রাম, বিদের গ্রাম, তিলম্বার গ্রাম, শৃঙ্গার বট, এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার শৃঙ্গার করেন। কোটরবন, ক্ষীর সমুদ্র, এখানে শ্রীকৃষ্ণ অনন্তশয্যায় শায়িত কদম্ব কানন, খেলনবন, কৃষ্ণ ও বলরামের খেলার স্থান।

শ্রীবলরামের রাসস্থলী রামঘাট। এইস্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ পর্যটনকালে রাসবিলাসী বলদেবের আবেশ হইয়াছিল। কছবন, ভূষণ বন, অক্ষয় বট, ভাণ্ডীর বট, এইস্থানে শ্রীবলরাম প্রলম্বস্থরকে বধ করেন মুঞ্জাটরী ভাণ্ডারী গ্রাম। তপোবন, গোপ কন্যাগণের তপঃস্থান। চীরঘাট, বস্ত্রহরণ ঘাট, নাদনঘাট ভয়গ্রাম, উনাইগ্রাম, বলিহারিগ্রাম, পরিখম এইস্থানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের শিশু বেসে হরণ করেন। এচোমুহাগ্রাম, এখানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন। অঘোবন, এখানে অঘাস্থর নিহত হয়। তরোলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড টীলা আটস্থ অষ্টবক্রমুনির তপস্থান।

শকরোয়া নন্দঘাট এইস্থানে শ্রীজীব গোস্বামী দিগ্বিজয়ীকে পরাজয় করেন। ভদ্রবন ভাণ্ডীবরন, ছাহেরী, মাঠগ্রাম বিল্ববন,

লৌহবন, লোহজঙ্গাবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া অবশেষে মহাবনে আসেন। গোকুল মহাবন দর্শনান্তর শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস ও নরোত্তমসহ প্রস্কন্দ ঘাটে আগমন করেন। এইস্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কিছুদিন বনের ভিতরে বট বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পিতা কুবের পণ্ডিত মাতা নাভাদেবী ইহারা শ্রীহট্ট নবগ্রাম হইতে শান্তিপুর আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। এইস্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব হয় এবং পিতামাতার অপ্রকট পর গয়া যাত্রা ছলে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া মাধবেন্দ্র পুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রজে গমন করেন। মহাপ্রভুর অপ্রকট সময় জানিয়া গৌড়ে আগমন করেন।

মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু একদিন স্বপ্নে শ্রীমন্নিত্যানন্দকে বলরাম স্বরূপ দর্শন করেন এবং মাধবেন্দ্র পুরীকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিতে বলেন। শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং নরোত্তম ঠাকুরের ধীর সমীর মনিকর্ণিকা ও বংশীবট দেখাইয়া রাসস্থলীতে লইয়া যান। রাসের নিত্যলীলা নৃত্যাদি অভিনয় রাগ রাগিনী মুর্চ্ছান ইত্যাদি দর্শন করেন। তৎপরে অষ্টকালিয় নিত্যলীলা ঝুলন ফাগুখেলা দর্শন করেন। ব্রজের পরিক্রমা একমাত্র ব্রজের আনুগত্যে অনুগত জনেরই শরনে লভ্য হয় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকলে সেই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে মাত্র।

পদযাত্রা ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা ক্রম

১ম দিন—বৃন্দাবন হইতে অক্রুরঘাট বিড়ালামন্দির শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি ১৫ কিঃ মিঃ ভূতেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া তথায় রাত্রিবাস।

২য় দিন—ভূতেশ্বর হইতে তালবন হইয়া ১৩ কিঃ মিঃ দূর মধুবনে রাত্রিবাস।

৩য় দিন—মধুবন হইতে কুমুদবন, শান্তকুণ্ড হইয়া ১২ কিঃ মিঃ দূরে কুণ্ডতীরে রাত্রে বিশ্রাম।

৪র্থ দিন—শান্তনুকুণ্ড হইতে বেহুলাবন হইয়া ১০ কিঃ মিঃ দূরে রালগ্রামে অথবা বেহুলাবনে রাত্রি বিশ্রাম।

৫ম দিন—বেহুলাবন হইতে ১০ কিঃ মিঃ দূরে রাধাকুণ্ডে রাত্রি বিশ্রাম।

৬ষ্ঠ দিন—রাধাকুণ্ড হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা ২১ কিঃ মিঃ অথবা গোবর্দ্ধনে রাত্র বাস।

৭ম দিন—গোবর্দ্ধন হইতে চন্দ্র সরোবর, অথবা ১৮ কিঃ মিঃ দূরে দিগে রাত্রিবাস।

৮ম দিন—দিগ হইতে সুদামা পুরী, বুড়াবদ্রী ১২ কিঃ মিঃ দূরে খোগ্রামে অথবা বুড়াবদ্রীতে রাত্রিবাস।

১০ম দিন—খোগ্রাম, আলিপুর হইয়া ৭ কিঃ মিঃ দূরে আদিবদ্রীতে বাস।

একাদশ দিন—আদি বদ্রী হইতে ১৪ কিঃ মিঃ কেদারেতে রাত্রিবাস

দ্বাদশ দিন—কেদার হইতে চরণপাহাড়ী হইয়া ১১ কিঃ মিঃ দূরে কাম্যবন বিমলাকুণ্ড তীরে রাত্রিবাস।

ত্রয়োদশ দিন—কাম্যবন হইতে ভোজন থালি বোমাসুর গুম্ফা, দর্শন ১০ কিঃ মিঃ পরিক্রমা।

চতুর্দশ দিন—কাম্যবন হইতে আলতা পাহাড়, ললীতা সখীর গ্রাম হইয়া ১২ কিঃ মিঃ দূরে বর্ষাণাতে রাত্রে বিশ্রাম।

পঞ্চদশ দিন—বর্ষানা হইতে প্রেম সরোবর, সঙ্কেত হইয়া ৮ কিঃ মিঃ দূরে নন্দগ্রামে রাত্র বিশ্রাম।

ষোড়শ দিন—নন্দগ্রাম হইতে কোকিলাবন, যাবট হইয়া ১৭ কিঃ মিঃ দূরে কোশীতে বিশ্রাম।

সপ্তদশ দিন—কোশী হইতে বড় চরণ পাহাড়, বড় বৈঠান, ছোট বৈঠান হইয়া ১২ কিঃ মিঃ দূরে শেষ শায়ীতে রাত্রবাস অথবা ১৮ কিঃ মিঃ দূরে কোশী ফিরে আসা হয়।

অষ্টাদশ দিন—শেষশায়ী হইতে (হরিয়ানা প্রদেশ) প্রহ্লাদ কুণ্ড হইয়া ১৮ কিঃ মিঃ দূরে শেরগড়ে রাত্রে বিশ্রাম।

ঊনবিংশ দিন—শেরগড় হইতে রামঘাট, বিহারবন, অক্ষয়বট, তপোবন হইয়া ১৬ কিঃ মিঃ দূরে নন্দঘাটে রাত্রি বিশ্রাম।

বিংশ দিবস -- নন্দঘাট হইতে যমুনা পার হইয়া ভদ্রবন ভাণ্ডির বট মাঠবন হইয়া ১০ কিঃ মিঃ দূরে মাঠবন রাত্রিবাস।

একবিংশ দিবস— মাঠবন হইতে বেলবন, মানস সরোবর হইয়া ১৬ কিঃ মিঃ দূরে রায়াতে রাত্রিবাস।

দ্বাবিংশ দিবস —রায়া হইতে বন্দি ১৪ কিঃ মিঃ দূরে যাইয়া রাত্রে তথায় বাস অথবা দাউজীতে রাত্রিবাস।

ত্রয়োবিংশ দিবস—বন্দি হইতে অথবা দাউজী হইতে ১৩ কিঃমি দূরে ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে রাত্রি বাস।

চতুর্বিংশ দিবস - ব্রহ্মাণ্ড ঘাট হইতে গোকুল মহাবন, রাবল দর্শন রাত্রে মহাবন অথবা রাবলেতে বাস।।

পঞ্চবিংশ দিবস—লোহবন হইয়া মথুরা বৃন্দাবন প্রত্যাবর্ত্তন। ১৮ কিঃমিঃ।

ষড়বিংশ দিবস—বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা ১৫ কিঃমিং।

বৃন্দাবন মাহাত্ম্য

জন্মনি জন্মনি বৃন্দাবন ভূবি বৃন্দার কেন্দ্র বন্দ্যায়াম্।
অপি-তৃণ গুল্মক ভাবে ভবতু মামাশা সমুল্লাসম্॥

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে এই ভৌম গোল বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তৎ কান্তাগণের সাক্ষাৎ পদধূলি আমাদের নিরন্তর লোভনীয় তাই গ্রন্থকর্তা এখানেই জন্মাকাঙ্খা করিয়া দেবেন্দ্র বন্দিত বৃন্দাবনের মহিমা বলিতেছেন।

জনমে জনমে মুঞি, যেন তৃণগুল্ম হই
সুর লোকে সুখাদি চাহিনে
এ আসায় আনান্দিত হউই আমার চিত্ত
শয়নে স্বপনে জাগরণে
তৃণাদি হইলে আর, (আম) অঙ্গদেশে যাইবার

দূরদশা জীবনে হবে না।

এই ভূমিতে গোপীদের চরণ রেণু মিশ্রিত আছে। সুতরাং সকলের ইহা কাম্য—

গোপিকার চরণ রেণু. পর সে অধম তনু
পবিত্র (পুত) হবে পুরিবে বাসনা
বৃথা কথা বলিব না বৃথা আলাপ করিব না
মনো দুঃখ দিব না কাহারে
কামাদির অধীনতা ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রালুতা
ইচ্ছুকে ও নারিবে আমারে।
তস্মাৎ ভদ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাং মমৈকপং
রাধা কেলি নিকুঞ্জ মঞ্জুলতরৎ বৃন্দাবন জীবনম্ ॥১৫॥

এখানে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় যে আমি সুনিশ্চিত ভাবে বুঝিয়াছি অন্তিম সময়ে বৃন্দাবনালম্বন করিয়া থাকিতে পারিলে যে পরম শ্রেয় লাভ হয় তাহা আর অন্য কোন কিছুতেই হয় না। অতএব বৃন্দাবন আমার প্রাণ স্বরূপ মনে করি।

নিকুঞ্জের দরশে লীলার উদ্দীপন
তাহে লীলা বিহারী স্বরূপ স্ফুরণ।
শ্রীবৃন্দাবনের অপরূপ, মহিমার স্বাভাবিক
বৃন্দাবন ধেয়ান আপনি উপজয়ে।

অতএব সেই ধ্যান করতে করতে বৃন্দাবনে পৌঁছিতে পারি।

হায়! কবে হেন দিন হবে
প্রেমধাম বৃন্দাবন লালসা আকুল প্রাণ,
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া রজনী দিন যাবে ?
বিছিদৎ খণ্ডশ ইদং যদিমে শরীরম্।
ঘোরা বিপদাৎ বিতত্তয়ো যদি বা পতন্তি।
হা হন্ত হন্ত ন তথাপি কদাপি ভূয়াদ।
বৃন্দাবনাদি তর তুচ্ছ পদে [illegible] ॥১৬॥

দ্বারকাদি ঐশ্বর্য্য হইতে, মাধুর্য্য বৃন্দাবন ধামের বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলিতেছেন যথা—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি এই কলেবর
যদি বা বিপদ ঘটে অতি ঘোরতর
বৃন্দাবন বাসে তবু কভু যেন হায়
বাহিরে বাসের আশা মনেও না জায়।
মিলন্তি চিন্তামণি কোটি কোটয়।
স্বয়ং বহি দৃষ্টি মুপৈতি বা হরি
তথাপি বৃন্দাবন ধূলি ধূসর
ন দেহ মন্যত্র কদাপি যাতু মে।

গোপী আনুগত্যেই গোবিন্দ প্রাপ্ত। এই জন্য গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন যে যদি হরি স্বয়ং দর্শন দিয়া চিন্তামণি প্রদান করেন তথাপি বৃন্দাবন (ব্রজ পরিক্রমা ছাড়িয়া) অন্যত্র যাইব না।

বৃন্দাবন রজ যার দেহের ভূষণ
কি ছার তাঁহার কাছে চিন্তামণিগণ
কোটি কোটি চিন্তামণি যদি আমি পাই
তবু বৃন্দাবন ত্যজি আনত না যাই॥
চিন্তামণি মোরে কি যুগল সেবা দিবে?
উহা বিনা মোর প্রার্থনীয় নাই ভবে।

আবার বলিতেছেন কবে আমার এই প্রকার ভাগ্যের উদয় হইবে শ্রীযমুনার সমস্ত পুলিনে বেড়াইয়া কাটাব।

পুলিনে, পুলিতে, কলিঙ্গ সুতার করিব যে বিচরণ
তরু তলে, তলে, বিহরিব, কবে তৈজি তুচ্ছ নিকেতন।

অতএব শ্রীবৃন্দাদেবীর হার সদৃশ যে যযুনাদেবী সেই যমুনা তীরে কবে আমরা বেড়াব।

সামে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখান।
স মে ন মিত্র স চ মে গুরুন
যো মেন বৃন্দাবন বাস সাদিশেৎ॥ ৩৫ ॥

সুহৃদ সুবিজ্ঞ বন্ধুজন এবং মহাগুরু পিতামাতা যদি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া যেতে বলেন অথবা বিরুদ্ধ করেন তাহা হইলে কিরূপ গ্রহণীয় হইবে তাহা বলিতেছেন। যেরূপ প্রহ্লাদ পিতার প্রতি, ভরত মাতার প্রতি বিভীষণ রাবণের প্রতি, যজ্ঞ পত্নীগণ পতির প্রতি ব্যবহার করেছিলেন।

সে আমার মাতা নয়, পিতাও সে নয়।
সুহৃদ স্বজন সখা কিছুই না হয়
বৃন্দাবন বাসে নাহি আদেশে যে জন
মিত্র নয় গুরু নয় সেই অভাজন॥

কদানু বৃন্দাবন যীথিকা স্বহম
পরিভ্রমণ শ্যামল গৌর মদভূতম্॥ ৪০॥

কবে হেন শুভদিন হইবে আমার রে হইবে আমার
বৃন্দা বিপিত পথে, প্রেমাকুল চিত্তেরে
বেড়াইয়া গবেষণা করিব দোহার।
প্রেম ভরে সে দোহার নয়নে হেরিবে।
নিপতিত হব ভূমে মোহগত হয়ে।
আনন্দ পুলকে তনু পুরিত হইবে রে
মহারস পারাবারে রহিব ডুবিয়ে।

ত্যজন্তি য ইহ ভক্তো রাধিকা প্রাণ নামে
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাখ্যা॥৪৮॥

যে ভক্ত রাধিকা প্রাণনাথকে পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন তাহার কি রূপ - তাই বলিতেছেনন বন্ধ্যাসদৃশ। অর্থাৎ পরনিন্দাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিবে। যেমন গঙ্গাজল যমুনা জল পাকযুক্ত হইলেও অপবিত্র হয় না তেমন বৃন্দাবনবাসীর আচরণ দোষে ধ্যান দিবে না।

সুরধুনি নীর আবিল হলে, ও পরম পাবনা তথা।
বৃন্দাবনবাসী দোষী হইলেও মহাপূজনীয় তথা॥

"সর্ব্ব ধর্ম্মনী পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন সর্ব্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে একান্ত শরণাপন্ন হও। এই গীতার বাক্যে কেবল অধিকারী ব্যক্তিই ধন জন অর্থবিলাস ও বিবিধ অনুশাসিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমানুরাগে যুগল ভজন করিতে হইবে। একমাত্র বৃন্দাবনই আমাদের ধন তাই প্রেমের লক্ষণে বলিতেছেন—

রতি গাঢ় হইলে ধরয়ে প্রেমনাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখোক্তি—

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ
যেয়ো মোর কৃষ্ণে নাহি হয়।

শ্রীরাধারাণীর আক্ষেপোক্তি—

সখি আমার প্রাণবল্লভ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি আমি এখনও বেঁচে আছি। হায়! অধন্যা অভাগিনী আমাতে নিরূপাধিক নির্মল প্রেমের লেশও নাই যে হেতু—

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়
যদি হয় তার যোগ, কভু না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়॥

কঃ যামং কিং কুর্ম্মো হরি হরি মহীশোহপ্য কারণঃ
স্ববাসং শ্রীবৃন্দাবন কিতর মাইনন্য গতিকম্।

বৃন্দাবনের কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন যথা—

হরি হরি কোথা যাই? কি করি উপায় নাই
বিধাতাও আমার উপরে নির্দয়।
তুমিই আমার গতি তব পদে দেও স্মৃতি
প্রেম ধাম বৃন্দাবন। করুণা নিলয়।

বৃন্দাবন বাসের অনুকূল আচরণাদি গ্রহণ করিবে প্রতিকূল বিষয় পরিবর্জন অর্থাৎ আমার সমস্ত অপরাধ দূর করিয়া শ্রেয় দানে বৃন্দাবন অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন।

জাতি ধন প্রাণ যদি যায়, সুযশের রাশি ক্ষয় পায়।
তবু প্রেম ধাম বৃন্দাবন। করুণা নিলয়

স্থধরম বিনয়াদি বিনাশেহ রব যদি
সকলের গালমন্দ প্রদানে সদায়
শত রোগ শোক মোর দেহ হয় জর জর
কিছুতেই না হয় তাহার প্রতিকার।
তথাপিও বৃন্দাবন, সর্বসিদ্ধি নিকেতন
তেয়াগিতে মন যেন না চাহে আমার ॥
রাধা পদাঙ্ক ভূষিত বৃন্দারন্যস্থলীষ নির্ভর প্রেরণ
হরি হরি কদা লুঠামি প্রতিপদ গলদশ্রু রুল্ল সৎপুলক:

ভাগ্যবান ভক্তগণ অনুরাগে পরম বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীরাধা ব্রজেন্দ্র নন্দনের পরম মহা মধুর রূপ গুণলীলার স্মৃতিতে বিভোর হইয়া অনুদিন বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন। তাই বলিতেছেন যথা

সুমধুর তানে নাম গুন গানে
মহানন্দ মনে পরমোলাসে
সতত বিহারে কানন অন্তরে।
লভে সে অচিরে যুগল রসে।

আরও অনুভব দ্বারা গ্রন্থ কর্ত্তা বলিতেছেন যথা —

শ্রীরাধার পদাঙ্ক ভূষিত বৃন্দাবনে।
পুলকিত কলেবরে সজল লোচনে।
পরম প্রেমের ভবে হরি হরি হায়
কবে আমি বিলুণ্ঠিত পড়িয়া ধরায়
শ্রীবৃন্দাবনের সব রাজ কনাবলী
ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত রাধার পদধূলি
হায় কবে সে ধূলায় ধূসর হইয়ে
দেহ দেহ ধর্ম সব যাবরে ভুলিয়ে

এই জন্য বৃন্দাবনে বনে বনে বাস করে সেই ব্রজেয় রজ আমরা কামনা করি।

শ্রীবৃন্দাবনের ক্ষেত্রপাল শ্রীগোপেশ্বরাদি দেবগণ এবং ভগবতী পৌর্ণমাসী বৃন্দা প্রভৃতি দেবীগণ নিশ্চয়ই স্নেহপূর্বক আমার আশা পূর্ণ করিবেন।

বৃন্দা আদি দেবগণ জানিয়া আমার মন
অবশ্য সদয় হবেন আমার প্রতি
স্থির চর প্রাণীগণ হয়ে কৃপা পরায়ণ
জানিয়া আমার গুরু তৃষ্ণা বৃন্দাবনে
পরম স্নেহের ভরে পিয়াসা পূরণ করে
বাঁচিবেন তুষ্টিদান করি মোর প্রাণে ॥৭৬॥
ধামের মহিমা শুনে, কোনও সাধক বিনে
আপনি ফলিবে সব সাধনের ফল
পরা প্রেমা কৃষ্ণ প্রেমা লাভ হবে কর্ম্মফল
পলাইবে দেহেন্দ্রিয় হৃদয় হইবে নিরমল ॥৭৭
হা হা প্রভু ভগবান, করহ কামনা দান
শ্রীনাগরী মনী মৃগনয়নী রাধার পদে
বৃন্দাবন পরিহরি নাহি যেন করি আর
শ্রুতিতেই সে কথা পরান যেন কান্দে ॥৭৮॥
হরি হরি কত পুরাতন পুন্য ফলেরে
কত জনমের কত সুকৃতির বলে রে
হরি গুরু ভকতের কত করুণায় রে।
পাইয়াছি পরম ধামের পদাশ্রয় রে ॥৭৯॥
কদা বৃন্দাবন্যং শ্রবণরসন স্পর্শন নিরীক্ষণং
ঘ্রানাদো মে ভাতি রসঃসিন্ধু স্রবমিব ॥
কদা তল্লোকোত্তর রস মদান্ধো মধুপতে
গুণানুচ্চৈ রুচ্চৈ সরসমিহ গাস্যামি পরিত

এই শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা আত্মাধিকার পূর্ব্বক বৃন্দাবনের মাধুরী আস্বাদনের প্রার্থনা করিতেছেন।

হায়রে আমার হেন শুভদিন আর কত দিনে হবে
বৃন্দাবন গুণ মহিমা মাধুরী শুনি কান জুড়াইবে।

বাস্তবিক আমাদের কীর্ত্তনই ভোজন সদৃশ স্বার্থক হইবে এখানে তাই বলিতেছেন—

সুধা রসময় ফল মূল জল ভোজনেও গুণ গানে

রসনা আমার তিরপতি হবে মধুর শ্রীবৃন্দাবনে
উন্মাদ মনে গাইব পঞ্চমে, প্রেমলীলা বিলসিত।
রস মধুরিমা নিশি মাধবের যশোগুণ লীলা গীত ॥৮২॥
হায় কি এহেন দিন হইবে আমার রে, হইবে আমার।
দিবা নিশি বৃন্দাবনে বিয়াকুল (ব্যাকুল) মনেরে।
ভ্রমিয়া বেড়াব নব কুঞ্জালি বাসরে
বুঝিয়া ভাসিব উরে ; কৃষ্ণ প্রেম পিরীতির রসেরে
ভক্তি করার পূর্বে প্রীতি হওয়া উচিৎ তাই
এই কৃষ্ণ প্রেমেতে আমার প্রীতি কবে হবে
এই রূপ বৃন্দাবনের মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

ভক্তি রত্নাকরে যথা—

অহে শ্রীনিবাস দেখ বৃন্দাবন শোভা
উপমা কি যোগিন্দ্র মুনীন্দ্র মনো লোভা।
বৃন্দা নিষেবিত কৃষ্ণ প্রিয় বৃন্দাবনে
সর্ব পাপ নাশে এ দুর্ল্লভ রম্য হন।

আদি বরাহ পুরাণে যথা—

বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দায়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্বপাতক নাশনম্।
তত্রাহং ক্রীড়রিষ্ঠ্যামি গোপী গোপাল কৈঃ সহঃ
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব দানব দুর্ল্লভম্

হে পৃথিবী! বৃন্দাদেবী কর্তৃক সুরক্ষিত এই দ্বাদশ বৃন্দাবন সর্ব্বপাতক নাশক এবং নিশ্চয়ই আমার প্রিয়! আমি গোপগোপী সহ তথায় লীলা করিব ইহা অতি মনোহর বিখ্যাত ও দেবদানব গণেরও দুর্ল্লভ।

ব্রহ্মা রুদ্রাদিক বৃন্দাবন সেবারত
মুণিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায় সতত।
লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তি পরায়ণ যৈছে

গোবিন্দ প্রিয় বৃন্দাবন হয় তৈছে
বিলসয়ে গোবর্দ্ধন পর্বত সেখানে

সখা সহ রাম কৃষ্ণ রত গোচারণে
জীবনমাত্র মুক্তি দেন সর্বতীর্থময় ।
সর্ব দুঃখ নাশে বৃন্দাবন আনন্দময় ।

স্কন্দ পুরাণে মথুরা খণ্ডে—

ততো বৃন্দাবনং পুন্যং বৃন্দাদেবী সমাশ্রিতম ।
হরিণাধিষ্ঠিতং তদ্ধিত ব্রহ্ম রুদ্রাপি সেবিতম ।

সর্বোতোভাবে বৃন্দাদেবীর আশ্রিত পুন্য বৃন্দাবন । বহু বিস্মৃত মুনিগণের আশ্রমে পরিপূর্ণ তুলসীবন সমন্বিত, ব্রহ্ম রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের সেবিত অতি দুজ্ঞেয় পরম শোভাময়, সেই বৃন্দাবনে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত আছেন সর্বদা সেবা পরায়ণা লক্ষ্মীদেবী যে রূপ বিষ্ণুর প্রিয়তমা তদ্রুপ বৃন্দাবন এই পৃথিবীতে গোবিন্দের প্রিয়তম ।

নিরন্তর বৃন্দাবন নবীন কানন ।
বৃন্দাবন শোভায় বিমুগ্ধ গোপীগণ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-১১-২৮ যথা—

বনং বৃন্দাবন নাম পশবং নব কাননম্ ।
গোপ গোষ্ঠী গবাং সেব্যং পুন্যাদি তৃণবীরূদ্ধম্ ।

বৃন্দাবন নামক বন পশুগণের অনুকুল তথাকার কানন সকল নিত্য নবীন ইহা গোপীগণের গো সমূহের সেব্য এবং পুন্য পর্ব্বত তৃণলতায় পরিপূর্ণ ।

অহে শ্রীনিবাস সর্ব শাস্ত্র নিরুপণ ।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন ॥
এথা পশু পক্ষি বৃক্ষ কীট নরাদয়
যে বসয়ে অন্তে তার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ।
অহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মহিমা
যে যে রূপে কহে কেহ নাহি পায় সীমা
বৃন্দাবনে চৌরাশী ক্রোশ লোকেত্র প্রচার ॥
শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ পঞ্চ যোজন বিস্তার ।

গোবিন্দের মাধুর্য্যতে জগৎ মাতায় ।

যে দেখে বারেকে তারে কিছুই না ভায়।
গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সুন্দর।
মৌন মুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজাদি মনোহর॥
ত্বমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্।
অহে শ্রীনিবাস! শ্রীমধুর বৃন্দাবনে।
কেবা না প্রণত এই তিনের চরণে
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
সবার সর্বস্ব এই তিনের চরণে।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
সবার সর্বস্ব এই তিনের চরণ।
মদনমোহন কহি মদন গোপালে
এ নাম বিখ্যাত ইহা জানয়ে সকলে॥
বৃন্দাবনং দ্বাদশম্ বৃন্দায়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমেঃ সর্ব্বপাতক নাশনম্॥

হে বসুন্ধরে! বৃন্দাবন দ্বাদশবন ইহা বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই বন আমারও অতি প্রিয় এবং এইখানে বাস করলে সর্পপাতক দূর হইয়া যায়। কেন না এই প্রেম ভূমিতে নিত্য আমি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। বৃন্দাবন মধ্যে যে বন আছে তাহাতে (১) অটলবন এইস্থানে সখাগণ ভোজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন অটল হইয়াছে। এইজন্য অটল বন নামে খ্যাত সন্নিকটে বড় দাউজী মন্দির দর্শন।

অক্রুরতীর্থ – বৃন্দাবন হইতে অক্রুর ঘাট তিন মাইল দূরে তথা মথুরা হইতে চারি মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বদিকে যমুনা ঘাটের নাম অক্রুর ঘাট তীর্থ সর্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়ে অক্রুর তীর্থে স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয়।

এই স্থানে শ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তম এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিত উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মথুরায় সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ বলিতেছেন।

অহে শ্রীনিবাস এই অক্রুর গ্রামেতে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ছিলেন নিভৃতে।

বৃন্দাবন লোক ভিড় এহেতু হেথায়।
ভিক্ষা করিলেন আসি উল্লাস হিয়ার
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ভুবন পাবন ।
তাঁর মনোবৃত্তি বা বুঝিবে কোন জন ।
দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্যস্থান।
করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণ
অন্ন লাগি কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইল।
গোপ শিশু বাক্যে বিপ্র ক্রোধ যুক্ত হৈয়া
সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিলা
পুনঃ কৃষ্ণ মুনি পত্নী আগে পাঠাইল।
মুনি পত্নীগণ মহা মনের আনন্দে
এক অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণ চন্দ্রে।

ভাতরোল গ্রামের নামান্তরে শ্রীভোজনস্থলী। ইহা মথুরা বৃন্দাবন মধ্যপথে রাস্তার ধারে অবস্থিত যমুনা তীরে অক্রুর ঘাটা ভাতরোল গ্রামে যজ্ঞ পত্নীগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহারা উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোজন করাইয়াছিলেন। প্রথমেই ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থান চিনিতে না পেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরে যখন পত্নীগণ হইতে জানিতে পারিলেন তখন দুঃখ করিতে লাগিলেন।

অক্রুর ঘাটে যখন রামকৃষ্ণকে অক্রুর কংসের আদেশে নন্দালয় হইতে রথে আনয়ন করেন তখন গোপীগণ রাস্তা রুদ্ধ করেন। অক্রুর অন্য রাস্তা দিয়া বৃন্দাবন যাইয়া তথা হইতে এই অক্রুর ঘাটে এসেছিলেন এবং রথ রাখিয়া স্নান করার জন্য যমুনায় গিয়া দেখিলেন যে রামকৃষ্ণকে বহন করিতেছেন তিনিই কারননিরশয়ী ভগবান তাই চরণে পড়িয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে স্নানে করাইয়া গোলকধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। এই ঘাটের অপর নাম ব্রহ্ম হ্রদ। যখন নন্দঘাটে কৃষ্ণ

নন্দ বাবাকে বরুনালয় হইতে আনয়ন করেন তারপর এই

ঐশ্বর্য্য এখানে দেখান। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন তখন এইস্থানেও কতদিন অবস্থান করিয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণ সময়ে এই অক্রুর ভাতরোল গ্রামে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন নামান্তরে এই গ্রামকে ভোজনস্থলী বলে। যখন যজ্ঞ পত্নীগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্ন ভোজন করাইয়া কৃপা পেয়েছিলো সেই সময় হইতে এই স্থানের নাম ভাতরোল ভোজনস্থলী নামে প্রসিদ্ধ।

রাধা পদাঙ্ক ভূষিত বৃন্দারন্যস্থলীষু নির্ভর প্রেরণ
হরি হরি কদা লুঠামি প্রতিপদ গলদশ্রু রুল্ল সংপুলকঃ ॥৭১

ভাগ্যবান ভক্তগণ অনুরাগে পরম বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীরাধা ব্রজেন্দ্র নন্দনের পরম মহা মধুর রূপ গুণলীলার স্মৃতিতে বিভোর হইয়া অনুদিন বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন কিরূপ।
যথা—

সুমধুর তানে, নাম গুন গানে
মহানন্দ মনে পরমোলাসে
সতত বিহরে কানন অন্তরে।
লভে সে অচিরে যুগল রসে।

অনুভা দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন যথা—

শ্রীরাধার পদাঙ্ক ভূষিত বৃন্দাবনে।
পুলকিত কলেবরে সজল লোচনে।
পরম প্রেমের ভবে হরি হরি হায়
কবে আমি বিলুণ্ঠিব পড়িয়া ধরায়
শ্রীবৃন্দাবনের সব রজ কনাবলী
ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত রাধার পদধূলি
হায় কবে সে ধূলায় ধূসর হইয়ে
দেহ দেহ ধর্ম্ম সব যাবরে ভুলিয়ে

এইজন্য বৃন্দাবনে বনে বনে বাস করে সেই ব্রজ রজের আমরা কামনা করি। যে বৃন্দাদেবীর তপস্যা ফলস্বরূপ এই বৃন্দাবন।

এস নন্দ নন্দন   ব্রজজন রঞ্জন

বৃন্দার বৃন্দাবন বিহারী হরি।

শ্রীবৃন্দাবনের ক্ষেত্রপাল শ্রীগোপেশ্বরাদি দেবগণ এবং ভগবতী পৌর্ণমাসী বৃন্দা প্রভৃতি দেবগণ নিশ্চয়ই স্নেহপূর্ব্বক আমার আশা পূর্ণ করিবেন।

বৃন্দা আদি দেবগণ জানিয়া আমার মন
অবশ্য সদয় হবেন আমার প্রতি
স্থির চর প্রাণীগণ হয়ে কৃপা পরায়ণ
জানিয়া আমার গুরু তৃষ্ণা বৃন্দাবনে
পরম স্নেহের ভরে পিয়াসা পূরণ করে
বাঁচিবেন তুষ্টিদান করি মোর প্রাণে ॥৭৬॥
ধামের মহিমা শুনে, কোনও সাধক বিনে
আপনি ফলিবে সব সাধনের ফল
পরা প্রেমা কৃষ্ণ প্রেমা লাভ হবে কর্মফল
পলাইবে দেহেন্দ্রিয় হৃদয় হইবে নিরমল ॥৭৭
হা হা প্রভু ভগবান, করহ কামনা দান
শ্রীনাগরী মনী মৃগনয়নী রাধার পদে
বৃন্দাবন পরিহরি নাহি যেন করি আর
শুনিতেই সে কথা পরান যেন কান্দে ॥৭৮॥
হরি হরি কত পুরাতন পুন্য ফলেরে
কত জনমের কত সুকৃতির বলে রে
হরি গুরু ভকতের কত করুণায় রে ॥
পাইয়াছি পরম ধামের পদাশ্রয় রে ॥৭৯॥
কদা বৃন্দাবন্তং শ্রবণরসন স্পর্শন নিরীক্ষণং
ঘ্রানাদৌ মে ভবতি রসঃসিন্ধু স্রবমিব ॥
কদা বা তল্লোকোত্তর রস মদান্ধো মধুপতে
গুনানুচ্চৈ রুচ্চৈ সরসমিহ গাস্যামি পরিত

এই শ্লোকে গ্রন্থকর্তা আত্মধিকার পূর্ব্বক বৃন্দাবনের মাধুরী আস্বাদনের প্রার্থনা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী করিতেছেন।

হায়রে আমার হেন শুভদিন, আর কত দিনে হবে
বৃন্দাবন গুণ মহিমা মাধুরী শুনি কান জুড়াইবে।

আমাদের বাস্তবিক কীর্ত্তন ভোজনই সার্থক হইবে এখানে তাই বলিতেছেন—

সুধা রসময় ফল মূল জল ভোজনেও গুণ গানে
রসনা আমার তিরপতি হ'বে মধুর শ্রীবৃন্দাবন।
উন্মাদ মনে গাইব পঞ্চমে, প্রেমলীলা বিলসিত
রস মধুরিমা নিশি, মাধবের যশোগুন লীলা গীত।
বংশীবাদন পর, ভুবন মুগ্ধকর, হে বৃন্দার
বৃন্দাবন বিহারী হরি ॥
হায় কি এহেন দিন হইবে, আমার রে,
হইবে আমার ॥১০৭॥

দিবানিশি বৃন্দাবনে ব্যাকুল মনেরে।
ভ্রমিয়া বেড়াব নব নিকুঞ্জ মাঝারে
বুঝিয়া ভাসিব কবে কৃষ্ণ প্রেম পিরীতির রসেরে।
ভক্তি করার পূর্ব্বে প্রীতি হওয়া উচিৎ তাই
এই কৃষ্ণ প্রেমেতে আমার প্রীতি কবে হবে এইরূপ
বৃন্দাবনের মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

সরস্বতীপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন যথা—

হরি বলব আর ব্রজের পথে চলব গো
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপিকা নুপুর
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো
ঐ রূপে ব্রজের পথে চলব গো
তোমরা সব ব্রজবাসী পুরাও আমার অভিলাষী
আর কবে ব্রজ লুঠব গো।

মথুরা দর্শন মাহাত্ম্য

অযোধ্যা মথুর মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা
পুরী সপ্তবতী শ্চৈব স'প্তৈব মোক্ষদায়িনী ॥

এই মথুরাপুরী মোক্ষদায়িনী এবং সপ্তপুরী মধ্যে অন্যতম, এখানে শত্রুঘ্ন মধুদৈতকে বধ করিয়া মথুরাপুরী স্থাপন করেন। মথুরাতে চতুর্বিধ মুক্তি হয়। মথ্যতে মথুরা সপ্তপুরী মন্থন করিয়া সার বাহির হইয়াছে—মথুরা চল্লিশ যোজন ব্যাপিয়া মথুরা। অহো নারায়ণ ধাম মথুরাপুরী বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

পাতাল খণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

যথায় একদিন বাস করলে শ্রীহরির পাদ পদ্মের ভক্তি উৎপন্ন হয় যখন মধুনামক দৈত্য কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেব হইতে একটি প্রভাবশালী শূল অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সে শূলের এরূপ প্রভাব ছিল যে, যত দিন তাহার নিকটে এই অস্ত্র থাকিবে তাহাকে কেহ মারিতে পারিবে না কিন্তু দৈব চক্রে তাহার পত্নী গর্ভে লবণ জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্যাধিক অত্যাচার করাতে ঋষিগণ ভগবান রাম চন্দ্রের সন্নিকটে নিবেদন করেন তাই প্রভু শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন তাহাকে বধ করিবার জন্য।

"কাশ্যাদি পুর্য্যো যাহি সন্তি লোকে"

এই পৃথিবীতে কাশী প্রভৃতি যে সকল পুরী আছে তাহার মধ্যে কিন্তু মথুরা শ্রেষ্ঠ। এই মথুরা ধামে আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য পালন তথা মৃত্যুর দাহ হইলে তাহার সালোক্যাদি চার প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

মথুরা দর্শন মাহাত্ম্য

রাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তম লইয়া।
গেলেন মথুরা অতি উল্লাসিত হৈয়া॥
সর্ব্বতীর্থ অধিক মথুরা নিশ্চয়।
কৃষ্ণ প্রিয় স্থান ঐছে অন্যত্র না হয়॥
বিংশতি যোজন এই মথুরা মণ্ডলে।
পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞ পুণ্য মিলে॥
বিংশতি যোজনান্ত মথুরা মম মণ্ডল।
পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পূন্যং নাত্র বিচারণম্॥

এই মণ্ডলের মধ্যে প্রতি পদ ক্ষেপে অশ্ব মেধের পূন্য ফল হয়। ইহা বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ। জ্ঞানে বা অজ্ঞানেতে যে পাপ উপার্জ্জয়ে অন্যত্র কৃত সে পাপ মথুরা নাশয়ে॥

বহু জন্মার্জিত পাপ মথুরা বিনাশে।
মথুরা মহিমা সর্ব্ব পুরাণে প্রকাশে।
অন্যত্র দশভি বর্ষে পারব্ধং ভূঞ্জতে তু যৎ।
কিলিষং তস্মহাদেবী মাথুরে দশভি দিনৈঃ।
অন্যত্র প্রারব্ধ পাপ ভুঞ্জে দশবর্ষ
মথুরাতে সে পাপ ভূঞ্জয় দিনদশ।
মথুরা নিবাস সর্ব্ব শাস্ত্র উপদেশে
সর্ব্ব তীর্থ সিদ্ধি হয় এই মথুরা নিবাসে
মথুরাতে স্বয়ং কৃষ্ণ স্থিতি নিরন্তর।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত মনোহর॥

আদি বরাহ পুরাণে—

মথুরায়াং পরাং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যং নহি বিদ্যতে।
যস্যাং বসামহংদেবি মথুরায়ান্তু সর্ব্বদা॥

হে দেবি যে মথুরাতে আমি সর্ব্বদা বাস করি ইহা অপেক্ষা ধাম ত্রিলোক নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতে মথুরাতে রতি হয়।
পুণ্য দান তপাদিতে অলভ্য নিশ্চয়।

এই মথুরা বাস বহু পুণ্য বহু দান বহু তপস্যা বহু জপ, বিভিন্ন যাগের দ্বারা লাভ হয় না কিন্তু আমরা অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতে লাভ হয়। বিষ্ণুর কৃপাতেই নিশ্চয় মথুরায় বাস হয় শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তথায় ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিতে পারেন না।

পদ্মপুরাণে—

হরৌ যেষাং স্থিতি ভক্তি ভূয়সী যেতুতৎকৃপা।
তেষামেবহি ধন্যানাং মথুরায়া ভবেদ্রতি ॥

যাহাদের অবচলিতা ভক্তি গোবিন্দে এবং যাহাদের প্রতি হরির প্রচুর কৃপা ঐরূপ সৌভাগ্য ব্যক্তিগণের মথুরা ধামে রতি হইয়া থাকে।

মথুরা খণ্ডে—

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহং

আমি মথুরা রাস করিব আমি মথুরা যাইব ঐরূপ সংকল্প যাহার সেও সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।

বিষ্ণুলোক প্রদ এই মথুরা মণ্ডল।
সর্বমহে নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

যে পশুন্ত্যচ্যুত দেবং মাথুরে দেবকী সুতম,

যে মথুরাতে ভগবান অচ্যুতের দর্শন করে তাহার বিষ্ণুলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হয়।

সর্বভীষ্ট প্রদ শ্রীমথুরা শাস্ত্রে কয়।
যার যে কামনা তারে তাহাই মিলয়ে।

হে মুনি শ্রেষ্ঠ আমি শপথ করিয়া সত্য বলিতেছি মথুরাতুল্য সর্বাভিষ্ঠ প্রদানকারী তীর্থ অন্য কোথাও নাই।

কার্ত্তিকে জন্ম শদনে কেশবস্য চয়ে নরাঃ
সকৃৎ প্রবিষ্ঠা বৈ কৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ম্ ।।

পদ্মপুরাণে—

যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে ভগবান কেশবের জন্মগৃহে এক বার মাত্র প্রবিষ্ট হয় তাহারা নিত্য ও পরম বস্তু কৃষ্ণকে লাভ করে।

ওহে শ্রীনিবাস কর কেশব দর্শন।
এথা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন ।।
দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য মথুরা নগরে
ভগবান মূর্ত্তি সদা শোভা করে ।।
দীর্ঘ বিষ্ণু. পদ্ম লাভ, স্বয়ম্ভব নাম।
যে দেখে সকৃৎ তার পুরে সর্ব কাম ।।

নির্ব্বান খণ্ডে—

যত্রো ভূতেশ্বর দেবো মোক্ষদা পাপি নামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ ।।

আদি বরাহ পুরাণে—

হে বসুন্ধরে বরদাতা পাপ নাশন ভূতনাথ মহাদেব দর্শন করিলে দর্শনকারি ব্যক্তি সেই দর্শন ফলে মথুরা ধামের ফল অবশ্য প্রাপ্ত হইবে।

পুনঃ নির্ব্বান খণ্ডে—

সেই মথুরা ধামে পাপিগণের মোক্ষ দাতা ভূতনাথ মহাদেব বিরাজিত আছেন. মহাদেব সর্বদা আমার প্রিয়তম। যে ব্যক্তি আমার প্রিয়তম ভক্ত অথচ শিবের সম্যক পূজা করে না, সে পাপি কি করিয়া আমাতে ভক্তি লাভ করিবে, যাহাদের বুদ্ধি আমার মায়াতে মোহিত সেই সকল অধম মানব প্রায়ই ভুতনাথকে স্মরণ করে না, নমস্কার করে না, কিম্বা স্তুতি করে না, এই জন্য সেই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবাকে প্রাপ্তি কাহাকে অনাদর করিবে না।

স্কন্দ পুরাণে—

হে মহারাজ মথুরার লোক প্রসিদ্ধ বিশ্রান্তি তীর্থ বিরাজিত যথায় লোক সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিত্য বিশ্রাম লাভ করে।

অদিবরাহ পুরাণে—

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং নাম তীর্থ ত্রৈলোক্য বিশ্রুতম্।
যস্মিন স্নাত নরো দেবি মমলোক মহীয়তে।

হে দেবি। বিশ্রান্তি নামক তীর্থে সত্যই ত্রিলোক বিখ্যাত যথায় স্নান করিলে ব্যক্তি আমার বৈকুণ্ঠ ধামে পূজিত হয়।

পদ্ম পুরাণে—

কালিন্দ পর্ব্বতোদ্ভেদে মথুরায়াং তথা পুরি
প্রত্যগু মুখ্যাঞ্চ শৌকয্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে।
ফলমুত্তরোত্তরোত্তং তৎ কালিন্দা শতাধিকম্।
তদেব কোটিগুণিতং বিশ্রান্ত্যো কথ্যতে বুধৈঃ।

পদ্মপুরাণে (যমুনা মাহাত্ম্য)—

কালিন্দি নামক উচ্চ পর্ব্বত বিশেষ তদ্রূপ মথুরাপুরীতে পশ্চিম বাহিনী শুকর তলায় গঙ্গায় ভাগীরথী সঙ্গমে অতি উত্তম ফল কথিত আছে কিন্তু যমুনা সেই ফল হইতে শতগুণ বিশ্রন্তি তীর্থের সেই ফল হইতে কোটিগুণ বলিয়া থাকেন।

এই দেখ মহাতীর্থ শ্রীবিশ্রন্তি নাম।
কংস বধি কৃষ্ণা এথা করিলা বিশ্রাম।
ও হে শ্রীনিবাস এথা ন্যাসি শিরোমণি।
কৈল যে অদ্ভুৎ কর্ম্ম কহিতে নাত জানি।
ঐছে কত কহি সবে ভাসে নেত্রজলে।
উর্দ্ধবাহু করি চতুর্দ্দিকে হরিবলে।

স্কন্দ পুরাণে (মথুরা খণ্ডে)—

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ তত্র কিং দুলভং ফলম্।

ক্ষেত্রপাল মহাদেব সর্ব্বদা যে মথুরাতে বিরাজিত আছেন সেই বিশ্রাম ঘাট নামক তীর্থ ভোগিগণের ত্রিবর্গদায়িকা মোক্ষকামিগণের মোক্ষদায়িনী ভগবৎ সেবাবিলাষিগণের ভক্তিপ্রদা অতএব বিজ্ঞব্যক্তি এই মথুরা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমথুরা মণ্ডল প্রপঞ্চতীত হন।
কে বর্ণিতে পারে মথুরার গুণগান॥
দেবত্রয় রূপে শ্রীমথুরা মনোহিত।
মাথুর শব্দের অর্থ পুরাণে বিদিত।
মকারে চথুকারে চ র কারে চান্ত সংস্থিতে।
নিষ্পন্নো মথুরা শব্দ ওঁকারস্ততঃ সম।
অর্থাৎ ওঁ কারের সমান মথুরা শব্দের বেদ উচ্চারণ।
স্মরন্তি মথুরা যে চ মথুরেশ বিশাম্পতে!
সর্ব তীর্থ ফলং তেষা স্যাচ্চ ভক্তি হরে পরে।

হে নরপতি যাঁহারা মথুরা এবং মথুরাধিপতিকে স্মরণ করেন তাঁহারা সর্বতীর্থের ফল এবং পরমব্রহ্ম শ্রীহরিতে ভক্তি লাভ করেন।

অহো নারায়ণ ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ মথুরা ধন্য যথায় একদিন বাস করিলে শ্রীহরির পাদ পদ্মে ভক্তি উৎপন্ন হয়।

উত্তরে তু গোবিন্দ দৃষ্টা দেবং পরংশুভম্
নাসৌ পততি সংসারে যাবদাহুতসংপ্লাবম্।

এখানে আদি কেশব গোবিন্দকে দর্শন করলে প্রলয় পর্য্যন্ত আর সংসারে পুনরপি জনম পূনরপি মরণ চক্রে পতিত হয় না।

জ্যেষ্ঠ শুক্লা দ্বাদশী মথুরা স্নান করি।
মিলয়ে পরমা গতি দেখিলে শ্রীহরি।

মথুরা স্নান করিয়া আদি কেশবকে দর্শন করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

পৃথিব্যা যানি তীর্থানি আসমুদ্র সরাসিং চ
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ময়ি সুপ্তে বসুন্ধরে ॥
চাতুর্মাস্য মথুরায় ফল অতিশয়।
পৃথিবীর যততীর্থ মাথুরে বৈসয়ে ॥

হে বসুন্ধরে পৃথিবীতে যততীর্থ সমুদ্র ও সরোবর আছে তৎ সমস্ত আমার শয়ন কালে মথুরায় গমন করিয়া থাকে।

ভক্তিরত্নাকার—

ঐছে মথুরায় মহা মাহাত্ম্য কহিতে।
রাঘব পণ্ডিত হর্ষেনারে স্থির হৈতে ॥
রজনী প্রভাতে সঙ্গে লইয়া দুইজনে।
প্রাতঃ ক্রিয়া করি চলে মথুরা ভ্রমণে ॥
আগে গেলা সনোড়িয়া বিপ্র যথাছিল।
যাঁর ঘরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভিক্ষা কৈল।
মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর যেঁহো শিষ্য।
যে দেখিল গৌরাঙ্গের পরম রহস্য ॥
এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য কৈল প্রেমাবেশে।
আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে ॥
এথাতে অদ্ভুত গৌরাঙ্গের বিলাস।
এত কহি শ্রীরাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥
গৌরাঙ্গের চান্দের লীলা করিয়া শ্রবণ।
শ্রীনিবাস নরোত্তম করয়ে ক্রন্দন ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পসিব ইত্যাদি।
করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য্য অন্তরে।
হইলেন বিপ্রাঙ্গনে ধূলায় ধূসর।
ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে।
কতো ক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারি ভিতে।

শ্রীনিবাস পতি কহে রাঘব পণ্ডিত।

শুনিলু প্রাচীন মুখে একথা বিদিত।
মথুরা অন্বদেশী এক বিপ্রাধম।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে সদা এ তার নিয়ম।
একদিন প্রভু অদ্বৈতের সন্নিধানে।
করয়ে বৈষ্ণব নিন্দা দুঃসহ শ্রবণে।
শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়।
কাপে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়ে।
চক্র লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান।
তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব খাস খান।
এত কহি-য়াই প্রভুচতুর্ভুজ হৈলা।
দেখি বিপ্রধন ভয়ে কাঁপিত লাগিলা।।
কর জোড় করিয়া কহয়ে বারবার
যে উদিত দণ্ড প্রভু করহ আমায়।
কৈনু অপরাধ যত সংখ্য নাই তার।
মো হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার।
এত কহি বিপ্রধাম করয়ে রোদন।।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ।
দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হৈল মনে।।
অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে।
আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্বক্ষণ।
সর্বত্যাগ করি কর নাম সংকীর্ত্তন।
ঐছে কত কহি প্রভু গেলা ভ্রমণে।
বিপ্র মহামত্ত হৈয়া শ্রীনাম কীর্ত্তনে।
মথুরায় বৈষ্ণব ঘরে ঘরে গিয়া।
করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া।
দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত কয়।
ঐ স্থান দর্শনে ভক্তি বহু লভ্য হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মথুরা আগমন করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্টতনয় শ্রীবিঠ্‌ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস বাস করিয়াছিলেন।

(প্রমাণ চৈঃ চরিতামৃত মধ্য ১৮-৪৫)

মথুরা আসিয়া কৈল-বিশ্রাম তীর্থে স্নান।
জন্ম স্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম॥
সেই প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থ পর্য্যটনে
মথুরা আসিয়া রহিল এই স্থানে।
পূর্ব্ব জন্মভূমি দেখি উল্লাস হিয়ায়
অলক্ষিত সে আবেশে সর্ব্বত্র বেড়ায়॥
অবধূত চন্দ্র দেখি মথুরায় লোক।
পাইল মহানন্দ পাসরিল দুঃখ শোক॥
দ্ধাকরি শুনয়ে যেই মথুরা ভ্রমণ।
আনায়া সে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ॥
বিশ্রাম তীর্থে স্নান করি হর্ষ মনে।
গঙ্গাতীরে আইলা অম্বিকা বনে॥
শ্রীঅম্বিকা দেবী গোকর্ণখ্য শিবে দেখি।
শ্রীনিবাস নরোত্তম হৈলা মহাসুখী॥
তীর্থ পর্যাটন কালে অদ্বৈত গোস্বাঞি।
দেখি মথুরার শোভা ছিলা এই ঠাঞি॥
কহে শ্রীনিবাস চতুর্বিংশতি ঘাটেতে।
মহাপ্রভু কৈল স্নান মহানন্দ চিত্তে॥
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্থান॥

বিশ্রাম ঘাট—

তত্র তীর্থং মহারাজ বিশ্রন্তি লোক বিশ্রুতম্।
ভ্রমিত্বাসর্ব্বতীর্থা বিশ্রন্তিযান্তি শাশ্বতীর্থম্॥

শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেই

তীর্থকে বিশ্রান্তি তীর্থ বলা হয়। সেখানে বিভিন্ন দর্শন। বেণীমাধব শ্রীবলভদ্র, শ্রীমদনমোহন ইত্যাদি) কৃষ্ণগঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুবঘাট পর্য্যন্ত প্রায় ২৪টি ঘাট পরিক্রমা করার সময় দর্শন হইবে। মথুরার যমুনাতে ১২টি ঘাট প্রধান (উত্তর দিকে ১) মনিকর্ণিকা ঘাট, ২) অসি কুণ্ড, ৩) সংযমতীর্থ (স্বামীঘাট), ৪) ধার পতন তীর্থ. ৫) নাগতীর্থ, ৬) বৈকুণ্ঠ ঘাট, ৭) ঘন্টাতরণ ঘাট, ৮) সোমতীর্থ (গোঘাট), ৯) কৃষ্ণগঙ্গা ঘাট, ১০) চক্রতীর্থ ১১) বিঘ্নরাজ ঘাট, ১২) দশাশ্বমেধ ঘাট।

দক্ষিণ দিকে ১২টি ঘাট যথা— অবিমুক্ত ঘাট, ২) অধিরুঢ় ঘাট ৩) গুহ্য ঘাট, ৪) প্রয়াগ ঘাট, ৫) কঙ্খল ঘাট, ৬) তিন্দুক ঘাট (বাঙ্গালী ঘাট), ৭) সূর্য্য ঘাট, ৮) বটস্বামী ঘাট ৯) ধ্রুব ঘাট, ১০) ঋষি ঘাট, ১) মোক্ষতীর্থ, ১২) বোধতীর্থ ইত্যাদি ইহা ছাড়াও সুমঙ্গলা দেবী, বরভদ্র, শ্রীশত্রুঘ্ন, কংশনিকন্দন, দেবকী-নন্দন, অম্বরীষটিলা বরাহক্ষেত্র, বসুদেব ঘাট' মহাবীর, শ্রীনৃসিংহ ইত্যাদি বিভিন্ন দর্শনীয়।

দ্বারকাধীশ মন্দির—

এখানে বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী চতুর্ভূজ দ্বারকাধীশ দর্শন। সন্নি-কটে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মশালাতে থাকা যায় ইহা ভিন্ন বাঙ্গালী ঘাটে ধর্ম্ম-শালা তথা বাস ষ্ট্যাণ্ডে সিন্ধি ধর্ম্মশালাতে থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে এবং আগরা হোটেলে ভোজনের ব্যবস্থা আছে। দ্বারকাধীশ মন্দিরেও প্রসাদ পাওয়া যায়।

গতাশ্রম—কংস বধের পর বিশ্রাম করিয়া সমস্ত শ্রম দূর করিয়াছিলেন বলিয়া "গত হইয়াছে শ্রম" গতাশ্রম। সন্নিকটে কুব্জার গৃহ কুব্জা পূর্ব্বজন্মে এক রাজার কন্যা ছিলেন। নারদ সন্নিকটে ভগবান গুণ শ্রবণ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া কংসের প্রধান মন্ত্রীর কন্যা হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে কৃপা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান এবং আদি কেশব দর্শন—

মথুরাতে চারটি দ্বার ১) হোলি দরজা ২) ভরতপুর দরজা ৩) দিগদরজা ৪) বৃন্দাবন দরজা। দিগ্ দরজাতে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান দর্শন করা হয়। আদিকেশব মন্দিরটি বহু প্রাচীন মন্দির। চতুর্ভূজ আদিকেশব দর্শন এইরূপ মূর্ত্তি ভগবান দেবকীকে দর্শন দিয়াছিলেন। সন্নিকটে কংস কারাগারে দেবকী বাসুদেব দর্শন। জন্মভিটা দর্শন।

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তি দায়কম্।
কর্ণিকারং স্থিতো দেবি কেশব ক্লশ নাশনম্।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানের পার্শ্বে আওরঙ্গজেবের মসজিদ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার হইতেও বিরাট আকৃতিতে ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির অপর পার্শ্বে নির্মাণ হইয়াছে। এই মন্দির শ্রীরাধাকৃষ্ণ জগন্নাথ, শিবদুর্গা ইত্যাদি দর্শন। বিভিন্ন ভগবৎ লীলা চিত্রাকারে অঙ্কিত চতুষ্পার্শে মার্বেল পাথরে শ্রীমদ্ভাগবতের ১৮ হাজার শ্লোক লিখিত। যাঁহারা মুক্ত হস্তে এই মন্দিরের জন্য কোটি টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি আছে। (বিড়লা) মদন মোহন. হনুমান প্রসাদ পোদ্দার) আরও বিদ্যুৎ যন্ত্রে বিভিন্ন কৃষ্ণ লীলাদি দর্শন হয়।

দ্বাদশ অষ্টাদল পদ্ম সদৃশ তাহার চতুষ্পার্শে পঞ্চ মহাদেব এবং পঞ্চ ক্ষেত্রপাল শিব বিরাজমান। মথুরাতে শ্রীকেশবদেব। অষ্টাদশ মধ্যে মন্ত্ররাজ পীঠ স্থানটিকে গোকুল বলা হয়। তথায় নন্দ যশোদার ভবন সেই স্থানে বসুদেব কৃষ্ণংক রাখিয়া যশোদা কন্যাকে লইয়া এসেছিলেন পরে কংস ভয়ে তাঁহারা নন্দগ্রামে বাস করেন। গোকুল মথুরা হইতে ৬ মাইল দূরে যমুনার অপর পার্শ্বে। মথুরার পূর্বদিকে শ্রীশান্তিদেব পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীহরিদেব উত্তরে শ্রীগোবিন্দদেব দক্ষিণে বরাহদেব বিদ্যমান।

ভূতেশ্বর মহাদেব বৃন্দাবন হইতে ভূতেশ্বর ১০ কিঃ মিঃ রেল

ব্রীজের পূর্ব ডান দিকে ভূতেশ্বর অপর দরজায় নৃসিংহদেব মথুরার পশ্চিম দিকে পঞ্চ মহাদেব অন্যতম ক্ষেত্রপাল মহাদেব ভূতেশ্বর বিদ্যমান। ইহাকে প্রনাম করিয়া বন যাত্রা আরম্ভ হয়।

ওহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এইখানে।
যে আনন্দ হোল তা কহিতে কেবা জানে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া।
বসিলা অসংখ্য লোক বেষ্টিত হইয়া।
ক্ষেত্রপাল মহাদেব বর্ত্ততে যত্র সর্বদা।
যত্র বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ফলম্॥

রজক বধ স্থান—যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম অক্রুর দ্বারা আনীত হইয়া মথুরাতে প্রবেশ করিলেন তখন মধুমঙ্গল বলিলেন ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া কংসের নিকটে যাওয়া উচিৎ। দেখ এই রজক কংসের বস্ত্র লইয়া যাইতেছে তাহাকে মাগা যাউক্ যখন রজক বস্ত্র দিল না তখন ভগবান একটা আঘাতে রজককে বধ করিয়া দিলেন। এই রজক অযোধ্যায় পূর্বজন্মে ধোপা ছিল কিন্তু মর্য্যদা পুরুযোত্তম রামচন্দ্রে নিন্দা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে মুনি আশ্রমে দিয়াছিলেন। এই অবতারে সেই অযোধ্যার ধোপা মথুরাতে রজক হইয়া জন্মগ্রহণ করেছিল ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

ধনুকভঙ্গ স্থান—কংস পরশুরাম কর্তৃক ধনু পাইয়া পূজা করিতেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই ধনু থাকা পর্য্যন্ত তোমাকে কেহ মারিবে না সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই ধনুক ভঙ্গ করিয়া পরে কংসের নিকটে গিয়াছিলেন।

কুবলয় পীড় বধ স্থান—

কুবলয়া পীড় এথা পথ রুদ্ধ কৈল।
কৃষ্ণ তারে বধিয়া কৌতুকে দন্ত নিল॥

এই স্থানে কংস রাজদ্বারে কুবলয় হস্তী রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মারার ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়কে বধ করিয়া

লাফ দিয়া রঙ্গস্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। এক সময়ে বলির অন্যতম পুত্র মন্দগতি দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে ত্রিত মুনির শরীরে ধাক্কা লাগাতে মুনি পড়িয়া যান এবং তাঁহার অভিশাপে মন্দগতি কুবলয় হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি প্রদান করেন।

কংসখালি—

কৃষ্ণ মহা কৌতুকে কংসেরে হরে প্রাণ।
এই কংস খালি এথা কংসের নির্য্যাণ॥

এই স্থানে কংসের মৃত্যু হইয়াছিল।

আদি বরাহদেব—

মানিক চক মহলায় চৌবে পাড়ায় বিদ্যমান শ্রীকুব্জার মন্দির আছিল এই স্থানে। এই দেখ কুব্জরূপ সর্বলোকে জানে রাবণ। ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া শ্রীবরাহদেবকে লঙ্কায় আনয়ন করেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে জয় করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যা পুরীতে স্থাপন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্নর পুত্র লবণ অসুরকে বধ করিবার জন্য মথুরা আগমন করিয়া এবং তাহার বধের পর এই মথুরায় সেই বরাহদেব স্থাপন করেন। আরও ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তাহাদের দ্বারা সেবা করান।

দীর্ঘ বিষ্ণু—শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘাকারে শ্রীমুক্তি প্রকট করিয়া চানুষ মুষ্টিক মল্লের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পূর্বে অমরাবতীতে উতথ্য মুনির ৫ পুত্র ছিলেন তাহারা লড়াই কার্য্য করাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণ হইয়া যখন ক্ষত্রিয় কার্য্য করিতেছ তখন মল্ল হয়ে যাও তাই তাহারা "চানুরোমুষ্টিক কুটঃ শলস্তোশলঃ এব চ" এই জন্য ইহারা ব্রজে চানুর মুষ্টিক হইয়াছিলেন। ভগবান দ্বারা মুক্তি পাইলেন।

ঐছে কত কহিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
হইয়া অধৈর্য্য চিন্তি চৈতন্য চরিত ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
হাহা প্রভু ! বলিয়া ভূমিতে পড়ি কান্দে ॥
শ্রীরাঘব পণ্ডিতের চরণে পড়িয়া ॥
দোঁহে কত কহে শুনি বিদরয়ে হিয়া ॥
কঁহা মোর স্বরূপ রূপ কঁহা সনাতন।
কঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন ॥
পাশানে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথায় গেলে পাব।

সুদামা গৃহে—

ওহে শ্রীনিবাস মথুরা নগরে।
কৃষ্ণের অশেষ লীলা স্থান মনোহর ॥
কৃষ্ণ প্রিয় সুদামা মালির ঘর এথা।
কহিতে কি হয় সর্বত্র বিধিত যার কথা ॥

এই স্থানে কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা মালাকারের গৃহ। পূর্বজন্মে কুবেরের চৈত্ররথ বনের তিনি মালি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে প্রত্যহ তিনশত পদ্ম পুষ্প লইয়া শিবের মাথায় দিতেন। একদিন শিব প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়া বলিলেন--দ্বাপরের অন্তে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া তোমার ঘরে আসিবেন, তুমি সেই সময় সুদামা মালি হইয়া এসে জন্মগ্রহণ করিবে।

পিপলেশ্বর—মথুরার পূর্বদিকে বিদ্যমান।

সরস্বতী কুণ্ড—এই স্থান সরস্বতীর কৃপা জ্ঞান প্রাপ্ত স্থান।

শ্রীগোকর্ণ মহাদেব—ইনি মথুরার ক্ষেত্রপাল উত্তর দিকে বিদ্যমান। ভক্তি রত্নাকরে যথা—

শ্রীঅম্বিকা দেবী গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি।

শ্রীনিবাস নরোত্তম হৈলা সুখী ॥

কৃষ্ণগঙ্গা—মহাপ্রভু বিশ্রাম তীর্থে স্নান করি কৃষ্ণগঙ্গা তীরে আইলা হর্ষ মনে এ সময় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন হে কৃষ্ণ তুমি অঘাসুরকে বধ করিয়াছ অতএব গঙ্গা স্নান করিতে হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে এই স্থানে যমুনাকে প্রকট করিয়া স্নান করিলেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের চরণধৌত জলের নাম কৃষ্ণগঙ্গা। অঘাসুর পুতনা এবং বকাসুরের ছোট ভাই তথা শঙ্খাসুরের পুত্র কিন্তু অষ্টাবক্র মুনির শাপে সর্প যোনিতে অঘাসুর হইয়াছিলেন। ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

মধুবন—

মধ্যে বন প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্য। হতোযত্র হরিনা বিশ্বমর্ত্তিনা।

দ্বাদশ বনের মধ্যে মধুবনই প্রথম বন, মধুবনে মধু দৈত্যের বাসস্থান ছিল এই জন্য ইহার নাম মধুবন হইয়াছে। তালবন হইয়া মধুবন গেলে ৫ মাইল হবে। ভক্তি রত্নাকরে যথা ও হে শ্রীনিবাস এই দেখ মধুবন।

সর্ব্ব কাম পূর্ণ হয় করিলে দর্শন।
মধু দৈত্য বধ এথা কৈলে ভগবান।
এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান।
শ্রীমদ্ভাগতত্রাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনা তটে শুচি।
পূণ্যং মধুবনং যত্র শন্নিধ্যং নিত্যদা হরে।

স্কন্ধপুরাণে—

তস্মিন মধুবনে পূণ্যমৃষিতীর্থং হরে প্রিয়ম।
স্নান মাত্রেন ভূপাল হরে ভক্তি পরাং লভেৎ।

স্নান মাত্রেই লোক হরিতে পরাভক্তি অবশ্যই লাভ হয়। সন্নিকটে মধুকুণ্ড একটি বৃহৎ পুষ্করিনী দক্ষিণ তীরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক উত্তরে দাউজী বলদেবের মন্দির। বিহারীজী মন্দির। ইত্যাদি ১ মাইল দূরে মধুদৈত্য বধ স্থান উহার গোম্ফা বিদ্যমান।

ধ্রুবটিলা—মধুবন হইতে আধা মাইল মথুরাদিকে একটি টিলা দেখা যায় তাহার উপরে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন এখানে ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারদের কৃপায় দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রজপ করিয়া শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়াছিল।

এই ধ্রুবতীর্থ ধ্রুব তপস্যার স্থান।
ধ্রুব লোক প্রাপ্ত হয় ইহা কৈলে স্নান॥
আরও শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্দ ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সোর পুরাণে যথা—ধ্রুবতীর্থ মিতি খ্যাত তীর্থমুখ্যং ৩তঃ পরম॥
যত্র স্নান কৃত্বা মোক্ষ ধ্রুব এব ন সংশয়।

এই যে মধুবন ধ্রুবতীর্থ নামে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিরাজিত। তথায় স্নান কারীর নিশ্চিত মোক্ষ হয় এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রথমং মধুবনং প্রোক্তং দ্বাদশং বৃন্দিকা বনম্।
এতানি যে পাপ স্যস্তি ন তে নরকং ভোজিনঃ॥
রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থান মনুত্তমম্।
যদ্ দৃষ্টা মনুজো দেবিং সর্ব্বান কামান বাপ্ন য়াৎ॥

যাহারা প্রধান দ্বাদশ বন ভ্রমণে গমন করেন এবং প্রথমেই মধুবন হইতে ক্রম আরম্ভ করেন তাহাদের আর নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না আরও যে সকল মনুষ্য যথাক্রমে দ্বাদশ বন যাত্রা করেন তাঁহারা বিষ্ণুলোক গমন করেন। যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন কিম্বা শ্রবন এর গ্রন্থদ্বারা পঠন করেছেন তাহারা ধন্য। তাঁহাদের অভীষ্ট অচিরেই লাভ হইয়া থাকে।

তালবন—মথুরা হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে অথবা মাহেলি হইতে ২॥ মাইল দূরে তাসি তালবন বিদ্যমান। এখানে শ্রীবলরাম রেবতী দর্শন।

বন তাল বনাখ্যঞ্চ দ্বিতীয়ং বনমুত্তমম্।

যত্র স্নাত্বা নরো দেবি। কৃতে কৃত্যোর ভিজায়তে।

তালবন নামক এই দ্বিতীয় বন অতি গুপ্ত বন। এই বনের বর্ত্তমান নাম তাড়াসি। ইহা মধুবনের দুই মাইল নৈঋতে অবস্থিত নীচে বলভদ্র কুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম নন্দগ্রাম হইতে গোচারণে গিয়া এই তাল বনে ধেনুকা সুরের বধ করেছিলেন। শ্রীদামাদি সখাগণ পক্ক তালের সুগন্ধি পাইয়া শ্রীরাম কৃষ্ণকে বলিলেন হে রাম হে প্রাণনাথ কৃষ্ণ, এই ভূমিতে বহু তাল পড়িয়াছে কিন্তু কংসের চর অসুরগণ এই তাল বন রক্ষা করিতেছেন। তার ভয়ে কেহ যেতে পারিতেছে না এই সে গন্ধ যুক্ত তাল ফল আমাদের খাইবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে। ইহা শুনিয়া বলদেব লম্ফ দিয়া হুংকার করতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং সখাগণের সহিত সিঙ্গা বেনু বাজাইতে বাজাইতে তাল বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলরাম হস্তদ্বারা গাছটি নাড়া দেওয়ায় বহু তাল পড়তে লাগলো। তাতে ধেনুকাসুর এসে উপস্থিত হইল এবং বলরামের বক্ষে পদাঘাত করিতে লাগল তখন বলরাম দুইটি পায়কে ধরিয়া উর্দ্ধে ভ্রমণ করাইতে করাইতে বৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল এই সংবাদ পাইয়া আরও জ্ঞাতি অসুরগণ আসিয়া শ্রীরাম কৃষ্ণকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তাহাদিগকে বধ করিলেন এই দেখিয়া দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অতএব সখাগণ সহ শ্রীরাম কৃষ্ণ আনন্দে তাল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অহো তালবনং পুন্যং যত্র তালৈ হতোহসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়ন কার চ।

ভক্তি রত্নাকারে যথা—

তালবনে প্রভু তাল রক্ষক অসুরে।
বধিলা কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে॥

এইস্থানে ধেনুকাসুর বধ হইয়াছিল। তাহার বৃত্তান্ত যথা

এক সময় সময়ে গন্ধমাদন পর্ব্বত সন্নিকটে বলির পুত্র সাহসিক তিলোত্তমার সহিত বিহার ক্রীড়া প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন, যাহা দ্বারা সন্নিকটে দুর্বাসা ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, তিনি শাপ দিলেন আরে সাহসিক তুমি ধেনুকাসুর হইয়া যাও, তিলোত্তমা বান পুত্রী উষা হউক্ সেই সাহসিক ধেনুকাসুর হইয়া ছিল। ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

কুমুদ বন—তালবন হইতে ২ মাইল দূরে পশ্চিমে কুমুদবন। কুমুদ সরোবরকেই কৃষ্ণ কুণ্ড বলেন বর্ত্তমান নাম কদরবন। এখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে শ্রীবল্লবাচার্য্যের বৈঠক আছে। এক মাইল দূরে উচ্চা গাও শ্রীকৃষ্ণ গোচারন করিয়া কুমুদবনে বিশ্রাম করেছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের বিহার স্থান তালবন হইতে কুমুদবন ২ মাইল এবং তালবন হইয়া মধুবন গেলে ৫ মাইল।

দেখহ কুমুদবন পরম আচার্য্য
এধাগতি মাত্রে বিষ্ণুলোক হয় পূজা।

আদি বরাহ পুরাণে যথা—

কুমুদবন মেতচ্চ তৃতীয় বন মূর্ত্তমম্।
যত্র গত্বা নরো দেবি মমলোক মহীয়তে।

হে দেবি এই কুমুদবন তৃতীয়বন ও উত্তম। যথায় গমন করিয়া লোকে আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে। এই বনের মধ্যে মনোহর সরোবর আছে মানবগণ এইস্থানে আগমন করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। এই স্থানে শ্রীকপিলদেব দর্শন এবং বনের ঈশান কোণে শান্তনু কুণ্ড।

শান্তনু কুণ্ড—মহোলি হইতে ৩॥ মাইল দূরে মথুরা হইতে ২॥ মাইল তথা কুমুদবন হইতে ৬ মাইল দূরে। উত্তর পশ্চিমে

শান্তনু কুণ্ড। এই স্থানে শ্রীযশোদা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত করিবার জন্য তপস্যা করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ; মাইল দূরে গন্ধেশ্বরা কুণ্ড অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন এইজন্য গন্ধেশ্বরা বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণিতা।

শ্রীমদ্ভা, ১ম নবম অধ্যায় মহাভারতের বর্ণন যথা—

শান্তনুর বিবাহ ভগিরথী গঙ্গার সহিত হইয়াছিল যাহা হইতে দেবদত্ত উৎপন্ন হন, ইনার নাম ভীষ্ম ইনি নিষাদ কন্যা সত্যবতীর সহিত বিবাহ করেন। যাহা হইতে চিত্রাঙ্গদা বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয় চিত্রাঙ্গদা কুমার অবস্থাতে মারা যান বিচিত্র বির্য্যের অম্বিকা অম্বালিকা নামে দুই পত্নী ছিলেন কিন্তু ক্ষয় রোগ কারণ বিচিত্র বির্য্যের নিসন্তানে মৃত্যু হইল। সত্যবতী ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়া নিয়োগ পদ্ধতিতে অম্বিকা হইতে ধৃতরাষ্ট্র। অম্বালিকা হইতে পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম অন্ধ পাণ্ডু ক্ষয় রোগী কুন্তী পতির আদেশে কুমার অবস্থাতে সূর্য সেবা করে যুধিষ্ঠির, ইন্দ্র পূজাতে অর্জুন, পবন পূজাতে ভীম এবং অগ্নি সেবা করে নকুল সহদেব। রাজা প্রতীপ হইতে শান্তনু দেবাপী, বহ্নি, এই তিন পুত্র হন শান্তনুর বিবাহ ভাগীরথী গঙ্গা সঙ্গে যাহা হইতে দেবদত্ত উৎপন্ন হন ইনার নামই ভীষ্ম। যখন ভীষ্ম শর শয্যায় পড়ে ছিলেন তখন সকলে তাহার দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় গেছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্ম অনেক উপদেশ দিয়া ভগবানকে স্তুতি করতঃ চরণে লীন হইলেন। আরও এখানে শান্তনু রাজা পুত্র কামনায় সূর্য্য আরাধনা রূপ তপস্যা করিয়া শান্তনুত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

এই স্থানে বিশাখা সখীর স্থান বলিয়া প্রচলিত। পরিক্রমায়

যাওয়ার সময়ে পথে ওপার, মানা লগায়ো হইয়া যাওয়া যায়। দুই মাইল দূরে ঈশান কোণে গমেশ গ্রাম।

দন্তবক্র বধ স্থান—(সতিহা)

যখন দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিল "দিষ্টাভবনন্ত্য মম দৃষ্টিপথ গতং" তখন এই স্থানে ভগবান দন্তবক্রকে বধ করিলেন। এইজন্য

ব্রজনাভ থুইলেন নাম দাতিহা ইহার।
দতি উপবন পদ্ম পুরাণে প্রচার।
অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা পশ্চিমে।
দন্তবক্র বধ কৈল কৃষ্ণ এই উপবনে।
দ্বারকা যাইয়া শিঘ্র বধি শিশুপালে।
মথুরা আইলা দন্তবক্র বধ ছলে॥

যখন দন্তবক্র হাতে গদা ধরিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলিল ভাল হইল আমার সামনে পড়েছ। আমার মামাতো ভাই সম্পর্ক হইয়া যখন আমার মিত্র শিশুপাল শাবল্বকে মেরেছ তখন আমি তোমাকে মারিয়া আমার মিত্রের ঋণ পরিশোধ করিতেছি এই বলিয়া ভগবানের শিরে গদা প্রহার করাতে ভগবানও তাহার বক্ষে গদা প্রহার করিলেন তাতে তাহার মুখ হইতে রক্ত বাহির হইয়া অকস্মাৎ এক জ্যোতি বাহির হইতে হইতে ভগবানেতে লীন হইয়া গেলেন।

আয়োরে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন আমি শীঘ্রই ব্রজে মিলিত হইব। সেই কারনে শ্রীনন্দ যশোদাদি তথা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিং ছিলেন দর্শন পেয়ে আয়োরে আয়োরে বলিয়া আহ্বান করার জন্য ইহার নাম আয়োরে।

পূর্বমত সবাসহ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে।
আয়োরে বলিয়া গোপ সেখানে মিলিলা।

গৌরবাই নন্দাদি সবে বাস কৈল সেইখানে
গৌরবাই সে গ্রামের নাম কে জানে।

এইস্থানে নন্দ বাবার বন্ধু নন্দ বাবাকে দান করাইয়া গৌরব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এইজন্য গৌরবাই বাস হইয়াছে ? কুরুক্ষেত্র হইতে নন্দ গমন শুনিয়া

মহা হর্ষে আগুয়ারি আনিলেন গিয়া।
বায় করাইয়া সে গৌরবে সীমা নাই।

ছটীকরা (সকট ঘেরা) মথুরা হইতে ৪ মাইল দূরে অথবা বৃন্দাবন হইতে ৬ মাইল দূরে ছটিকরা, বৃন্দাবন রোড ষ্টেশনে নামিয়াও যাওয়া যায়।

রাঘব পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে।
মনে হৈল যষ্টক বটরী দেখাইতে।
পরিক্রমা পথ ছাড়ি অন্য পথে গিয়া।
শ্রীবাস কহে যষ্ঠকর প্রবেশিয়া।

এখানে শ্রীদাম গরুড় রূপ প্রকাশ করিয়া নিজে শ্রীগোবিন্দকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া চতুর্ভূজ দ্বারকেশ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন এইজন্য গরুড় গোবিন্দ মূর্ত্তি তথায় পূজিত হইতেছেন। নন্দবাবা কংশের ভয়ে ৬ মাস এই ছটিকরাতে বাস করেন। আদিবরাহপুরানে যথা "শকটা রোহন নাম তস্মিন ক্ষেত্রে পর মম" এইস্থানে শকটা রোহন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত নাম অপভ্রংশ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঙ্গের পর মহাবন হইতে মার্গ মাতা শীর্ষের কাত্তিক

শুক্লাষ্টমী দিন দুই বৎসর তিনমাসে শ্রীরাম কৃষ্ণের গোচারন লীলা প্রারম্ভ হইয়াছিল।

এই সাটি করাতে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বৎস চারণ লীলা আরম্ভ হয় তখন ব্রজ বাসীগণ সকলে তদ্দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন এবং সখাগণ সম বয়স্ক শিশুদের সঙ্গে ও শিঙ্গা বেনু লইয়া সুসজ্জিত হইয়া বাহির হইলেন বাল্য চাপলতা হেতু বিভিন্ন প্রকার ধকাধাক্কি ইত্যাদি দেখা যায় এমন সময়ে কংসের প্রেরিত বৎসাসুর রামকৃষ্ণের নিধন করিবার উদ্দেশ্য তথায় বৎসাসুর রূপ ধারণ করে গোবৎসগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বৎসরূপী অসুরের নিকটে অগ্রসর হইয়া তাহার পুত্রের সহিত দুই পায় ধরিয়া সেই বকাসুরকে কপিথ বৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলেন তখন সেই অসুরটি বিশাল শরীর ধারণ করতঃ ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সঙ্গের শিশুগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সকলে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন দেবতাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষন করিতে লাগিলেন।

আরও একদিন বকাসুর এসে উপস্থিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলে শিশুগণ ক্রন্দন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদরে প্রবেশ করিয়া অগ্নিসম তেজ দ্বারা দগ্ধ করেন সে সহ্য করিতে না পেরে উদ্গীরন করে মুখ দ্বারা কোটাঘাত করে তখন শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের দুই তুণ্ড ধরিয়া বেনা পত্রের ন্যায় চিরিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিলেন। সখাগণও বক্ষে আনন্দ লইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইজন্য এই সন্নিকটে গরুড় গোবিন্দ আর একটি স্থান দর্শন হয়।

শ্রীগরুড় গোবিন্দ—ইহা সটিকরা গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। প্রচলিত কথা এই যে শ্রীরাম অবতারে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইলে শ্রীগরুড় শ্রীরামের বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অবতারে গরুড় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য এখানে এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া স্তুতি করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে আশ্বাস প্রদান করিয়া।

তাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন এবং বলেন আজ হইতে তোমার নাম আমার নামের অগ্রে উচ্চারিত হইবে আমাদের এই আরোহণ রূপ শ্রীগরুর গোবিন্দ নামে কথিত হইবে। আর একদিন শ্রীদামা যখন গরুড় রূপ ধারণ করে আসে এবং খেলা করে তখন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ প্রকাশ করিলেন শ্রীনারায়ণ দর্শন।

ময়ুর গ্রাম—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণ এবং ময়ুর ময়ূরীদের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। যথা ভক্তি রত্নাকরে—

কি অপূর্ব লক্ষ লক্ষ ময়ূর মণ্ডলী !
রাই কানু পানে চায় উর্দ্ধপুচ্ছ তুলি।
ওই সে ময়ুর গ্রাম কৃষ্ণ এই স্থানে।
দেখি ময়ূরের নিত্য প্রিয়াগণ সনে॥

দক্ষিণ গ্রাম—এই স্থানে শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিয়াছিলেন। ভঃ রত্ন: যথা—

এই দেখ দক্ষিণ গ্রামাদি কত দূরে।
ওসব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে।
দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণরঙ্গ বিলশয়।
দক্ষিণ নায়িকা ভাব ব্যাক্ত অতিশয়।

বসতি গ্রাম—যখন নন্দবাবা ছটি ঘেরাতে বাস করিতেন তখন বৃষভানু মহারাজা রাভেল হইতে বসতি গ্রামে বাস করেন। ভঃ রত্ন যথা—

আগে বসতি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা বৃষভানু রাজা করিলেন বাস॥
বসতি নিকটে রামকৃষ্ণ তোব স্থানে।
মহাতোষে বিলসে সকল সমাধান।

রাল—এই স্থানে চন্দ্রাবলী, ললিতা পদ্মা, ভদ্রা শৈব্যা, শ্যামাও প্রকটিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বলরাম কুণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

বহুলা বন—বর্ত্তমান ইহার প্রচলিত নাম বাটিগ্রাম। গ্রামের উত্তর দিকে বহুলাকুণ্ড, দক্ষিণদিকে বহুলাকুণ্ড, দক্ষিণদিকে বহুলা গাভীর মন্দির। পূর্বে এইস্থানে বহুলা নামক গাভীকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে বধ করিয়া অর্থাৎ নিধন করিয়া গাভীকে রক্ষা করেন। বহুলা শ্রীহরি পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা। তস্মিন পদ্মবনে রাজন বহুপূণ্য ফলানি চ।

হরির পত্নী বহুলা, সেই বহুলাবনে হরি সর্বদা বিরাজমান করেন। হে রাজন বহুলাবনের কুণ্ডস্থ সেই পদ্মবনে প্রবিষ্ট ব্যক্তি বহুপূণ্য ফল লাভ করে। পঞ্চম বহুলবনং বনানাং বনমুতমম্॥

তত্র গত্বা নরো দেবি! অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি॥

পঞ্চম বনটির নাম বহুলাবন ইহা সর্বোত্তম। বর্ত্তমান ইহা বাটি গ্রামের সন্নিকটে বিদ্যমান। তথা শান্তনু কুণ্ডের চার মাইল দূরে অবস্থিত। ওহে শ্রীনিবাস এই বহুলা বনেতে।

দেখহ অপূর্ব কুণ্ড পদ্মবন যাতে॥
আর এক অকর্ষন কুণ্ড অনুপম।
আর মান সরসী পরম মনোরম।
এ সব দর্শন স্থানে বহু ফল হয়।
লক্ষী সহ কৃষ্ণে দেখ পুরাণেতে কয়।

প্রচলিত কথা এই যে কোন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের একটি গাভী চারাতে চরিতে বৃন্দাবনে পৌছিলে ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করে। তখন গাভি বলিল আমার বৎস ক্ষুধার্ত্ত সুতরাং তাহাকে দুগ্ধপান করাইয়া শিঘ্রই ফিরব একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া গাভি তাহার বৎসকে দুধ পান করাইয়া বলিল হে বৎস এই তোমার শেষ দুধ পানের সময় কারণ আমি ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া এসেছি তখন বৎস বলিল আমি তোমার মত প্রতিশ্রুতি করিতেছি যে তোমাকে বাঁচাইতে না পারিলে আমি একবিন্দু দুগ্ধ পান করিব না। মালিক ব্রাহ্মণ এই কথা জানিতে পারিয়া গাভি এবং

বসে দুইজনকে লইয়া ব্র্যাঘ্রের কাছে গমন করিলেন। ব্যাঘ্র বলিল আমি বহুলা গাভিকে খাইব বলিয়াছি তোমরা তিনজন কেন ? বৎস এবং ব্রাহ্মণ বলিলেন আমাদের দুইজনকে তুমি রক্ষা কর এ বহুলা শ্রীকৃষ্ণ সেবার দুগ্ধ দান করে তাহাকে বিদায় দাও। ইতিমধ্যে নারদ মুখ হইতে সময় বৃত্তান্ত জানিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্রকে নিধন করিয়া গাভী প্রভৃতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরাংশে শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ড, উত্তরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। কুণ্ডের দক্ষিণে বহুলা নামক গাভীর স্থান। পূর্ব্বদিকে শর্কবণ কুণ্ড, পঞ্চানন মহাদেব, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ইত্যাদি দর্শন। গ্রামের এক মাইল দূরে খড়িয়া নামক স্থানে মান সরোবর কথিত। দুই মাইল দূরে শ্রীবলরাম কুণ্ড এবং শ্রীবলদেব মন্দির দর্শন হয়।

লক্ষ লক্ষ গাভিগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছ ধায়।

চৈঃ চঃ যথা---চৌদিকে বেড়ে গৌরচন্দ্র পানোচায়।

পথে গাভি ঘটা চলে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়ায় আসি হুঙ্কার করিয়া॥
গাভি দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডুয়ন।
সুস্থ সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥

ভক্তি রত্নাঃ যথা—

রাঘব পণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলা বন এই দেখ শ্রীনিবাস॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন ভ্রমণ কালেতে।
প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া এই পথে॥
কেহ কেহ অহে ভাই মনে মনে বাস।
ব্রজেন্দ্র নন্দন এই কপট সন্ন্যাস॥

[illegible] রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বহুলা

বনেতে মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন যথা —

যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ করেন তেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু তার শিক্ষাষ্টকে শ্রীরাধারাণীর উক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্।
দর্শনান্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদ ধাতুলম্পটো।
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরম।

একদিন শ্রীরাধারাণীর বিষাদ বদন দেখে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী রাধারাণীকে বলিতেছেন হে পুত্রি হে রাধে! যতদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন না করছে ততদিন যাবৎ তুমি শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনাদিতে সময় অতিবাহিত কর ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন হে পৌর্ণমাসী দেবী আমি একমাত্র ব্রজেন্দ্র নন্দনকেই প্রাণনাথ স্বরূপে বরণ করেছি। অসহ্য বিরহে প্রাণ যদি চলেও যায় তথাপি স্বপ্নেও অন্য কাহাকে ভজন করিব না লম্পট কাহাকে বলে জান যে নিজের লোককে ছেড়ে অন্যের কাছে যায় সেই লম্পট কৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন দিয়া পোশণ করুক অথবা দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুক একমাত্র প্রাণনাথ 'স এব' তাকে ছাড়া কদাপি অন্য কাহাকেও ভজন করিব না। মৎপ্রাণনাথ সেই জগদীশ ম অপর আর কেহ নয়। হে মনরূপ লম্পট নিজের প্রাণনাথ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে অন্যত্র মন কেন লাগাইতেছ অর্থাৎ চঞ্চল মন আমার প্রতি কেন আসক্ত হইতেছ ?

এইভাবে বিভাবিত হয়ে পূর্বে নিজের ককনে খনন রাধাকুণ্ড সেই রাধাকুণ্ড দিকে গমন করিতেছেন এইস্থানে শ্রীলদাস গোস্বামীর ভাব যথা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতির উক্তি যেমন, তেমন আমাদের আগে শ্রীমতি রাধার চরণ প্রাপ্ত করিয়া তার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত করব। তাই বলিতেছেন হে স্বামিনি! তুমি আমার হৃদয়ে যদি একটিবার চিন্তার মধ্যে এসে দাঁড়াও স্বপ্নের মধ্যে এসে দাঁড়াও তবে তো আশ্বস্ত হব। হে স্বামিনী একটু সাড়া দাও। তোমার উৎকণ্ঠার জন্য সব কিছু তুচ্ছ মনে করি তোমার চরণ দিকে টানিয়া লইয়া যাও। তোমার চরণই আমার ধন। তুমি আমাকে কৃপারূপ প্রবল নৌকায় চড়াইয়া আমার ঘরে আমায় লইয়া চল।

সূর্যকুণ্ড

এই কুণ্ড শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে ৫ মাইল দূরে প্রচলিত নাম ভন্না

এই সূর্য্য কুণ্ড গ্রাম মোরনা খাক হয়।
দেখ সূর্য্য বিগ্রহ বিপিনে সূর্য্যালয়ে।
সখীসহ সূর্য্য পূজে রাই মহাসুখে।
কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কৌতুকে।
কৃষ্ণ প্রীতি দাতা এই সূর্য্য দয়াময়।

এক সময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এইস্থানে সূর্য্য পূজা করিবার জন্য গিয়াছিলেন কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া জটিলা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন কেননা পৌর্ণমাসী দেবীর আদেশ জটিলা শ্রীরাধিকাকে সূর্য্যপূজা করিতে না দিলে অমঙ্গল হইবে, জটিলা বলিলেন বৌমা বিলম্ব কেন ? শ্রীরাধারাণী বলিলেন আমি ভাল ব্রাহ্মণ পাইতেছি না। একজন চুবে ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গল আছে তাহার দ্বারা পূজা করিতে পারি কি ? তিনি বলিলেন হঁা, হঁা, তাই মধুমঙ্গল মন্ত্র পাঠক তথা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পূজোপকরণ প্রদানকারী হইলেন। বর্ত্তমান সূর্য্য কুণ্ডতীরে শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন। এক মাইল দূরে পেকু গ্রাম এবং পেকু গ্রামের দুই মাইল দূরে ভদ্রগ্রাম ইহার দেড় মাইল দূরে কোনাই গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার বিরহে দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কেও না আই এইজন্য অপভ্রংশ নাম কোনাই এই গ্রামের দেড় মাইল দূরে পূর্ব্ব পশ্চিমে বসতি গ্রাম।

—:০:—

রাধাকুণ্ড—

গোবর্দ্ধন হইতে ৩ মাইল দূরে তক বৃন্দাবন হইতে ১৫ মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত ইহা মুখরাই গ্রামের দুই মাইল দূরে অবস্থিত। আনন্দকন্দ বৃন্দাবনচন্দ্র বৃন্দাবনে রাসলীলা সমাপন করার পর শ্রীমতী রাধারানী সর্ব্বতীর্থে স্নান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ যখন কংস প্রেরিত বৃষভ রূপধারী অরিষ্টাসুরকে শ্রীকৃষ্ণ খধ করেন তখন শ্রীমতী রাধা বলিলেন গো-বধের দরুন সর্বতীর্থে স্নান করিতে হইবে। নচেৎ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না শ্রীকৃষ্ণ ইহা শ্রবণান্তর পদাঘাত দ্বারা সর্ব্বতীর্থ যুক্ত শ্যামকুণ্ড প্রকট করিলেন। শ্রীরাধারাণী শ্যামকুণ্ড প্রকট করিলেন। শ্রীরাধারাণী শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে আর একটি কুণ্ড খনন কবিলেন কিন্তু তাহাতে জল বাহির হইল না, তথা কোন তীর্থেরই আগমন হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডের জলে উহা পূর্ণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণ সহ মানসী গঙ্গা হইতে জল আনয়ন করিয়া রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করিলেন এই কারণে রাধাকুণ্ডে আর শ্যামকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। আরও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন বিগ্রহের নয়ন দুইটি হইল শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড।

১। এই আগে দেখহ আরিষ্ট নামে গ্রাম
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপম।
অরিষ্ট অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি
পর কৌতুকে বাধিলা শ্রীহরি।
কৌতুকে শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণরায়
হাসিয়া রাধিকা কহে ইহা না জুড়ায়।
যদ্যপি অসুর সে ধরয়ে বৃষাকৃতি
তারে বধ কৈলা হৈলা অপবিত্র অতি।
যদি সর্ব্বতীর্থ স্নান পরে করিবার তরে
সে ঘুচয়ে দোষ কহিল তোমায়।

হাসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ সুমধুর বাণী
এথাই করিব স্নান সর্ব্বতীর্থ আনি।
এত কহি পদাঘাত কৈল মহীতলে
পরিপূর্ণ হৈলা কুণ্ড সর্ব্বতীর্থ জলে।
নিজ নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ
সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণ করিলা স্তবন।

অরিষ্টাসুর বৃত্তান্ত যথা বৃহস্পতি শিষ্য বরতন্তু পূর্ব্বজন্মে একদিন দাম্ভিকতা বশতঃ গুরুকে অনাদর করিয়া পায়ের উপর পায় রাখিয়া বসেছিলেন, শিক্ষাগুরু কুপিত হইয়া বলিলেন মনুষ্য হইয়া বৃষভের মত কার্য্য করিতেছ সুতরাং বৃষভ হওয়া উচিৎ। তাই গুরু বাক্য সত্যতা রাখিবার জন্য বরতন্তুকে অরিষ্টাসুর হইতে হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া শ্রীরাধা-কুণ্ড প্রকট করিলেন।

এই রাধাকুণ্ড কালক্রমে ধান্যক্ষেত হইয়া তীর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে প্রকট করিলেন এবং কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া তিলক করিলেন।

২॥ রাধৈব কুণ্ডং দ্রাবতাং গতাভূৎ
কৃষ্ণেক্ষণানন্দে ভরেণ মন্যে।
কৃষ্ণোঽপি রাধেক্ষন মোদভরা
তেনৈব তন্নামগুণা দ্বিকুণ্ডী॥
তীর্থ লুপ্ত জানি সর্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান।
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করি দান॥
দেখ শ্রীনিবাস রাধা শ্যাম কুণ্ড।
চতুর্দ্দিকে বনশোভা মুনীন্দ্র সোহয়ে॥
৩। তথা অল্প জলে স্নান করি হর্ষ চিত্তে
শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানামতে।

লইয়া মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিলা
দেখি গ্রামীলোক মহা বিস্ময় হইল।
অরিষ্ট কুণ্ডকে শ্যাম কুণ্ড সবে কয়
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়।
এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন্য করে
রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে।
অহে শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডের মহিমা
পুরাণে বিদিত একা হিতে নাহি সীমা॥
এই কুণ্ডের মাধুর্য্য বর্ণনা বাহুল্যমাত্র—

মথুরা খণ্ডে যথা—

দীপোৎসবে কার্ত্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির চ।
দৃশ্যতে সকলং বিশ্বং ভুতে বিষ্ণুপরায়ণৈঃ॥

হে যুধিষ্ঠির কার্ত্তিক মাসে রাধাকুণ্ডে দীপ দান উৎসব করিলে বিষ্ণুভক্তজনগণ সকল বিশ্ব দেখিতে পায়।

এই কুণ্ডের মাধুর্য্য বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। এক সময়ে অহিন্দু দিল্লীর আকবরও অকস্মাৎ ভ্রমণ পথে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে বিশ্রাম করিয়া তাহার মনের ভাব পবিত্র হইয়াছিল। যাহাতে তিনি হিন্দুকন্যা বিবাহ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সৎসঙ্গ করিতে প্রারম্ভ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ এই কুণ্ডে স্নান করিয়া আশ্চর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন। একজন শেঠ বদরিকাশ্রম যাইতে ছিলেন শ্রীনর-নারায়ণ আদেশ করিলেন তোমার ধনদ্বারা রাধাকুণ্ড সংস্কার কর। তাই তিনি ব্রজমণ্ডলে এসে আরিষ্ট গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নিবেদন করিলেন এবং তাহার ধনদ্বারা এই রাধাকুণ্ডের সোপান নির্ম্মাণ তথা সংস্কার হইল।

কোন এক ধনি বদরিকাশ্রম গিয়া
প্রভুকে দর্শন কৈলা বহু মুদ্রা দিয়া।
নারায়ণ তারে আজ্ঞা করিল স্বপ্নেতে
মুদ্রা লৈয়া যাহ ব্রজে আরিষ্ট গ্রামেতে।
তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব প্রধান
তাঁর আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম।
যদি এই মুদ্রা তেঁহো না করে গ্রহণ
তবে এই কথা তাঁরে করাবে স্মরণ।
কুণ্ডদ্বয় জলের স্নান পানের লাগিয়া
করিয়াছ মনে তা করহ মুদ্রা লৈয়া।
এত কহি বিদায় করিল সেই ক্ষণে
আরিষ্ট গ্রামেতে তেই আইলা হর্ষমনে।
রঘুনাথ গোস্বামীর আগে গিয়া
প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সেসব কহিল।
শুনি রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিল
কতক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বার বার।
শীঘ্র কূণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার
শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইয়া।
সেইক্ষণে বহু লোক নিযুক্ত করিলা
শীঘ্র কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্ন মতে।
শ্যামকুণ্ড বক্র যৈছে শুন সব হিতে
শ্যামকুণ্ড তীরে এই বৃক্ষ পুরাতন।
সবে স্থির কৈল কালি করিব ছেদন
স্বপ্নে যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে।
বৃক্ষ রূপে মোরা পঞ্চ আছিয়ে এথাতে
কালি প্রাতে প্লাবন ঘাটে গিয়া।
করিবেন রক্ষা পঞ্চ বৃক্ষ বিরক্ষিয়া
স্বপ্ন দেখি রঘুনাথ রজনী প্রভাতে।

দেখে এক বৃক্ষ পঞ্চ বৃক্ষ ক্রমেতে
বৃক্ষের ছেদন সবে বারণ করিল।
এই হেতু শ্যামকুণ্ড চৌরস নহিল
নির্ম্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়
দেখি রঘুনাথ হৃষ্ট হৈল অতিশয়
দিবা রাত্রি রঘুনাথ বৃক্ষমূলে রহে।
কুঠির করিতে তাঁরে কভু ইচ্ছা নয়
একদিন সনাতন বৃন্দাবন হইতে।
এস আইলা শ্রীগোপাল ভট্টের বাসাতে
মানস প্লাবন ঘাটে চলিলেন স্নানে।
দেখে এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে
রঘুনাথ ধ্যানবেশে আছেন বসিয়া॥
ব্যাঘ্র বনে গেলা তার নিকট হইয়া
কতক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারিপানে।
দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে
ভূমেতে পড়িয়া সনাতন প্রণমিল।
সনাতন স্নেহবশে আলিঙ্গন কৈল
রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে।
বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটিরে
জানাইয়া বিশেষ গোসাই গেলা স্নানে।
কুটিরের আরম্ভ হইল সেই দিনে
অন্য হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে।
রহিলেন কুটিরে গোস্বামীর আজ্ঞামতে

ভক্তি রত্নাকরে যথা—

ওহে শ্রীনিবাস একদিন রঘুনাথ
ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদী দুগ্ধভাত।
হইল অজীর্ণ সেই ভাত অতিশয়
কৈছে দেহ ভার হৈল কেহ না বুঝয়ে।

শ্রীবল্লভপুত্র শ্রীবিঠলনাথ শুনি
দুই চিকিৎসক লৈয়া আইলেন আপনি।
নাড়ি দেখি চিকিৎসক কহে বার বার
দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহোঁ ইথে দেহ ভার।
শ্রীবিঠলনাথ কহে হইয়া বিস্ময়
দুগ্ধ অন্ন ইহারে সম্ভব কভু নয়।
রঘুনাথ কহে এই সুতত্য বচন
মানসে করিলু মুই দুগ্ধান্ন ভোজন।
শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার
ঐছে রঘুনাথ ক্রিয়া কি কহিব আর।
শ্রীদাস গোস্বামী আগে গেলা দোঁহে লৈয়া
শ্রীরাঘব পণ্ডিত সকল নিবেদিল।
শুনি দাস গোস্বামী চিত্তে হর্ষ হৈলা
শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামী চরনে
শ্রীনিবাস নরোত্তম আলিঙ্গন করি।
শ্রীনিবাস প্রতি কি কহিলা ধীরে ধীরে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা
তীরে প্রণমিতে যে উঠিতে তেঁহো কৈলা
একদিন সনাতন গোবর্দ্ধন হৈতে
এথা আইলা রূপ রঘুনাথ দেখিতে।
সনাতন শ্রীরূপ গোস্বামীপদ্য করয়ে রচনা
বেণীর উপমা দিল ব্যালিঙ্গনা ফণা।
সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়
দিল এ উপমা ইহা হয় বা নয়।
এত কহি আসিয়া নামিল কুণ্ড জলে
দেখয়ে বালিকাগণ খেলে বৃক্ষতলে।

বালিকা মস্তকে বেণী পিঠেতে লোটায়

সনাতন দেখে সর্প ভ্রম হৈল তারে।
বালিকার প্রতি কহে অতি ব্যাগ্র হৈয়া
মাথায় চড়য়ে সর্প পৃষ্ঠ দেশ দিয়া।
অবোধ বালিকাগণ হও সাবধান
এত করি নিবারিতে করিলা প্রয়ান।
সনাতনে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া
অন্তর্দ্ধান হৈলা সবে ঈষৎ হাসিয়া।
সনাতন বিহ্বল হইলা এইখানে
অস্থির হইয়া গেলা রূপ গোস্বামীর স্থানে
শ্রীরূপ কহে যে লিখিলা সেই সত্য হয়
শ্রীরূপ জানিল সনাতনের হৃদয়ে।
মনের আনন্দে শ্রীগোস্বামী সনাতন
কতক্ষণ রহিয়া গেলে গোবর্দ্ধন।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিবার কারণ যথা

শ্রীরূপ গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে
কহি কিছু আসিলেন যে কারণে।
ললিতমাধব বিপ্রলম্ভ সীমা যাতে
পূর্ব্বে দিয়াছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে।
গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে
হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পরিহরি
কভু ভুমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে ধরি।
থেমে থেমে নানা দশা হয় উপস্থিতে
সবে চিন্তা যুক্ত যবে হয়েন মুর্চ্ছিত।
শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি
দান কেলি কোমুদা বর্ণিলা শীঘ্র করি।
রঘুনাথে কহে ইহা কর আস্বাদন
পূর্ব্ব গ্রন্থ দেহে মোরে করিব শোধন।

রঘুনাথ গ্রন্থ রত্ন ছাড়িতে না পারে
শোধন করিব শুনি দিলা শ্রীরূপেরে।
দান কেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর।
সনাতন রূপ রঘুনাথ রীত যতঃ
অহে শ্রীনিবাস তা ক'হিব আমি কত ?
এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাস।
চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাস

আরও একদিন পুরীতে যখন তখন যথা—এই কুঞ্জের তীরে প্রধান ১০টি ঘাট তাহার মধ্যে প্রধান হইল সঙ্গম ঘাট।

সঙ্গম ঘাট - এই স্থানে শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ডের সঙ্গম স্নান হয়। মধ্যে সঙ্গমের সুড়ঙ্গ আছে সাবধানে স্নান করিতে হয় অজ্ঞভাবশত অনেকের বিপদ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে রাধাকুণ্ডের প্রাকট্য তিথি উপলক্ষ্যে স্নানের জন্য বহু লোকের আগমন হইয়া থাকে। দক্ষিণ তীরে শ্রীরাসবাড়ী ঘাট এই স্থানে শ্রীপাদ তিনকড়ি গোস্বামীর ভজন কুটির তথা চরণ চিহ্ন মন্দির দর্শন।

২। জাহ্নবা ঘাট এবং শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর সমাধি

কুণ্ডের উত্তর তীরে জাহ্নবা ঘাট। যখন শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন তখন এই স্থানে বসিয়া এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। সন্নিকটে শ্রীগোপীনাথ মন্দির এবং ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদের সমাধি দাস গোস্বামী সাক্ষাৎভাবে কুণ্ডে শ্রীমতী রাধারাণীর লীলা দর্শন করিয়া বিলাপকুসুমাঞ্জলী গ্রন্থ লিখিয়াছেন বর্ত্তমান শ্রীরাধাকুণ্ডের বিরক্ত-বাবাজী মহারাজাদের প্রধান আচার্য্য গাদি স্থান। মন্দিরের পশ্চিমে গঙ্গা ঘাট।

৩) পঞ্চপাণ্ডব ঘাট—ইহা শ্যামকুণ্ডের উত্তর দিকে, এখানে পঞ্চটি বৃক্ষ বিদ্যমান। নিত্যলীলায় ইহারা পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়া

কথিত। উত্তর দিকে শ্রীল দাস গোস্বামীপাদের তথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদের ভজন কুটির শ্রীরাধাবল্লভ ঘাটে পূর্ব্বে শ্রীগদাধর চৈতন্য মন্দির এবং শ্রীহরিবংশ গোস্বামীর উপবেশন স্থান।

৪) **মানস পাবন ঘাট**—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণে বিদ্যমান। এই ঘাট শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর অতিশয় প্রিয় বলিয়া কথিত। এই স্থানে শ্রীরাধারাণীর নিত্য লীলা মধ্যাহ্ন স্নান স্থান ইহা শ্যামকুণ্ডের বায়ু কোণে অবস্থিত।

৫) **ঝুলন ঘাট** ইহা রাধাকুণ্ডের পশ্চিম তটে অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন অভিনয় গ্রামব্রজবাসী কর্তৃক হইয়া থাকে। একটি বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে।

৬) **শ্রীজীবগোস্বামী ঘাট এবং ললিতা কুণ্ড**—শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে শ্রীজীব গোস্বামীপাদের ভজন কুটির এবং ঘাট, ললিতা বিহারী মন্দির রাস্তার অপর পার্শ্বে ললিতা কুণ্ড।

৭) **গয়া ঘাট**—শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে গোপকূয়া হইতে রাধাকুণ্ড যাইবার পথে। সন্নিকটে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের উপবেশন স্থান এবং অষ্ট সখী ঘাট।

৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাট এবং অষ্টসখীর ঘাট—
ইহা শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু এসে শ্রীকুণ্ড তীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। তমাল বৃক্ষযুক্ত অতি রমনীয় স্থান। রাধাকুণ্ড গ্রামের উত্তরে শ্রীভানুখোর। ইহা শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র শ্রীব্রজনাভ অরিষ্টাসুর বধের পর ঐ স্থানে নিজের নামে যে কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই কুণ্ড ব্রজনাভ কুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুণ্ড সংস্কার সময়ে দর্শন হয়।

৯) **ভ্রমর ঘাট**—এই ঘাটটি তমালতলা ঘাটের সংলগ্ন। সামনে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি মন্দিরে দর্শন।

১০) **গোবিন্দ ঘাট**—ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে বিদ্যমান। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই ঘাটে স্নান করার সময়ে রাধা গোবিন্দের ঝুলন লীলা দর্শন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত চাটু পুষ্পাঞ্জলীর বেণী ব্যালাঙ্গনা ফণা এই শ্লোকটির রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে যথা— শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীরাধা দামোদর মন্দির, শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি (ব্রজানন্দ ঘেরাতে) এবং ভক্ত নিবাস ভাগবত ভবন, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ভজন কুটির, তিন গোস্বামীর সমাধি, শ্রীগদাধরচৈতন্য মন্দির শ্রীগোবিন্দ মন্দির, শ্রীগিরিরাজ জিহ্বা, শ্রীরাধারমণ মন্দির, খোলিকুঞ্জ, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সমাধি, শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটির, শ্রীরাধা বিনোদ মন্দির, শ্রীবিশ্বম্ভর মন্দির, ব্রজবল্লভ মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, রাজবাড়ী, বিহারী মন্দির শ্রীনন্দিনীঘেরা, বড়কুঞ্জ, শ্রীগৌরাঙ্গ সংস্কৃত বিদ্যালয়. শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ বৈঠক, গোপকুয়া, মহাদেব, শ্রীসীতারাম মন্দির, তমালতলা মন্দির, বল্লভাচার্য্যবৈঠক, মদনমোহন মন্দির, মহাপ্রভু মন্দির বরাকুল্পী শ্রীচরনচিহ্ন, মন্দির, রত্নবেদী, হনুমান মন্দির ইত্যাদি।

গৌর ধাম—"যেখানে গৌরের নাম হয় সেই হইল গৌরধাম" এই রাধাকুণ্ডকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রকট করিয়াছেন সুতরাং সেই স্মৃতিতে শ্রীল ব্রজসুন্দর দাস বাবাজী মহারাজ গৌরভজন করিয়া শ্রীল পুরীদাস মহারাজের সমাধি মন্দিরকে উজ্জ্বল করিয়াছেন এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরাট শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীমুখ বিগলিত গৌর নাম যাহা শ্রীল পুরীদাস মহারাজ প্রচার করিয়াছেন তাহাই এই স্থানে অহর্নিশি সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে ১১নং ছিপি গলিতে শ্রীযুক্তা প্রণতি দেবীর নেতৃত্বে শ্রীযুক্ত দিবাকর মিশ্র আদি ভক্তবৃন্দদ্বারাও গৌর গুণ নাম হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাকুণ্ড সর্বদিকে নিরুপম। ললিতাদি অষ্টসখী রস মনোহর।

ললিতা কুঞ্জ—যেরূপ ব্রাহ্মণগণ দশদিগপালের পূজা করেন সেইরূপ ব্রজের সিদ্ধ প্রণালীতে গৌরভক্তবৃন্দ নাম ব্রহ্মযজ্ঞ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের সহিত অষ্টসখীগণের দশদিগপাল পূজারূপে ভাবনা করেন। এখানে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রমূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

বিশাখা কুঞ্জ—কুণ্ডের ঈশান কোণে এখানে রুদ্রপূজা ভাবনা।

চিত্রাকুঞ্জ—কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে এখানে নৈশাচরী মূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

চম্পকলতা কুঞ্জ—কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে এখানে কুবের মূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

রঙ্গদেবী কুঞ্জ—কুণ্ডের নৈঋত কোণে এখানে বরুণ মূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জ—কুণ্ডের পশ্চিম দিকে এখানে যম মূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

ইন্দুলেখা কুঞ্জ—বায়ু কোণে এখানে পবন মূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

সুদেবী কুঞ্জ—কুণ্ডের বায়ু কোণে মতান্তরে অগ্নিকোণে এখানে অগ্নিমূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

রূপমঞ্জরী কুঞ্জ—উপর দিকে এখানে ব্রহ্মা পূজা ভাবনা।

আনন্দমঞ্জরী কুঞ্জ—কুণ্ডের দক্ষিণে জলমধ্যে চন্দ্রকান্তমণি দ্বারা নির্মিত গৃহ সেতু মধ্য দিয়া গৃহ প্রবেশ দ্বার ইহা অগ্নিকোণে অনন্তদেব মূর্ত্তি পূজা ভাবনা।

সুবলানন্দ কুঞ্জ—কুণ্ডের বায়ু কোণে ভাবনা।

সুবলে কুঞ্জ শ্যাম কুণ্ডের উত্তরে।
তথা ঘাট মানস পাবন শোভা করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাতে শ্রীপাদ দাস গোস্বামী দ্বারা আমরা কিছু দুর্ল্লভ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ একদিন পুরীতে অবস্থান-কালে যথা—

প্রভু আগে স্বরূপে নিবেদিল আর দিনে
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে।
কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানো উদ্দেশে
আপনি শ্রীমুখে মোর কর উপদেশে।

মহাপ্রভু ঈশৎ হাসিয়া বলিলেন যদি আমার কথায় শ্রদ্ধা থাকে তবে বলি শোন—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

এই উপদেশ দ্বারা রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্য হইল এবং সিংহদ্বারে ভিক্ষার অপেক্ষা আর করিলেন না। মহাপ্রভু গোবিন্দ এবং স্বরূপের নিকটে ইহা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন।

প্রভু কহে ভাল কৈলে ছাড়িল সিংহদ্বার
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।

মহাপ্রভু তাঁর ভজন নিষ্ঠা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাকে গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালারূপ মহা সম্পদ দান করিলেন।

শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন থেকে এই দুই অপূর্ব বস্তু এনে মহাপ্রভুকে উপহার দেন। প্রভু তিন বৎসর যাবৎ ইহার দর্শন এবং শিরে ধারণ করিয়া পরমানন্দ রসে মগ্ন হতেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মনে করে প্রেমাশ্রুতে পুলকিত হতেন কিন্তু শেষে প্রভু রঘুনাথকে সেই প্রাণাধিক প্রিয় সম্পত্তি দান করেন।

এত বলি তারে পুন প্রসাদ করিলা
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিলা।

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ
ইহার সেবা কর স্তুতি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন
এক কুজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করে
তুইদিকে তুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জুরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জুরী দিবে শ্রদ্ধা করি
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখেন শিলায় ব্রজেন্দ্র নন্দন
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা।

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রায় ষোল বৎসর যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণান্তিকে অবস্থান করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং পরে মহা-প্রভুর অন্তর্দ্ধান পরে যখন ভক্তগণ শোকাতুর হইয়া হা গৌরাঙ্গ বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন তখন এই বিরহে রঘুনাথ অধীর হইয়া পড়িলেন এবং নীলাচলে থাকিতে না পারিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন।

হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ তোমার মহাপ্রভু
ইহা প্রভু রূপ সনাতন।
কান্দে গোঁসাই রাত্রি দিনে পুড়ি যায় তনু মনে
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার
বিরহে হইল জর জর।
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি
মুখে বাক্য না হয় স্মরণ
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম অশ্রু নেত্র পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ।

এই রাধাকুণ্ড তীরে নিত্য লীলা স্মরণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীপাদ দাস গোস্বামী ক্রন্দন করিয়া বলিতেছেন হা স্বামিনি। তোমার বিরহ যে আর সহ্য করিতে পারি না এই স্বামিনী সম্বোধনটি কি মধুর একটি আবেশময় ভাব। নিজেকে তুলনা মঞ্জরী বলিয়াই মনে করিতেছেন। শ্রীপাদ কাঁদিতে কাঁদিতে বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন বুকের বেদনা আবার নিবেদন করিতেছেন—

হা স্বামিনি! তুমি ছাড়া এই বিশ্বে যে আর আমার কেহ নেই। কাকে নিয়ে থাকব? তোমার দর্শন ও সেবাবিহীন জীবন ভার যে আর বহন করতে পারি না। তোমার দর্শন বিনে অধন্য এই রাত্রি দিনে এই কাল না যায় কাটান।

হে রাধে ক্কাপি ক্কাসী—আমি তোমার দীনা দাসী তাই তোমার সাক্ষাৎ সেবার অভাবে বুকে এত জ্বালা।

শ্রীরাধারাণী যখন মান করে বসেছেন তখন মান প্রসাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীবেশ ধারণ করে এসেছেন শ্রীমতীর ইঙ্গিতকে মঞ্জরী ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন।

স্ত্রীবেশে মঞ্জরী শ্রীমতি রাধারাণীকে বলিতেছেন হে রাধিকে তুমি মানিনি হইলেও সেই ধূর্ত্তের মুখ আমি আর দেখিব না তার সব চাতুরী বুঝিতে পারি নিজ শঠতা স্মরণ করিয়া শীঘ্র কুঞ্জ হইতে সরিয়া পড়।

একদিন রাস নৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাইতেছেন স্বামিনীও নৃত্য করিতেছেন এমন সময়ে শ্রীমতীর এক চরণ নুপূর খসিয়া গিয়াছে প্রেমময়ীর নুপুর ঝঙ্কারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

কৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্য প্রকাশ করিতে করিতে সকলের অলক্ষ্যে শ্রীমতির চরণে নূপুর পরাইয়া দিলেন। ইহাই রাধারস মাধুরী আস্বাদন।

হে স্বামিনি বৃন্দাবনেশ্বরি।

তোমার বিরহানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে

অত্যুৎকটে সহিতে না পারি

আমি যে অধমাদাসী সদা দুঃখ নীরে ভাসি
হইয়াছি কাতর অন্তর।

শ্রীপাদ দাস গোস্বামী তাহার বিপ্রলম্ভ রসপূর্ণ হৃদয় নিযুক্ত হইতে বিলাস কুসুম চয়নকরতঃ অশ্রুনীরে সিক্ত করিয়া তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে মন সমর্পণ করিয়াছেন। তাই ক্ষণকালও তিনি শ্রীরাধার বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ। তিনি শ্রীরাধার সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবার নিমিত্ত মহাপ্রেমবতী সেবিকার ন্যায় ব্যাকুল হইতেছেন! দিন দিন তাঁহার অন্তর শ্রীরাধার বিশাল বিরহ দাবানলে দগ্ধ হইতেছিল সেই আগ্নেয়গিরি সদৃশ বিরহের সুতীব্র অনল রাশি বিলাপের মধ্য দিয়া বিলাপ কুসুম-অঞ্জলীতে উদ্‌গীর্ণ হইয়াছে।

দেবি দুঃখ কূল সাগরোদরে ডুযমানমতি দুর্গতং জনম্
তৎ কৃপা প্রবল নৌকয়াদ্ভুতং প্রপয় স্বপদপকত্যজ্বালয়ম্

অর্থ—হে রাধিকে! আমি দুঃখ সমূহ রূপ দুষ্পার সাগরের মধ্যে পড়িয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় অতি দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াছি তুমি স্বীয় কৃপারূপ প্রবল নৌকার দ্বারা আমার স্বীয় অপূর্ব্ব পাদপঙ্ক চালিয়ে নিয়া যাও।

শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী শ্রীরাধারাণীর বিরহ দুঃখে অতি দুস্তর সিন্ধুর মতই মনে করিতেছেন। এই দুঃখ সিন্ধুর তুলনা বিশ্বে নাই। প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত জগতের দুঃখ রাশি ইহার কোন ধারনাই দিতে পারে না। এই হইতেছে রাধাকুণ্ডের বৈচিত্র।

একদিন গৌরী (পার্বতী) শিবের নিকটে প্রশ্ন করিলেন উজ্জ্বল নীলমনিতে বর্ণন যথা—

হে শিবে লোকাতীত অর্থাৎ অনন্ত বৈকুণ্ঠ গর্ত ও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গর্ত রাত্রিকাল সম্বন্ধীয় সুখ দুঃখ যদি ভিন্ন রূপে রাশিকৃত হয় তবু তাহা শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ দুঃখের সিন্ধুর বিন্দুর সহিতও তুলনীয় হইতে পারে না ইত্যাদি।

শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে মুখরাই গ্রাম হয়।
তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়॥
রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা।
তাই এই বাসস্থান জানে সর্ব্বজনা॥

মুখরাই - রাধাকুণ্ড হইতে ৩ মাইল দূরে এবং বসতি গ্রামের দুই মাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত এখানে শ্রীমতী রাধারাণীর দিদিমার মুখরীর পিত্রালয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ড ও বাল্য লীলা দর্শনীয় এই নামানুসারে এই গ্রামের নাম মুখরাই বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কুসুম সরোবর—শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে দেড় মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিমে এই স্থানে কুসুম পুষ্প চয়ন ছলে শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয়।

দেখহ কুসুম সরোবরো এই বনে
দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুম চয়নে।

উদ্ধব কুণ্ড—সরোবরের পশ্চিমে দক্ষিণাংশে শ্রীউদ্ধবের কুণ্ড এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ অষ্টমহিষীদের সঙ্গে শ্রীউদ্ধবের সন্নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

নারদ কুণ্ড—ইহা কুসুম সরোবরের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে বিদ্যমান।

এই যে নারদ কুণ্ড নারদ এখানে।
তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥

রত্ন-সিংহাসন—ইহা কুসুম সরোবরের সম্মুখে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মণির সহিত শঙ্খচূড়ের প্রাণ অপহরণ করিয়া ছিলেন। আরও হোলীর সময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত গিরিরাজ তটে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সখীগণের সহিত বিবিধ হাস্য পরিহাস্য করিতেছিলেন এমন সময়ে শ্রীমুখরা নিজ নাতনী শ্রীরাধিকাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এক নিবিড় কুঞ্জমধ্যে লুকাইয়া গেলেন এবং বংশ প্রেরীত এক যক্ষে

শঙ্খচূড়া, শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

না পাইয়া শ্রীরত্ন সিংহাসনে বিরাজমান শ্রীরাধিকাতে সিংহাসন সহিত মস্তকে লইয়া দ্রুত পলায়ন করেন ললিতাদি সখীগণ ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলেন আমাদিগকে রক্ষা কর। তাই কৃষ্ণ শঙ্খচূড়াকে মুষ্টি প্রহার দ্বারা শঙ্খচুড়ার মণিসহ অপহরণ করিলেন ততঃ শ্রীকৃষ্ণ মণিকে বলদেব হস্তে প্রদান করিলেন বলদেব মধুমঙ্গলের দ্বারা শ্রীরাধার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর ললিতাদি সখিগণ স্বামিনী শ্রীরাধার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

এই যে নারদ কুণ্ড নারদ এখানে
তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে ॥

ইন্দ্রবেদী—ব্রজবাসীদের এইস্থানে ইন্দ্র পূজা হইয়াছিল ইহা গোবর্দ্ধন গ্রামের পূর্ব্বদিকে বিরাজিত। উত্তর দিকে ঋণ মোচন কুণ্ড। নন্দ মহারাজ প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশীতে ইন্দ্র পূজা করিতেন।

ভক্তিঃ রত্নাঃ যথা—
ইন্দ্র ধ্বজ বেদী এই এথা নন্দ রায়।
করিতেন ইন্দ্র পূজা সর্ব্বলোক গায় ॥

উদাঃ শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম ২৪ অধ্যায়

গোবর্দ্ধন—গাং বৰ্দ্ধয়তীতি গোবৰ্দ্ধনং অর্থাৎ গো সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় যাহাকে পূজা করিলে। সহস্রশীর্ষ রূপে নারায়ণ এই পর্ব্বত রূপে বিরাজমান। গোবর্দ্ধনের আকৃতি ময়ূরের ন্যায় পুচ্ছ পুছরী গোবিন্দ কুণ্ড মুখ কুসুম সরোবর, নয়ন রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন তখন হ্লাদিনী শক্তি রাধা বলিলেন যেখানে বৃন্দাবন যমুনা এবং গোবর্দ্ধন আছেন সেখানেই চল এই কথা জানিয়া শল্মলী দ্বীপে দ্রোণাচর্য্যের পত্নীগর্ভে গোবর্দ্ধন জন্ম হইলেন ভগবানের। জহ্নু হইতে বৃন্দাবন বামস্কন্ধ হইতে যমুনা প্রকট হইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে আসিয়াছিলেন যথা— গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হইল দণ্ডবৎ।

এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আগমন যথা—

যমুনা বিশ্রাম ঘাটে করি জল কেলি।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বুলে হঞা কুতুহলী॥

ক্রীড়ত্যতস্রং স্বয়মেব যত্রস কেন বর্ণো হরিদাস বর্য্যঃ॥

আরও একটি উপাখ্যান যথা—এক সময়ে পুলস্ত্য মুনি তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে দ্রোণাচলেতে পৌঁছিলেন এবং গোবর্দ্ধনকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিবার জন্য গোবর্দ্ধনের পিতার কাছে ভিক্ষা মাগিলেন যদ্যদি গোবর্দ্ধনের মাতার ইচ্ছা ছিলনা তথাপি মুনির অভিশাপ ভয়ে গোবর্দ্ধনকে মুনিকে দিয়া দিলেন। গোবর্দ্ধন বলিলেন মুনি তুমি আমাকে স্কন্ধে ধারণ করিয়া কাশী লইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ কিন্তু রাস্তায় যেখানে রেখে দিবে সেখান হইতে আমি আর যাইব না। মুনি তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। যখন বৃন্দাবনে পেঁীছিলেন তখন গোবর্দ্ধন বিরাট রূপ ধারণ করিয়া ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় মুনি আর লইতে পারিলেন না নীচে রাখিয়া লঘু সংখ্যা শৌচ করিতে গেলেন। পরে যখন উত্তোলন করিতে ইচ্ছা করেন তখন গোবর্দ্ধন বলিলেন মুনি প্রতিশ্রুতি কি ছিল এখন তুমি একাই কাশী যাও আমি বৃন্দাবনে থাকিব। আমার দুই নয়ন স্বরূপ শ্রীরাধা কুণ্ড শ্যামকুণ্ড এই তীর্থে সকলে স্নান করিলে আমাদের তীর্থ পর্যাটন সফল হইবে এবং আমি শ্রীগোলক বিহারী যুগল কিশোর লীলা মাধুরী দর্শন করিব। মুনি বলিলেন যখন আমার অভীষ্ট পূরণের জন্য কাশী গমন করিলে না তখন হে গোবর্দ্ধন তুমি প্রতিদিন এক তিল সদৃশ লঘু হইয়া থাকো। তাই গোবর্দ্ধন মুনির শাপ শিরধার্য্য করিয়া এতটা লঘু হইয়া নীচে দ্রবীভূত হইতেছেন যে এখন মাত্র ১০০ ফুট উচ্চ আছেন। যে গন্ধমাদন পর্ব্বত, হনুমান লক্ষণ শক্তি ভেদন সময়ে এনেছিলেন তাহাই শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন। গিরিরাজ মুখারবিন্দ মানসীগঙ্গা সন্নিকটে বিদ্যমান।

মানসী গঙ্গা—ইহা কুসুম সরোবরের দেড় মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম কোনে অবস্থিত। ব্রজবাসীদের মানসিক গঙ্গাকে মানস গঙ্গা

বলা হয়। বহুকাল হইতে ব্রজবাসীগণ ইন্দ্রের পূজা করিয়া আসিতেন একদিন কৃষ্ণ বলিলেন পিতা কর্ম্মফল দাতা ঈশ্বর, ইন্দ্র কেবল বর্ষাজল দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্যদাতা না দিলে কত প্রকারে বাধা বিঘ্নদ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মা যশোদা বলিলেন বাবা ঐরূপ তত্ত্ব উপদেশ কোথা হইতে প্রাপ্ত করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমি গোচারণ সময় সাধু মাহাত্মাদের মুখ হইতে শ্রবণ করেছি। সমস্ত ব্রজবাসী ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে গোবর্দ্ধন পূজা করিলেন, ইন্দ্র পূজা বন্ধ হওয়ায় ইন্দ্র কোপ হইয়া সাতদিন পর্য্যন্ত মুষল ধারাতে বর্ষা করিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধনকে বাম অঙ্গুলীদ্বারা উত্তোলন করিয়া ধারণ করিলেন তাহার নীচে গো গোপ গোপীগণ দণ্ডায় মান হইলেন তাহাতে কাহার কিছুই ক্ষতি হইল না সেই সময়ে অগস্ত্য ঋষি কৈলাশে পার্বতীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে জল মাগিলেন পার্বতী বলিলেন তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে জল পান কর তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া ইন্দ্রের বর্ষাজল সমস্ত পান করিয়া লইলেন এই কারণে ব্রজে ইন্দ্রের বর্ষাজলধারায় কোন অনিষ্ট হইল না। পরে ইন্দ্র আসিয়া ভগবান কৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ক্ষমা মাগিলেন এবং স্বর্গের আকাশ গঙ্গা জলে অভিষেক করিলেন। এই অভিষেক আকাশ গঙ্গা জলের নাম মানস গঙ্গা নামে খ্যাত। সর্ব তীর্থই এখানে অবস্থিত।

যখন নন্দবাবা প্রভৃতি গোপগণ গঙ্গায় স্নানের জন্য গোবর্দ্ধন সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাস করিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীগঙ্গাদেবী তথায় প্রকট হইয়াছিলেন। আরও ঐস্থানে শ্রীরাধা গোবিন্দের নৌকা বিলাস হইয়াছিল যখন পৌর্ণমাসীর ইচ্ছায় ব্রজবধূগণ গোবিন্দ কুণ্ডের যজ্ঞে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসায় যজ্ঞে চলিলেন, এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নৌকা লইয়া মানস গঙ্গা তীরের ঘাটে নাবিক

হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এ সময়ে আমি তোমার জন্য লোক রাখিয়াছি।

এই চক্র তীর্থ দেখ ওহে শ্রীনিবাস।
ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা ক্রীড়া এইখানে।
অহে শ্রীনিবাস গোস্বামী সনাতন।
চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিত এখানে।

চকলেশ্বর (চক্রেশ্বর) মহাদেব—ইনি গোবর্দ্ধন ক্ষেত্রপাল শিব মানসী গঙ্গার উত্তর তটে বিদ্যমান।

শ্রীসনাতন গোস্বামীভজন কুটির—এই স্থানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আষাঢ় পুর্ণিমার দিন অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন পরে ব্রজবাসীগণ সঙ্কীর্ত্তন মুখে বৃন্দাবনে লইয়া সমাধি দিয়া গোবর্দ্ধনে আগমন করতঃ মাথা মুণ্ডন করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়াছিলেন, এই কারণে মুড়িয়া পূর্ণিমা বলা হয়।

প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা ত'রে।
ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ ঐছে শক্তি করে।
বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ।
গোপ বালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ॥
বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা।
অহে স্বামি যে কহি তা অবশ্য মানিবা।
সনাতন কহে কহ মানিব জানিয়া।
শুনি গোপ গোবর্দ্ধন চড়িলেন গিয়া॥
নিজপদ চিহ্ন গোবর্দ্ধন শিলা আনি।
সনাতন কহে পুনঃ সুমধুর বাণী॥
অহে স্বামী লহ এই কৃষ্ণপদ চিহ্ন।
আজি হৈতে করাবে ইহার প্রদক্ষিণ॥

সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে ইহার।
এত কহি শিলা আনি দিলেন কটিতে ॥
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন।
বালকে না দেখি ব্যগ্র হৈলা সনাতন ॥

অদ্যাবধি এই স্থান অর্থাৎ গৌর নিত্যানন্দ মন্দির হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন তথা রাধাকুণ্ড বৈষ্ণবগণ দ্বারা সংকীর্ত্তন পরিক্রমা উৎসব হইয়া থাকে। সন্নিকটে নূতন মহাপ্রভু মন্দির, শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি তথা ললিতা দাসজী মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয়।

শ্রীহরদেব মন্দির—মানসী গঙ্গার দক্ষিণ তীরে হরদেব মন্দির অবস্থিত এই সেবা শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ দ্বারা স্থাপিত। বায়ু কোণে ব্রহ্ম কুণ্ড ইহার তীরে মানসী দেবীর প্রাচীন মন্দির।

শ্রীদাম ঘাটী—ইহা শ্রীগোবর্দ্ধনের উপরিভাগে বিদ্যমান এই স্থানে নিত্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত দানলীলা শুল্ক আদায় রূপ প্রেম কলহানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা দান নিবর্ত্তক কুণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ সেই ভাবটি অবলম্বন করিয়া দানকেলী কৌমুদী রচনা করেছেন।

পরাশোলী – ইহার বর্ত্তমান নাম মহম্মদপুর গোবর্দ্ধন হইতে দূরে অবস্থিত। এখানে বসন্তে মহারাস হইয়াছিল।

ভঃ রত্না যথা—এই পরাশোলী গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
বসন্ত সময়ে এথা করিলেন রাস ॥

—উদ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম অঃ ২. পৃঃ

পৈঠগ্রাম—ইহা পরাশোলী গ্রামের দুই মাইল দূরে অবস্থিত এবং তিন মাইল দূরে বৎসবন। নামান্তরের চড়া ও পরাশোলীর বসন্ত রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইয়া পৈঠগ্রামের গুহামধ্যে চতুর্ভুজ হইয়া থাকিলেন। গোপীগণ চিনিতে না পারিয়া তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কৃষ্ণ কোথায়? একটি কদম্বরক্ষ বলিলেন এইত কৃষ্ণ, তাই কৃষ্ণ সেই বৃক্ষকে দুই হস্তে মুড়ে দিলেন এইজন্য

পৈঠ অথবা কৃষ্ণান্বষনী দিগকে নিজ দেহে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য পৈঠ করার জন্য পৈঠ নাম হইয়াছে। গ্রাবের বায়ু কোণে শ্রীনারায়ণ সরোবর এবং এঠো টেরা কদম্ব দর্শন। (বর্ত্তমান অপ্রকট)

চন্দ্র সরোবর—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সময়ে চন্দ্র এইস্থানে অমৃত বর্ষণ করেছিলেন।

এই দেখ চন্দ্র সরোবর অনুপম।
এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥

চন্দ্র সরোবরের নিকটে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক তথা দাউজী মন্দির। মথুরা হইতে ১১ মাইল দূরে আড়িং তথা হইতে পরা-শৌলী গ্রাম। - আনুর হইতে ৩ মাইল চন্দ্র সরোবর। পরাশৌলী গ্রামের পশ্চিম দিকে চন্দ্র সরোবর।

কদম্ব খণ্ডি—এই কদম্ব কাননে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন দ্বারা শ্রীরাধার সঙ্গে একান্তে মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করেন।

এই যে কদম্ব খণ্ডি কৃষ্ণ এইখানে।
চাহি রহে রাধিকা গমন পথ পানে ॥

গোবিন্দ কুণ্ড—আনুর গ্রামের সন্নিকটে তথা শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমার রাস্তায় গোবিন্দ কুণ্ড। আনুর গ্রামে অন্নকূট হয়েছিল। শ্রীগিরিরাজ প্রসন্নচিত্তে আনো আনো বলাতে আনোর গ্রাম নামে প্রচলিত। পূর্ব্বদিকে গৌরী কুণ্ড। যখন ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বর্গের কামধেনু সুরভির দুগ্ধদ্বারা যে অভিষেক করেছিলেন তাহার নাম গোবিন্দ কুণ্ড। এখানে স্নান করিলে সমস্ত প্রকার পাতক দূর হইয়া থাকে। গোবিন্দ কুণ্ড সন্নিকটে সুরভি কুণ্ড এবং রুদ্রকুণ্ড।

এই গোবিন্দ কুণ্ডের মহিমা অনেক—

এথা ইন্দ্র কৈলা গোবিন্দে অভিষেক
এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈলা নানামতে।
বহু ফল তীর্থ স্নান তর্পণেতে

মাধবেন্দ্র পুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে।
গোপাল দিলেন দেখা দুগ্ধদান ছলে।

গোবিন্দ কুণ্ডে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ অনাহারে বসেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপ ধারণ করিয়া হস্তে দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়া বলিলেন মাধবেন্দ্র তুমি লোকের কাছে চাহিতেছ না কেন? জল লইবার জন্য ব্রজ-মা গণ এসেছিলেন তাহারা আমার দ্বারা দুগ্ধ পাঠাইয়াছেন দুগ্ধ পান করে ভাণ্ডটা রাখিয়া দিবে পরে আমি এসে লইয়া যাইব। কিন্তু রাত্রি পর্য্যন্ত বালক না আসায় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ চিন্তিত ছিলেন, রাত্রে স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে একটি কুঞ্জে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন এই কুঞ্জ হইতে আমার সেবা প্রকাশ কর। পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীদিগকে লইয়া মাধবেন্দ্র পুরীপাদ মাটির তলা হইতে বিরাট গোপাল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আনুরাতে অন্নকুট উৎসব করিয়াছিলেন। সেই অন্নকূট উৎসব অদ্যাবধি যতি পুরাতে হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্ব সময়ে শ্রীগোপাল নাথদ্বারে চলিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান তথায় বিরাট ঐশ্বর্য্যে পূজিত হইতেছেন। পুরাতন মন্দির এখন গোবিন্দ কূণ্ডে দর্শন হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে।

শক্র কুণ্ড—ইহা গোবিন্দ কুণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। ইন্দ্র এখানে নিজের অপরাধ ক্ষমার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছিলেন ইন্দ্রের অনুতাপ জন্য অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া এই কুণ্ডতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

পাপনাশন কুণ্ড—ইহা ইন্দ্রধ্বজ বেদীর নৈঋত কোণে অবস্থিত। অপভ্রংশনাম নিবারী কুণ্ড। পরালোলী গ্রামে যাইবার পথে ইহা দর্শন হয়।

সখীথরা—এই গ্রামটি শ্রীগোবর্দ্ধন মানসীগঙ্গার উত্তরে অবস্থিত পূর্ব প্রচলিত নাম সখীস্থলী। শ্রীরাধার জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী শ্রীচন্দ্রাবলীর বাসগ্রাম। এক সময়ে যখন এই গ্রামে

শ্রীপাদ দাস গোস্বামী বিরহাবেশে অন্নাদি ত্যাগ করতঃ কুণ্ডবাসী

ব্রাহ্মণ প্রদত্ত মাঠা পান করিতেন সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলায় তথায় মাঠা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শপথ করাইয়াছিলেন যেন এই স্থানে চন্দ্রাবলী আর কোন দিন না আসে তাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন আমি রাধা ভিন্ন অন্য আর কিছু জানিনা তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। এই গ্রামের দেড় মাইল দূরে শক্রুরা গ্রাম তথায় চন্দ্রাবলী থাকুক।

পুচ্ছরি—শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বিগ্রহ স্বরূপ মদূরাকৃতি যেখানে পুচ্ছ তাহার নাম পুচ্ছরী ইহা গোবিন্দ কুণ্ড হইতে ১॥ মাইল দূরে দক্ষিণে। তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পুচ্ছরী লাঠা অপসর। কুণ্ড তথা শ্যাম ঢাকাতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের পোস্কা ইত্যাদি দর্শন এক মাইল উত্তরে শ্রীদাউজী মন্দির এবং সুরভী কুণ্ড উত্তরে ঐরাবত কুণ্ড ; রুদ্র কুণ্ড হরজ্বী কুণ্ড। জানা অজানা বৃক্ষ-শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ বেদী শ্রীহনুমান মন্দির দর্শন।

যতিপুরা—এখানে শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ দর্শন এবং বল্লবাচার্য্যের গাদি। এই মুখারবিন্দে কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদা দিন অন্নকূট হয়। কেহ কেহ গোপাল পুরা বলেন। এখানে শ্রীবল্লভাচার্য্যের শ্রীমদনমোহন শ্রীনবনীত প্রেয়সী ও মথুরেশ দর্শন হয়। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে বিলস্থু কুণ্ড।

ভদায়র গ্রাম—এই স্থানে শ্রীভদ্রা যুথেশ্বরীর বিলোপ স্থান।

মগহেরা গ্রাম—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের অপেক্ষায় সকলে ব্যাকুল হইয়া মগ্ন হইয়াছিলেন বর্ত্তমান চলতি নাম মঘেরা।

পাঠলি গ্রাম—শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে সখীগণ যুগল কিশোরের কাপড় গাঠি বন্ধন করিয়াছিলেন।

বিঠলের সেবা দেখে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ।
শ্রীবিঠল নাথ ভট্ট বল্লভ তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি কহিলে না হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসির শিরোমণি।
যাঁর তীর্থ পর্য্যটন ধন্য এ ধরণী
গাঠলী গ্রামতে গোপাল আইলা ছল করি।
তাঁরে দেখি নৃত্য গীতি গৌর হরি।

শ্রীগোগাল কুণ্ড ও গুলাব কুণ্ড—সখীগণ গুলাব খেলিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন।

এথা হোলি খেলি দোঁহেবৈসে সিংহাসনে।
সখী দুই বস্ত্র গাঠি দিলা সঙ্গোপনে।
সিংহাসন হইতে দোঁহে উঠিলা যখনে।
দেখয়ে বসনে গাঠি হাসে সখীগণে॥
ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঠি খুলি দিলা।
এই হেতু গাঠুলি এ গুলাব কুণ্ড বলে।

রেহজ গ্রাম—গাঠলি হইতে ৪ মাইল দূরে পশ্চিমে রেহজ গ্রাম। এই স্থানে ইন্দ্র সুরভি গাভিকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়াছিলেন।

কতোদূরে গিয়া শ্রীনিবাস পতি কয়।
এই দেখ রেহজ নামেতে গ্রাম হয়॥

সন্নিকটে দেবশীর্ষ কুণ্ড দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানে পূজা সেবা করিয়া কৃতার্থ হন। সেখানে বলভদ্র কুণ্ড এবং দাউজী মন্দির দর্শন।

প্রমোদনা গ্রাম (পরমাদরা)—এই প্রমোদনা গ্রামে কৃষ্ণ কুতুহলে। দিলেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরী সকলে। এই গ্রামটি দেবশী গ্রামের তিন মাইল য়ুরে বায়ূকোণে বিদ্যমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ সুন্দরীগণকে প্রমোদ প্রদান করেন। গ্রামের পূর্ব্বে চরণ কুণ্ড এবং উত্তর দিকে শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ড এবং উত্তরে সুদামা সখার মূর্ত্তি বিদ্যমান।

নিমগ্রাম—এই গ্রাম গোবর্দ্ধন হইতে দেড় মাইল দূরে এই স্থানে গোপীকাগণ শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসের রসিক হইয়া মুখ চুম্বনরস আস্বাদন করিয়াছিলেন।

পটল গ্রাম—দেখহ পটল গ্রাম এথা সখী সঙ্গে।
পটল পুষ্প চয়ন করেন রাই সঙ্গে ॥

নিম গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে পটল গ্রাম। এই স্থানে শ্রীমতী রাধা সখীদের সঙ্গে পটল পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। অষ্টসখীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুহল করিবার জন্য কৃষ্ণের লীলা করিয়াছিলেন এই জন্য নাম কুঞ্জের গ্রাম।

দিগলাঠাবন— গোবর্দ্ধন হইতে বাসে দিগ যাওয়া যায় ইহাকে লাঠাবন বলা হয়। এই স্থানের দৃশ্য মনোরম, সন্নিকটে ভরতপুর রাজার দুর্গ আছে। সন্নিকটে কুঞ্জের গ্রাম ইহা পটল গ্রাম হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার বায়ুকোণে পালিকা গ্রাম এখানে পালিকা নামে যুথেশ্বরীর বাসস্থান হেতু পলিগ্রাম হইতে নামকরণ হইয়াছে।

সুদামাপুরী (গোহান)—দিগ হইতে কিছুদূর যাওয়ার পর ডানদিকে সুদামাপুরী বর্ত্তমান নাম গোহান। তথা হইতে ৮ কিলোমিটার খোগ্রাম এবং ১২ কিলোমিটার বৃদ্ধ বদরী। কেহ কেহ বৃদ্ধ বদরী হইয়া আদি বদরী যাত্রা করেন।

সেউকন্দর - ইহা আদি বদরি হইতে দুই লাইল উত্তরে দুইটি পর্ব্বতের মধ্যভাগে বিরাজিত। ইহার ৪ মাইল দূরে ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা স্থান অর্থাৎ ইন্দ্রালী গ্রাম।

আদিবদরি—দিগ হইতে সুদামাপুরী হইয়া আদি বদরি যাওয়া যায়। আরও আলিপুরের দেড় মাইল নৈঋত কোণে বিরাজমান রাস্তায় দুই মাইল দূরে সেতু বন্দনা নামক স্থানে ব্রজবাসীগণ শ্রীনারায়ণ দর্শন কবিতে অভিলাষ করেন তাই শ্রীআদি বদরিতে শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম চতুষ্পার্শে পাহাড় মধ্যে সমতল ভুমি এবং বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। মন্দিরের পশ্চিমে অর্দ্ধমাইল দূরে সুগন্ধি শিলা হরকীপেড় দর্শন।

এই স্থানই শ্রীনারায়ণের তপস্যা স্থান। ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরাগণ যখন তপস্যা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারেন নাই। শ্রীনারায়ণের বাম উরুতে উর্ব্বশী সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রের দর্প নষ্ট করেন। পরে নারায়ণ বলিলেন, তোমাদের সামর্থ নাই আমার তপস্যা নষ্ট করিতে। তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে যখন আমি শ্রীকৃষ্ণ অবতার লইব। তাই সেই ষোল সহস্র অপ্সরাগণ কতিপয় গোপীদের মধ্যে গণ্য। এই মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই বামভাগে প্রাচীন ভগ্নাংশে শ্রীমালা দেবীর মন্দির এবং মন্দিরের সম্মুখে তপ্ত কুণ্ড। শ্রীবদ্রীনারায়ণের বিগ্রহের এক পাশে কুবের ভাণ্ডারী। অপর পার্শ্বে অন্নপূর্ণা দেবী চতুর্ভূজ রূপে বিরাজমান। দক্ষিণে শ্রীউদ্ধব, গণেশ পার্ব্বতী, মহাদেব বৃষভ ইত্যাদিও বিরাজিত।

শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত নিগূঢ় ঝুলন যাত্রাও স্মৃতি করাইয়া দেয়। একসময়ে গোবিন্দের আগমন দেরী দেখে শ্রীমতি রাধারাণীকে দোলায় বসাইয়া, সুমধুর স্বরে গান করিতেছিলেন এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমন দেখিয়া পরমাদরে ঝুলনেতে ঝুলাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্যাম সুন্দরের ইঙ্গিতে যখন সখিগণ জোরে ঝুলাইতে লাগিলেন তখন শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিলেন। সখিগণ দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। এইজন্য এখানে সাত দিন ঝুলনযাত্রা হইয়া থাকে।

কেদার—ব্রজমণ্ডলের সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান। সেইজন্য যাহারা দুর্গম কেদার গমন করিতে অসমর্থ হন, তাহারা এই পরিক্রমা রাস্তায় কেদার দর্শন করিয়া থাকেন।

এই কেদারনাথ পশপের পাঁচ মাইল পশ্চিমে পশপ হইতে কেদারনাথ যাইবার সময় রাস্তায় বালীগ্রাম হইয়া যাইতে হয়। কিছুটা উচ্চ পাহাড় উপরে শিলা কন্দরে শ্রীপার্ব্বতী দেবী সহ বিরাজমান দর্শন। ইহার দুই মাইল ঈশান কোণে শ্রীচরণ পাহাড়ী এবং ৬ মাইল ঈশান কোণে কামবন।

কাম্যবন—চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবো যমলোকে মহীয়তে ॥

এই কাম্যবন বন সমূহের মধ্যে অত্যুত্তম চতুর্থ বন হয়। এই বনে গমন করিলে মনুষ্য আমার লোকে পূজিত হয়। এই কল্পে ভগবানের এই স্থানে রাস হইয়াছিল। এই কারণে এই বন উত্তম বন হয়। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলা করেন তখনও এই স্থানে মা যশোদার পিত্রালয় ছিল। বর্ত্তমানে এখানে বিভিন্ন দর্শন আছে। যথা কামেশ্বর শিব' শ্রীবৃন্দা দেবী, শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ইত্যাদি।

শ্রীবৃন্দা দেবীকে যখন গোরুর গাড়িতে আরোহন করাইয়া বৃন্দাবন হইতে জয়পুর লওয়া হইতেছিল তখন রাস্তায় সেই গাড়ি আসিয়া কাম্যবনে পেঁাছিলে দেবী বলিলেন, আমি ব্রজের বাহিরে যাইব না। তাই অদ্যাবধি কাম্যবনে বাস করিতেছেন। ভক্তি রত্নাকরে উদাহরণ যথা—

দেখ যশোদার কুণ্ড পরম নির্ম্মল।
এথা গোচরয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল ॥
এই কাম্যবন কৃষ্ণ লীলা মনোহর।
করিতে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর ॥
অহে শ্রীনিবাস দেখ বিষ্ণু সিংহাসন।
শ্রীচরণ কুণ্ড এথা ধুইল চরণ ॥

বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ার শুক্রবারে এই সিংহাসনে শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মী দেবীর বিবাহ লীলা হয়।

কি বলিব অহে এই স্থানের মহিমা।
ব্রহ্মাদি বলিয়া যার নাহি পায় সীমা ॥
দেখ মহাতেজ ময় শিব কামেশ্বর।
গরুড় আসন স্থান অতি মনোরম ॥
এই ধর্ম্মকুণ্ড ধর্ম্মরূপে নারায়ণ।
এথা বিলসয়ে শোভা না হয় বর্ণন।

এইত বিশোকা নাম দেবী সবে জানে।
পঞ্চ পাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এই খানে ॥
এই মনিকর্ণিকা সকল লোক গায়।
বিশ্বনাথ প্রভাবাদি অনেক এথায় ॥
এ বিমল কুণ্ড স্নানে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
এথা প্রাণ ত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় ॥
বিমলা কুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়।
এথা শ্রীবিমলা দেবী রহেন সদায়।

আদি বরাহ পুরাণে বিমলা কুণ্ড সম্বন্ধে বলিতেছেন বিমলা কুণ্ডে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপের মোচন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির এই কুণ্ডতীরে মৃত্যু হয় সে ভগবৎ ধাম প্রাপ্ত হয়।

বিমলস্থ চ কুণ্ডে চ সর্ব্বং পাপং প্রমুচ্যতে।
যস্তত্র মঞ্চতি প্রাণান মম লোকং স গচ্ছতি ॥

কাম্যবনে বহু কুণ্ড প্রায় লুপ্ত ভাবে আছেন দর্শন হয়। ধর্ম্মকুণ্ড পঞ্চপাণ্ডব কুণ্ড, নারদ কুণ্ড, কামনা কুণ্ড, সেতুবন্ধ কুণ্ড, লুকলুকান কুণ্ড, তপ্ত কুণ্ড, শ্রীচরণচিহ্ন, ঘোষরাণী কুণ্ড, বিহ্বল কুণ্ড, শ্যাম কুণ্ড, শ্রীললিতা কুণ্ড, বিশাখা কুণ্ড, মান কুণ্ড, মোহিনী কুণ্ড, দোহনী কুণ্ড, বলভদ্র কুণ্ড, সুরভী কুণ্ড, চতুর্ভুজ কুণ্ড, শ্রীনৃসিংহ কুণ্ড, মধুসূদন কুণ্ড, রোহিনী কুণ্ড, গোপাল কুণ্ড, গোদাবরী দেবকী কুণ্ড, লক্ষ্মী কুণ্ড, কমমৃখণ্ডী, স্বর্ণহার গ্রাম রত্ন কুণ্ড ইত্যাদি আরও দর্শনীয় স্থান ক্রমশ শ্রীবৃন্দা দেবী, শ্রীসত্যনারায়ণ, শ্রীনৃসিংহ দেব, শ্রীবলদেব, নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব, শ্রীগোবর্দ্ধননাথ, শ্রীকাম্যবনবিহারী, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবিমলা দেবী, মুরলী মনোহর, শ্রীগঙ্গাজী, শ্রীগোপালজী, শ্রীবিহারী জীউ।

কাম্যবন পরিক্রমায় দর্শন সময়ে প্রথমে শ্রীবৃন্দা দেবী দর্শন করিতে হয়। তৎপরে ক্রমশ ধাম কুণ্ড, পরশুরাম কুণ্ড, দাবরী কুণ্ড মাধুরী কুণ্ড, কেবল কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড শ্রীসত্যনারায়ণ, কামকিশোরী,

সূর্য্যনারায়ণ, গোপালজীউ লক্ষ্মীনারায়ণ, বিহারী জীউ সীতারাম জীউ. বৈদ্যনাথ মহাদেব, ছোটরামজীউ, ছোটদাউজী. ধর্ম্মরাজ বড়দাউজী. কামেশ্বর মহাদেব, শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীমদনমোহন জীউ শ্রীগোকুলচন্দ্রমাজী, নবগ্রহ, লক্ষ্মীনারায়ণ, চিত্রগুপ্ত, হনুমানজী গঙ্গা বিহারী. শ্রীরামলালা, শ্রীগোপালজী, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন নাথ, শ্বেতবরাহদেব প্রভৃতি দর্শনীয়।

যখন মা জহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীরামাই প্রভু এবং উদ্ধারণ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন করেন তখন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি আদর সম্মানের সহিত শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন প্রভৃতি দর্শন করান এবং জাহ্নবী মাতা ঠাকুরাণী শ্রীমুখের কথা শ্রবণ করেন। তৎপরে রাধাকুণ্ডাদি দর্শন করিয়া পুনঃ কাম্যবনে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করার সময়ে শ্রীগোপীনাথকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীবিগ্রহেতে লীন হইয়া যান। এই কারণে শ্রীগোপীনাথের বাম পার্শ্বে মা জাহ্নবীর শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান ও বিদ্যমান থাকে।

ব্যোমাসুর গোম্ফা, ভোজনস্থলী—ব্যোমাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত এই স্থানে ভোজনলীলা প্রকাশ করেন। কাশীতে ভীমরথ নামক একজন বিষ্ণুভক্ত দানী রাজা ছিলেন। তিনি শেষজীবনে পুত্রকে রাজ্য দিয়া মলয়াচলেতে আশ্রম করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন পুলস্ত্য মুনি শিষ্যমণ্ডলির সহিত সেই আশ্রমে আসিলেন রাজা তপস্বী অভিমানে মুনিদের সৎকার করিলেন না। তখন মুনি কুপিত হওয়ায় ভীমরথ রাজাকে ব্রজে ব্যোমাচর হইতে হইল। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত ছিলেন বলিয়া ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া আনন্দে সখাগণের সহিত ভোজন করিলেন।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে---একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখীগন সঙ্গে গোচারণছল করিয়া কাম্যবনে আগমন করিয়া এবং সখাগণ সঙ্গে চৌর্য্য খেলা আরম্ভ করিলেন। কোন কোন সখা কম্বলাদি নীল রং

শরীরে ঢাকা দিয়া মেষাদি সাজিলেন আর কেহ চোর হইয়া তাহা অপহরণ করিলেন। কোন সখা সেই অপহরণ চোরকে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্নিকটে লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে কৃষ্ণ তোমাকে আমরা রাজা সদৃশ মানিতেছি সুতরাং তুমি বিচার কর।

চোরগণ বলিলেন আমাদের মেঘ অপহরণ কারণ কন্দ শস্য আয়ে আমরা সহ্য করিতে পারি না এই কারণে ঐরূপ করেছি। তখন মধুসূদন বলিলেন ইহাদের দুই পক্ষের দোষ। অতএব উভয়কেই দণ্ড দিতে হইবে। তবে যদি কিছু কিছু আমাকে দিতে পারে, তাহলে ছেড়ে দিতে পারা যায়। এইরূপ বার্ত্তালাপ সময়ে ময়পুত্র ব্যোমাসুর দূর হইতে শ্রবণ করিয়া মায়া রূপ ধারণ করে সেই মেষরূপী অভিনয়কারীদিগকে চুরি করিয়া লইলেন এবং নিজ বাসস্থান গোম্ফাতে রাখিয়া পাথরে মুখ বন্ধ করিয়া আসিলেন। সখাগণ খেলাতে বিভোর থাকায় জানিতে পারেন নাই। পরে যখন প্রায় পাঞ্চ বালক দেখিলেন তখন ভগবানের সন্দেহ হইল এবং তিনি দেখিতে পারিলেন ব্যোমাসুরও বালক রূপ ধারণ করিতেছে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া সিংহের মত সেই অসুর গলা ধরিয়া তলায় ফেলিলেন তখন সে পর্ব্বত আকারে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিল তাতে ভগবান হাত ধরিয়া মাটিতে আছাড় দিয়া মুক্তি প্রদান করাইলেন, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ভোজন স্থানীতে ভোজন করিলেন সন্নিকটে কয়েকটি কুণ্ড বিদ্যমান যথা পুণ্ডরিক, অপ্‌সরা, দেবহৃদি ও ক্ষীর সাগর, নিকটে শ্রীচৈতন্য কুণ্ড, গুপ্তগঙ্গা নৈমীষ তীর্থ হরিদ্বার কুণ্ড, অবন্তিকা কুণ্ড, মৎস কুণ্ড, গোবিন্দ কুণ্ড. নৃসিংহ কূণ্ড, প্রহ্লাদ কুণ্ড, গোপাল কুণ্ড ইত্যাদি কাম্যবন হইতে দর্শনীয়।

উচগাঁত্তি—সনেরা হইতে তিন মাইল দূরে তথা বর্যানা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বিদ্যমান এখানে বলদেবের প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। গ্রামের নৈঋত কোণে শ্রীনারায়ণ ভট্টের সমাধি তাহার উত্তরে ত্রিবেণু কূপ তাহার নৈঋতে আলতা পাহাড়ী ইহাকে

বিহ্বলী এবং বিচিত্র শিলা খণ্ড বলা হয়।

বজেরা—এই গ্রাম কাম্যবনের দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীরাধারাণীর সখী শ্রীরঙ্গদেবী ও সুদেবী এই দুই বোন জমজরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

বর্ষাণা—উচ্চা গ্রাম হইতে ১ মাইল দূরে বর্ষাণা। বৃন্দাবন হইতে অথবা গোবর্দ্ধন হইতে সোজা বাসে বর্ষাণা যাওয়া যায়। যখন কংস ভয়ে শ্রীনন্দ মহারাজ নন্দগ্রামে বাস করেন তখন বৃষভানু রাজাও রাবল পরিত্যাগ করিয়া বর্ষাণাতে বাস করেন। পাহাড়ের উপরে বৃষভানুপুর এই মন্দির যে পাহাড়ের উপরে বিদ্যমান তাহাকে ব্রহ্মগিরি বলেন। এখানকার সেবা বহু প্রাচীন কাল হইতে ছিল, কিন্তু মন্দির সংস্কার ব্রজ সেবা সমিতি দ্বারা হইয়াছে। সন্নিকটে সাকরি খোর দান, মান বিলাস স্থান। জয়পুর মন্দির, বার্ষণেশ্বর গহরবন এখানে নিবিড় বনে শ্রীরাধা কৃষ্ণের মিলন স্থান শীতলা কুণ্ড এই কুণ্ডটি বর্ষাণার পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার বায়ু কোণে শ্রীকীর্ত্তিদা কুণ্ড দোহিনী কুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, ভানুখোর, বৃষভানু রাজার কুণ্ড, পিয়াল সরোবর, জিয়াল বৃক্ষের বন, পিলুখোর, ত্রিবেণী নদী ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা স্থান। মন্দিরের ঈশান কোণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দর্শন।

সাকরি খোর—এই স্থানে ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশী দিন দধি লুণ্ঠন লীলা হইয়া থাকে।

দানগড়—এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ধেনু চরাইতে আসিয়া শ্রীরাধার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া মিলন উৎকণ্ঠা চিত্তে সুবলকে বলিলেন কিরূপে দেখা পাব, তখন সুবল বলিলেন, এখন রাধা সূর্য্য পূজা করিতে আসবে।

মানগড়—এই স্থানে যখন শ্রীমতি রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত করিয়া সুবল সাথে অভিসার করেন। তখন চন্দ্রাবলীর প্রিয় সখীর সহিত প্রবাদে সাক্ষাৎ হইলে সখিরা পথ রুদ্ধ করিয়া চন্দ্রাবলীর বিরহোৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করেন।

পিলুখোর ও পিয়লকুণ্ড—বর্ত্তমান নাম পিরিপুকুর ইহা বর্ষাণার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের পিলু চয়ন ছলে এখানে মিলন হইয়াছিল।

চিকশালী—এই গ্রাম বর্ষাণার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থান শ্রীচিত্রা দেবীর জন্মস্থান।

রিঠোর—এই গ্রাম সঙ্কেত হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে। এখানে চন্দ্রাবলীর জন্মস্থান।

ডভেরা এই গ্রামটি বর্ষাণার দক্ষিণ পার্শ্বে তথা রিঠোরের চার মাইল বায়ু কোণে এবং নন্দগ্রামের চার মাইল পশ্চিমে বিদ্যমান এই স্থান তুঙ্গবিদ্যা দেবীর জন্মস্থান এবং বাবার প্রাচীন গোশালা।

মেরবান—শ্রীযশোদা মাতার পিত্রালয় বলিয়া কথিত। আরও শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীঅভিনন্দের গোশালা। এই গ্রামের দুই মাইল দূরে নাম মেহেরান। এখান থেকে দুই মাইল দূরে সতো গ্রাম, এই গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ মহারাজার সূর্য্য আরাধনা স্থান পূর্ব্ব ঈশান কোণে সূর্য্য কুণ্ড।

সনেরা—এই গ্রাম বহেরার দুই মাইল দূরে পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই স্থানে চম্পকলতা দেবীর জন্মস্থান। এক সময়ে শ্রীরাধারাণী মহাদেবকে সন পরাইয়াছিলেন। এইজন্য এই গ্রামের নাম সনেরা নামে খ্যাত হইয়াছে।

কদমখণ্ডী—এই গ্রামটি সনেরা গ্রামের নৈঋত কোণে অবস্থিত। এই স্থানে ভাদ্র শুক্লা চতুর্দশীতে মেলা হইয়া থাকে। কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত রাসমণ্ডপ দর্শনীয়।

প্রেম সরোবর—বর্ষাণা হইতে নন্দগ্রাম যাওয়ার পথে প্রেম সরোবর এবং বিহ্বল কুণ্ড দর্শন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নাম শ্রবণে বিহ্বল হইয়াছিলেন। শ্রীমতি রাধা যখন দর্শনোৎকণ্ঠাতে গমন করিয়া পরস্পর মিলন এবং রত্ন বেদীতে উপবেশন করিলেন। এমন সময় ভ্রমর আসিয়া বসিতে চেষ্টা করলে মধুমঙ্গল তাড়াইয়া দিলেন।

এই প্রেম সরোবর দেখ শ্রীনিবাস।
এথা প্রেম বৈচিত্র ভাবের পরকাশ ॥
দেখহ বিহ্বল কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ এথাতে।
হইলা বিহ্বল রাই নাম শ্রবণেতে ॥

সঙ্কেত—সঙ্কেত কুঞ্জে সখী সঙ্কেত করিয়া।
রাই কানু দোহারে আনেন যত্ন পাইয়া ॥
দেখ কৃষ্ণ কুণ্ডাদিক স্থান মনোহর।
সঙ্কেত অশেষ লীলা অন্য গোচর ॥

ইহা নন্দগ্রমে ও বর্ষাণার মধ্যস্থলে অর্থাৎ প্রেম সরোবরের দেড় দূরে উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে ললিতাদি সখিগণ সঙ্কেত করিয়া বর্ষাণা হইতে শ্রীরাধারাণীকে নন্দগ্রাম হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া এই স্থানে মিলন করাইতেন।

নন্দীর—শ্রীবৃষভানু শৈল মধ্যেতু মদ্ধেয়তম স্বরূপম্।
সঙ্কেত নামাস্পদমেব শকে প্রেমেব তদ্‌দ্বন্দ বরস্থ মুর্ত্তম।

বর্ত্তমান ঐস্থানে সঙ্কেত বিহারী মন্দির বিদ্যমান। নন্দগ্রাম যাওয়ার পথে কৃষ্ণ কুণ্ড তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ বিলাস স্থান।

এই কৃষ্ণ কুণ্ড দেখ কদম্বের বন।
এথা বিহর যে রঙ্গে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
সঙ্কেতের অগ্নিকোণে বিহ্বল কুণ্ড,
এবং উত্তর পশ্চিমে বিটোর চন্দ্রাবলীর ভবন ॥

যাবট—শ্রীমতী রাধারাণীর শ্বশুরালয় যাবট এখানে জটিলা কুটিলার বাসস্থান। ইহা নন্দ গ্রামের তুই মাইল ঈশান কোণে বিদ্যমান।

অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবে
রাধিকা কথা ছায়া না পারে স্পর্শিতে।
এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার ঘর হইতে।
যাবট গ্রামেতে যান শ্বশুরালয়েতে ॥

এই অপূর্ব্ব বনস্নিগ্ধ ছায়া নিরন্তর।
নানা শব্দ করে পক্ষী গুঞ্জরে ভ্রমর
সকেত্য যত্র প্রিয়য়া বিলস্য প্রোল্লস্য বটস্য মুলে
যাবৈস্তদজ্ঘ্রীর চয়াঞ্চকার নাম্নাপিতং যাবটকং চকার।

বট বৃক্ষমূলে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ সংঙ্কেত দ্বারা অভিসার করাইয়াছিলেন সেই বটতরুতলের নামানুযায়ী যাবট নাম করণ হইয়াছে। এই যাবটের চতুর্দিকে ১৫টি কুণ্ড আছে।

ধনশিলা—দুই মাইল দুরে ধনশিলা গ্রাম এখানে শ্রীধনিষ্ঠ সখির জন্মস্থান এবং চার মাইল দূরে কুশী এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পিতা নন্দবাবাকে দ্বারকা দর্শন করাইয়াছিলেন। এখান হইতে ছয় মাইল দূরে পয়গাঁও সেখানে শ্রীকৃষ্ণ পয়পান করিয়াছিলেন।

অভিমন্যু রহে নিজ গো গোপ সমাজে।
জটিলা কুটিলা সদা রহে গৃহ কাজে।

অভিমন্যু ন পুংশক ছিলেন এই কারণে দূরে থাকিতেন পাছে যদি আমার স্বরূপ বলে দেয়, ভক্তি রত্নাকর বর্ণানুসারে সন্নিকটে কৃষ্ণ কুণ্ড, মুক্তা কুণ্ড, লাড়িলোকুণ্ড, নারদ কুণ্ড. ইত্যাদি প্রধান ১৫টি কুঞ্জ বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। গ্রামের পূর্ব্বে শ্রীকিশোরী জিউর মন্দির এবং কিশোরী কুণ্ড অগ্নিকোণে সিদ্ধ কুণ্ড নৈঋতে কুণ্ডস কুণ্ড, (গহেনা) বৎসখ্যের এই স্থানে শ্রীরাধিকা সুবল বেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

আসবার গতাগতি এই পথে হয়।
নন্দীশ্বর নন্দগ্রাম বর্ণনা গামীর লোকচয়॥

এ অপূর্ব্ব বন স্নিগ্ধছায়া নিরন্তর।
নানা শব্দ করে পক্ষী গুঞ্জয়ে ভ্রমর॥

নন্দগ্রাম হইতে যাবট যাওয়ার সময়ে কিশোরী কুণ্ড দর্শন করিতে হয়। ইহা পাকা রাস্তা হইতে ৩ মাইল দূরে। পিছনে দিকে অপর পার্শ্বে কোকিলা বন।

বড় কথা গ্রাম—বড় কথা গ্রামটি যাবটের সন্নিধানে
বকাসুরে কৃষ্ণ বধিলা এই স্থানে॥

বকাসুর পূর্বজন্মে হয় গ্রীবের পুত্র উৎকল নামক দৈত্য ছিল। একদিন সে জঞ্জলি মুনির আশ্রমে পোঁছিয়া বড়সীদ্বারা মাছ মারিতে প্রারম্ভ করিল। মুনি নিষেধ করা সত্ত্বেও মানিল না তখন মুনি শাপ দিয়া দিলেন, যাহা দ্বারা সে বকাসুর হইয়া গেল কিন্তু ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

নন্দীশ্বরং তঞ্চ যদীয় রূপং শ্রীনন্দ রাজালয় রাজ মানম্॥

নন্দগ্রাম (নন্দীশ্বর) বর্ত্তমান নাম নন্দগ্রাম শ্রীনন্দ মহারাজ কংশ ভয়ে গোকুল হইতে এই নন্দীশ্বরে বাস করেন। এখান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের গোচারণ লীলা প্রারম্ভ।

ভক্তিরত্নাকরে যথা—

অহে শ্রীনিবাস এথা শ্রীচৈতন্য রায়।
করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোম্ফায়।
শ্রীনন্দ যশোদা দুই দিকে দুইজন।
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দেখি প্রফুল্ল নয়ন।
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হৈয়া
প্রেমের আবেশে নৃত্যগীত আরম্ভিল
দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল॥
কেহ কহে ইহাতো মনুষ্য কভু নয়।
মনুষ্যে এমন শোভা সম্ভব কি হয়।
কেহ কহে ইহোঁ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ
মনুষ্যের রূপে ব্রজে করেন ভ্রমণ
দেখ শ্রীনিবাস নন্দীশ্বর নন্দালয়।
এথা গূঢ় রূপে রামকৃষ্ণ বিলসয়ে॥

অর্থাৎ এই নন্দীশ্বর গ্রামে শ্রীনন্দ মহারাজের আলয় বিরাজিত আছেন। ইহা পর্ব্বতের উপরে অতি মনোরম দৃশ্য। মন্দিরে

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত শ্রীনন্দ যশোদা দিত্তমান। গ্রামের চতুর্দ্দিকে ছাপান্ন কুণ্ড। মন্দিরের উপরে দাড়াইলে অনেকটা মনোরম দেখা যায়।ঈশান কোণে সাট কুণ্ড (ধোয়নী কুণ্ড) তাহার পশ্চিম তীরে শ্রীমনসা দেবী বিরাজমান। পাবন সরোবর। ঈশান কোণে নন্দীশ্বর তড়াগ (ক্ষুন্নাহার এই স্থানে শ্রীনন্দ বাবার পিতা শ্রপজ্জন্য গোপের তপস্যা স্থান। উত্তরে ফুলয়ারী কুণ্ড, অগ্নিকোণে ভাণ্ডীর বট দক্ষিণে অক্রুর কুণ্ড বায়ু কোণে পৌর্ণমাসী দেবীর গোম্ফা এবং বৃন্দা দেবীর দর্শন স্থান। দক্ষিণে ময়ূর কুটি দেখা যায়।

বর্ত্তমান প্রাচীন মন্দির সংস্কার হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদার মন্দির দর্শন।

এই দেখ নন্দের বসতি সীমা স্থান।
নন্দের ভবন পূর্ব্বে অপূর্ব্ব উদ্যান
যাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী সাথে
নন্দের আলয়ে আইলেন এই পথে।
ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুলাদি শর্করা লইয়া
গোপ বালিকার বেশে ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া
রূপ প্রতি কহে স্বামী এই সব লেহ
দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন।
কৃষ্ণ বিলাসের স্থান ভুবন পারন।
পর্বত উপরে দেখ পুত্রের সহিত।
শ্রীনন্দ যশোদা শোভে অপূর্ব গোম্ফাতে।
এই দেখ নন্দের বসতি সীমাস্থান।
নন্দের ভবন পূর্বে অপূর্ব উদ্যান।
যাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী সাথে।
নন্দের আলয়ে আইলেন এই পথে।

বর্ত্তমান প্রাচীন মন্দির সংস্কার হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদার প্রধান মন্দির দর্শন। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ নবমীতে নন্দোৎসব এবং ফাল্গুন শুক্লা দশমীতে হোলীখেলা উৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীযশোদা কুণ্ড—এই কুণ্ডতীরে ঝাউ বনে হাঁউ দর্শন অর্থাৎ এক জানবার শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইতে ছিল বলরাম ছাড়াইয়া লইয়া মাকে বলিলেন ঝাউবনে হাঁউ আছে। নিকটে দধি মন্থন দণ্ড আছে।

এই যশোদাকুণ্ড যশোদা এখানে
দেখে রাম কৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখাগনে ॥
কুমার বয়সে কৃষ্ণ যশোদা এখানে।
প্রকাশে যে বাৎসল্য তা কহিতে কে জানে।

সন্নিকটে ললিতাকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, সাহসীকুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, যোগিয়া, উধোক্রিয়, উধব কেওয়ারী, গোশালা, গেহুখোর ইত্যাদি দর্শন।

কদম্ব কানন এইস্থানে বলদেব করিলা শয়ন।
কৃষ্ণ করিলেন তাঁর পাদ সম্বাহন ॥
এইস্থানে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের ভজন কুটির।

পাবন সরোবর—নন্দগ্রাম নন্দীশ্বর পাহাড় নীচে এই পাবন সরোবর তীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া নির্জন স্থানে কিছুদিন ভজন করেন। এখনও স্মৃতি চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

অহে শ্রীনিবাস এ পাবন সরোবরে।
স্নান করি যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে ॥
শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার করিলে দর্শন
সর্বভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেই ক্ষণ।
ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুলাদি শর্করা হইয়া।
গোপ বালিকার বেশ ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া ॥
রূপ প্রতি কহে স্বামী এই সব লেহ।
শিগ্র পাক করি কৃষ্ণে সমর্পি ভুঞ্জহ ॥
মাতামোর এই কথা কহিল কহিতে।
কোনই সঙ্কোচ যেন নাহি কর চিতে ॥

এত কহি শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা।
শ্রীরূপ গোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা।।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া গোস্বামী সনাতনে।
করে পরিবেশন পরমানন্দ মনে।।
সনাতন গোস্বামী সামগ্রী সুগন্ধিতে।
না জানে কতক সুখ উপজয়ে চিত্তে।।
দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণে।।
সনাতন সামগ্রী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল।
শ্রীরূপ ক্রমেতে সব বৃত্তান্ত কহিল।।
শুনিয়া গোস্বামী নিষধয়ে বার বার।
ঐছে ভঙ্গদ্রব্য চেষ্টা না কহি আর।
এত কহি শ্রীমহা প্রসাদ সেবা কৈলা।
শ্রীরূপ গোস্বামী অতি খেদ যুক্ত হৈলা।
স্বপ্ন ছলে শ্রীরাধিকা দিলা দরশন।
প্রবোধিলা শ্রীরূপে জানিলা সনাতন।।
ওহে শ্রীনিবাস খৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য্য।
বৈষ্ণব সমাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য্য।।
নহে শ্রীনিবাস এ পাবন সরোবরে।
স্নান করে কৃষ্ণে যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে।।
শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার করিল দর্শন।
সর্বভীষ্ট পূর্ণতার হয় সেইক্ষণে।।

মথুরা মাহাত্মে যথা—

পাবনে সরসি স্নাত্বা নন্দীশ্বরে গিরৌ।
দৃষ্টা নন্দ যশোদাঞ্চ সর্বভীষ্ট মবাপ্নুয়াৎ।।

পাবন সরোবরে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর পর্বতে কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদাকে দর্শন করিলে লোক সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।

জন্য বলিলেন হে মধুকর তোমার এই রাধার মধুরস পান মঙ্গল জনক হউক। হে রাধে এর জন্য ভয়তীত কেত ? এই সময়ে এক মঞ্জরী এসে ভ্রমরকে তাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন এখন এখান হইতে চলিয়া যাও। শ্রীমতী রাধা ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বিরহ দুঃখে বাহ্য স্থিতি থাকিল না শ্রীকৃষ্ণ নিজ কোলে রাধাকে ধারণ করা সত্ত্বে মহাভাবে বিস্মৃত হইয়া তখন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন না। অনুরাগের উৎকণ্ঠাতে পুনঃ বলিতে লাগিলেন হে কমল নয়ন বিদগ্ধ শেখর শ্যামসুন্দর তুমি আমাকে এখানে রাখিয়াছ কেন ? হে রসিক শেখর তুমি আমার জীবন বল্লভ আমি অবলা স্ত্রীজাতি তুমি হইলে উচ্চ কুল শীল কিন্তু তোমা ভিন্ন আমার জীবন ক্ষনকালও থাকিবেনা এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া উচ্চস্বরে কান্না করিতে লাগিলেন। শ্রীয়াধিকার এই দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যান্ত বিস্মৃত হইলেন এবং উচ্চস্বরে রাধে রাধে বলিয়া কর্ণে শব্দ করিয়া ডাকিলেন তাতে উভয়ের প্রেম উথুলিয়া উঠল আরও শ্রীঅঙ্গ হইতে স্বেদবিন্দু ভূমিতে পড়তে লাগল তাতে সেই প্রেমজলে সরোবর পূর্ণ হইয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া সখীগণ দর্শনানন্দ সাগরে ভাসিলেন। বৃক্ষের শুক সারী ও উচ্চ স্বরে যুগল কিশোরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরের পরস্পরের চেতনা হইল এবং আনন্দের সহিত বিহারাদি করিতে লাগিলেন। এই জন্য এই স্থানের সন্নিকটে শ্রীরূপসনাতন কিছুদিন বাস করিয়া স্বপ্নে লীলা দর্শন এবং গোপ বালক বেশে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ হইয়া সাক্ষাৎভাবে দুগ্ধ পান করার উপদেশ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পাই গাও শৃঙ্গার বট

দেখ পাইগ্রাম রাই সখীগণ সনে।
কৃষ্ণের অন্বেষণ করি পাইল এখানে॥

সাতোয়া শং বাসের গ্রামের পঞ্চমাইল বায়ু কোন এই গ্রাম অবস্থিত। যখন শ্রীমতী রাধা শ্রীগোবিন্দের সহিত লুকোচুরি খেলায় প্রথমেই স্বয়ং শ্রীরাধা প্রতিমা সহিত মিলিত হইয়া থাকিলেন শ্রীকৃষ্ণ সন্নিকটে গিয়াও চিনিতে পারিলেন না এবং শ্রীকৃষ্ণ তমাল কৃষ্ণ হইয়া থাকিলেন সখিগণ সহিত রাধা বহু অন্বেষণ করিয়া না পাইয়া মনে করিলেন এ যদি তমাল বৃক্ষ হয়, তা হৈলে এতটা ভ্রমর বসিবে কেন ? এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলিলেন সেই এই পাই গ্রাম। ইহার চার মাইল দূরে নুনেরা এবং নুনেরা হইতে ছয় মাইল দূরে বায়ু কোনে তিলোয়ার এই গ্রামের দুই মাইল দূরে শিঙ্গার বট।

এই সেই শৃঙ্গার বট কৃষ্ণ এইখানে।
রাধিকার বেশে কৈল বিবিধ বিধানে॥
দেখহ কদম্বখণ্ডি তিলোয়ার গ্রাম।
এথা ক্রীড়ারত নাই তিলেক বিশ্রাম॥

শিঙ্গারবটের দেড়মাইল ঈশান কোণে এই বিছোর গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীযুগল কিশোরের বিলাস পরে বিচ্ছেদ হওয়ার জন্য বিছোর গ্রাম নাম করা হইয়াছে।

এই গ্রামের দুই মাইল দূরে অক্ষোপগ্রাম। সন্নিকটে সোন্দ গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম খুল্লতাত শ্রীসনন্দের বসতি ছিল। ইহার দুই মাইল দূরে শ্রীকুঞ্জর বন।

হুড়লের তিন মাইল দক্ষিণ দইগাঁও। এই স্থানে দধিলুণ্ঠন লীলা কৃষ্ণ করয় অদ্যাবধি দধিকুণ্ড মধুসূদনকুণ্ড শৃঙ্গার মন্দির শীতল

কুণ্ড ইত্যাদি তথা শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক দর্শন হয়। এই গ্রামের দুই মাইল নৈঋত কোনে আলিপুরে দুর্ব্বাসা কুণ্ড বিদ্যমান।

আঁজ তক গ্রাম

ইহা লুধৌলী গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে এখানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস স্থান এবং ইন্দুরেখার জন্মস্থান। মতান্তরে পেশাই গ্রাম উল্লেখ করা হইয়াছে শ্রীরাধিকার বেশভূষা রচনা স্থল। সখীগণ অঞ্জন পাইবার সময়ে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলেন তাই কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস করল।

এ হেতু এস্থান নাম আঁজতক হইল। শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জন বিহীন দেখিয়া স্বয়ং অঞ্জন স্বর্ণ শালাকার দ্বার লাগাইলেন।

বিদ্যুদ্বারি বিজোআরি

অক্রুর যখন রামকৃষ্ণকে লইবার জন্য এসেছিলেন তখন ব্রজসখাগণ ব্যাকুল হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন শিলা-খণ্ডের উপর বিরাজমান তথায় আছে।

স্থির বিজুরির পুঞ্জ আপনা হইতে।
যৈছে পড়ে তৈছে—গোপী পড়ে পৃথিবীতে।
বিজুরির পুঞ্জ জ্ঞান হইল সবার।
এই হেতু বিজো আরি নাম সে ইহার।
পরশো নাম গ্রাম এই দেখ অগ্রেতে।
পরশো নাম হৈল যৈছে কহি সঙ্গোপনে॥
রথে চড়ি কৃষ্ণ মথুরা যাত্রা কৈলা।
গোপীকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা।
লোকদ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া।
কালি পরশো মধ্যে মিলিব আসিয়া।

এই হেতু পরশো নাম হইল ইহার॥

কোকিলা বন

নন্দগ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে উত্তর দিকে এবং যাবট গ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে কোকিলার শব্দে কৃষ্ণে মিলে রাধিকারে। এই-হেতু কোকিলাবন কহয়ে ইহারে॥ শ্রীকৃষ্ণ কোকিলার ন্যায় সুললিত বংশীধ্বনি করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন যখন যাবটের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাত্র তমাল তলে বসে-ছিলেন যখন শ্রীরাধা অভিসারে আসতে চেষ্টা করলে জটিলা বলেন কি বৌমা কোথায় যাইতেছ ? সুতরাং সেদিন শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসলেন তখন ললিতা কৃষ্ণকে বলিলেন কোকিলাবনে গমন কর তথায় আমরা রাই সঙ্গে মিলন করাইয়া দিব তাই কোকিলা সুরে বংশী বাজাইয়া মিলনান্তে সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুদূরে বিহারবন তথায় বর্ত্তমান নিম্বার্ক আশ্রম শ্রীবিহারীজী দর্শন।

করলা গ্রাম

কামাই গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয়। ললিতার স্থান এই করলা গ্রামেতে চন্দ্রাবলীর মাতামহীর নামে করলা গ্রাম প্রচলিত। বর্ষাণার পূর্ব্বদিকে করলা গ্রাম অবস্থিত এইস্থানে শ্রীললিতা দেবীর জন্মস্থান। মতান্তরে লুধৌলী গ্রাম কথিত ইহা পেশাইর পশ্চিমে অবস্থিত লুধৌলী গ্রাম, পিয়াসো গ্রাম সাহার গ্রাম হইয়া সাথি গ্রাম যাওয়া যায়।

কামাই গ্রাম

এই গ্রামটি করলা গ্রামের দক্ষিণ দিকে এখানেই বিশাখা দেবীর জন্মস্থান। ইহা করলা গ্রামের দক্ষিণ দিকে। উমারায়ের ৫ মাইল দূরে নৈঋত কোনে বিদ্যমান।

সাঁথি গ্রাম

এইস্থানে শঙ্খচূড়াকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন। শঙ্খচূড়া পূর্বজন্মে গোলকে ভগবানের একজন সখা ছিলেন তাহার নাম শ্রীদাম এক সময়ে ভগবানের সঙ্গে শ্রীদামা গোলকের নিকুঞ্জ যাইয়া

শ্রীরাধারাণীর প্রতি দুর্বাক্য বলার দরুন ভগবান বলিলেন। তুমি গোলোকে থাকার যোগ্য নও। অতএব রাক্ষস হইয়া যাও তাই সেই শ্রীদাম সখা শঙ্খচূড়া হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

হারোয়ান গ্রাম

বর্ত্তমান নাম পিয়ারবর কামের দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত পাশাখেলায় হেরেছিলেন।

পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হার হইলা।
খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মতালজ্জা পাইলা।
ললিতা কহয়ে রাই পাশক ক্রীড়াতে।
অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে।
হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে।
দেখিব কন্দুক যুদ্ধ কে বা জিতে হারে।

ললিতা বলিলেন কৃষ্ণ তুমি পাশা চালাইতে জাননা তাই হারিয়া যাইতেছ তখন কৃষ্ণ বলিলেন হে ললিতে কি পণ রাখিয়া এবার তোমাদের খেলা হইবে? ললিতা বলিলেন হে কৃষ্ণ তোমার বংশের বংশীটি এবং বৃষভানু নন্দিনীর গলায় মণিহারটি রাখা হউক কেননা পরে কলহ হইবে অতএব আমাদের কাছে দ্রব্য থাকিলে আমরা নিয়ে নেবো। পরে যখন শ্রীরাধারাণীর জয় হয় তখন কৃষ্ণ বলিলেন গোপজাতি তোরা খুব পারদর্শী তাতে আবার রাই আমাকে কটাক্ষ দ্বারা বশ করে পরাজয় করিয়াছে সুতরাং আমি গোচারনে যাইব আমাকে বংশ দিয়ে দাও ললিতা বলিলেন আমাদের কাছে তোমার ধন বংশী নাই, রাইই চুরি করিয়াছে এই বলিয়া বেণীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীরাধার নিকটে গমন করিলেন সখীগণ আড়ালে থাকিলেন পরে আবার ললিতার বেণীতে লুকান বংশী লইয়া গোচারণ ভূমি চরণ পাহাড়ীতে গমন করিলেন। বর্ত্তমান বিদ্যমান আছে। চার মাইল দূরে সাঁচৌলী গ্রাম চন্দ্রাবলীর তথা চন্দ্রকুণ্ড অবস্থিত ইহার

তিন মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে শ্রীগেঁড়ো গ্রাম এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বলরামে রগেন্দ খেলার স্থান এবং চারিদিকে প্রায় সাতটি কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

রামকুণ্ড (রামতলা)—এইস্থানে বলরাম ছিলেন। কৃষ্ণ যখন শঙ্খচূড়ার মাথার মণি লইয়া বলরামকে দিলেন তখন পরে বলরাম সেই মণি মধুমঙ্গল দ্বারা রাধিকার নিকটে পাঠাইলেন “রাধিকারে দিলা মহাযৌতুক তাহার”

ছত্রবন—বর্ত্তমান নাম ছাতাই এইস্থানে শ্রীদামাদি সখাগণ অভিনয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে রাজা বলরামকে মন্ত্রী তাহার আজ্ঞাতে শাসন লীলা অভিনয় করিলেন মধুমঙ্গল বলিলেন যদি কেহ পুষ্প চয়নে এখানে আইসে তবে দণ্ড দিব তারে লৈয়া রাজাপাশে। ললিতাদি সখা ক্রোধে কহে বারবার। রাধিকার রাজ্য কে করয়ে অধিকার। শ্রীদাম শিরেতে ছত্র ধারণ করার জন্য গ্রামের নাম ছাতাই ছত্রবন হইয়াছে। গ্রামের নৈঋতে কোনে চন্দ্র কুণ্ড এবং দাউজী মন্দির উত্তরে শ্রীনারায়ণের মন্দির বিরাজমান।

শ্যামরী ছত্রবনের চারি মাইল অগ্নিকোনে শ্যামরী গ্রাম যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার মান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইতে পারিলেন না তখন সখীর পরামর্শে শ্যামলা সখীর বেশ ধারণ করেছিলেন এই কারণে এই গ্রামের নাম শ্যামরী বর্ত্তমান সেইস্থানে যুমেশ্বরী শ্যাম-গৃহ দর্শন হয়। উহার এক মাইল দূরে নদীগ্রাম সেখানে বলরাম কুণ্ড আছে। ইহার ৬ মাইল দূরে আরবাড়ি বর্ত্তমান যাহার নাম আলিয়াই এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হোলীখেলা করিবার জন্য শ্রীরাধারাণীর অভিমান করেছিলেন। আর বাড়ীর এক মাইল দূরে তথা ছত্রবনের তিন মাইল দূরে শ্রীরণবাড়ী এই স্থানেও পূর্ব-মত রঙ্গযুদ্ধ লীলা হইয়াছিল। ইহার দুই মাইল দূরে ডাঙ্গাবলী যখন শ্রীনন্দ বাবা ছটি ঘেরাতে বাস করেন তখন এইস্থানে নন্দ-বাবার ভাণ্ডার গৃহ ছিল এখান হইতে এক মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে খাঁপুর। এই গ্রামে ফাগু খেলার পর শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিয়াছিলেন।

উমারাও—এই গ্রামটি খাঁপুরের তুই মাইল দক্ষিণে এইস্থানে লীলা অভিনয় সময়ে সখীগণ পৌর্ণমাসী দ্বারা শ্রীরাধিকাকে বৃন্দাবনেশ্বরী বলিয়া অধিকার দিয়াছিলেন। শ্রীরাধাও পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ নিলেন। সেইদিন হইতে রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী বলিয়া খ্যাতি হয়।

কিশোরী কুণ্ড—উমারাও গ্রামের উত্তরে শ্রীকিশোর কুণ্ড তাহার তীরে শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর ভজন কুটির শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীরাধাবিনোদদেব এই কিশোরী কুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সেই বিগ্রহ জয়পুরে বিদ্যমান।

লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এইখানে।
যে বৈরাগ্য তার কহিতে অন্ত নাই॥
শ্রীরাধা বিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই।

খাদিবরবন (চিললা)—এইবন যাবটের তুই মাইল দূরে অগ্নিকোনে অবস্থিত যে সময়ে কংস প্রেরিত বকাসুর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে লাগল তখন এইস্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করিয়া ছিলেন শ্রীমদ্ভা : (পৃঃ ১৯১)

পরে সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডতীরে ভোজন করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তর দিকে শ্রীসঙ্গম কুণ্ড। উত্তর দিকে শ্রীরাসমণ্ডপ ও কদমখণ্ডী এইস্থানে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী তথা শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ভজন কুটির অবস্থিত এই খদির বনের চতুর্দ্দিকে দ্বাদশটি কুণ্ড অবস্থিত।

বড় বৈঠন—ইহা কোকিলা বন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত এই গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বৈঠক গৃহ মন্দির তথা কুন্তল কুণ্ড বিদ্যমান পূর্বে ব্রজবাসীদের অনুরোধে শ্রীসনাতন গোস্বামী এইস্থানে কিছুদিন ভজন করেন। তাহার পূর্বে বড় ভাই শ্রীরূপ গোস্বামী

যেখানে ছিলেন তাহার নাম বড় বৈঠন। শ্রীসনাতন গোস্বামী যেখানে থাকিলেন তাহার নাম ছোট বৈঠন।

শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস নরোত্তম কয়।
অহো এই দেখহ বৈঠন গ্রাম হয়।
শ্রীরূপ গোস্বামী অতি খেদ যুক্ত হৈলা।
স্বপ্ন চলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন ॥
প্রবোধিলা শ্রীরূপে জানিলা সনাতন।
যবে সে পরামর্শ করয়ে গোপগণ।
এইরূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ।
আইলেন বৈঠন গ্রামেতে সনাতন।
সনাতনে দেখিয়া গ্রামের লোক যত।
যে আনন্দ মগ্ন তা কহিবে কে বা কত।
সনাতন সবার মঙ্গল জিজ্ঞাসয়।
গোঙায়েন দিবিনিশি উল্লাস হিয়ায়।
এইখানে আসিয়া বৈসয়ে সর্বজন।
গোপগণ বৈসে এই হেতু এ বৈঠান ॥

ছোট বৈঠান— বড় বৈঠন হইতে এক মাইল দূরে বিদ্যমান। ব্রজ বাসীগণ এই গোস্বামীকে দেখিয়া হর্ষমনে বলিলেন এই দুই ভইএর বৈঠক বড় ছোট নামে হইল। সবাই আদরে বলিলেন।

এবে লোক কহে ছোট বড় দুই নাম।
কতোদিন থাকিলে সবার ভাল হয়।
মানলে সবার বথা, ন হও নির্দ্দয়।
ব্রজবাসী স্নেহে বদ্ধ হৈয়া হর্ষমনে।
সনাতন গোস্বামী ছিলেন এইখানে।
এইরূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ।
আইলেন বৈঠন গ্রামেতে সনাতন।

শ্রীচরণ পাহাড়ী—ইহা ছুই বৈঠানের এক মাইল দূরে উত্তর-দিকে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত চরণ পাহাড়ীতে চড়িয়া বংশী বাজাইয়া ছিলেন এই কারণে গোপগণের পদচিহ্নর সহিত আরও সুরভী, ঘোড়াও হস্তীর পদচিহ্নও দেখা যায়। যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পরামর্শে যান বাহানাদি অশ্বহস্তি গাভি প্রভৃতি পাহাড় শিলাখণ্ডের উপরে চড়াইয়া দিলেন

চরণ পাহাড়ি এই পর্ব্বতের নাম।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৈতুক অনুপম ॥
ভূবনমোহন বংশী করে লীলা।
দাড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥

যখন বংশী ধ্বনি করিলেন তখন সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলেই দ্রবীভূত হইয়া গেলেন সেইজন্য পাথর গলিত হহয়া চরণ চিহ্ন অদ্যাবধি বিরাজমান হইতেছে দর্শন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত চরণ পাহাড়ীতে চড়িয়া বংশী বাজাইয়াছিলেন ভক্তি রত্নাকরে যথা—

চরণ পাহাড়ী এই পর্ব্বতের নাম।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপম।
ভূবনমোহন বেশে বংশী করে লৈয়া
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বংশীগান শ্রবনে শুনিতে সবে হৈলা
তুলনা কি গানে এই পর্বত দ্রবিলা
বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইসে এথায়
তা সবার পদচিহ্ন দেখহ শিলায়।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন এর ছিল।
এই হেতো চরণ পাহাড়ী নাম হৈলা।
চরণ পাহাড়ী হইতে ৪ মাইল দূরে পয়গ্রাম
ওহে দেখ পয়গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ এখানে।

পয়পান কৈলা সর্ব্ব সখাগণ সনে
দেখ এ চলন শীলা এথা শ্যাম রাখ।
চলিতে নারয়ে প্রেমে বৈসয়ে শিলায়।

কোটবন—এ কোটরবন কোটবন সবে কয়।
এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয়॥

এই চরণ পাহাড়ী হইতে কোটবন যাওয়ার মধ্য পথে পরাসোলী নামক স্থান তথায় শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসলীলার স্থান এবং চরণ পাহাড়ীর চার মাইল দূরে উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস স্থান, সন্নিকটে শ্রীতল কুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড। কোটবনের ৪ মাইল বায়ুকোনে হুড়েল বনহারী তথা হইতে খামি গ্রাম, "ইহা হুড়েলের ঈশান কোনে অবস্থিত। সেই গ্রামে শ্রীবলদেবের বিলাস স্থান তথা হইতে চার মাইল অগ্নিকোণে পেষথু গ্রাম সেখান হইতে চার মাইল অগ্নিকোনে পরাসৌলী ঐস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তের হোলী খেলা স্থান শ্রীরামকৃষ্ণ পিতার আদেশ লইয়া একমাস গোচারণ লীলা বন্ধ করিয়া সখাদের সহিত হোলীখেলা একস্থানে আরম্ভ করেন। যখন মোহন বংশীরব শ্রবণ করিলেন তখন ব্রজরমণীগণ কুম্‌কুম্ পিচকারী লইয়া ছুটে এসেছিলেন পরস্পর যুগল কিশোর পিচকারী নিক্ষেপ করেন তাতে খেলা কৌশলে রাই-এর জয় হয়।

কামাই গ্রামেতে বিশাখার জন্মস্থান।
ললিতার স্থান এই করলা গ্রামেতে॥

কামারী গ্রাম—দেখহ কামারি গ্রাম কৃষ্ণ এইখানে
কামে ব্যস্ত হইয়া চাহে রাইপথ পানে॥

ইহা করলা এবং পেশাই গ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ষানার পূর্বদিকে সাঁখিগ্রাম যাওয়া যায়।

বিছোর গ্রাম—বিছোর গ্রাম এথা চন্দ্রমুখী
কৃষ্ণ সহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয় সখী।
ক্রিয়ায় বানেনে দোঁহে চলে নিজালয়।
বিচ্ছেদ প্রযুক্ত এ বিছোর নাম হয়॥

দধি গ্রাম—ইহা হোড়েল হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই দধি গ্রামে কৃষ্ণ দধি লুঠ কৈল।
গোপাঙ্গনা মহা কৌতুক করিল॥

কোষী—এইস্থানে নন্দবাবার কোষাগার ছিল ইহাকে গুপ্ত দ্বারকা বলা হয়। এখান থেকে ক্রমশ খানিগ্রাম উজন গ্রাম খোলন বন হইয়া রামঘাট যাওয়া যায়। প্রথমেই শেষশায়ী দর্শন করিয়া কোষীতে ফিরে আসতে হয়।

শেষশায়ী (ক্ষীর সমুদ্র)—কোষী হইতে শেষশায়ী ২০কিলো মিটার কর্ণার ধারে ৭ কিলোমিটার যাওয়ার পর প্রহ্লাদ কুণ্ড। প্রহ্লাদ কুণ্ড হইতে ১২ কিলোমিটার শেষশায়ী হয়।

এ শেষশায়ী ক্ষীর সমুদ্র এথাতে।
কৌতুকে শুইয়া কৃষ্ণ অনন্ত শয্যাতে।
শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করেন সেবন।
যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন।
এই শেষ শায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র আইলা এথাতে।
করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাড়িল।
সে প্রেমে আবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইলা।
পরস্পরকে হেত্র মনুষ্য কভু নয়।
সন্যাসীর বেশে এ ঈশ্বর সত্য হয়।

কেহ কেহ অহে ভাই ইথে নাহি আন। এ সন্যাসী এই শেষ ভগ-বান আরও স্তবাবলি ব্রজ বিলাস ৯১ শ্লোকে শেষশায়ী সম্পর্কে যথা—"যস্য শ্রীমাচরণ কোমলে কোমলাপি অর্থাৎ যে কৃষ্ণের কোমল সুমনোহর চরণ যুগল কোমলাক্ষী শ্রীরাধাও নিজ সুখার্থে বক্ষ সমীপে অনেক দূর উত্তোলন করিয়াও পরে এই কুটাগ্রের কর্কষতা দোষ বিচার করিয়া ভীত হইয়া উন্নত কুটাগ্রে ধারণ করেন না। সেই শেষশায়ী কৃষ্ণ মনোরম গোষ্ঠে আমার অবস্থান বিধান করুন।

এই শেষশায়ী গ্রাম কোসী গ্রামের দেড়মাইল দূরে দক্ষিণে গ্রামের পূর্বদিকে ক্ষীর সাগর এবং অনন্ত শয্যায় শয়নকারী তথা

শ্রীলক্ষ্মীদেবী পদসেবা করিতেছেন এবং ভূত বিগ্রহ দর্শন। এই বিগ্রহ এই ক্ষীরসাগর হইতে প্রকট হইয়াছেন। ব্রজলীলায় এক সময়ে শ্রীযুগল কিশোর সখীদের অভিলাষ জানিয়া পুষ্পোদ্যানে লক্ষ্মীনারায়ণ অভিনয় করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন প্রিয়ে আমি এই সরোবর মধ্যে শয়ন করি। এখম তুমি আমার চরণ সেবা কর। শ্রীরাধা বলিলেন সরোবরের তরঙ্গ সহিত জল পরিপূর্ণ তাতে আমরা কিরূপ শয়ন করব তখন শ্রীকৃষ্ণ অনন্তদেবকে স্মরণ করিলেন তৎক্ষণাৎ মনিরত্নেতে ভূষিত শ্রীঅনন্তদেব প্রকট হইলেন শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ বেশে সেই অনন্তদেব উপরে শয়ণ করিলেন এবং শ্রীরাধা লক্ষ্মী বেশে চরণ সেবা করিলেন। সখীগণ ইহা দেখে বলিলেন নারায়ণ কি বংশী ধরে? পূর্ব শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রূপ সংবরণ করিলেন।

ললিতাদি সখীদের সঙ্গে বিভিন্ন তত্ত্ব নারায়ণ ঈশ্বর জ্ঞান চর্চ্চার পর শ্রীশেষশায়ী নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত হইল।

এই শেষশায়ী গ্রামের চারি মাইল দূরে দক্ষিণে খেরট গ্রাম শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল। ইহার আড়াই মাইল দূরে পূর্ব্বে। বাচ্ছোলী তাহার চারি মাইল দূরে উজানী, সন্নিকটে যমুনা স্রোত দেখা যায় এবং যমুনা পার হইয়া শ্যামলী গ্রাম দর্শন করিয়া ভদ্র-বন গমন করেন।

সেরগড় (খোলনবন)—ইহা উজানীর ছুই মাইল অগ্নিকোণে যমুনাতীরে অবস্থিত। এইস্থানে সখাগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বিবিধ খেলা করেন তাই বলরাম কুণ্ড বর্ত্তমান বিদ্যমান আছে। সেরগড় হইতে ছুই মাইল পূর্ব্বে যমুনাতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম উরে।

রামঘাট—ওহে শ্রীনিবাস এই রামঘাট হয়।
এথা রাসলীলা করে রোহিনী তনয়।
যথা কৃষ্ণ প্রিয়া সহ কৈলা রাসকেলি।
তথা হৈতে দূরে রামের রাসস্থলী।
দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা।

চৈত্র বৈশাখ ছুই মাস স্থিতি কৈলা।

শ্রীনন্দ যশোদা আদি প্রবোধ সবারে ॥
সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে।
নানা অনুনয় বিজ্ঞ রোহিনী তনয়।
কৃষ্ণ প্রিয়গণে নানা প্রকার শান্তয়ে।

এক সময়ে এইস্থানে বলরান স্বীয় প্রেয়সীগণের সহিত দুইমাস ব্যাপিয়া বিবিধ রাসলীলা করে ছিলেন অর্থাৎ একদিন শ্রীবলরাম বারুনী মদ মত্তপানে হইয়া জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে আহ্বান করেন কিন্তু যমুনা না আসায় ক্রোধ হইয়া হল দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাতে যমুনা অপরাধ ক্ষমা করতঃ শরণাপন্ন হইলেন বর্ত্তমান সেই যমুনার বক্রগতি বেখিতে পাওয়া যায়। রামঘাটে বলরামের পুরাতন মন্দির বিদ্যমান। দেড় মাইল পূর্বে বহিদগ্রাম নৈঋত কোনে বিহারবন দেখা যায়।

রাম শব্দের অর্থ=র, শব্দে, যদি রাধিকা করি এবং ম শব্দে যদি মধুসুদন করি তা হৈলে এই বলরাম=রাসের কোন দোষ ত্রুটি হয় না কেননা ভাসুর সঙ্গে যমুনার রাসে সামঞ্জস্য নাই। অতএব দ্বয়ো বিগ্রহ সংযোগাদাম নাম ভবেৎ এই দুই নাম বিগ্রহ তাহাতে যে রসোৎপত্তি অত্যন্ত আনন্দতার্থ রামনাম নিশ্চয় জানিহ। এই জন্য বলরাম রাসের দোষ নাই।

হ্লাদিনী শক্তি রূপোহয়ং রামশ্চ রাধিকা স্বয়ম।
প্রকট পুঃ স্বরূপশ্চ ত্রিগুনাতীত ঈশ্বর।
রাধানাম রসকূপ অনঙ্গ মঞ্জরী রূপ
রাম রাধা অনঙ্গ মঞ্জরী
শক্তিরূপ তারতমা জানিহ রসের মর্ম্ম
কৃষ্ণ সুখে সদাই বিরহি।

ইষ্টদেব নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ সেইতনু আনঙ্গ মঞ্জর।
গৌর লীলায় শ্রীজাহ্নবা মাতা ঠাকুরাণী।
আরও শঙ্খচূড়া বধ কৃষ্ণ করে যে সময়।

সেই সময়ে বলদেব প্রিয়া কৃষ্ণ প্রিয়া সমলিত।

হোরি ক্রীড়া রঙ্গবৃদ্ধি হৈল যথোচিত।
রামকৃষ্ণ দেহে নিজ নিজ প্রিয়া সনে।
বিলাসয়ে যৈছে তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে।
শ্রীমুরারীগুপ্ত কৃত চতুর্থোপক্রমে বর্ণন যথা

এই স্থানে বসন্তোপযোগী বেশ ধারণকারী রামকৃষ্ণ নিজ নিজ যুথেশ্বরী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কেলি করিয়াছিলেন। গোপীগণের সহিত নৃত্য করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

পরম অদ্ভুত বলদেব বিহার   বলদেব প্রেয়সীগণের নাহিপর ॥ চৈত্র বৈশাখ মাসের ভাগ্য অতিশয়। রোহিনী নন্দন সাথে ব্রজে বিলসয়ে।   শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম ৬৫ স ১১ শ্লো যথা—

দৌ মাসৌ তত্র চ রাস মধু মাধব মেব চ।

ভগবান বলরাম রাত্রিতে গোপীগণের রতি বিধান পূর্ব্বক তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস রাস করিয়াছিলেন ভক্তি রত্নাকরে বলিতেছেন—ওহে শ্রীনিবাস বলদেব প্রিয়াসনে, করিলেন রাম ক্রীড়া উল্লাস মনে।

অক্ষয়বট—তপবন যাওয়ার পথে বটবৃক্ষ ছিল বর্ত্তমান অদৃশ্য আর একটা বট দেখিতে পাওয়া যায় যাহার পূর্ব্ব নাম ভাণ্ডীর বট। এইস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের গোচারন সময়ে কংসের প্রেরিত প্রলম্বাসুর উপস্থিত হইয়া অনিষ্ট কামনা করাতে তাহাকে বলরাম মুষ্টিকাঘাতে দ্বারা প্রহার করিয়া বধ করেছিলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পরামর্শে সখাদের সঙ্গে এক স্কন্ধ বনে খেলা আরম্ভ করেন। তাতে প্রথমে ভাণ্ডীর বন।

বংশীধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য্য হইলা।
সখীগণ আসি শিঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন এথা মল্লবেশ ধরি।
সখাগণ সহ সুখে মল্ল যুদ্ধ করি॥
মোর সম মল্ল যুদ্ধ কেহ না জানয়ে।
অনায়াসে করি অন্য মল্লে পরাজয়।

হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার বার।
মল্লবেশ যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার।

শ্রীগোপীঘাট, চৌরঘাট, নন্দঘাট—ইহা অক্ষয়বটের পূর্ব্ব-গোপীঘাট অবস্থিত অন্য কল্পে এখানে গোপীগণ কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন এই জন্য তপোবন বলা হয়! অহে শ্রীনিবাস এই দেখ তপোবন এইখানে কৈল তপ গোপ কন্যাগণ কেহ কেহ গোপী-ঘাটকে চীরঘাট বলেন।

গোপীঘাট এথা গোপীগণ আইলা।
যমুনা স্নানেতে অতি উল্লাহিত হৈলা।
এই চীর ঘাট এথা গোপ কন্যাগণ।
কাত্যায়ণী পূজিয়া সবার হর্ষ মন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারভাবে বর্ণন হইয়াছে।

এই গোপকুমারীগণ পূর্ব্ব জন্মে জনকপুরের কন্যা ছিলেন যখন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র শিবধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিলেন তখন ইহারা শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া চিন্তা করি-লেন সীতা একাই পতিরূপে প্রাপ্ত করল আমরা পেলাম না তাই তাদের এই মনোরথ তখন শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ না করে, স্বপ্নাদেশে বলিলেন তোমরা যে আমাকে শরীর মন অর্পণ করতে বসছ এখন না, দ্বাপরে যখন আমি আবার কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব তখন তোমরা গোপকুমারী রূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং কাত্যায়নী ব্রত পূজা দ্বারা শারদীয়া রাসে মনোরম প্রাপ্ত করিবে। তাই তাহারা অবিবাহিত হইয়া সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন ভগবানের বেনুনাদ শ্রবণে পূর্ব স্মৃতি জাগৃত হইয়া এই স্থানে সেই লীলা।

পানিভ্যং যোনি মাচ্ছাদ্যঃপ্রোক্তেরু শীতকর্ষিতাঃ।

হে শ্যামসুন্দরঃ আমরা তোমার দাসী হইলাম আমরা তোমার সর্বদিক আদেশ প্রতিপালন করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ আমাদের বস্ত্রগুলি প্রদান কর।

চীরঘাটের দুই মাইল দূরে নন্দঘাট সন্নিকটে ভয়গাঁও

এই নন্দঘাট দেখ নন্দাদি এথা।
করিলা যমুনা স্নান ইথে বহু কথা।
একাদশী নিরাহার করি দ্বাদশীতে।
স্নান হেতু প্রবেশয়ে কালিন্দী জলেতে।
বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল।
কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুকে আনিল।

নন্দ বাবা দ্বাদশী দিন প্রাতে যমুনা স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বরুন দূতগণ নন্দবাবাকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বরুনালয় হইতে আনয়ন করেছিলেন। দেবতাগণ যেখানে জয়ধ্বনি করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন তাহার নাম জয়েতপুর ইহা নন্দঘাট হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীনিবাস কহে এই নির্জন এথাতে।
শ্রীজীব ছিলেন অতি অজ্ঞাত রূপেতে।
অকস্মাৎ সনাতন গোস্বামী আইলা।
গ্রামীলোক আগুসরি গ্রামে লৈয়া গেলা
এসো শুনি জানিলা আছয়ে জীব এথা।
বাৎসল্য (ভাব) লইয়া আজ চলিলেন তথা।

বৎসবন (বালহার)

শ্রীনিবাস কহে দেখ বৎসবন।
এথা চতুর্ম্মুখ হরিলেন বৎসগণ।
এই বালহার নাম গ্রাম এইখানে।
বালকাদি হরে চতুর্ম্মুখ হর্ষমনে।
শ্রীজীব ছিলেন পত্র কুটিরে বসিয়া।
গোস্বামীর দর্শনে ধরিতে নারে হিয়া।

লোটাইয়া পড়ে গোস্বামীর পদতলে।

শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি বিস্মৃত সকলে।
বৃন্দাবনে আইলা দ্বিগ্বিজয়ী একজনে।

ক্রমস জয়েত গ্রামের দেড়মাইল দূরে হাজর গ্রাম তথা হইতে এক মাইল দূরে বলিহারা গ্রাম (বাবার) এইস্থানে ব্রহ্মা বৎস হরণ করেছিলেন তথা হইতে এক মাইল দূরে বাজমা গ্রাম যখন অঘাসুর বধ হইয়াছিল তখন দেবতাগণ এইস্থানে আনন্দে বাদ্যধ্বনি করেছিলেন। সেখানে সখাগণ রঙ্গে ভোজন করেছিলেন সেই গ্রামের নাম জেওলাই ইহা দেড়মাইল দূরে দক্ষিণে অবস্থিত। জেওলাই গ্রাম হইতে আড়াই মাইল দূরে শকয়োয়া এইস্থানে ইন্দ্র এসেছিলেন তথা হইতে দেড় মাইল দূরে আবাস গ্রাম এইখানে অষ্টাবক্রমুনি তপস্যা করেছিলেন ইহার সওয়া মাইল দূরে চুন্‌রাক তথা হইতে এক মাইল দূরে শ্রীদেবী আবাস গ্রাম এইস্থানে একো-নাংশা দেবীর অষ্টভূজা মূর্ত্তি দর্শন। যে যোগমায়া দেবী কংস হাত হইতে উপরে গিয়া বিন্ধ্যবাসিনা হইয়াছিলেন সেই প্রতিরূপ। ইহার দুই মাইল দূরে বায়ুকোণে পরখম গ্রাম। সখ্যরসের উচ্ছিষ্ট ভোজন দেখে ব্রহ্মার যে সন্দেহ সেইস্থান এখান হইতে সওয়া মাইল পশ্চিমে চৌমুহা এইস্থানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন এখান হইতে এক মাইল দূরে আজাইগ্রাম আজ অঘাসুর বধ করিয়াছে এইকথা শুনিয়া গ্রাম নাম আজই হইল। ইহার দুই দূরে সিহাণা! ব্রজবাসীগণ বলিলেন খুব চতুর নাহলে কৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিতে পারে না সুতরাং চতুরের ব্রজকেলি সিহানা নামে এই গ্রামের নাম করণ হইল। এখান থেকে চার মাইল দূরে পসৌলী গ্রাম এখানেই অঘাসুর বধ হইয়াছিল। পসৌলীর দুই মাইল দূরে বরলী ইহা বরলীর একমাইল দূরে অবস্থিত। এখান থেকে দেড় মাইল দূরে সেইগ্রাম ব্রহ্মার বিস্মৃত স্থান অর্থাৎ পূর্বে যেখানে গোবৎ দেখেছিল তাহাপুনঃ এখানে দেখিতেছি। ইহার দেড় মাইল দূরে মাই ও বসাইগ্রাম। এইস্থানে শ্রীজীব গোস্বামী দ্বিগবিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছিলেন।

"অব জানন্তি মা মূঢ়াং, মানুষী ভনুশশিতাং" ॥

যখন ভগবান নিত্য গোলক বৃন্দাবন হইতে এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া নরাকৃতি লীলা ধারণ করেন তখন তাহার পরিকরগণও উপস্থিত হন এবং সখ্যরস, বাৎসল রপ দাস্য রস, এবং শৃঙ্গার রস পরস্পর আস্বাদন হয় (তাই এখানে বাৎসল্য রসের শ্রীনন্দ যশোদার সেবা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু শ্রীনন্দবাবা একাদশী ব্রত রাত্র জাগরণ তথা দ্বাদশী দিন প্রাতঃ যমুনার স্নান করিতে করিতে গিয়াছেন এমন সময়ে আসুরীবেলা দেখে বরুন দুত এক যক্ষ বিচরণ করিতেছিল তাই সে নন্দ বাবাকে ধরে বরুনের নিকট লইয়া গেল। এদিকে নন্দের সঙ্গী গোপগণ গোপরাজ নন্দকে অদৃশ্য দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নিকট গিয়া বলিলেন হে কৃষ্ণ! হে রাম কোথায় আছ শীঘ্র এস দেখ তোমার বাবাকে বুঝি মক্র মকরদি কোন জলধর প্রাণি আসিয়া গ্রাস করিয়াছে। হায় হায় আজ আমাদের কি হইল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন তাঁহাদের ক্রন্দন শুনিয়া তৎক্ষনাৎ ভগবান বরুনালয় গমন করিয়া ঐশ্বর্য্য লীলা প্রকট করিলেন এদিকে বরুন ও নিজ গৃহে ভগবানের গমন দেখিয়া বিধি পূর্বক পূজা করিয়া বলিলেন প্রভু আজ আপনার দর্শন পেয়ে আমার জীবন কৃতার্থ হইল। আমার অজ্ঞানী দুত আপনার পীতাকে এখানে আনিয়াছে অতএব আপনি আমাদের দোষ ক্ষমা করুন এই বলিয়া নন্দবাবাকে ফেরৎ দিলেন। নমস্তুভ্যং ভাবতে ব্রাহ্মণ পরমাত্মনে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দবাবাকে লইয়া ব্রজে গমন করিলেন ব্রজবাসীগণ নন্দবাবার প্রত্যাবর্ত্তন তথা বরুন পুরীব ঐশ্বর্য্য শ্রবন করিয়া আশ্চর্য হইলেন এবং নন্দবাবাকে আলিঙ্গন করতঃ কুশল প্রশ্ন করিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন।

উপানন্দ প্রভৃতি নন্দবাবার ভাতৃবর্গ শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য বরুন পুরীর বৈভব তথা তথায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর

ভগবান জ্ঞান করিলেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন হে কৃষ্ণ আমাদিগকে তোমার নিত্যগোলক কখন দেখাবে ? ভগবান এদের মনোভাব অভিপ্রায় জানিয়া বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন। প্রথমে মায়িক সৃষ্টি তারপর কেহ বুঝিতে পারিবে না ঐরূপ মায়া করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন তখন সেখানেও বেদ পুরান আদি দর্শন করাইলেন তখন সেখানেও বেদ পুরাণ আদি মূর্ত্তিমান হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন ইহা দেখিয়া সকল গোপ-গণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ভগবান গোপগণকে ঐরূপ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। এই হইল বাৎসল্য রসের মধ্যে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ। ঐরূপ সখ্যরসের মধ্যে আগে খেলাধুলা করিয়া অসুরদিগকে নাশ করিবেন শৃঙ্গার মধুর রস দ্বারা সখী মঞ্জরীদের দ্বারা আনন্দ অনুভব মাত্র।

একদিন মধুর রসের খেলা অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের কন্দুক খেলা আরম্ভ হইতেছে কন্দুক ক্ষেপন সময়ে শ্রীমতি রাধারাণীর চড়িসুমধুর ঝঙ্কার ধ্বনি হইতেছে তাতে শ্রীশ্যামসুন্দর ঐদিকে লক্ষ করিয়া মোহিত হইয়া কন্দুক ধরিতে অক্ষম হইতেছেন। স্বামিনী হাত তালি দিয়া হেরে গেছে বলিয়া হাসিতেছেন। এইবার যদি কন্দুক ধরিতে না পারে তাহা হৈলে পরাজয় হইবে। স্বামিনী অপূর্ব ভঙ্গীতে খেলা আরম্ভ করিলেন। সেই রূপ মাধুরী এবং কুচ যুগ্মাদি ঢাকা তেশ্রী গোবিন্দের সঙ্গে খেলা করেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিছুতে কন্দুক ধরিতে পারিতেছেন না তখন শ্রীমতি বলিলেন হে সুন্দর বুঝিলাম এ খেলা তোমার দ্বারা হইবে না কেননা তোমার এ বিষয়ে একেবারে অভিজ্ঞতা নাই। তাই আর একটি নূতন খেলা আরম্ভ হইল লুকাচুরি।

শ্রীরাধারাণী প্রতিমার মত হইয়া দাঁড়াইলেন শ্রীকৃষ্ণ খোঁজে পান নাই পরে শ্রীমতি রাধারাণী বলিলেন হে কৃষ্ণ তুমি আমাকে খোঁজে পাবে না আমার সখী মঞ্জরীর আনুগত্য ভিন্ন এই ব্রজে আমাকে কেহ পায় না তুমি কি পেতে পার।

কৃষ্ণ যখন তমাল বৃক্ষ সঙ্গে মিশে গিয়াছিলেন তখন প্রথমেই শ্রীমতি রাধা শ্রীকৃষ্ণকে পান নাই রাস্তা দিয়া চলে যাইতেছেন পরে আনুমানিক করিয়া সৌগন্ধ এবং ভ্রমরদের গুঞ্জন দ্বারা এবং মঞ্জরী-দের ইঙ্গিতে ধরিতে পারিলেন। তখন শ্রীশ্যাম সুন্দরের পরাজয় হইল।

একদিন আর একটি লীলা করিলেন যথা--সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন দেখ কৃষ্ণ তুমি রাধার দেখা করতে ইচ্ছুক কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না সুতরাং দ্বারে দাঁড়িয়ে আর থাকনা ওদিকে গিয়ে বস ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বহুত আকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন একবার কেহ দেখা করিয়ে দাও, আর বা নাই করালে সখীগণ বলিলেন সত্য কথা বল তুমি কোথা গেছিলে এবং কোথা হইতে কেন এখানে এসেছ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তোমাদের একজন সখীকে খোজ করিতে গিয়েছিলাম চন্দ্রাবলী কুঞ্জে যাই নাই তোমরা এই সংবাদ শ্রীরাধাকে গিয়ে বল এই সংবাদ শ্রীরাধারাণী সন্নিকটে সখী বলাতে তিনি বলি-লেন যখন তোমরা বলিতেছ তা হৈলে নিয়ে আস সখীগণ এসে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে আমরা নোব এবং শ্রীরাধার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব, তুমি রাধার জন্য একটু কাঁন্দো তো দেখি, তোমাকে কি কান্না আসে না ?

এই হইল অপূর্ব শৃঙ্গার রসের আস্বাদন আর রাধারাণী সখীদের সঙ্গে ফুল তোলার জন্য আনন্দবৃন্দাবনের বাগিচায় গিয়াছেন এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মালি হইয়া বৃক্ষের উপরে বসিয়া বলিতেছেন কে তুমি এই মল্লিকা পুষ্পের কড়ি নষ্ট করিতেছ ? আমি এই বাগিচাতে পাহারা দেই জল সেচ করে বৃক্ষকে বাচাইয়া থাকি ইহাকে রক্ষা করার ভার আমার উপর দিয়াছেন রাজার আদেশ যদি কেহ কড়ি পাতা ভাঙ্গে তুমি তাহার সমস্ত বস্ত্র লগ্ন করে ছেড়ে দিবে। যদি আমার নিজস্ব বৃক্ষ হইতে তা হৈলে কোন কথা ছিল না ছেড়ে দিতাম। শ্রীমতি রাধারাণী বলিলেন এই সন্ধ্যা সময়ে ঐরূপ বাক্য তোমার বলা কি উচিৎ ? কৃষ্ণ বলিলে মালিকের আদেশ আমি লঙ্ঘন করে ছেড়ে

দিতে পারিনা আমার মালিক খুবই ক্রুর, যদি সে শুনে তা হৈলে আমার অনিষ্ট করবে সুতরাং তোমরা এখন যেতে পারবে না ঐ কুঞ্জে চল সেখানে তোমাদের আটক রাখব। রাধারাণী বলিলেন আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি ছেড়ে দাও আর বাড়া বাড়ি কর না। কৃষ্ণ বলিলেন একমাত্র উপায় হইতেছে সোজা রাস্তায় না গিয়া অন্য রাস্তায় এই কুঞ্জ দিয়া যেতে পার তা হৈলে মালিক দেখিতে পাবেনা ঐ কুঞ্জে তাকিয়ে দেখ কিরূপ আমার কুঞ্জ সুসজ্জিত হইয়াছে। শ্রীমতি বলিলেন তুমি যে এখন বলিতেছিলে মালিকের বাগান এখন দেখিতেছি তুমি তো মালিক মালিক কি ঐরূপ সুসজ্জিত শয্যা রূপ কুঞ্জ থাকে ? তোমার এ ধ্যানে নাই কি গোপবধুদের পূজ্য যে রাধা তার কলক কবিতে তুমি ইচ্ছা করিতেছ ? হে মাধব ! এই হরিণ গণই সাক্ষী থাকিলেন ও তোমারমত বঞ্চককে পরম ব্রহ্ম কি বলিতেছে ? শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন আরে ধূর্ত্ত বৃন্দাবনে তোমার চতুরতা চলিবে না, এই বৃন্দাবনের রক্ষিতা শ্রীবৃন্দাদেবী। এইরূপ আনন্দ কন্দ বৃন্দাবন চন্দ্রের লীলা রহস্য। সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রয় সেই জানে, বিষামৃত একত্র মিলন।

এরপরে সখাদের সঙ্গে সখ্য রসের আস্বাদন ভাণ্ডীর বনে উল্লেখ হইতেছে।

শ্রীভদ্রবন—ইহা নন্দ ঘাটের দুই মাইল দূরে অগ্নিকোণে যমুনা-তীরে অবস্থিত। ইহা দ্বাদশ বনের অন্যতম বন ষষ্ঠবন এখানে যাত্রা করলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

তস্মিন্ ভদ্রবন নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্ তত্রা গত্বা তু বসুধে।
মদ্ভক্তো মৎ পরায়নঃ। তদ্বনস্য প্রভাবেণ ন গলোকং স গচ্ছতি।

কৃষ্ণ প্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে।
নাক পৃষ্ঠ লোক প্রাপ্তি বন প্রভাবেতে।

ভাণ্ডীর বন—ইহা ভদ্রবনের সন্নিকটে বিরাজমান। দ্বাদশ বনের মধ্যে একাদশ বন হইল ভাণ্ডীর বন এই স্থানে পরিক্রমা যাত্রা করলে আর জন্ম মরণ গর্ভবাস হয় না। ভাণ্ডীর কুণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামা মন্দির দর্শন। যোগীগণ প্রিয় এ ভাণ্ডীর বন হয়। দর্শন মাত্র গর্ভ যাতনা ঘুচয়ে! সর্ব্ব বনোত্তম এ ভাণ্ডীর শাস্ত্র কহে।

শ্রীরাধিকা পতি কহে মৃদু ভাসে। সখাসহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে। কৃষ্ণ কহেন এথা মল্লবেশ ধরি। সখাগণ সহ সুখে মল্লযুদ্ধ কেহ না জানয়ে। অনায়াসে করি অন্য মল্ল পরাজয়। হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার বার। মল্লবেশে যুদ্ধ আজ দেখিব তোমার, এত কহি সকলেই কৈলা মল্লবেশ কৃষ্ণ মল্লবেশে করয়ে অশেষ। কৃষ্ণ পানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে মল্লযুদ্ধ স্থলেতে প্রবেশে মহামল্ল যুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়। আনন্দ কন্দর্পের অতিশয়। ঐছে নানা কৌতুক বিহ্বল ভাণ্ডীরতে। ভাণ্ডীরে যে বিলাস তাকে পারে বর্ণিতে।

যখন নিভৃত লীলা বিলাসে পরস্পর যুগল কিশোর পরিশ্রান্ত হইয়া পিপাসার্ত্ত হন সেই সময়ে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া যে কূপ ভরিয়া গিয়াছিল তাহার নাম বেণুকূপ।

এই বনে শ্রীরাধিকা সুবলের বেশে গোষ্ঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত মল্লযুদ্ধ করেছিলেন। যখন ভীষণ মল্লযুদ্ধ হইল তখন কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। এই হইল আনন্দ কন্দ বৃন্দাবন চন্দ্রের অপূর্ব্ব লীলা।

যখন শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন তোমরা নেত্র বন্ধকর সখাগণ নেত্র বন্ধ করাতে তৎক্ষণাৎ সকলকে লইয়া ভাণ্ডীর বটের নিকট উপস্থিত হইলেন নেত্র খুলে সখাগণ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশংসা ধন্যবাদ দিলেন।

ছাহেরী বিজৌলী—এই গ্রাম ভাণ্ডীর বন সন্নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যখন সখাদের সঙ্গে ভাণ্ডীর বনে খেলা করেন। তখন খেলা সমাপ্ত হওয়ার পর যে স্থানে ভোজন করেছিলেন তাহার নাম ছাহেরী। সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া

ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ ছায়ায় বসিয়া।
এ হেতু ছাহেরী নামে গ্রাম এই হয়।
নিকট স্থান দেখ শোভাময়।
এই স্থানে প্রলম্বাসুর বধ হইয়াছিল।

বিল্ববন—বৃন্দাবন হইতে তিন মাইল উত্তরে বিল্বন অবস্থিত বরাহপুরাণে যথা—

বনং বিল্বন নাম দশম দেবপূজিতম্
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোক মহীয়তে॥

এই বন দ্বাদশ বনের মধ্যে দশম বন এবং দেবতাদের পূজিত। যখন বৃন্দাবনে মহারাস হইয়াছিল সেই সময়ে লক্ষ্মীদেবী ব্রজদেবীগণের রাগানুগ মার্গের আনুগত্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া রাসে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং স্বর্ণ রেখার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে স্থান লাভ করেন। সেজন্য কৃষ্ণ গোপীদিগকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা তোমরা ঘরে গিয়া পতি সেবা কর—
রামকৃষ্ণ সখাসহ এই বিল্ববনেতে। গন্ধবিল্ব ফল ভুঞ্জেন মহাকৌতুকেতে। দেবতা পূজিত বিল্ববন শোভাময়। এবং গমনে ব্রহ্মলোক পূজ্য হয়॥

বিল্ববন শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডে যে করে স্নান।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান॥

মাঠবন—ভাণ্ডীর বনের দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলাস্থান।

এই মাঠ গ্রাম মহা আনন্দ এখানে।
নানা ক্রীড়া করে রামকৃষ্ণ সখাসনে।
মৃত্তিকা নির্মিত বৃহৎ পাত্র মাঠ নাম।
মাঠোৎপত্তি প্রশস্ত এ হেতু মাঠগ্রাম।
দধি মন্থনাদি লাগি ব্রজবাসীগণ।
লয়েন অসংখ্য মাঠ ঐছে সবে কন।

মান সরোবর—ইহা বেলবনের তিন মাইল পূর্ব্বে এবং ডাঙ্গোলী গ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত। যখন শ্রীমতী রাধারাণী রাস হইতে এখানে আসিয়া মান করতঃ এইস্থানে ক্রন্দন করিয়াছিলেন সেই কারণে তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত জলের নাম মান সরোবর।

দেখ অতি পূর্ব্বে এই ধারা যমুনার।
মান সরোবর ছিলা যমুনার ওপার।
এবে হইলেন যমুনা ধারাদ্বয়।
মধ্যে মান সরোবর অতি শোভাময়।

এই সরোবরের তীরে শ্রীরাস বেদী এবং শ্রীরাধারাণীর মন্দির দর্শনীয় পূর্ব্বদিকে পিপৌলী গ্রাম। এই গ্রামের আড়াই মাইল দূরে মুঞ্জাটরী গ্রাম বিদ্যমান।

একটি মাধব লতার কুঞ্জে শ্রীমতী মানিনী হইয়া বসিয়াছেন মানের কারণ কেহ জানেন না। জল্পনা করেন হয়ত অকারণে মান

অহেরিব গতি প্রেম্ন স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোমান উদঞ্চতি।

সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিল গতি সুতরাং কারণে অকারণে মানের সঞ্চার হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ আজ মান প্রসাদনের নিমিত্ত সখীগণের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। সখীগণ বলিতেছেন হে রাধে! তুমি বিনা কারণে অকারণে মানিনী হইয়া তাহাকে দুঃখ দিতেছ। তোমার প্রেমের অধীন হইয়া তোমার নিমিত্ত ভয়

লজ্জাদি সব ত্যাগ করে হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই যমুনার ঘাটে একখানি জীর্ণ নৌকা উপরে মিছামিছি নিদ্রিত ভাব দেখাইয়াছিলেন সখীর পার হওয়ার জন্য বারম্বার আহ্বান করা সত্ত্বেও সাড়া দেন নাই পরে নৌকায় তুলিয়া বলিলেন নৌকা পারের মূল্য দাও। শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট শুল্ক না থাকায় যুথখানি বিমর্ষ হইলে, তাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কণ্ঠের হার তথা কুচ। ছাদন বস্ত্র রহিত হইয়া আরোহণ করিলে জীর্ণ নৌকাটি কোন প্রকার চালাইতে পারি নচেৎ পার করান আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। চাতুর্য্য শিরমণি শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে হারাদি সমর্পণ করা সত্ত্বেও নৌকা চলে না। তখন শ্রীমতী রাধা বলিলেন হে কৃষ্ণ। আমরাও তোমার সহায়তা দরুণ জল সেচন করিলাম তাতেও তোমার জীর্ণ নৌকা চলিতেছে না। তাতে আবার তুমি পরিহাস করিতেছ। শোন যদি আমরা আর কোন দিন আসি তাহলে তেমোর নৌকায় আসব না। শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন হে সখী-গণ নৌকা যেমন ঢাল গভীর, তেমন নদীও চৌড়া গভীর হে সখী এখন কি করা যায়? এ নন্দ নন্দনের কলঙ্কেরও ভয় নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে সুন্দরী রাধে। অদ্য তুমি আমার প্রতি সদয় হও আমি পার করার শুল্ক বিনিময়ে শীঘ্রই তোমাদের তীরে পৌছাইয়া দিতেছি।

বড় দাঊজী—ইহা বন্দী গ্রামের তিন মাইল দূরে দক্ষিণে এখানে দাউজী অর্থাৎ বলরাম মূর্ত্তি পুষ্করিনী হইতে প্রকট হইয়াছেন। মন্দিরে রেবতী ও বলদেব জীউ দর্শন। মন্দিরের পশ্চিমে শীশকর্ষণ কুণ্ড অর্থাৎ ক্ষীর সাগর বিরাজমান। গ্রামের দক্ষিণে মতি কুণ্ড, উত্তরে রেণুকা কুণ্ড ও রীড়া গ্রাম, ইহাকে বিক্রম বন বলিয়া থাকেন কৃষ্ণপুরের দুই মাইল দূরে অগ্নিকোণে বন্দী গ্রাম এবং তথায় বন্দীকুণ্ড ও আনন্দীবন্দী দেবীর দর্শন বিক্রকাবন অর্থাৎ দাঊজী মন্দির হইতে এক মাইল দূরে হতৌরা গ্রাম।

যাহাকে ক্ষণকাল না দেখিলে সকলে ব্যাকুল হইয়া যায় সে স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া গহন বনে রাত্রি জাগরন করতঃ অভিসার করিয়া থাকে। অকলঙ্ক কুলেও কলঙ্কের চিন্তা করে না সুতরাং তুমি মানিনী হইয়া তাহাকে কেন দুঃখ দিতেছ ইত্যাদি।

লৌহবন—এই গ্রাম পাণিগ্রামের পাঁচ মাইল অগ্নিকোণে তথা মান সরোবরের ২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এক সময়ে দুর্বাসা ঋষিকে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন পান করাইয়া যমুনা পারে এই পাণিগ্রামের ঘাটে পার করাইয়াছিলেন এই জন্য নাম হইল পাণিগাঁও।

ওহে শ্রীনিবাস এই দেখ লৌহবন।
লৌহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ॥
নানা পুষ্পে সৌগন্ধে ব্যাপিয়া রম্যস্থান।
এথা লৌহ জঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান॥

এই লৌহ বনের ২ মাইল দূরে শ্রীরাভোল গ্রাম এবং রাভেলের চার মাইল দূরে গড়ুইগ্রাম এই স্থানে দন্তবক্রকে বধ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ প্রণাম উদ্দেশ্যে এইস্থানে আগমন করেছিলেন। সেই সময়ে নন্দবাবা কুরুক্ষেত্রে মিলনের পরে এই স্থানে প্রতিক্ষা করেছিলেন। "অয়রে অয়রে" বলাতে আয়রে গ্রাম হইল, ঈহা ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের ২ মাইল দূরে কৃষ্ণপুর বর্ত্তমান নাম গোপালপুর। এই গ্রামে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে লইয়া আনন্দোৎসব করেছিলেন তাই কৃষ্ণপুর নামকরণ হইয়াছিল।

লোহজঙ্ঘং নাম লোহজঙ্ঘম রক্ষিতম্।
নরম তু বনং দেবি॥ সর্ব পাতক নাশনম॥

লোহজঙ্ঘ নামক এইনবম বন অতি মনোরম ও সর্ব পাতক নাশক। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সখাগণের সহিত এই বনে গোচারণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে জঙ্ঘাসুর বধ হইয়াছিল। লোহজঙ্ঘন বন নাম হয়ত ইহার।

এসব পাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার। এই নবম সর্ব পাতক নাশন।

ব্রহ্মাণ্ড ঘাট —ইহা মহাবনের এক মাইল অগ্নিকোণে যমুনার উত্তরে তথা হাতৌরার তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া মা যশোদাকে মুখের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন।

এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সুখে।
ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণ মুখে॥
এই হেতু ব্রহ্মাণ্ড ঘাট যে ইহার।
দেখ যমুনা তীরে শোভা চমৎকার॥

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম ৮ অঃ ৩৫ শ্লোকঃ যথা—

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যা ভিশংসিনাং।
যদি সত্যাগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্যমে মুখম্॥

চিন্তাহরণ ঘাট—ইহা গোকুল ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের পূর্বে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিভাগে শ্রীচিন্তেশ্বর মহাদেব তথা ঘাটের বায়ু-কোণে শ্রীমহাবন বিদ্যমান।

শ্রীগোকুল মাহবন—মহাবনঞ্চ ষ্ঠমন্ত সদৈব হি মম প্রিয়ম।
তস্মিন গত্বাতু মনুজ ইন্দ্রলোক মহীয়তে।

এই বন মথুরা হইতে ৬ মাইল দূরে যমুনার অপর পার্শ্বে বিদ্যমান॥ অষ্টম মহাবন অহো সর্বদা আমার অর্থাৎ এই অষ্টম বন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। মানব এই বনে আগমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজিত হয় বর্ত্তমানে ইহাকে প্রাচীন গোকুল বলা হয়।

শ্রীগোকুল মহাবন দুই এক হয়।
গোকুল নিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয়।
গৌরাঙ্গ গোকুলে আসি এধায় বৈসয়।

এই মহাবনে যমলার্জ্জুন তীর্থ ও কুণ্ড বিদ্যমান। তথায় স্নান ও উপবাস করলে অনন্ত ফল লভ্য হয়। সেই মহাবন সর্ব্ব পাতক নাশন। আরও তথায় গোপেশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন।

সহস্রং পত্রং কমল গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎ কর্ণিকার তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥

চিন্ময় এই গোকুল ভগবানের নিত্যধাম ইহা বিশিষ্ট কমলাকৃতি চিত্রামণি ময় শ্রীগোকুল নামক মহাবন।

এখানে ভগবানের নিত্য পরিকরগণ অর্থাৎ শ্রীনন্দ যশোদাদি সহিত বাসের জন্য মহান্তপুর কথিত। তৎ কণিকার অর্থাৎ এইধাম শ্রীবলদেবের অংশই সদা আবির্ভূত হইয়া নিবাস করেন। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য ইহাকে অষ্টম বন বলা হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ধাম মন্ত্ররাজ পীঠ অতএব প্রাচীন গোকুল নামে প্রসিদ্ধ। সন্নিকটে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য লীলায় খেলা ধূলাম স্থান রমন রেতি বিদ্যমান।

যখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজ রূপে দর্শন দিয়া বলিলেন যদি কংস ভয় থাকে তা হৈলে আমাকে লইয়া গোকুলে নন্দগৃহে রেখে আসে। তাই যখন বসুদেব পুত্রকে লইয়া যমুনা পার হইয়াছিলেন এবং পুত্র রক্ষার জন্য "কোইলেও কোইলেও" বলিয়া চিৎকার করিয়াছিলেন সেই সময় হইতে সেই ঘাটের নাম কয়লো ঘাট প্রচলিত এবং ঘাটের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী গ্রামের নাম কয়লা গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। আরও ঘাটের দুই তীরে উত্থলেশ্বর মহাদেব ও পাড়েশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন।

নূতন গোকুল মহাবনের দেড় মাইল দূরে উত্তর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের সন্তানগণ এইগ্রামে অবস্থান করেন এখানে গোপালঘাট, শ্রীবল্লভঘাট, শ্রীগোকুল, নাথজীর বাগিচা, বাজনটিলা, সিংহপৌরী যশোদাঘাট শ্রীবিঠল নাথজীর মন্দির, শ্রীমদনমোহনজীর মন্দির, শ্রীমাধবরায়ের মন্দির, ব্রহ্মছোকরা, বৃক্ষ, শ্রীগোবিন্দঘাট, শ্রীঠাকুরাণীঘাট. শ্রীগোকুল চন্দ্রমার মন্দির, শ্রীমথুরা-নাথজীর মন্দির শ্রীনন্দমহরাজের গাড়ি রাখিবার স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়।

শ্রীনন্দমহারাজের দন্ত ধাবন—টিলা ইহার নিম্নদেশে শ্রীগোপী কাগণের হাবেলী পুতনা মোষণ স্থান, তৃনাবর্ত্ত বধের স্থান, শকট উজ্জনের লীলা স্থান, শ্রীনন্দমহারাজের সিংহপৌরী শ্রীনন্দ ভবন

দধিমন্থন স্থল, শ্রীকৃষ্ণেরষষ্ঠী পূজাস্থল, আশীখম্বা শ্যামলালের মন্দির

শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীছেদনের স্থল, নন্দকুপ ইহার সন্নিকটে যমলাৰ্জ্জুন ভঞ্জন স্থল ও উত্তুখল ইত্যাদি দর্শনীয়।

মহাবনে গিয়া শ্রীপণ্ডিত মহাবেশে।
শ্রীনিবাসে নরোত্তমে কহে মৃদুভাষে॥
দেখ নন্দ যশোদা আলয় মহাবন
এথা যে যে রঙ্গ তাকে বর্ণিতে জানে।
এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল
পুত্র মুখ দেখি এথা নন্দাদি বিহ্বল।
অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি।
কৈল কৃষ্ণ জন্মের লৌকিক যে যে বিধি।
এই দেখ নন্দের গোশালা স্থান এথা
গর্গাচার্য্য নন্দ জানাইল মনঃ কথা।
কংস ভয়ে গর্গরামকৃষ্ণেরে গোপনে
কৈল নামকরণ এভাই হর্ষ মনে। (ভক্তি রত্নাকর)

মহাবন—মথুরা কংশ কারাগারে যখন ভগবান লীলা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন তখন বসুদেবকে আদেশ করেন আমাকে গোকুলে লইয়া যশোদার কোলে রাখিয়া তাহার যমক পুত্র কন্যা দুই হইতে একা কন্যাকে লইয়া দেবকীর কোলে রেখে দাও। আমি স্বয়ং যশোদার পুত্র সঙ্গে মেঘ বিদ্যুতের মত মিলিত হইয়া একহ পূর্ণব্রহ্ম হইয়া থাকিব আমাকে কেহ জানিতে পারিবে না। উদাঃ যথা—

বসুদেব সুতানীতে বাসুদেব খিলাত্মনি।
লীনৈঃ নন্দসূত রাজন ঘনে সৌদামিনী যথা॥

শ্রীকৃষ্ণের গোকুল হইল বাল্যলীলা স্থান এই স্থানে মা যশোদা বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণকে উত্তুখলে বন্ধন করিয়াছেন। এই স্থানে যমালাৰ্জ্জুন ভঞ্জন লীলা হইয়াছে। পূতনা বধ, তৃনাবর্ত্ত বধ, শকট ভঞ্জন ইত্যাদি লীলা হইয়াছে। পৌর্ণমাসী দেবী এই লীলা দর্শন করার জন্য একটি পর্ণ কুটির করিয়া বাস করিতেন। অদ্যাবধি তাহার মন্দির বিদ্যমান। আদি মন্দির শ্রীযশোদার ভবন। রমন-

রীতিতে, ভগবানের খেলাধুলার স্থান। নূতন গোকুলে বহ্লব সম্প্রদায়ের অনেক মন্দির আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সপ্তম দিবসে যখন শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ পান ছল করে তার পঞ্চপ্রাণ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিল। এইস্থানে পুতনা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কালকুট মিশ্রিত স্তন্য পান করাইবার চেষ্টা করেন এবং ছাড় ছাড় বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে কপট বেশ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসী বেশ ধরেন সেই বামনাবতারে যখন বামনদেব বলির সন্নিকটে দান গ্রহণ করার জন্য গিয়াছিলেন তখন বলির কন্যা রত্নমালা বামনদেবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্তন পান করাইতে অভিলাষ করেছিলেন। তাই রত্নমালা ব্রজে পুতনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। এইস্থানে ব্রজরাজ নন্দ মহারাজের নির্দ্দেশে পুতনার মৃতদেহ সৎকার হইয়াছিল। উদাঃ যথা—

পুতনা বধিয়া এথা ব্রজেন্দ্র কুমার।
এইখানে অগ্নি ক্রিয়াই পুতনার॥

পুত পবিত্র ন পুতনা তাই ব্রজবাসীগণ চন্দন কাষ্ঠে দাহ করিলেন। অহো বাকী যং স্থন কালকুটং জিঘাংসয়া পায় যদপ্য সাধ্বী লেভেগতিং ধাত্র্যচিত্য ততোচ্ছন্যং কংবা দয়লুং শরণং বজেম। আরও এই মহাবনে শকটাসুরকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণের হিয়া শশনে। শকট ভঞ্জন করিলেন এইখানে। পূর্ব্বজন্মে শকটাসুর হিরণ্যাক্ষের পুত্র উৎকচ নামক দৈত্য ছিল। এক সময়ে লোমশ মুনির আশ্রমে যাইয়া বৃক্ষ নষ্ট করায় লোমশ মুনির শাপে শকটাসুর হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। (১) শ্রীকৃষ্ণের জন্মের তৃতীয় মাসে এইস্থানে তৃণাবর্ত্তকে মুক্তি প্রদান করেন।

(২) এথা তৃণাবর্ত্ত দুষ্ট, কৃষ্ণেরে লইয়া
উঠিক আকাশে অতি উল্লসিত হইয়া
পরক কৌতুক কৃষ্ণ চাহি চারিপাশে।
তৃণাবর্ত্তে বধ এই মনের আবেশে॥

(৩) এইস্থানে তৃণাবৃত্তকে মুক্তি প্রদান করেন। তৃণাবর্ত্ত পূর্ব্বজন্মে পাণ্ড্য দেশের রাজা সহস্নাষ নামে ছিলেন। একসময় তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া দুর্ব্বাসা ঋষির আগমনে কোন সৎকার করেন নাই। অতএব ঋষির কোপে তিনি তৃণাবর্ত্ত অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। এইস্থানে গর্গাচার্য্য আসিয়া রামকৃষ্ণের নাম করণ করিয়াছিলেন।

এই গোকুলে যমালার্জ্জুন উদ্ধার লীলা হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই নল কুবের মুনী গ্রীব রুদ্রের অনুচর হইয়া ধনের গর্ব্বে কৈলস উপবন অপসরা সঙ্গে বিহার করিতেছিলেন অকস্মাৎ সেখানে নারদ উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কল্যাণ জন্য একটি উপায় চিন্তা করিলেন। অসতঃ মদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমাঞ্জনম্।

ধন মদ গর্ব্ব রূপ অন্ধকারে এরা ভগবদতত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে না ইহা দিগকে কৃষ্ণ যোনিতে শাপ দিয়া ভগবানের চরণ স্পর্শ করাইয়া মুক্ত করাইব তাই কৃষ্ণাবতারে যখন তাঁহারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়াছিলেন, তখন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে মাখন চোরী করা দোষ দরুণ যমালর্জ্জুন বৃক্ষ সন্নিকটে উলুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উলুখলকে টানিয়া বৃক্ষের সঙ্গে চরণ স্পর্শ করতঃ সেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপ নলকুবের মুনি গ্রীবকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দুইবৎসর তিন মাস সময়ের ঘটনা ইহার পর নন্দবাবা গোকুল মহাবন পরিত্যাগ করিয়া কিছু দিন সটিকরায় বাস করেন।

একদিন বাৎসল্য প্রেমে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার পর নন্দবাবা যশোদাকে বলিলেন আমাদের এই বৃদ্ধাবস্থায় আনন্দ দায়ক পুত্র প্রাপ্ত করিয়াছি সামান্য বিষয় মাখন নষ্ট করার জন্য বন্ধন করেছ এস কৃষ্ণ গোশালে যাই কৃষ্ণও বলিলেন এদিকে মা যশোদা অন্তরে বড় দুঃখিত হইলেন কিন্তু রাত্র ১২টা সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বাবা আমার মার কথা মনে পড়িতেছে সুতরাং শীঘ্র আমাকে আমার মার নিকট লইয়া চল তখন শ্রীনন্দ বাবা আবার শ্রীযশোদার কোল শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে দিলেন। বাৎসল্য

প্রেমের প্রধান স্থান গোকুল মহাবন। অঘাসুর বধের দিন ব্রহ্মাগোপ শিশু ও গোবৎস হরণ করেন। এবং পরে পৌগণ্ড বয়সে শ্রীবলরাম তালবনে ধেনুকাসুর বধ করেন গোকুল হইতে যাইয়া।

সহস্র পত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎ কর্ণিকার তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্ ॥

রাবল —শ্রীমতী রাধারাণীর জন্মস্থান রাবল। পরে কংসের ভয়ে বৃষভানু রাজ্য এখান হইতে বর্ষানে বাস করেন। ইহা লৌহবনের দুই মাইল দূরে যমুনা তীরে অবস্থিত। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী দ্বিপ্রহরে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃত্তিকা-মাতার গর্ভে অবতীর্ণ হন। বর্ত্তমানে সেই প্রাচীন মন্দিরে সেবা পূজা হইয়া আসিতেছে।

অহে শ্রীনিবাস দেই এ রাবল গ্রাম।
এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম ॥
শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে।
যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিলা ভূবনে ॥
অহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রগণ সনে।
গোকুল হইতে আসি রহে এইস্থানে ॥

একদিন মা যশোদা কৃত্তিকা গৃহে রালে কৃষ্ণকে লইয়া গিয়াছিলেন এবং হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা জন্মগ্রহণ করিয়া চক্ষুতে দেখেন নাই। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নীচে রাখিয়া কথা বলিতেছেন মাতা কৃত্তিকা বড়ই দুঃখিত হইয়া যশোদাকে বলিলেন বিধাতা কন্যাটি দিলেন কিন্তু অন্ধ্যা। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ হামাগুড়ি করিয়া গিয়া শ্রীরাধিকাকে স্পর্শ করিলেন তখন শ্রীমতী রাধা চক্ষু খুলে সর্ব্বপ্রথম প্রাণনাথকে দর্শন করিলেন।

বহু ভাগ্যফলে এই রাধাকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন হয়। বাৎসল্য রসের রসিক শ্রীযশোদা মা শ্রীকৃষ্ণকে দুগ্ধপান করাইয়া শয়ন করাইলেন এবং সখীগণকে বলিলেন তোমরা পাখা-চামরাদি বেঞ্জন কর এই বলিয়া নন্দ বাবার সেবায় অন্য ঘরে গিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ সখী—

গণকে বলিলেন তোমরা যাও আর পাখা করা দরকার নাই আমার ঘুম আসিতেছে সখীরা চলে যাওয়ার পর তিনি দরওয়াজা বন্ধ করে জানালা দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন এবং বৃন্দাবন চবুতরায় বংশীঘাটে বংশী-ধ্বনী করিয়া শ্রীমতি রাধা এবং গোপীদিগের মন আকর্ষণ করিলেন। কৃষ ধাতু আকর্ষণে যিনি আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণ শ্রিয়াযুক্ত কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ আমাদের নিত্য উপাস্য হউক। ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমার শেষে বৃন্দাবনে গিয়ে যুগল কিশোর দর্শন করাই শাস্ত্ররূপ দধি কন্থনের নবনীতঃ হয়। কৃষ্ণনাম পর্য্যায়তে নারায়ণ বাসুদেব উল্লেখ আছে সুতরাং—

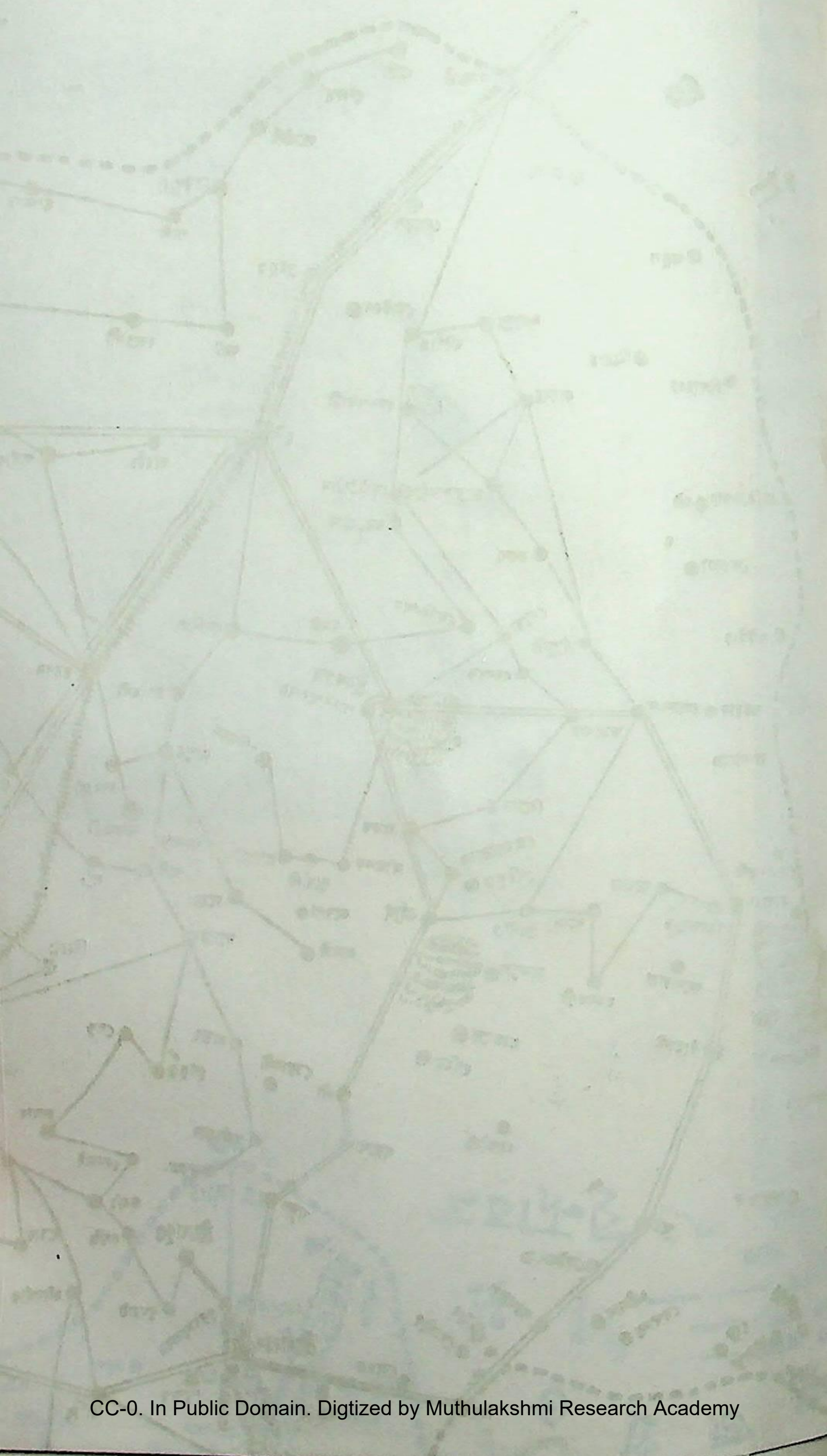
বাসুদেব পরাবেদা বাসুদেব পরামখা।
বাসুদেব পরা যোগ বাসুদেব পরাক্রিয়া॥
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরন্তপ।
বাসুদেব পরো ধর্ম্মো বাসুদেব পরাগভি॥

ইতি সপ্তপুরী অন্তর্গত মথুরা পুরী মধ্যে ব্রজ চতুরশীতিঃ ক্রোশ পরিক্রমা সমাপ্ত মিদম

উপসংহার—

এইগ্রন্থ ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দীয় নভেম্বর মাসে (বাংলা ১৪০০ সন কার্ত্তিক মাসে) নিয়ম সেবা উপলক্ষে ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমাতে বৃন্দাবনস্থ শ্রীহরিবোল কুটিরের মহান্ত শ্রীপীতাম্বর দাস মহারাজের মহাত্ম পাঠ করাই তে আগ্রহে আহ্বানে তথা ভ্রমর ঘাটের নবল গোবিন্দ মন্দিরের শ্রীরাম-কৃষ্ণ ব্রজবাসীর প্রেরণায় সর্ব্বসাধারণের তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার জন্য তত্ত্ব সংকলন প্রকাশিত হইল। ইতি— প্রকাশক


শ্রীব্রজমণ্ডল
উত্তর
শ্রীযমুনা
শ্রীগোবর্দ্ধন
শ্রীরাধাকুণ্ড
বৃন্দাবন
ম
থু
রা
রা জ পু ত
কাঁচা রাস্তা
পাকা রাস্তা

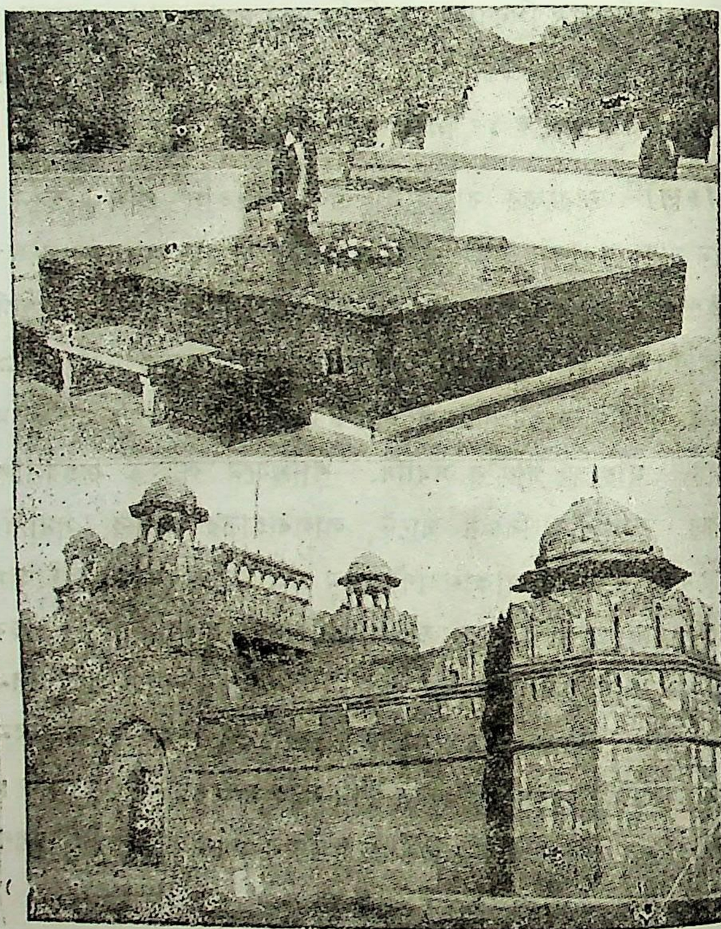


ঃ উত্তর ভারত ঃ

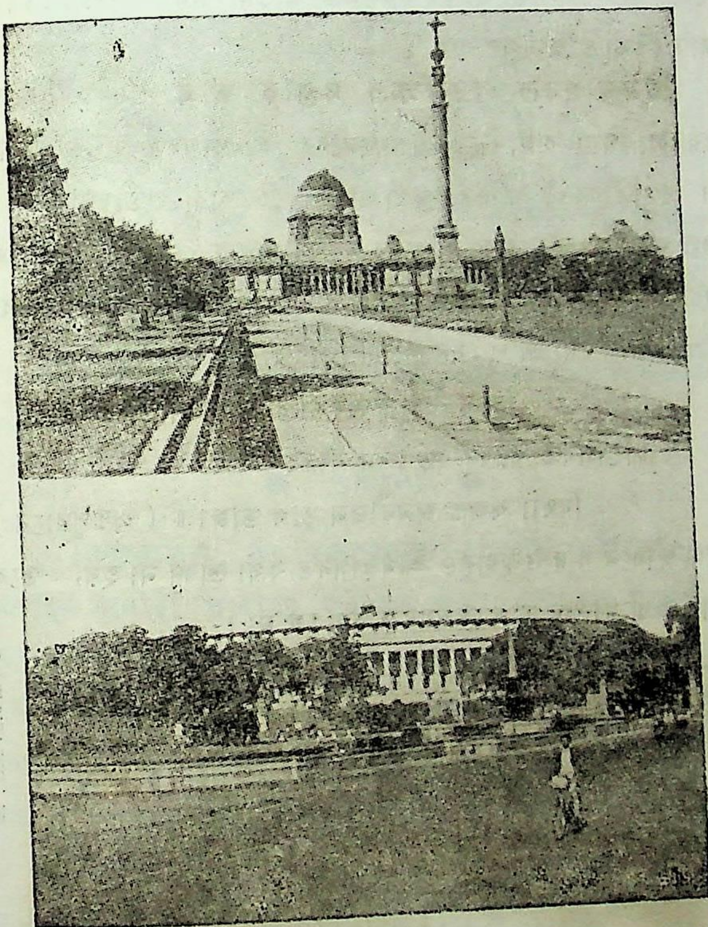
আগ্রা —যমুনা তীরবর্তী ইতিহাস খ্যাত স্থান আগ্রা ফোর্ট ও সম্রাট সাহজাহানের অমর কীর্ত্তি বিশ্বের বিস্ময় তাজমহল দর্শনীয়, আরও ১০ কিমি দূরে সিকান্দ্রা, ৮ কিমি দূরে দয়াল বাগ, ফতেপুর-সিক্রি আগ্রা থেকে ৩০ কিমি দূরে। আগ্রা হইতে ৫৪ কিমি দূরে মথুরা এবং মথুরা হইতে ১০ কিমি দূরে বৃন্দাবন।

দিল্লী— ভারতের রাজধানী এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বর্তমানে যাহা পুরাতন দিল্লী একদা তাহাই ছিল কুরুপাণ্ডবের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তাহার নাম পুরাণ কিলা। যেখানে বাদশাহের দুর্গ ছিল তাহার নাম লালকেল্লা। মোগল সম্রাট শাহ.জাহান (১৬৩৯ খৃঃ) ইহা নির্ম্মাণ করেন। রাজনৈতিক দর্শনীয় স্থান সমূহ যথাক্রমে রাজঘাট, মাহাত্মা গান্ধীর সমাধি, শান্তিবনে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সমাধি, বিজয় ঘাটে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সমাধি, পার্লামেন্ট ভবন, আকাশবাণী ভবন এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ইত্যাদি এছাড়া রয়েছে জুম্মা মসজিদ, কুতুবমিনার, (শহর হইতে ১৪ কিমি দূরে ২৩৪ ফুট উচ্চ), বিড়লা মন্দির, শান্তি ভবন ইণ্ডিয়া গেট, যন্ত্রমন্ত্র, হনুমানজীর মন্দির, কর্ণটপ্লেস, সংসদ ভবন ইত্যাদি। টুরিষ্ট বাসে এই সকল স্থান সমূহ দর্শনের ব্যবস্থা আছে। ভ্রমণকারীদের থাকার জন্য রহিয়াছে—জৈন ধর্ম্মশালা, লক্ষীনারায়ণ ধর্ম্মশালা, ফতেপুর ধর্ম্মশালা ইত্যাদি।

কুরুক্ষেত্র—মহাভারতে কুরুপাণ্ডবগণের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাহা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যানন্দ প্রভু এখানে গমন করিয়াছিলেন। যথা—"কুরুক্ষেত্রে পৃথূদকে বিন্দু সরোবরে"— চৈঃ ভাঃ সূর্য্য গ্রহণের সময় বিরাট মেলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইস্থানে গীতা উপদেশ দেন। এখানে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান একটি পবিত্র কর্ত্তব্য।



মহাত্মা গান্ধীর সমাধি ও লালকেল্লা



রাষ্ট্রপতি ভবন ● সংসদ ভবন

এখানকার দর্শনীয় বিষয়সমূহ যথাক্রমে - গীতা ভবন, গৌড়ীয় মঠ, সূর্য্যকুণ্ড বাণগঙ্গা, স্থানু শিব, ভদ্রাকালী ইত্যাদি। দিল্লী হইতে বাসে বা ট্রেনে কুরুক্ষেত্র যাওয়া যায়। হরিদ্বার হইতে আসিতে হইলে বাসে পিলভি হইয়া কুরুক্ষেত্র যাওয়া যায়। দিল্লী হইতে মীরাট হইয়া হস্তিনাপুর যায়।

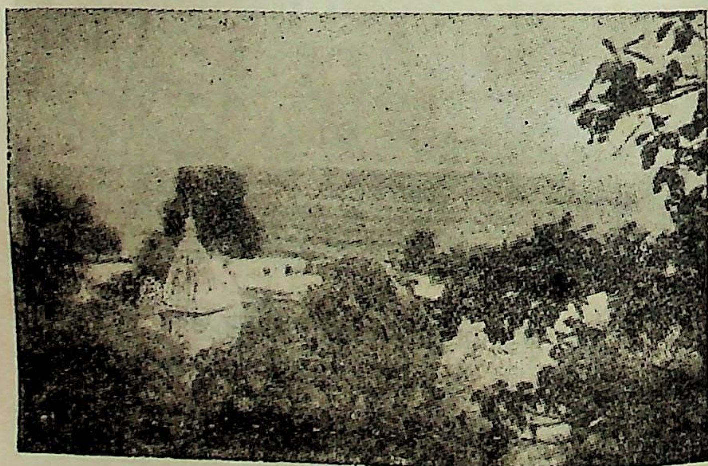
শ্রীমদ্ভাগবত পরীক্ষিত সপ্তাহ স্থান—দিল্লী হইতে শুকরতলা গিয়া গঙ্গাতীরে শ্রীশুকদেবের শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ টিলা তথা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মন্দির দেখা যায়। চিত্রদ্বারা প্রতীয়মান হয়। কেবল পরীক্ষিত মহারাজ জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন তাহাই নহে, সকলেরই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ অবশ্য কর্ত্তব্য যথা — আজন্মমাত্রমপি যেন শঠেন কিঞ্চিৎ

চিত্তে বিধায় শুকশাস্ত্রকথা ন পীতা।

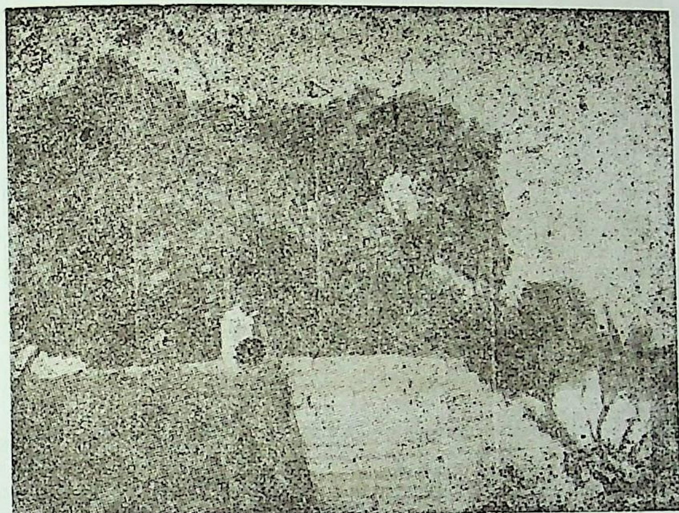
চাণ্ডালবচ্চ খরবদ্ বত তেন নীতং

মিথ্যা স্বজন্ম জননীজন দুঃখ ভাজা॥ (পদ্মপুরাণে)

অর্থাৎ জীবনে যদি একবারও শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ না হয়, তবে তাহার জন্ম মাতার দুঃখ দেওয়া স্বার্থক হয় না।



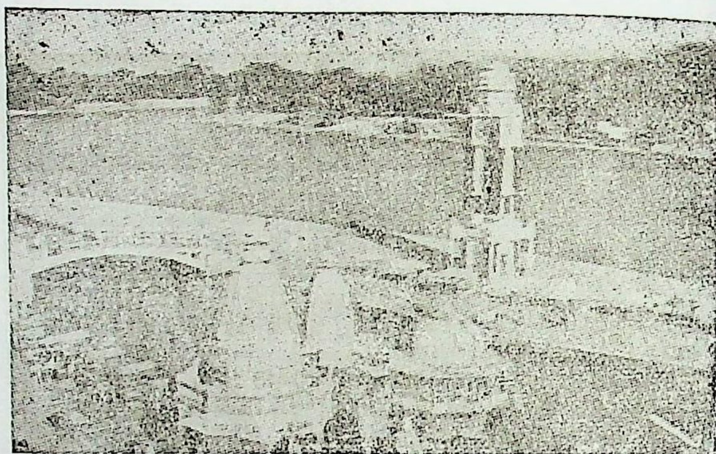
গঙ্গাতীরে মন্দির



● শুকটীলা ●

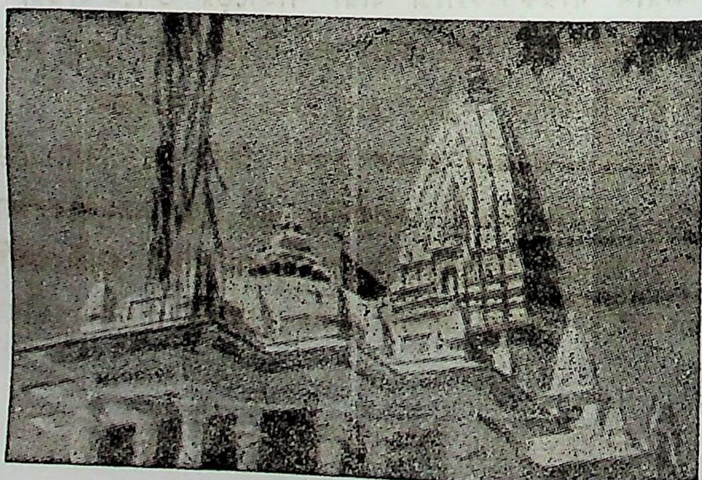
ডেহরাদুন বা দেরাদুন—হরিদ্বার হইতে ৫১ কিমি ডেহরাদুন মুসৌরী পাহাড়ে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের পার্ব্বত্য শহর। সুন্দর স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ার জন্য গ্রীষ্মকালে এই শহরে বাস করা খুবই আরাম দায়ক। ট্যাক্সি দ্বারা পাহাড়ের উপরে যাওয়া যায়। পাহাড়ের সানুদেশে সহস্র ধারায় স্নান করিতে হয়। গুহা অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ দর্শনীয় বিষয়। নৈনীতাল ১৯৩৮ মিটার উচ্চতা।

হরিদ্বার—হাওড়া হইতে ১৪৭২ কিমি দূরে হরিদ্বার ডেহেরাদুন এক্সপ্রেসে যাওয়া যায়। সপ্তপুরীর এক পুরী এবং শ্রীবদ্রীনারায়ণ যাত্রাপথ হরিদ্বার, (অযোধ্যা, মথুরা, মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা। পুরী দ্বারকাবতী, জ্ঞেয়া সপ্তৈব মোক্ষ দায়িকা। মায়াপুরীর নাম হরিদ্বার।



ব্রহ্মকুণ্ড

হরকীপৈড়ীর নাম—ব্রহ্মকুণ্ড। এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণাদি পুণ্যসূচক। এক পার্শ্বে মনসা পাহাড় অপর পার্শ্বে চণ্ডী পাহাড়। ইলেক্‌ট্রিক লিফট এবং পায়ে হাঁটিয়া মনসা পাহাড়ে উঠিয়া মনসা দেবীর মন্দির দর্শন করা যায়। চণ্ডী পাহাড়ে ওঠা বিপজ্জনক। দুই মাইল দূরে কনখল সতীর দেহত্যাগের স্থান, দক্ষরাজের মন্দির, দক্ষের যজ্ঞস্থল পাশেই আনন্দময়ীমার আশ্রম, সতীকুণ্ড, সতীঘাট,



দক্ষযজ্ঞ স্থান

হরিহর আশ্রম, অবধূত মণ্ডল, গুরুকুল কাঁগড়ী বিশ্ববিদ্যালয় ঋষি-কুল কলেজ (ব্রহ্মচারী আশ্রম)। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গেলা গঙ্গা জন্মভূমি হরিদ্বার। যখন গঙ্গা ভূতলে অবতরণ করেন তখন হরকী-পৈড়ী নামক স্থানে ব্রহ্মা স্বাগত জানান; সেইস্থানে বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি তপস্যা করিয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনকালে অসুরেরা যখন অমৃত অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন একবিন্দু অমৃত এই হরিদ্বারে পতিত হয়, তাই প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে বৈশাখে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

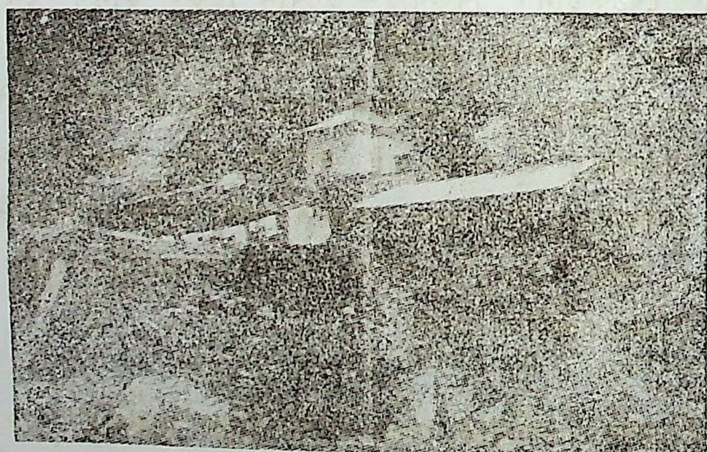
কুশাবর্ত্তঘাট=এখানে দত্তাত্রেয় হাজার বর্ষ তপস্যা করিয়া-ছিলেন। গোঘাট=পাপমুক্ত স্থান। রামঘাট=বল্লভ আচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈঠকস্থান। বিষ্ণুঘাট=ভগবান বিষ্ণুর স্থান। গোরক-নাথ মন্দির, ভীমগোড়া মন্দির, মায়াদেবী মন্দির, বিল্বকেশ্বর মন্দির, সপ্তর্ষি আশ্রম। (যেখানে কশ্যপ, ভরদ্বাজ, অত্রি, গৌতম, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষির তপস্যা ক্ষেত্রী) পরমার্থ আশ্রম, সাধুবেলাশ্রম, প্রভৃতি বিশেষ দর্শনীয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তীর্থ যাত্রীগণের থাকিবার জন্য ভোলাগিরি আশ্রম এবং ভবনাদি অনেক ধর্ম্মশালা আছে।

হৃষিকেশ—হরিদ্বার থেকে বদ্রীনারায়ণ যাওয়ার পথে ২৯ মাইল দূরে প্রথমেই হৃষিকেশ। ত্রিবেণীঘাট, সত্যনারায়ণ মন্দির, ভরত মন্দির, কালিকমলি ধর্ম্মশালা, শিবানন্দ আশ্রম, লক্ষণ মন্দির, লছমনঝোলা প্রভৃতি দর্শনীয়। গঙ্গার অপর পার্শ্বে স্বর্গা-শ্রম, গীতাভবন, পরমার্থনিকেতন ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর মন্দিরাদি দর্শনীয়। হৃষিকেশ থেকে বাসে অথবা হাঁটিয়া কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ যাওয়া যায়।

লছমনঝুলা—এইস্থানে লক্ষ্মণ তপস্যা করিয়াছিলেন। গঙ্গা পার হইবার জন্য নিজের ধনুর্ব্বানদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করতঃ উহা ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে গঙ্গার অপর পারে পাহাড়ের উপর আসেন। সেতু সন্নিকটে কৈলাস আশ্রম নামক চৌদ্দতলা মন্দিরে চারিধামের সকল দেবতা দর্শন হয়।

দেব প্রয়াগ—এইস্থান হইতে হাঁটা পথে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাওয়া যায়। এবং পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানাদি করা হয়।

যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী—হৃষিকেশ হইতে টিহরি হইয়া বাসে প্রায় ৮০ মাইল ধরাস্থ তথা হইতে কুতনোর পর্য্যন্ত মোট ১১২ মাইল গিয়া যমুনোত্রী। এই যমুনোত্রীর উচ্চতা ৯৯০০ ফুট। ভাগীরথী অতীব মনোরম স্থান। এখানে থাকার জন্যে ধর্ম্মশালার



* যমুনোত্রী *

ব্যবস্থা আছে। ধরাস্থ হইতে দুই মাইল হাঁটিয়া অপর পার্শ্বে ভৈরব ঘাটি ওখান থেকে বাস যোগে গঙ্গোত্রী যাওয়া যায়। ধরাস্থ গঙ্গোত্রী রাস্তায় ভাগীরথী তীরবর্ত্তী নাকুরী হইতে ২৩ মাইল দূরে যমুনোত্রী। যমুনোত্রীতে দুইটি ধর্ম্মশালা আছে; শীত খুব প্রবল

যমুনোত্রীকে যমুনাদেবীর মুখারবিন্দ বলা হয়। এখানে একটি তপ্ত কুণ্ড আছে, যেখানে কাপড়ে চাউল বাঁধিয়া ডুবাইয়া দিলে অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যায়। ভগীরথের তপস্যা স্থান গঙ্গোত্রী ১১০০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। গঙ্গোত্রী ক্রমশঃ ভাটোয়ারী উত্তর-কাশী ধরাসু, টিহরি, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী সোন-প্রয়াগ গৌরীকুণ্ড হইয়া শ্রীকেদারনাথ যাওয়া যায় কেদারের উচ্চতা ১১৭৫০ ফুট।

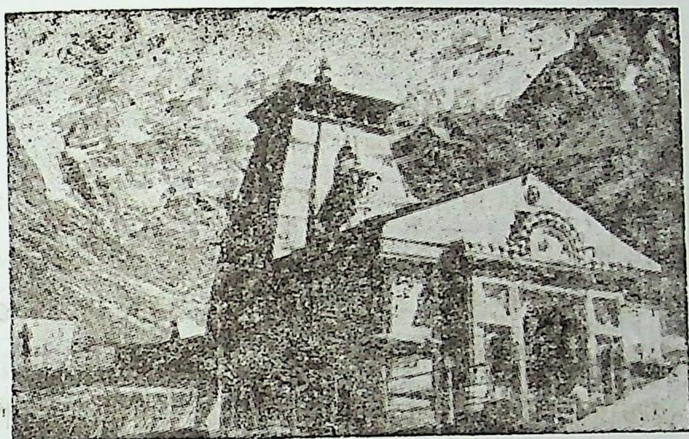
গঙ্গোত্রীতে স্নান, দর্শন ও আচমনাদি করিলে সমস্ত পাপ দূর হয় এবং দেহান্তে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়। গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীর বিশাল মন্দির বিদ্যমান যাহাতে গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী পার্ব্বতী এবং অনসূয়া দেবীমূর্ত্তিগুলি বিরাজ করিতেছেন। ২৮ মাইল দূরে গোমুখ।

যমুনোত্রীতে স্নান করিলে মনুষ্যের যমলোকে গমন হয় না। তিন দিন বসবাস করিলে সম্পূর্ণ পাপরাশি বিনষ্ট হয়; কারণ এই স্থানে অগ্নিদেব কঠোর তপস্যা করেন যাহা তপ্তকুণ্ড নামক সরোবরে রূপান্তরিত। ইহাতে স্নান এবং যমুনা দর্শনে কোটি জন্মের পাপ দূরীভূত হয়। এখানে যমুনা মন্দির তথা শীতল ধারা রহিয়াছে। যমুনোত্রীর উচ্চতা ১০৮০০ ফুট। যমুনোত্রী হইতে ধারা ক্রমশঃ দেরাদুন, অম্বলা, সাহারাণপুর দিল্লী, বৃন্দাবন, আগ্রা হইয়া প্রয়াগ সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। ঋষিকেশ হইতে যমুনোত্রী প্রায় ২২২ কিঃ মিঃ ঋষিকেশ হইতে স্যানা ১১৩ কিঃ মিঃ; ভাড়া প্রায় ২২ টাকা লঙ্কা চটী হইতে সোন প্রয়াগ ৫৩ কিঃ মিঃ ভাড়া প্রায় ৩৫ টাকা। গোমুখী=গঙ্গোত্রী হইতে ২২.৫ কিঃ মিঃ দূরে গোমুখী, ইহার উচ্চতা ৪২৫৫ মিটার।



★ গঙ্গোত্রী ★

কেদার তীর্থ—এই স্থানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা; মন্দিরে পঞ্চমুখ শিবদর্শন তথা দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব দেখা যায়। রুদ্র প্রয়োগ



শ্রীকেদার মন্দির

পর্য্যন্ত কেদার বদ্রী একই রাস্তা। সোন প্রয়াগ হইতে একটি রাস্তা কেদারনাথ গিয়াছে; অপরটি গিয়াছে বদ্রীনারায়ণে। ঋষিকেশ



কেদারনাথ

হইতে সোনপ্রয়াগ দূরত্ব ২০৬ কিঃ মিঃ; ভাড়া প্রায় ২১ টাকা। সোন প্রয়াগ হইতে গৌরীকুণ্ড এই ১৯ কিঃ মিঃ পথ বাসে যাওয়া যায়। এখান থেকে ২৯ কিঃ মিঃ হাঁটিয়া কেদার মার্গে যাওয়া যায়। গৌরী কুণ্ড হইতে প্রথম ২ কিঃ মিঃ যাওয়ার পর বিশ্রাম স্থান জঙ্গলচটি; তারপর ২ কিঃ মিঃ দূরে রামওয়ারা; তারপর ছোট ছোট অনেক চটি আছে যেখানে বিশ্রাম লওয়ার ব্যবস্থা আছে। কেদার তীর্থে যাত্রী সাধারণের থাকিবার ব্যবস্থা আছে; এখানে ভোজন দ্রব্য, মিষ্টি ইত্যাদি পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ শিবপূজা করিতেন, একদিন গুপ্তকাশীতে শিব অন্তর্দ্ধান হইয়া কেদারতীর্থে দর্শন দিলেন, কেদার-তীর্থ করিলে মনুষ্যের সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৫ অধ্যায়তে যথা—কেদার রাস্তায় কেহ প্রাণ ত্যাগ করিলে সে শিবলোকে চলিয়া যায়। কেদার কুণ্ডে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশীতে শিব দর্শনে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। বামন পুরাণে ৩৬ অধ্যায়েও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। পদ্মপুরাণে প্রভাস খণ্ড ৯১ অধ্যায়। যথা—কুম্ভরাশিতে চন্দ্র বৃহস্পতিতে গমন করিলে কেদার দর্শনে মোক্ষ লাভ হয়। কুর্ম্মপুরাণে ৩৬ অধ্যায় হিমালয় তীর্থ স্নান এবং কেদার দর্শন করিলে রুদ্রলোক মিলে। গরুড় পুরাণে ৮১ অধ্যায়ে কেদার তীর্থকে সম্পূর্ণ পাপ-নাশকারী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ১৭ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে কেদার নামক নৃপতি সত্যযুগে সপ্তদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। তিনি পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করেন এবং সেই স্থানেই তপস্যা করেন, এইজন্য স্থানটি কেদারখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্রী বৃন্দা বৃন্দাবনে তপস্যা করেন। শিবপুরাণে জ্ঞান সংহিতায় ৩৮ অধ্যায়ে যথা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের দর্শন কেদারে হয়; সুতরাং কেদার দর্শন করা আবশ্যক। স্কন্দপুরাণে কেদারখণ্ড প্রথম ভাগ ৪০ অধ্যায় যথা—পাণ্ডবগণ

আত্মীয় ও গুরুহত্যাজনিত পাপ মুক্তি লাভের উপায় প্রসঙ্গে ব্যাসদেব বলিলেন—এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। একমাত্র কেদার দর্শনে এই পাপ মুক্ত হওয়া যায়। পাণ্ডবগণকে এইভাবে কেদার দর্শনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

কেদার হইতে ফিরার পথে ত্রিযুগী নারায়ণ যাওয়া যায় এবং উখীমঠ, তুঙ্গনাথ হইয়া যাঁহারা বদ্রীনারায়ণ যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে নালা চটীতে রাস্তা পরিবর্ত্তন করিয়া উখীমঠের রাস্তা ধরিতে হইবে। এই উখীমঠেই শীতের সময় শৈতাধিক্যহেতু ছয় মাস কেদার নাথের সেবা পূজা হইয়া থাকে।

বদ্রীনারায়ণ—মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীবদ্রীনারায়ণ (নরনারায়ণ) লক্ষ্মীজী গণেশ গরুড়, কুবের, উদ্ধব ইত্যাদি দর্শনীয়।



বদ্রীনারায়ণ মন্দির

তপ্তকুণ্ডে স্নান দর্শনের সময় প্রাতঃ ৪টা হইতে ৭টা এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত। সোন প্রয়াগ হইতে বদ্রীনারায়ন ২২৬ কিঃ মিঃ ভাড়া প্রায় ২৩ টাকা। যাঁহারা কেবল বদ্রী দর্শন করিবেন তাঁহাদের জন্য সোজা রাস্তা হৃষিকেশ হইতে বাসে রাস্তা ৩০১ কিঃমিঃ ভাড়া ৩১টাকা। হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ ১৪ কিঃ মিঃ

ঋষিকেশ হইতে দেবপ্রয়াগ ৯৩ কিঃ মিঃ। ঋষিকেশ হইতে যোশিমঠ ১৫০ কিঃ মিঃ। এই যোশীমঠেই শীতকালে ৬ মাস শ্রীবদ্রীনারায়ণের সেবা পূজা হয়। এখান থেকে ১০ মাইল দূরে বদ্রীনারায়ণ। বদ্রী-নারায়ণে সমস্ত জিনিষ তথা ভোজনের দ্রব্য পাওয়া যায়। পরমার্থ আশ্রমে থাকার জন্য উত্তম প্রবন্ধ আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গমন প্রমাণ যথা—

কতদিন নর-নারায়ণ আশ্রমে
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে। (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবদরী নারায়ণ হইতে ৮ কিঃ মিঃ দূরে বসুধারা, ৫ কিঃ মিঃ দূরে ভীম্পুল এবং ব্যাসগুহা। এই স্থানে বসিয়া ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন, স্থানটি বদরি বৃক্ষ বেষ্টিত বলিয়া নাম হইয়াছে বদরিকাশ্রম।

তপ্তকুণ্ড মাহাত্ম্য—একদা ঋষিগণের সভাতে অগ্নি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যে সর্ব্বভূক আমার এই পাপ হৈতে উদ্ধার হইবে কিরূপে?' উত্তরে ব্যাসদেব কহিলেন—"বদ্রী যাত্রা কর তিনি সকলের পাপ দূরকারী।" অগ্নিদেব তখন গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বদ্রীনারায়ণ গমন করেন। অতপর বদ্রীনারায়ণের স্তুতি করিলে, নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এই ক্ষেত্র দর্শন মাত্র প্রাণীগণের সর্ব্ব পাপ দূরীভূত হয়; অতএব তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার পাপাদি বিনষ্ট হইয়াছে। তখন থেকে অগ্নি তপ্তকুণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন; যাহাতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ দূর হয়। বশিষ্ট অরুন্ধুতিকে কহিলেন—হে প্রিয়ে বহু জন্ম তপস্যা করার পর সওয়া লক্ষ পাহাড় অতিক্রম করিয়া এই বদ্রীনারায়ণ দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ হয় এবং দর্শন মাত্র সর্ব্বপাপ বিনষ্ট

হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। ইহা শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন। পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা এবং বদ্রী এই চারিধামের অন্তর্গত বদ্রী-ধাম-তথা উত্তরাখণ্ডের চারিধাম গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার, বদ্রী ইহার মধ্যেও বদ্রীধামে শ্রীনর-নারায়ণের তপস্যা করার উপযোগী তপভূমি। মুনি, ঋষি, এবং ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মাত্মাগণ এই স্থানে গমন করিয়াছেন এবং এখনও গমন করিয়া থাকেন। চারি পার্শ্বে পাহাড় বেষ্টিত সমতলভূমি ; পাহাড়ের অপর পার্শ্বে তিব্বত।

বসুন্ধরা—শ্রীবদ্রীনারায়ণ হইতে ৮ কি মি দূরে বসুন্ধরা নামে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। অষ্টবসু এই স্থানে ত্রিশ হাজার বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর—এই কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর। ইহাকে ভূ স্বর্গ বলা হয়। বিভিন্ন মনোরম দৃশ্যের সহিত বৈষ্ণবী দেবীর মন্দির ভবানী মন্দির, অনন্তদেব মন্দির, শঙ্কর পশুপতি ইত্যাদি দর্শন হয়। জম্বু হইতে শ্রীনগর যাওয়ার পথে ১৭৬৮ মিটার স্কোয়ার কিমি উপরে ৬২ কিমি দূরে বৈষ্ণবীদেবীর মন্দির, শ্রীনগর বাসে অথবা প্লেনে যাইতে হয়।

অমরনাথ—দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে একটি। বরফ দ্বারা এই শিবলিঙ্গ গোফার মধ্যে শুক্লপক্ষে স্বয়ং সৃষ্টি হয় কৃষ্ণপক্ষতে লোপ হইতে থাকে। এই স্থানে শিব-পার্বতী অমরকথা কথোপকথন করেন। শুকপক্ষী শ্রবণ করায় তাহাকে বধ করার জন্য মহাদেব ধাবিত হইলে শুকপক্ষী ব্যাসপত্নীর মুখের মধ্য দিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করে এবং পরে শুকদেব হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সরকার কর্তৃক প্রতি শ্রাবণ পূর্ণিমায় এক দিনের জন্য দর্শনের ব্যবস্থা করা হয় অন্য সময় যাওয়া দুঃসাধ্য। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির,

জম্বুতে রামমন্দির, কাশ্মীরে শ্রীনগরের দৃশ্য দর্শন, হেলগাঁও, অনন্ত-নাগ হইয়া অমরনাথ যাওয়া যায়। অনন্তনাগ অবন্তী থেকে ২৩ কিমি দূরে শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী তথা হইতে ৬০ মাইল দূরে গুল-মার। শ্রীনগর হইতে ৪৬ কিমি দূরে পহিলগ্রাম তথা হইতে ৪৬ কিমি দূরে অমরনাথ দর্শন। শ্রীনগর হইতে ১৪৭ কিমি দূরে অমর-নাথ গুম্ফা।

এই স্থানে শ্রীশঙ্কর ভগবান পার্বতীকে অমর কথা শ্রবণ করান। পার্ব্বতী যখন নিদ্রিত তখন লীলা শুক তাহা শ্রবণ করায় শঙ্কর ভগবান চিন্তা করিলেন এই অমর কথা শুকদেব সংসারে প্রকট করার পূর্ব্বে মহর্ষি নারদকে শ্রবণ করানই শ্রেয়। প্রচলিত কিংবদন্তি এই যে সত্যযুগে ভৃগু মহর্ষি সর্ব প্রথম এই তুষার লিঙ্গের দর্শন করেন। এই তুষার লিঙ্গ প্রায় ৮ ফুট উঁচু হয় আবার অদর্শন হইয়া যায়। প্রত্যেক বৎসর শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই স্থান দর্শনের প্রবন্ধ হইয়া থাকে অন্য সময়ে দর্শন যাওয়া যায় না।

যাত্রীদের জন্য প্রতি বৎসর শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী দিন পহিলাগ্রাম হইতে একটা পদব্রজ যাত্রা আরম্ভ হয়। প্রথম দিন ১৬ কিমি যাইয়া চন্দন বাড়িতে বিশ্রাম করেন। দ্বিতীয় দিন ১১ কিমি যাইয়া শেষ নাগতে বিশ্রাম করেন। এখানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ১৩৭৩০ ফুট উচ্চতা। তৃতীয় দিন ৬ কিমি যাইয়া পঞ্চ তরণীতে বিশ্রাম করেন। এখান হইতে অমরনাথ ৫ কিমি পর্য্যন্ত কেবল বরফ রাস্তা নারিকেল দড়ির চটি পরিধান করিয়া যাইতে হয়। চতুর্থ দিন মধ্যাহ্নে ১২৭১৯ ফুট উচ্চতায় শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিয়া পঞ্চতরণী ফিরিয়া আসিতে হয়। এই যাত্রায় প্রায় হাজার টাকা খরচ হইতে পারে।

অযোধ্যা—সপ্ত পুরীর মধ্যে প্রথমপুরী অযোধ্যা এই স্থানে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥

সূর্য্যবংশীয় প্রতাপী নৃপতিগণ যথা ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, অম্বরীশ, ত্রিশঙ্কু, হরিশচন্দ্র, সাগর, দিল্লীপ, ভগীরথ, খটাঙ্গ, অজ, দশরথাদি প্রসিদ্ধ। প্রধান দর্শন দশরথ নন্দন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান। হনু-মান গড়িতে হনুমান মন্দির। সীতা রসোই, কোপভবন, রঙ্গমহল, সাক্ষীগোপাল্ল, তুলসী চৌরা (রামায়ণ রচনার স্থান), রাজদ্বার মন্দির, কনক ভবন, রাজকচরী, আনন্দভবন, রাজমহল, রতন সিংহাসন, অযোধ্যামহল, সরযুস্নান নয়াঘাটে বাবা মণিরাম ছাউনিতে সাধু মাহাত্মা দর্শন। ১২টি ঘাট প্রধান যথা—(১) খান মোচন ঘাট (২) সহস্রধারা ঘাট (৩) লক্ষ্মণ ঘাট (৪) স্বর্গদ্বার ঘাট (৫) গঙ্গামহল ঘাট (৬) শিবালয় ঘাট (৭) জটাউ ঘাট (৮) অহল্যা ঘাট (৯) ধোরহরা ঘাট (১০) নয়াঘাট (১১) জানকী ঘাট (১২) রামঘাট। লক্ষ্ণৌ হইতে ৮৬ মাইল দূরে। তথা ফৈজাবাদ হইতে ৪ মাইল দূরে ফৈজাবাদেতে শ্রীরামের বৈকুণ্ঠ গমন স্থান গোপ্তার ঘাট। অযোধ্যাপুরীর পরিক্রমা ৬ ক্রোশ ব্যাপিয়া হইয়া থাকে।

তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর।
রামজন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর॥
তবে গেলা সরযু কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত আশ্রম পুণ্য স্থান॥ চৈঃ ভাঃ

চিত্রকুট—শ্রীরামচন্দ্র বনবাস যাইবার কালে অযোধ্যা হইতে আসিয়া প্রথমে এখানে অবস্থান করেন। অত্যন্ত মনোরম পবিত্র-তীর্থ। ইহা বান্ধা জেলার অন্তর্গত। এইস্থানে ভরতের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিলন। চিত্রকুট পর্বত পরিক্রমা করা হয়। কামতা-নাথ, রামঘাট, প্রমোদবন, ফটিকশিলা, অত্রিঅনুসূয়া আশ্রম,

হনুমান ধারা, জানকীকুণ্ড, জীনকীকুণ্ডটি উত্তমস্থান সেখানে সাধু গণ বাস করেন। এলাহাবাদ হইতে ট্রেনে চিত্রকুট যাওয়া যায়। ৮ কিমি দূরে সীতাপুর।

নৈমিষারণ্য—লক্ষ্ণৌ হইতে বালামউ হইয়া ট্রেনে নৈমিষারণ্য যাওয়া যায়। এইস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহের তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশের রাজধানী পূর্বে নবাব আলফ্-উদ্‌দৌলা ফৈজাবাদেতে থাকিয়া লক্ষ্ণৌ রাজধানী স্থাপন করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নৈমিষারণ্য গমনের প্রমাণ যথা—

প্রতি স্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতী॥ চৈঃ ভাঃ

৮৪ হাজার ভৃগু পুত্র ব্রাহ্মণ শৌনকাদি ঋষিগণ জ্ঞান যজ্ঞ করার জন্য ব্রহ্মা হইতে আদেশ লইয়াছিলেন। ব্রহ্মা একটি মনোময় চক্র দিয়া বলিয়াছিলেন—এই চক্রটি যেখানে নৈমিশীর্ণ প্রাপ্ত হইবে (স্থগিত হইবে) সেইস্থানে তোমরা জ্ঞানযজ্ঞ কর। সকলেই চক্রের পশ্চাৎ সংকীর্ত্তন করিয়া আসিলেন সেই মনোময় চক্রটি নৈমিষারণ্যে স্থাপিত হইল। এই জন্য নৈমিষারণ্য নাম হয়। বরাহদেব এই



* চক্রতীর্থ *

অরণ্যে নিমেষের মধ্যে বহু দানব নিহত করিয়াছিলেন। তথা—ভগবানের দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না। এইজন্যে অনিমেষ ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। দেবতাগণ বৃত্রাসুর বধের জন্য দধীচি মুনির নিকট অস্থি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দধীচি সর্ব্বতীর্থে স্নানের বাসনা করেন। তাই সর্ব্বতীর্থ তথায় আনয়ন করা হয়। এই কারণে স্থানটি পরম পবিত্র। উগ্রশ্রবা নামক সূতদেব রাজা পরীক্ষিতের ভাগবত সভা হইতে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে এই স্থানেই পৌঁছিলে পর শৌনকাদি ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনান্তে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করেন "শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম।" এখানে প্রসিদ্ধ তীর্থ চক্রতীর্থ দর্শনীয় তথা—ললিতা-দেবীর মন্দির, ভূতনাথ মহাদেব, সপ্তঋষিদের টিলা, গোবর্দ্ধন মহাদেব, যোগমায়াদেবী, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা, মিশ্রিক সীতার পাতাল প্রবেশ স্থান, জানকীকুণ্ড, লোলার্ক কুণ্ড, বেদব্যাসাশ্রম, গোমতীস্নান, পুষ্কর সরোবর, দশাশ্বমেধ ঘাট, পাণ্ডবকিলা, বরাহ-কুপ, সূতজীগদী, মহাবীরটিলা, দধীচিকুণ্ড ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান।

প্রয়াগ—তীর্থরাজ প্রয়াগের বর্তমান নাম এলাহাবাদ। এখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিবেণী সঙ্গম হইয়াছে। সরস্বতী গুপ্তভাবে আছেন। প্রত্যেক বর্ষে মাঘ মাসে মেলা হয়। "মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসে"—আরও ১২ বৎসর পরে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। তাহা মনুষ্য জীবনের একটি অপূর্ব দর্শনীয়। প্রধান দর্শন বেনীমাধব এবং ত্রিবেণী সঙ্গম স্নান। গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী। মহাপ্রভু—প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।

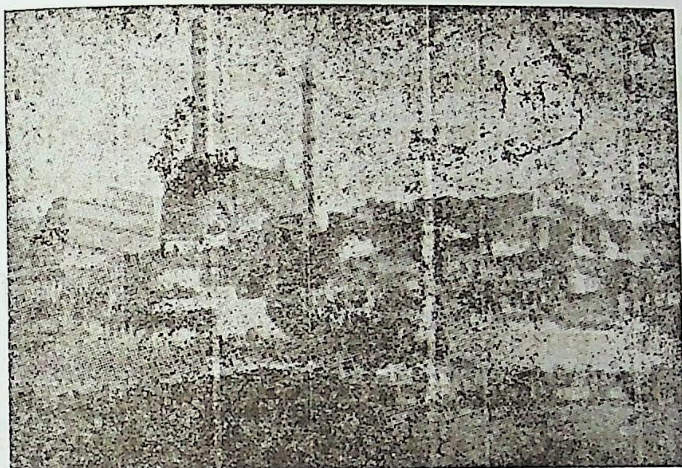
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য গান॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া॥
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিল। চৈঃ চঃ সঙ্গমতীরে

গোফাতে ধর্ম্মরাজ, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, গণেশ, বালমুকুন্দ, শঙ্কর' সত্যনারায়ণ, ভৈরব, ললিতা, গঙ্গাজী, কার্ত্তিক, নৃসিংহ, সরস্বতী, বিষ্ণু যমুনা, দত্তাত্রেয়, মার্কণ্ডেয়, গোরক্ষ, জাম্বুবন্ত, সূর্য্যদেব, অনসূয়া, বেদব্যাস, বরুণ, কুবের, অগ্নি, দুর্বাসা, রাম, লক্ষ্মণ, যম কাল আদি অনেক দর্শনীয়। বিলাতে অক্ষয়বট, মহাবীর, বাসুকী সর্পরাজ, শিবকচহরি, অলোপদেবী, ভরদ্বাজ আশ্রম, কল্যাণী দেবী এবং রূপগৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি অনেক দর্শনীয়।

বিন্ধ্যাচল—এলাহাবাদ হইতে ৮০ কিমি দূরে বিন্ধ্যাবাসিনী দেবীর মন্দির। সতীর ৫১ পীঠের মধ্যে একপীঠ, সতীর বাম পায়ের আঙ্গুল এখানে পড়েছিল। অষ্টভূজা দুর্গা দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতেই অধিষ্ঠান করেন। এলাহাবাদ হইতে পেসেঞ্জার ট্রেনে অথবা বাসে প্রায় দুই ঘণ্টায় যাওয়া যায়।

কাশী—সপ্তপুরীর মধ্যে এক পুরী। বর্তমান নাম বেনারস হইলেও একটি ষ্টেশনের নাম কাশীই রহিয়াছে। বরণা ও অসী নদীর মধ্যে অবস্থানের জন্য বারানসী নাম হইয়াছে। এই স্থানে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাস্ত করিয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। কাশীতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ দর্শন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশী গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে সনাতন শিক্ষা প্রকট করিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিয়া তথা শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত বিস্তার করেন।

প্রমাণ—এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্নে স্নান কৈলা মণিকর্নিকায় আসি॥
তপন মিশ্র প্রভু লইয়া গেলা বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব চরণে॥



বিন্দুমাধব ও পঞ্চগঙ্গা ঘাট

নিত্যানন্দ প্রভুর গমন প্রমাণ—

গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব রাজধানী।
যহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনী॥

এখানে স্নানের বিশেষ ফল আছে। বিশ্বনাথ মন্দির সন্নিকটে জ্ঞানরূপী কূপ। এই স্থানে আওরঙ্গজেব বিশ্বনাথকে কূপে নিক্ষেপ করেন; সেই কারণে পুষ্পাদি দিতে হয় সেখানে মন্দির সন্নিকটে শনিশ্চরদেব, অন্নপূর্ণা দেবী মন্দির। শিব বিবাহতে শনিশ্চর সকল কিছু খাইয়া ফেলেন; অন্নপূর্ণারূপে মা সমস্ত ভোজন দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ভৈরবনাথ মন্দির, গোপাল মন্দির, মুকুন্দ-রায়জী, রণছোড়জী, বড়ে মহারাজ মন্দির, বলদেব দাউজী, গোরখ নাথজী, রাম মন্দির, তুলসী মন্দির, দুর্গা মন্দির, বাগীশ্বরী দেবী, লাট ভৈরব, ভারতমাতা মন্দির, সনাতন গৌড়ীয় মঠ, চৈতন্য বট ইত্যাদি দর্শনীয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর দ্বারা ইহা ১৯১৬তে স্থাপিত। সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়—ইহার প্রাচীন নাম বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

কাশীতে অনেক ঘাট আছে যথা—(১) বরুণাসঙ্গম ঘাট (২) রাজঘাট (৩) প্রহ্লাদঘাট (৪ ত্রিলোচনঘাট (৫) গয়াঘাট (৬) ব্রহ্ম ঘাট (৭) দুর্গাঘাট (৮) পঞ্চগঙ্গাঘাট (৯) মৌশলাঘাট (১০) সিন্ধিয়াঘাট (১১) মণিকর্ণিকাঘাট (ইহা ৫১ পীঠের অন্তর্গত একটি পীঠ, এখানে সতীর কর্ণ হইতে কুণ্ডল পতিত হয় বিশালাক্ষী ও কালভৈরবী দর্শন হয়। (১২) চিতাঘাট (১৩) ললিতাঘাট (১৪) মানমন্দিরঘাট (১৫) দশাশ্বমেধঘাট (১৬) অহল্যাবাঈঘাট (১৭) কেদারঘাট (১৮) হরিশ্চন্দ্র ঘাট (১৯) হনুমানঘাট (২০) বিশালঘাট (২১) জানকীঘাট (২১) তুলসীঘাট। (এইস্থানে তুলসী দাস গ্রন্থ রচনা করেন)। (২৩) অসী ঘাট (এখানে তুলসী দাসজীর দেহান্ত হয়)। গঙ্গাতীরের বাঁধান সিঁড়ি খুবই মনোরম দৃশ্য তথা গঙ্গা গভীরভাবে প্রবাহিত। বিন্দু-মাধব প্রধান দর্শন।

১০ কিঃমিঃ দূরে সারনাথ নামক স্থানে বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ, কাশী মরণং মুক্তিঃ। স্টেশনের নিকট থাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধর্মশালা ভারত সেবাশ্রম তথা শহরে হরসুন্দরী ধর্মশালা ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে।

গয়া– গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম প্রধান দর্শন। এই মন্দির ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ দ্বারা সংস্কার করা হয়। এইস্থানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ মুক্ত হ'ন অর্থাৎ ভগবতধামে গমন করেন। এখানে অনেকে প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রধান পিণ্ড বিষ্ণুপাদপদ্মে এবং ফল্গুনদীতীরে হইয়া থাকেন। অপর পারে সীতাদেবীর বালুকা পিণ্ড দানের স্থান। কিছু দূরে অর্থাৎ স্টেশন হইতে ১৪ কিঃ মিঃ দূরে বুদ্ধগয়া নামক স্থান যেখানে জাপান, তিব্বত প্রভৃতি বহু দূর দূর দেশ হইতে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর আগমন হইয়া থাকে। থাকার জন্য ভারত সেবাশ্রম উত্তম স্থান।

শ্রীগৌরহরি মহাপ্রভু পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের জন্য গমন করেন।

তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তথায় মিলন॥
দীক্ষান্তরে কৈল কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥

নেপালে পশুপতি নাথ দর্শন—নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু, কাঠমাণ্ডু হইতে দুই মাইল দূরে নদীতীরে পশ্চিমে পশুপতিনাথ দর্শন। শিবলিঙ্গ শ্যামবর্ণ দুই হাত লম্বা চারি মাথা এবং অষ্টভুজযুক্ত। পূর্ব্বদিকে গুজেশ্বরী দেবী এবং গোরখনাথ মন্দির ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দ্দশীতে মেলা থাকে। শিবরাত্রির ৭ দিন পূর্ব্বে রকসৌল অথবা বীরগঞ্জ হইতে ১৫ দিনের জন্য পাশপোর্ট পাওয়া যায়। প্রত্যেক যাত্রীকে নেপাল রাজ্যে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ভারতীয় তীর্থযাত্রীগণ গোরখপুর অথবা মজঃফরপুর হইয়া রকসৌল যাত্রা করেন; সেখান থেকে রকসৌল হইতে ১৪ মাইল বীরগঞ্জ তথা হইতে নেপাল ট্রেনে বসিয়া ১০ মাইল দূরে অম্বাকাগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া ২৪ মাইল বাসে ভীমফেরী তথা হইতে ২০ মাইল পশুপতিনাথ ক্রমস্ শীশগিরী কুলীখানা চিত্তল্লাংগ, চন্দ্রগিরি কোট হইয়া ৬ মাইল দূরে কাঠমণ্ডু, তথা হইতে হাঁটাপথে দুই মাইল, বাস পথে চার মাইল শ্রীপশুপতিনাথ। প্রাইভেট বাস কাঠমণ্ডু পর্য্যন্ত যায়। আগে পশুপতিনাথে স্পর্শমণি ছিল যাহা দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিলে স্বর্ণ হইয়া যাইত এবং পাহাড় হইতে নারায়ণ শিলা গণ্ডকী নদীতে প্রবাহিত হইয়া আসিত; সেই শিলায় স্বর্ণ বাহির হইত।

(ভারতের মিত্র দেশ)

॥ পশ্চিম ভারত ॥

বোম্বাই—ভারতের পশ্চিম উপকূলের শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং বৃহত্তম নগরী। ইহা একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। ইহার তিন দিকেই সমুদ্র একদিকে স্থলভাগ কোলবা, ফোর্ট, বাইকলা, প্যারেল, ওরলি মাতুঙ্গা, আবমহিষ, পূর্বে এই সাতটি দ্বীপ লইয়া এই শহর ব্রীটেন করেছেন। একটি পাহাড় কাটিয়া বৃটিশ সরকার এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান দর্শনীয় স্থান সমূহ যথাক্রমে—ইণ্ডিয়া গেট মহালক্ষ্মী মন্দির, বোম্বাদেবী, ভিক্টোরিয়া গার্ডেন, প্রিন্স অফ্ বিল্ড মৃজিম ইউনিভারসিটি, হাইকোর্ট, তারাপোরওয়ালা অ্যাকুয়োরিয়াম ইত্যাদি। থাকার জন্য শুকানন্দ ধর্ম্মশালা (হিপিট্যাক) সাধনবাগ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (হীরাবাগ), লাঠবাড়ি হীরাবাগ ইত্যাদি। বোম্বাই ভি টী ষ্টেশন অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া টারমিনাস রেল ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব ট্রেন চলাচল হয়। ছত্রপতি শিবাজীর স্বপ্নে গড়া স্থান পুনা শহর বোম্বাই হইতে কিছু দূরে বিদ্যমান।

নাসিক পঞ্চবটী—গোদাবরী নদীর তীরে নাসিক পঞ্চবটী বিদ্যমান। শ্রীমহাপ্রভু—

পঞ্চবটী আসি তাই করিলা বিশ্রাম ॥
নাসিকে ত্র্যাম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাহা জন্মিলা গোদাবরী ॥

বোম্বাই হইতে বাসে অথবা ট্রেনে নাসিক রোডে নামিয়া ৬ মাইল দূরে পঞ্চবটী; পঞ্চবটী বৃক্ষ থাকার জন্য স্থানটীর নাম হইয়াছে। প্রধান রামমন্দির, সুর্পনখার নাসিকা ছেদনের স্থান। সীতাকুণ্ড তপভূমি দণ্ডকারণ্য, ভক্তিধাম গোদাবরী, স্নানঘাট শিব মন্দির চারি সম্প্রদায়ের আশ্রম, ষ্টেশন মুক্তিধাম ইত্যাদি দর্শনীয়। এখানে দ্বাদশবর্ষ অন্তর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। থাকার জন্য মাড়ওয়ারী ধর্ম্মশালা রহিয়াছে। পাণ্ডুরপুর হইতে ৫২০ মাইল দূরে কুবড়বাড়ী ষ্টেশন, তথা হইতে নাসিক যাওয়া যায়।

ত্র্যম্বকা বা গোদাবরীর জন্মস্থান—পঞ্চবটী হইতে ২০ মাইল দূরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে অন্যতম লিঙ্গ বিদ্যমান—ইনিই ত্র্যম্বক মহাদেব। তথা পাহাড়ের উপরে শ্রীগোদাবরীর জন্মস্থান দর্শন হয়।

অজন্তা—নাসিক হইতে মননাই তথা হইতে আওরঙ্গবাদ হইয়া অজন্তায় যাওয়া যায় এবং জলগাঁও থেকে ৬০ কিমি দূরে ২৯টী গুহাতে দর্শন। এখানকার গুহাচিত্রগুলি স্থাপত্য শিল্পের অনবদ্য উদাহরণ। যাহা আজও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। গুহা মন্দিরে অভ্যন্তরস্থ চিত্রগুলির রেখাবিন্যাস, ভাবব্যঞ্জনা ও বর্ণ-বৈচিত্র থেকে ভগবান বুদ্ধের জীবনী ও জাতকের কাহিনীর আভাষ পাওয়া যায়।

গোমতী দ্বারকা—চারিধামের মধ্যে একধাম এবং সপ্তপুরীর অন্তর্গত একপুরী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অষ্ট মহিষীদের সঙ্গে বিবাহ করে ছিলেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবত—

তত: প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মৃতঃ।
তাং প্রত্যগৃহ্লাদ্ ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশী প্রভুঃ॥
রাজপত্ন্যশ্চ দুহিতুঃ কৃষ্ণং লব্ধ্ব প্রিয়ংপতিম্।
লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ॥



গোমতী গঙ্গা এখানে মিলিত হইয়াছে, দ্বাদশটী ঘাট রহিয়াছে ইহাতে যথাক্রমে—(১) রঙ্গমঘাট, (২) নারায়ণ ঘাট (৩) বাসু-দেব ঘাট (৪) গোউঘাট (৫) পার্ব্বতী ঘাট (৬) পাণ্ডব ঘাট ৭) ব্রহ্মঘাট (৮) সুবধন ঘাট (৯) করকারী ঘাট (১০) গঙ্গা-ঘাট (১১) হনুমান ঘাট (১২) নারায়ণবলী ঘাট। মন্দিরের ঘাটে ৫৬টি সিঁড়ির উপর ১৭৫ ফিট উচ্চ রণছোড়া চতুর্ভূজ দ্বারকাধি-পতি জীউর শ্রীমন্দির বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ প্রপৌত্র বজ্রনাভ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন পৌত্র অনিরুদ্ধ তথা অষ্ট মহিষীদের সহিত বহু দর্শনীয় বিষয় এই মন্দিরের বিষয়ভূত তন্মধ্যে ভোলেশ্বর মহাদেব, শ্রীগোপালঘাট, শ্রীহরিকুণ্ড ইত্যাদি। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আগমন হইয়াছিল। (চৈঃ ভাঃ) আদি নবম, ১১৬ পয়ারে যথা—

তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিয়া স্নান হইলা আনন্দিত ॥

শ্রীসরস্বতী মন্দির, শ্রীসিদ্ধেশ্বর মহাদেব, শ্রীরুক্মিণী মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয়। থাকার জন্য বাঙ্গুর ধর্ম্মশালা, ভদ্রকালী লাউঞ্জ এবং তোতাদ্রী মঠ উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবন হইতে বাসে নাথদুয়ার হইয়া দ্বারকা যাওয়া যায়। অথবা মথুরা হইতে জয়পুর মাড়োয়ার জং ময়শানা, বীরঙ্গা হইয়া ট্রেনে দ্বারকা যাওয়া যায়। বোম্বে হইতে বরোদা ৮৯২ কিমি তথা হইতে ১০০ কিমি আহমদাবাদ হইয়া দ্বারকা যাওয়া যায়। দিল্লী হইতে বরোদা ৯৯২ কিমি কলিকাতা হইতে সোজা বরোদা ২১৯৮ কিমি।

গোপীতলা এবং নাগেশ্বর মহাদেব—ভেটদ্বারকা যাইতে বাসে একটু ঘুরিয়া যাইলে এই গোপীতলা দর্শন হয়। এখানেই গোপী চন্দন পাওয়া যায়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তর্ভূক্ত এই নাগেশ্বর লিঙ্গ।

ভেটদ্বারকা—দ্বারকা হইতে বাসে ২০ মাইল অতিক্রম করিয়া লঞ্চে পার হইলে অপর পার্শ্বে ভেট দ্বারকা মন্দিরে যাওয়া যায়।

বর্ত্তমান এই দ্বারকা দিয়া পল্লব সম্প্রদায় সেবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট

মহিষীদের মঙ্গল দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামা এখানেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিবার জন্য চিড়ার নাড়ু লইয়া আসিয়াছিলেন।

গোমতী দ্বারকা হইতে ট্রেনেও ভেট দ্বারকা যাওয়া যায়। আগ্রা হইতে ওখা ডবাতে চাপিয়া দ্বারকা ষ্টেশনের পরই ওখা তথা হইতে ভেট দ্বারকা এবং গোমতী দ্বারকা যাওয়া যায়।

হর্ষমাতা—গোমতী দ্বারকা হইতে বাসে মূল দ্বারকা যাওয়ার পথে সুপ্রসিদ্ধ হর্ষমাতার মন্দির দর্শন হয় এবং পুনশ্চ বাসে মূল দ্বারকায় যাওয়া যায়। গোমতী দ্বারকা ষ্টেশন হইতে ভাটিয়া ষ্টেশন হইয়া বাসে হর্ষমাতায় যাওয়া যায়।

মূল দ্বারকা—যখন জরাসন্ধ বারবার ১৭ বার মথুরা আক্রমণ করা সত্বেও ভগবান কৃষ্ণ তাহাকে পরাজয় করিলেন এবং পুনরায় কাল যখন যবন সেনা লইয়া মথুরা আক্রমণ করেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে পাঠাইয়া সমুদ্র ভিতরে ১২ যোজন এবং বাহিরে ১৮ যোজন স্থানেতে বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। দ্বারকা অথবা হর্ষমাতা হইতে সুদামাপুরী যাওয়ার মধ্যপথে মূল দ্বারকা মন্দির দর্শন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগোলক ধাম গমন করার পর মূল দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। সম্প্রতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সমুদ্র হইতে সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের বহু স্মৃতি উদ্ধার করিতেছেন, যাহা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্‌দের বিস্ময়ে অভিভূত করিতেছে।

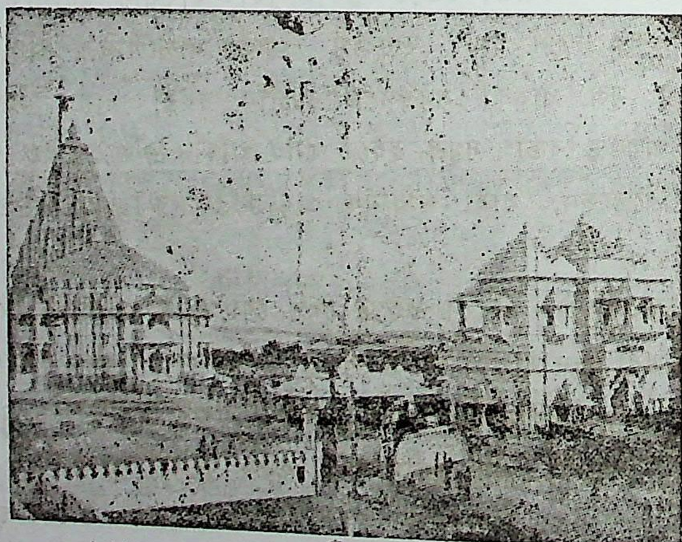
সুদামাপুরী—দ্বারকা হইতে রেল যোগে অথবা বাসে পোরবন্দরে নামিয়া সুদামাপুরী যাওয়া যায়। কৃষ্ণসখা সুদামার এখানেই ছিল বাসস্থান। এখানকার "কৃষ্ণ সুদামা" মন্দির দর্শনীয়। অধুনা পোরবন্দর—প্রাচীন নাম সুদামাপুরী, পশ্চি কূলের সুন্দর শহর ও পোতাশ্রয়,। ১৮৬৯ সালে মাহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত কৃত্তি মন্দির বিদ্যমান। আহমবাদ হইতে ৪৭৫ কিমি তথা কলিকাতা থেকে ২৫৬৪ কিমি।

প্রভাস তীর্থ এবং সোমনাথ মন্দির

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবরে ॥

চৈঃ ভাঃ আদি, নবম, ১২৯

সুদামাপুরী অথবা দ্বারকা হইতে বাসে সোমনাথ যাওয়া যায়। ট্রেনে গেলে ৮ কিঃমিঃ দূরে ভেরবহ্লব ষ্টেশনে নামিয়া টাঙ্গাতেও যাওয়া যায়। প্রভাস তীর্থকে পিণ্ডারক তীর্থ বলা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূ-লীলা সমাপনান্তে বিমানযোগে এখান থেকেই গোলকে গমন করেন। পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে এখানে পিণ্ডদানাদির বিধান রহিয়াছে। ভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির একদা বহু রত্ন বিভূষিত ছিল। বিধর্মী গজনী সুলতান মামুদ ১৭২৪ সালে মন্দির ভঙ্গ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ উল্লিখিত রত্নসম্ভার লুণ্ঠন করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে চাপাইয়া পশ্চিম পাকিস্থানে লইয়া গিয়াছে। ভঙ্গ প্রায় ধ্বংসাবশেষকে অবলম্বন করিয়া ভারতসরকার প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যায় করিয়া এই মন্দিরটি পুনরুদ্ধার করেন। দ্বাদশ জ্যোতি



লিঙ্গ অন্তর্ভূক্ত এই শিবলিঙ্গ, মন্দির অভ্যন্তরে মাটির নীচে পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত রহিয়াছে। দর্শনে ভক্তহৃদয় আনন্দ বিহ্বল হইয়া পড়ে। কলিকাতা হইতে আহমেদাবাদ ট্রেনে তথা হইতে বাসে ও

ট্রেনে ভেরাবল্লভ হইয়া প্রভাস সোমনাথ যাওয়া যায়। সোমনাথ হইতে বাসে দ্বারকা যাওয়া যায়।

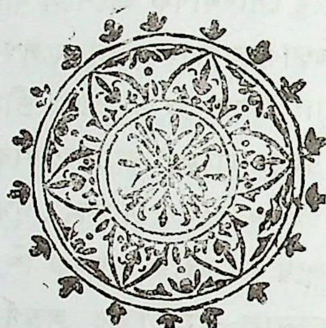
সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমলেশ্বরম্।
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতু বন্ধনে রামেশং নাগেশং দারুকাবনে।
বারানস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোমতীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ধুষ্মেমঞ্চ শিবালয়ে॥

জুনাগড় গিরনার—সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত স্থান সোমনাথ হইতে বাসে অথবা ট্রেনে যাওয়া যায়। মূল জুনাগড় থেকে তিন মাইল দূরে নয় হাজার সিঁড়ির উপরে গোপীনাথ দর্শন হয়। অন্যান্য দর্শনীয় যথাক্রমে ভর্ত্তৃহরি গোম্ফা, অম্বাদেবী, গোরখনাথ, দত্তাত্রেয় ওধরনাধ, কমণ্ডলু তীর্থ, এবং স্বামী রামানন্দের সমাধি ইত্যাদি। আমেদাবাদ হইতে ৩৭৬ কিমি দূরে ৭০ ফুট পাহাড় উপরে গিরনার দর্শন। দ্বারকা হইতে ১৩৭ কিঃ মিঃ জামনগর তথা হইতে রাজকোট ৮১ কিঃমিঃ রাজকোট হইতে জুনাগড় হইয়া প্রভাস সোমনাথ যাওয়া যায়।

ডাকোরজী—(রণছোড়া ভগবান)—ভক্ত রামদাসের ভক্তিতে এই বিগ্রহ দ্বারকা হইতে প্রাপ্ত। গোমতী পুষ্করিণী সমীপে এই মন্দিরের সেবা বিশেষ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত। অন্য মন্দিরে লক্ষণ, বলরাম এবং রামভক্তি মূর্ত্তি বিদ্যমান। অহমদাবাদ হইতে আনন্দ ষ্টেশনে নামিয়া অথবা বাসে যাওয়া যায়।

শ্রীনাথদুয়ারা—শ্রীবৃন্দাবন হইতে উদয়পুর বাসে অথবা আজমীর ট্রেনে মাড়োয়ার জংশন হইয়া ট্রেনে যাওয়া যায়। উদয়পুর হইতে ৪৮ মাইল দূরে। তথা ভরতপুর হইতে ১৮৯ কিমি দূরে আজমের হইতে উদয়পুর যাওয়ার রাস্তায় শ্রীনাথদ্বার। শ্রীল মাধবেন্দ্র

পুরীপাদের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ —



বালকরূপ ধারণ করিয়া দুগ্ধ লইয়া গোবর্দ্ধন সন্নিকটে গোবিন্দ কুণ্ড দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি এই কুঞ্জে আছি।" শ্রীলপুরী-পাদ পরদিন প্রভাতে গ্রাম্যবাসীগণের সহযোগিতায় অনুসন্ধানকরতঃ এই অপূর্ব্ব গোপাল মুর্ত্তি প্রাপ্ত হ'ন এবং সেবা প্রবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালের সেবকগণ মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই শ্রীমূর্ত্তিকে নাথ দ্বারে লইয়া যান। বর্ত্তমান বল্লভ সম্প্রদায়ের হাতে বিরাট ঐশ্বর্য্যে শ্রীগোপালের সেবা নাথদ্বারে বিদ্যমান। বিভিন্ন মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিসহ প্রত্যহ ১১০০ এক হাজার একশত টাকার ভোগ দেওয়া হয়। প্রচুর প্রসাদ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। নিকটেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'চিতোর দুর্গ'। রাজপুতনার রাজধানী—চিতোরের রাজা রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ভোজের সহিত মেড়তা রাজ্যের কুড়কী গ্রামের রত্ন সিংহের ১৮ বর্ষীয়া পুত্রী মীরাবাঈর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তি অন্তরে লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কাকরোলী—এখানেও শ্রীবালগোপালের মন্দির আছে। নিকটেই 'ক্ষীরসমূহ' নামে বিরাট সরোবর। নাথদ্বার হইতে বাস এবং রেলগাড়ীতে যাওয়া যায়। ১৬৬০ সালে রানা রাজ সিং এই মন্দির স্থাপন করেন। এই সরোবর হইতে শ্রীমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছেন।

পুষ্কর তীর্থ—আজমের ষ্টেশন থেকে ১১ কিমি দূরে পুষ্কর তীর্থ সত্যযুগের পুষ্কর প্রধান তীর্থ ছিল। ব্রহ্মা যজ্ঞ করার সময় নিজের পত্নী সাবিত্রী দেবী অনুপস্থিত থাকায় তিনি গোপকন্যা গায়ত্রীকে সহ-ধর্ম্মিনী করিয়া যজ্ঞ সমাপন করেন। পরে সাবিত্রী আসিয়া পাহাড়ে ক্রন্দন করিয়াছিলেন সেখানেই সাবিত্রী মন্দির রহিয়াছে। ব্রহ্মমন্দির দর্শন এবং ব্রহ্মকুণ্ড পুষ্করে স্নানাদি এই তীর্থের অন্যতম কর্ত্তব্য। নিকটেই শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মন্দির। থাকার জন্য কৃষ্ণধর্ম্মশালা আছে। অজমের ষ্টেশনের নিকটেই মুসলমানদের প্রধান তীর্থ নাজিমুদ্দিন সমাধি (দরগহ)। জৈনমন্দির হ্রদ আজমের লেক দর্শনীয়। জয়পুর হইতে ১৩৫ কি:মি: দূরে।

উজ্জয়িনী—শিপ্রা—নদীর তীরে বিদ্যমান। সপ্তপুরী মধ্যে এই উজ্জয়িনী অন্যতম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বিদ্যাধ্যয়ন করার জন্য উজ্জয়িনীতে সান্দিপনী মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন। সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি গমনকালে এখানে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিকটেই শিপ্রা নদী প্রবাহিত। জ্যোতিলিঙ্গ শ্রীমহাকালেশ্বর এবং সান্দিপনী মুনির আশ্রম দর্শনীয় বস্তু।

ওঁঙ্কারেশ্বর—নর্মদা তীরবর্ত্তি ওঁকারেশ্বর, অমলেশ্বর জ্যোতিলিঙ্গ দর্শনীয়। সূর্য্য বংশীয় রাজা মান্ধাতা এখানে শঙ্করের তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

জয়পুর—বৃন্দাবন হইতে বাসে অথবা আগ্রা হইতে ট্রেনে যাওয়া যায়। রাজস্থানের রাজধানী রমণীয় শহর লাল আর গোলাপী পাথরের কারুকার্য্য এবং প্রতিমার জন্য প্রসিদ্ধি আছে প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান যথাক্রমে—শ্রীগোবিন্দ মন্দির, পুরানন



জয়পুরের শ্রীগোবিন্দ দর্শন

বস্তিতে গোপীনাথ, রাধাদামোদর, শিবদূর্গা, রাজমহল, যন্ত্রমন্ত্র হাওয়া মহল, শহর হইতে ১০ কিমি দূরে প্রাচীন চার সম্প্রদায় গাদি গলতা পাহাড়, মিথুলজিয়ম, চিড়িয়াখানা, অম্বরফোর্ট ইত্যাদি। থাকার জন্য চাঁদপাল বাজারে খণ্ডেলবালা ধর্ম্মশালা, অগ্রবালা ধর্ম্মশালা ষ্টেশনের নিকটবর্তী ধর্ম্মশালা, ন্যাশনাল হোটেল ইত্যাদি আছে। গেট হইতে বাসে করৌলী যাওয়া যায়।

করৌলী মদনমোহন মুসলমান রাজত্বের সময় শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউকে জয়পুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল যখন জয়পুরের রাজকন্যার করৌলীতে বিবাহ হয় তখন তিনি পিতার নিকট হইতে এই শ্রীমদনমোহন বিগ্রহকে করৌলীতে লইয়া যান। বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনের সেবকগণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। থাকার জন্য অগ্রবালা ধর্ম্মশালা

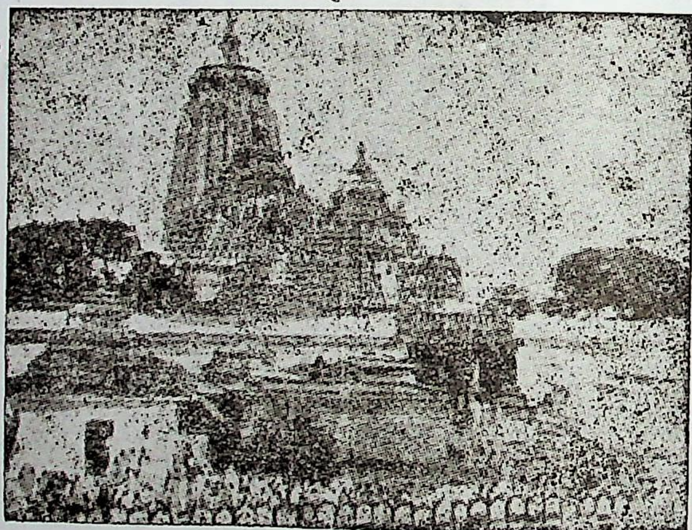
রহিয়াছে রাজপুরীতে প্রসিদ্ধ কেলা দেবী মূর্ত্তি অন্যতম দর্শনীয়। মথুরা হইতে ট্রেনে বোম্বাই লাইনে হিন্দৌন ষ্টেশনে নামিয়া অথবা মথুরা হইতে ভিয়ান ট্রেনে গিয়া তথা হইতে বাসে হিন্দোন হইয়া পুনরায় বাসেই করৌলী যাওয়া যায়। করৌলী হইতে বাসে জয়পুর যাওয়া যায় ট্রেনে গেলে হিন্দৌল হইতে সওয়াই মাধবপুর ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া যাইতে হইবে।



দক্ষিণ ভারত

পুরুষোত্তম ধাম—শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি শিরোমুকুট রত্ন হে।
দারু, ব্রহ্মণ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুযোত্তম॥

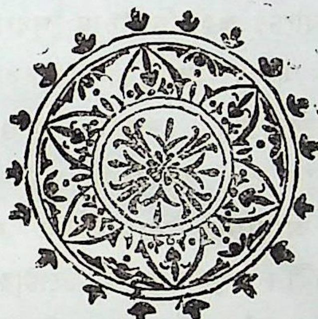
প্রচলিত নাম পুরীধাম, চারিধামের অন্তর্গত ধাম। এখানে দারু-ব্রহ্মরূপে স্বয়ম্ভু পুরুষোত্তম লীলাদর্শন করান এই জন্য অন্য নাম লীলাচল শ্রীক্ষেত্র।



শ্রীজগন্নাথ মন্দির—শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রা মধ্যে থাকিয়া শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নীলাচলে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এই ভাব দর্শন। যিনি কাহাকেও দর্শন দিবার জন্য কুণ্ঠিত বা কৃপণতা করেন না, তিনিই বৈকুণ্ঠনাথ তিনিই জগন্নাথ, তাই ভূলোকে এই স্থান বৈকুণ্ঠ বলিয়া বিদিত।

পূর্ব্বাধারে—সিংহ দ্বার তথায় অরুণস্তম্ভ রহিয়াছে, এই স্তম্ভের উচ্চতা পঁয়ত্রিশ ফুট। প্রথমে প্রবেশ করিয়াই পতিত-পাবন দর্শন, বাইশ পাঁহাঞ্চ, গৌর নৃসিংহদেব, রান্নাঘর, অক্ষয় বট, গণেশ

মুক্তিমণ্ডপ। **দক্ষিণ দ্বারে**—প্রবেশ করিলে ষড়ভূজ মহাপ্রভু, ভূষণ্ডিকাক, শ্রীবিমলা দেবী, স্বাক্ষীগোপাল।



পশ্চিমদ্বারে—হনুমান, নীলমাধব (নীলাদ্রীবিহার) মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী, সূর্য্যদেব।

উত্তর দ্বারে---লক্ষ্মীদ্বার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন মন্দির স্বর্ণকূপ, ঈশানেশ্বর মহাদেব, কোইল বৈকুণ্ঠ (শ্রীজগন্নাথদেবের পুরাতন কলেবরের সমাধি স্থান) ভোগ ভাণ্ডার স্নানবেদী আনন্দ বাজার। গর্ভ মন্দিরের সম্মুখে নাট্য মন্দিরে গরুড় স্তম্ভ শ্রীমন্মহা-প্রভুর হস্ত চিহ্ন, চন্দন, অর্গল,জগমোহন। গর্ভমন্দিরে রত্নবেদীর উপর বিরাজ করেছেন---শ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা, প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ এবং রামকৃষ্ণ প্রধান প্রধান পর্ব যথাক্রমে চন্দন যাত্রা, স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা।

চন্দনযাত্রা—অক্ষয় তৃতীয়া হইতে এই উৎসবের সূচনা হইয়া ২২ দিন যাবৎ চলে। সেই সময় প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহন, গোবিন্দ রামকৃষ্ণ পঞ্চমহাদেব সহ নরেন্দ্র সরোবরে নৌকা বিহার করেন।

স্নানযাত্রা—জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা জন্মদিন, বাহিরে স্নান মণ্ডপে বসিয়া অভিষেক হয়।

রথযাত্রা—আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় পুষ্যা নক্ষত্রে এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। নয়দিন যাবৎ ইন্দ্রদ্যুম্নের সরোবরতীরে গুণ্ডিচা মন্দিরে অবস্থান করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের ভার্য্যা গুণ্ডিচা নামে পরিচিত। জগন্নাথদেবের নন্দীঘোষ রথ, বলরামের তালধ্বজ রথ এবং সুভদ্রা-দেবীর পদধ্বজ রথ। আষাঢ়ের শুক্লা ষষ্ঠীতে লক্ষ্মীবিজয় উৎসব হয় উহার নাম হেরা পঞ্চমী। পুনযাত্রাকে উল্টোরথ বাহুড়া বলা হয়।

রুক্মিনী বিবাহ—বৈশাখ মাসের শুক্লা একাদশীর দিন এই অনুষ্ঠান হয়।

নবকলেবর—দ্বাদশবর্ষ বাদে আষাঢ় মাসে মলমাস হইলে নবকলেবর হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশানুসারে শ্রীকাকটপুর "মঙ্গলাদেবীর" সন্নিকটে পাণ্ডাগণ ধর্না দিয়া নির্দিষ্ট স্থান হইতে শঙ্খচক্র চিহ্নযুক্ত দারু লইয়া নবকলেবর নির্মাণ করেন এবং পুরাতন মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্ম বাহির করিয়া নূতন মূর্ত্তিতে যিনি স্থাপন করেন তাঁহার মৃত্যু হইয়া যায়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীজগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করিয়া নীলমাধব সন্ধানের জন্য বিদ্যাপতিকে পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি বিশ্ববসু শবরের গৃহে অতিথি হইয়া তাঁহার কন্যার নিকট হইতে জ্ঞাত হইলেন যে বিশ্ববসু প্রত্যহ কোথাও পূজা করিতে যান এবং রাত্রে ফিরিবার সময় তাঁহার শরীর হইতে অপূর্ব্ব সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে। নিজ কন্যার অনুরোধে বিশ্ববসু বিদ্যাপতিকে সেই পূজার স্থানে চোখ বাঁধিয়া লইয়া গেলে বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষ করিলেন যে--

একটি কাক সেই পবিত্র কুণ্ডে পতিত হইবা মাত্র তাহা চতুর্ভূর্জ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং বৈকুণ্ঠ গমন করিল। পূজার স্থানে লইয়া যাওয়া ও আসার সময় বিদ্যাপতির চক্ষু আবৃত করিয়া দেওয়া হয়, তাই পরবর্তীতে তিনি স্থানটিতে যাওয়া আসার রাস্তা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হন। শ্রীনীলমাধব রাজাকে স্বপ্নাদেশে বলেন—"শীঘ্রই ব্রহ্মাকে লইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা কর আমি চক্রতীর্থ মোহনায় দারু-রূপে যাইতেছি।" রাজা যখন ব্রহ্মার নিকট গমন করেন তখন সমুদ্রের বালিতে মন্দির ঢাকা পড়িয়া যায়। একদা রাজা গালমাধবদেব যখন অশ্বারোহনে যাইতেছিলেন তখন অশ্বের খুরে নীলচক্রের আঘাত লাগে এবং ঘোড়াটি শুইয়া পড়ে। অতঃপর গাল-মাধবের প্রচেষ্টায় বালুকারাশি অপসারণ করিয়া মন্দির উদ্ধার হয়। ব্রহ্মাসহ ইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত মন্দিরের দাবী করিলে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং নিকটবর্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন কুণ্ড-স্থিত কুর্ম্ম ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপক্ষে স্বাক্ষ্য দিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মা দ্বারা নিজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইতিমধ্যে নীল মাধব দারুব্রাহ্মরূপ ধারণ করিয়া চক্রতীর্থে বাঙ্কী মোহনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও রাজা যখন ঐ দারু ব্রহ্মকে উত্তোলন করিতে পারিলেন না তখন পূর্ব্ব সেবক বিশ্ববসুর হস্তক্ষেপে উহা উত্তোলিত হইয়া গুণ্ডিচা-মন্দিরে আনয়ন করতঃ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার চেষ্টা হয়। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কার্য্যে আসিয়া বহু শিল্পী প্রাণত্যাগ করিলে পর ঈশ্বর স্বয়ং বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং বলেন, "আমি শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিব—ঐ দারু ব্রহ্মকে, মূল মন্দিরে লইয়া চলো। সর্ত্ত এই আমার কার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ মন্দিরের দ্বার খুলিবেন না।" তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন পরে কোনরূপ শব্দ না পাওয়ায় সকলেই মনে করেন বৃদ্ধেরও পূর্ব্ববর্তী শিল্পীগণের মতই মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপ

ধারণা লইয়া মহারাণীর অনুরোধে রাজা মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিলে পর দেখিলেন যে—বৃদ্ধ তখন সুভদ্রার হস্ত পরিমাপ করিতেছেন। রাজাকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অতঃপর রাজা নিজ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হওয়ায় জগন্নাথ স্বামী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশে বলেন যে ইহাই আমার অভিপ্রায় অতএব তুমি এই মূর্ত্তিকে আমার সেবক বিদ্যাপতি দ্বারা পূজার আয়োজন করিবে অদ্যাবধি বিদ্যাপতির প্রথমা ভার্য্যা ব্রাহ্মণ কন্যার বংশোদ্ভূত সন্তান জগন্নাথের পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং অপর ভার্য্যাদের পুত্র দয়িতা পতিগণ অনবসর সময় অর্থাৎ স্নান পূর্ণিমার পরে সেবা করেন।

পঞ্চ মহাদেব—(১) লোকনাথ ২) যমেশ্বর ৩) কপাল মোচন ৪) মার্কণ্ডেশ্বর ৫) নীলকণ্ঠেশ্বর।

পঞ্চতীর্থ—চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

রাধাকান্ত মঠ গৌর গম্ভিরা—শ্রীজগন্নাথ দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন মূর্চ্ছা যান, তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্ব-গৃহে লইয়া যান এবং এবং কাশী মিশ্র ভবনে লইয়া আসেন। ইহাই "গৌর গম্ভীরা" বলিয়া বিদিত। এখানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু, স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীরায় রামানন্দ একত্রে শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনা করেন। প্রভুর পাদুকা করঙ্গা, কন্থা, এখনও এখানে বিদ্যমান।

অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥

শ্রীবক্রেশ্বর গোস্বামী পূজিত শ্রীরাধাকান্ত দেব দর্শন।
শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জনের পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে ঝালি সমর্পণ অপূর্ব্ব দর্শন হয়। বক্রেশ্বর গোস্বামী পরিবারের মোহান্তগণ সেবা পরিচালনা করিতেছেন।

শ্বেতগঙ্গা—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বার হইতে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে যাইতে ডানদিকে শ্বেতগঙ্গা। নিকটেই সার্বভৌম ভবন এবং গঙ্গামাতা মঠ। ত্রেতা যুগে শ্বেত নামক এক রাজা ছিলেন। জগন্নাথের বর প্রাপ্ত হইয়া শ্বেত গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন।

সিদ্ধবকুল—নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থান আজও সিদ্ধ বকুল বিদ্যমান।

স্বর্গদ্বার—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রার্থনায় ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত সমুদ্র তীরবর্তী এইস্থানে অবতীর্ণ হ'ন। ইহাকে স্বর্গারোহনের সোপান বলা হয়। এখানে স্নান করিলে মহা পূণ্য হয়। নামাচার্য্যের নির্য্যান সময়ে মহাপ্রভু তাঁহাকে এই স্থানে অবগাহন করাইয়াছিলেন বলিয়া স্থানটি মহাতীর্থ বলিয়া সুবিদিত। নিকটেই শঙ্করাচার্য্যের গোবর্দ্ধন-ধারী মঠ এবং ভারত-সেবাশ্রম।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ হাতে সমাধি দিয়া ভক্তদিগকে মহাপ্রসাদ দিয়াছিলেন এবং বলেছিলেন—

কৃপা করে কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥

টোটাগোপীনাথ—কিংবদন্তী এইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু টোটাগোপীনাথের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন চিহ্ন শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে দর্শন হয়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত এখানে সেবা করিতেন, গদাধর পণ্ডিতের বৃদ্ধাবস্থা দেখিয়া গোপীনাথ বসিয়া যান।

চটক পর্ব্বত—এই পর্ব্বতের উপরি ভাগে পুরুষোত্তম মঠ।

যমেশ্বর তোটা—পঞ্চ শিবের এক শিব এখানে আছে। জয়দেবের গীত গোবিন্দ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু এইপথে আবেশে ধাবিত হন। তখন সেবক গোবিন্দ নিষেধ করিলে প্রভু বলিলেন—

গোবিন্দ আজি রাখিলে পরাণ।
স্ত্রীপরশ হইলে হইত মরণ॥

কপালমোচন—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত পঞ্চশিবের অন্তর্গত এক শিব মন্দির।

লোমনাথ—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের এক মাইল পশ্চিমে প্রভাবশালী মহাদেব। ইনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিংবদন্তি আছে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের ভাণ্ডারী সদৃশ বিদ্যমান।

পরমানন্দ পুরীগোস্বামীর কূপ—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমে দিকে এই স্থান, যে কূপে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে গঙ্গাকে প্রকট করিয়াছিলেন। অধুনা পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত।

শ্রীমার্কণ্ডেশ্বর সরোবর এবং মহাদেব—শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রলয়কালে শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা করিয়া বালমুকুন্দকে দর্শন করেন। পুরুষোত্তমের আদেশে শিবের আরাধনা করেন। পথে দোল মণ্ডপ দর্শন করেন।

শ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠ—শ্রীমন্দিরে শঙ্খ, চক্র বংশীধারী ত্রিভঙ্গ গোপাল মূর্ত্তি রহিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শন রহিয়াছেন। পূর্ব্ব দিকের উদ্যানে বিরাজ করিতেছেন---শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরামরামানন্দের শ্রীবিগ্রহ।

নরেন্দ্র সরোবর—'অপর নাম চন্দন পুকুর'—জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে। যেখানে বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া হইতে জ্যৈষ্ঠে শুক্লাষ্টমী পর্যন্ত 'চন্দনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আঠারনালার দিকে শ্রীল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম।

সন্ন্যাসীদের মঠ—ক্ষেত্রমণ্ডলে সন্নাসীদের অনেক মঠ মন্দির আছে। তাহার মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠে গোবর্দ্ধনধারী গোপাল বিরাজিত।

শঙ্করানন্দ সরস্বতী মঠ—শিবতীর্থ মঠ, মহীপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মঠ লক্ষভদ্র বা নঙ্গুলি মঠ।

রামানন্দী মঠ—বড় ছাতা মঠ, ছাউনী মঠ, শানছাতা মঠ পাপড়িয়া মঠ, এমার মঠ ইত্যাদি।

নিম্বার্ক মঠ—শ্রীরাধাবল্লভ মঠ, রামজী মঠ, চিকিটি মঠ দুঃখীশ্যাম ছাতা, চাউলিয়া মঠ ইত্যাদি।

বিষ্ণুস্বামী মঠ—শ্রীনারায়ণ ছাতা মঠ, বিষ্ণুস্বামী আখড়া মঠ ইত্যাদি।

গৌড়ীয় সম্প্রদায় মঠ—শ্রীরাধাকান্ত মঠ, শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ বালিশাহী মঠ, পুরুষোত্তম মঠ, ললিতা বিশাখা মঠ, শ্রীনন্দিনী মঠ শ্রীসাতাসন মঠ, শ্রীরাধাদামোদর মঠ, গঙ্গামাতা মঠ, নাগা মঠ, ঝাঁঝ পিটা মঠ, শ্রীকুঞ্জ মঠ, ওড়িয়া মঠ, কলিতিলক মঠ, বলভদ্রী আখড়া, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আশ্রম, শ্রীরাধারমণ মঠ।

আঠার নালা—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে সেতু নির্ম্মাণের আয়োজন করিয়া ব্যর্থ হন এবং নিজের ১৮ জন পুত্রের মস্তক নদীগর্ভে উৎসর্গ করেন।

"চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।"

গুণ্ডিচা মন্দির—রথযাত্রার নয় দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এখানেই অবস্থান করেন। ইহাকে সুন্দরাচল (বৃন্দাবন) বলা হয়। সন্নিকটে নৃসিংহ মন্দির। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন করার পর এই নৃসিংহ মন্দিরে মার্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থান। যজ্ঞস্থলীর গো-ক্ষুরের গর্তগুলি আজ সরোবরে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইস্থানে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন করার পর জলকেলি করিয়াছিলেন।

চক্রতীর্থ শ্রীমন্দির হইতে এক মাইল দূরে রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতীরে এই মন্দির, যেখানে সুদর্শন চক্র, চতুর্ভুজ বিষ্ণু-বিগ্রহ দর্শন। সন্নিকটে দরিয়া মহাবীর এবং সোনার গৌরাঙ্গ মঠ।

আলবরনাথ - পুরীর নরেন্দ্র সরোবর হইতে ব্রহ্মগিরির বাসে ১৩ মাইল যাওয়ার পর চতুর্ভূজ নারায়ণ দর্শন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে প্রণাম করেন, সেই স্থানটির প্রস্তর গলিত হয়।—এখনও এই চিহ্ন বিদ্যমান। পঞ্চপাণ্ডববৃক্ষ এখানকার অন্যতম দর্শনীয়।

কোনার্ক পুরী থেকে ১০ মাইল দূরে রাজা নরসিংহের নির্মিত মন্দির। এখনও উহার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

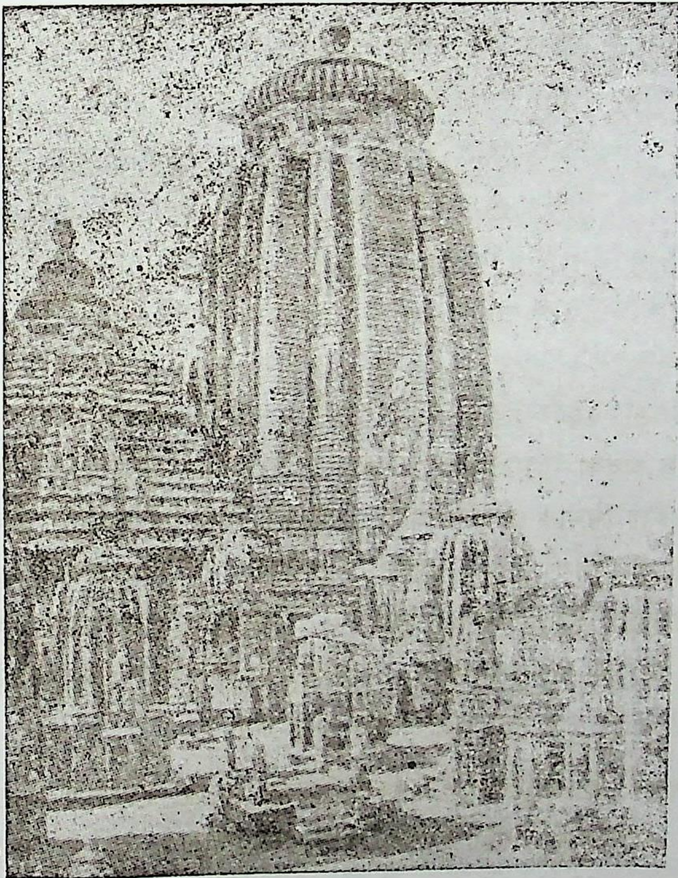
সাক্ষীগোপাল—বৃন্দাবন থেকে ছোট বিপ্রের সঙ্গে শ্রীগোপাল এখানে সাক্ষী দিতে পদব্রজে এসেছিলেন, তাই এই বিগ্রহের নাম সাক্ষীগোপাল। পুরী থেকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পূর্ব্বে দুই বিপ্র সত্যবাদী গ্রাম হইতে তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন চৈঃ চরিতামৃতে। যথা—

গয়া বারাণসী প্রয়াগ সকল করিয়া।
মথুরাতে আইলা দোহে আনন্দিত হৈঞা॥
বন যাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি গেলা বৃন্দাবন॥
কেশী তীর্থ কালিয়াদহা দিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি করিল বিশ্রাম

বড় বিপ্রের অসুস্থ অবস্থায় ছোট বহু প্রকার সেবা করেন সেবাতে বড় বিপ্র সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কন্যা বিবাহ দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহা না দেওয়ায় গোপাল ছোট বিপ্রের প্রার্থনায় সাক্ষী দেবার জন্য আসিয়াছিলেন।

শ্রীলিঙ্গরাজ মন্দির (ভুবনেশ্বর)—এইস্থানে ভগবান ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমুর্ত্তি বিরাজিত বলিয়া এই ধাম ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি, এখানে স্বয়ম্ভু হরিহর দর্শন হয়। ইহাকে একাম্র কানন বলা হয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমে একাম্রক্ষেত্রে লিঙ্গরাজকে প্রনাম করেন।



ভুবনেশ্বরে শ্রীলিঙ্গরাজদেব মন্দির

ভুবনেশ্বর হইতে পুরী ৫৬ কিমি।

,, ,, কোনার্ক ৬৪ ,,

,, ,, কটক ৩৭ ,,

,, ,, চিল্কা ৯৪ ,,

,, ,, কলিকাতা ৫১২ ,,

হাওড়া হইতে পুরী ৫৫৮ কিমি। পুরী এক্সপ্রেসে, জগন্নাথ এক্সপ্রেসে অথবা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাওয়া যায়। কলিকাতা মনুমেণ্ট অর্থাৎ শহীদ মিনার হইতে বাসে বিকালে এবং সকালে পুরী যাওয়া যায়, ভাড়া প্রায় ১৪৫ টাকা। সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মশালা এবং লজে থাকার জন্য ব্যবস্থা আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ আনন্দ বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। ভোজনের জন্য বিভিন্ন হোটেলেও আছে।

লঙ্কা—হাওড়া হইতে মেড্রাস মেলে অথবা করমণ্ডল এক্সপ্রেসে মেড্রাস পৌঁছিয়া তথা হইতে পাশপোর্ট সংগ্রহ করিয়া রামেশ্বর যাইতে হইবে K O Nagoormer কোম্পানীর নিকটে টিকিটের জন্য প্রার্থনা করিতে হয় এবং যাওয়ার দিন প্রাতঃ ৯টায় রামেশ্বরে উপস্থিত থাকিতে হয়। সোম, বুধ, শুক্রবার বিকালে জাহাজ ছাড়ে এবং ৩ ঘণ্টাতে লঙ্কায় পৌঁছান যায়। সেখানে লজ ও ভ্রমণ গাইড পাওয়া যায় কিন্তু ইংরাজী ভাষা বোঝার যোগ্যতা দরকার।

এই জন্য আদ্যক্ষেত্র হয় এবং প্রথমে দর্শন করা উচিৎ। ইহা পুরী জেলার অন্তর্গত ছিল বর্তমানে উরিষ্যার রাজধানী হইয়াছে। বেল ষ্টেশন হুইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দক্ষিণে লিঙ্গরাজ দেবের মন্দির বিদ্যমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য চক্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাদেব পশুপতি কাশীরাজের রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া পশুপতি অস্ত্র বিফল বশতঃ বিষ্ণু স্তুতি করিলেন তখন বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া নীলগিরির উত্তরে একাম্র নামক স্থানে অবস্থান করিতে আদেশ করেন। এই আদেশে মহাদেব স্বয়ং প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে বিদ্যমান আছেন। শ্রীলিঙ্গ-রাজ এক বিশাল শক্তিপীঠ ১২ হাত লম্বা, চওড়া ৪ হাত অপূর্ব্ব দর্শন। বেলপত্র এবং তুলসী পত্র দ্বারা পূজা হয় এই কারণে শৈব এবং বৈষ্ণব উভয়ে নৈবেদ্য এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীলিঙ্গরাজ দর্শন করেন।

মন্দিরের ভিতরে চারটি প্রকোষ্ঠ প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীলিঙ্গরাজদেব হরিহর মূর্তি রূপে অবস্থান করেন। ইহাকে গর্ভ মন্দির বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে জগমোহন। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে নৃত্যমন্দির। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে ভোগমণ্ডপ। এই মন্দিরের উচ্চতা ১৬০ ফুট, চতুপার্শ্বে বিশাল প্রাচীর, তাহার দৈর্ঘ্য ৫৭০ ফুট এবং প্রস্থ ৪৬০ ফুট। যখন উৎকল সম্রাট যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করেন তখন তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ আনয়ন করেন তাহাদের দ্বারা সেবাপুজার প্রবন্ধ করেন। মন্দিরের সম্পূর্ণ কার্য্য সূর্য্য কেশরী, অনন্ত কেশরী এবং প্রপৌত্র ললাটেন্দু কেশরী সমাপ্ত করেন।

মন্দিরের সম্মুখে গড়ুর স্তম্ভ, আদি গণেশ, নরসিংহ মূর্ত্তি দক্ষিণ দিকে রন্ধন শালা, ষষ্ঠী, সাবিত্রী, বিশ্বকর্মা মন্দির, পতিত পাবন। পশ্চিম দিকে এবং উত্তর দিকে নিশাপার্ব্বতী কার্ত্তিকেশ্বর, একাম্রেশ্বর ভুবনেশ্বরী, কল্পবট, বৃষভ ইত্যাদি দর্শন।

ভবানী শঙ্কর মন্দির—বিন্দু সরোবরের সন্নিকটে বিদ্যমান।

দেবীপাদ হরা পুষ্করিণী—ইহা শ্রীলিঙ্গরাজদেব মন্দিরে প্রবেশ রাস্তায় দর্শন হয়। পূর্ব্বে কীর্ত্তি এবং বাস নামক দুইটী অসুর মাতার প্রতি ভোগ দৃষ্টি করেন তাহাতে দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে স্কন্ধ করিয়া এই একাম্রক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ ঘুরাইয়া আনিতে পারিবে সে তাহার কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। একজন অসুর অর্দ্ধেক ঘুরাইবার পর মাতা তাহাকে যেখানে চাপ দিয়া মাটিতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন তাহার নাম দেবীহরা পুষ্করিণী। অপর অসুরকে যেখানে চাপ দিয়াছিলেন সেখানে চৈত্র শুক্ল নবমী দিন রথযাত্রা সময় বিনা কারণে রথের চাকা দেবে যায়।

বিন্দু সরোবর—মহাদেবের ত্রিশূল দ্বারা সমস্ত তীর্থ জল বিন্দু বিন্দু হইয়া বাহির হওয়ার জন্য বিন্দু সরোবর নাম হইয়াছে এই বিন্দু সরোবরে শ্রীলিঙ্গরাজের বিজয় প্রতিমা শ্রীমদনমোহনদেব নৌকা বিহার করেন অর্থাৎ (চন্দন যাত্রা) হয়। এই সরোবর বহু প্রাচীন পরে ইহার পঙ্কোদ্ধার কার্য্য কেবল গঙ্গবংশীয় রাজাদ্বারা হইয়াছিল। এই সরোবরের দৈর্ঘ্য ১৩৭০ ফুট প্রস্থ ৭০০ ফুট, গভীরতা ২০ ফুট এই বিন্দু সরোবর প্রতিষ্ঠা সময়ে মহাদেব বৃষভকে পাঠাইয়া সমস্ত তীর্থ আনয়ন করেন কিন্তু গোদাবরী অনুপস্থিত হওয়ায় দেবাদিদেবের অভিশাপে পৃথক গোদাবরী হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও এই জল কেহ স্পর্শ করে না। বার বর্ষ পরে সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি যোগ হইলে ইহার জল স্পর্শ হয়।

অনন্ত বাসুদেব মন্দির বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বতটে বিদ্যমান। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীঅনন্ত বাসুদেব এবং সুভদ্রার মূর্ত্তি দর্শন। রাজা অনঙ্গ ভীমদেববিধবা কন্যা চন্দ্রিকা দেবীর দ্বারা এই মন্দির ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছে। ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত এখানে সর্ব্বসাধারণদের মহাপ্রসাদ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। সন্নিকটে দুইটি ধর্মশালাতে যাত্রীগণ বাস করিয়া থাকেন।

কোটিতীর্থ—ইহা শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দির হইতে কেদার গৌরী যাওয়ার পথে।

পশুরাম মন্দির—এই স্থানে আষাঢ় শুক্লা পঞ্চমী দিন শ্রীলিঙ্গরাজ দেবের প্রতিনিধি যাত্রা করিয়া থাকেন।

কেদার গৌরী মন্দির—এই স্থানে কেদারেশ্বর মহাদেব ও গৌরী দেবীর মন্দির আছে। সন্নিকটে পঞ্চবটী কুণ্ডের জল গৌরী কুণ্ডে পড়িয়া থাকে। এই স্থানে সকলে স্নান করেন। গেটের সন্নিকটে দুধ কুণ্ডের জল উদরাময় রোগ বিশেষ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন অনতি দূরে রাজারাণী মন্দির।

মুক্তেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দির—কেদার গৌরী মন্দিরের উত্তর দিকে মুক্তেশ্বর মন্দির বিদ্যমান। এই মন্দির প্রাঙ্গনে মরিচ কুণ্ড এবং সিদ্ধেশ্বর মন্দির।

ব্রহ্মেশ্বর মন্দির---গৌরীকুণ্ড হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত। ওড়দেশের রাজা উদ্যোত কেশরী মাতা ফুলবতী সূর্য্য বংশীয় কন্যা তথা চন্দ্র বংশীয় রাণী ছিলেন, তিনি একাম্র কাননে ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির নামানুযায়ী গ্রামের নাম ব্রহ্মেশ্বর হইয়াছে।

মেঘেশ্বর মন্দির—মেঘেশ্বর মন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে মন্ধবতী নদীর ধারে এই মন্দির অবস্থিত। গঙ্গবংশীয় রাজকন্যা সুরমা দেবী ১১৯০ হইতে ৯৯ মধ্যে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ভাস্করেশ্বর মন্দির—মেঘেশ্বর মন্দিরের উত্তরে ভাস্করেশ্বর মন্দির অবস্থিত। প্রতি বৎসর মাঘী শুক্লা সপ্তমীর পূর্ব্বদিন ভুবনেশ্বর রথ নির্ম্মাণের অনুমতি জন্য শ্রীমদনমোহন শ্রীমূর্ত্তি দোলায় আগমন করিয়া থাকেন। ফিরার পথে অলাবুকেশর মন্দিরে তিলের পায়েস ভোগ দেওয়া হয়। সন্নিকটে পাণ্ডব গুফা।

চিন্তামণিশ্বর মন্দির—এই মন্দির ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে আসার পথে অনতিদূরে অবস্থিত।

রামেশ্বর মন্দির—ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে ইহা কর-বংশীয় রাণী গৌরী মোহিনী দেবী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চৈত্র শুক্লাষ্টমী তিথিতে যখন শ্রীলিঙ্গরাজদেবের মদনমোহন মূর্ত্তি রুক্মিণী দেবী অনন্ত বাসুদেব দোলগোবিন্দ ইত্যাদি রথে আরোহন করিয়া এখানে আসেন তখন পঞ্চদিন যাবৎ এই মন্দিরে অবস্থান করেন।

কপালীদেবী (বোইতাল মন্দির)—এই মন্দির দেখিতে বোইত অর্থাৎ জাহাজের মত। এই গ্রামের মধ্যস্থলে চন্দনযাত্রায় ২২ দিন শ্রীলিঙ্গরাজ দেবের মদনমোহন মূর্ত্তি রাত্রে শোভা সহকারে ভোগ দেওয়া হয়।

কপিলেশ্বর—ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে দক্ষিণে কপিলেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এখানে ধর্ণা দিয়া লোকে সুফল প্রাপ্ত করিয়া থাকেন। এই মন্দির ১৫০০ শতাব্দীতে নির্ম্মিত এখানে মহাদেব ও কালিকা দেবীর মন্দির আছে। শ্রীলিঙ্গরাজ দেবের প্রতি-নিধি ধাতুমুর্ত্তি শ্রীলিঙ্গরাজদেবের চন্দন যাত্রায় তথা নৌকা বিহারে গিয়া থাকেন। এই প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। রাস্তায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় কাঠিয়াবাবার আশ্রম, ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ, সাধুমা মঠের জগন্নাথ মন্দির, জয়গুরু আশ্রম, আনন্দময়ী আশ্রম ইত্যাদি। আরও কয়েকটি দর্শন যথা—গোপাল তীর্থ মঠ, শিবতীর্থ, মঠ, শঙ্করাচার্য্য মঠ, ভারতী মঠ, ইত্যাদি সন্ন্যাসীদের প্রাচীন আশ্রম। এক মাইল দূরে শিশুপাল গড় দুর্গ রাজা খারবেলের রাজধানী ছিল।

ধৌল (ধবল) গিরি ও কৌশল্যা গাঙ্গ—ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে ২ মাইল দূরে ধবলগিরি পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর বৌদ্ধদের পালি ভাষায় অশোকের শিলালিপি আছে। বর্ত্তমান মন্দির সংস্কার হইয়া অতি মনোরম হইয়াছে। সন্নিকটে কৌশল্যা গাঙ্গ। উড়িষ্যার রাজা গঙ্গেশ্বরদেব রতুপুর আক্রমণের সময় নিজের কন্যা কৌশল্যা দেবীকে সঙ্গে লইয়া যান, কন্যা কৌশল্যা

গর্হিত কার্য্য করার জন্য তাহার মুক্তি অনুসন্ধান করিয়া এই কৌশল্যা গাঙ্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ চার মাইল এবং চতুস্পার্শে চতুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ শাসন বিদ্যমান। বর্ত্তমান সরকারী তত্ত্বধানে এই পুষ্করিনি সংস্কার করিয়া মৎস চাষ তথা গবেষণা কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় সরকার স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বশাসনতে প্রসিদ্ধ আলালনাথদেব মন্দির বিদ্যমান।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি—খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে সাত মাইল দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে খণ্ডগিরি ও উত্তর দিকে উদয়গিরি। উদয়গিরিতে রাণী হংসপুরে অশোকের পালি ভাষায় লিখিত শিলালিপি ও বহু জীবজন্তু আকারের গুম্ফা আছে। খণ্ডগিরিতে প্রকাণ্ড বড় একটা পাথরের পাহাড় আছে। এই স্থানে মুনি ঋষিগণ তপস্যা করিতেন। গুম্ফা এবং জৈন মন্দির দর্শন হয়। এ স্থানে মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিরাট মেলা হয়। পথে বর্ত্তমান সরকারের নবনির্মিত উড়িষ্যার রাজ-ধানী ক্যাপিটেল তথা উড়োজাহাজ চালনার শিক্ষাকেন্দ্র এরোড্রাম সেক্রেটারিয়েট ইত্যাদি দর্শনীয়। ভ্রমনবাসে কিছু দূরে বারঙ্গ নিকটে 'নন্দন কানন' দর্শন হয় সেখানে কেবল পশুপক্ষী থাকে মন্দিরাদি দর্শন নাই।

উৎকল ইউনিভারসিটি (বিশ্ব বিদ্যালয়) বাণীবিলাস—ওড়িষার রাজধানী ভুবনেশ্বর সুতরাং অনেক দর্শনীয় আছে।

কটক—এখানে গোপালজী মন্দির, বারবাটি প্রতাপরুদ্র বাড়ী চৌদ্বার, বুঢ়ামা, গৌরগঢ়া ঘাট (গড়গড়িয়া ঘাট) শ্রীচৈতন্য মন্দির ধবলগিরি, কটকচণ্ডী, রাসবিহারী মঠ, কাঠযোড়ি নদী ও মহানদী রহিয়াছে।

যাজপুর—

শ্রীমন্মহাপ্রভু—চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিলা প্রণাম॥

বিরজাদেবী, নাভিগয়া, ব্রহ্মকুণ্ড, দশাশ্বমেধ ঘাট, বৈতরণী নদী শ্রীবরাহদেব মন্দির, যাজপুর রোড ষ্টেশনে নামিয়া যাজপুর যাইতে হয় বাসে।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ—

রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥ চৈঃ চঃ

এই গোপীনাথ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া ছিলেন। তাই তাঁহার নাম "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ"। বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। —গ্রামের নাম রেমুনা, কলিকাতা হইতে বাসে পুরী যাওয়ার পথে পড়ে এখানে শ্রীপুরীপাদের সমাধি রহিয়াছে।

বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে খোর্দ্দা ষ্টেশন হইয়া শ্রীকুর্ম্ম, তিরুপতি যাওয়া যায়।

কুর্ম্ম—

শ্রীমন্মহাপ্রভু —এই মত যাইতে যাইতে গেলা কুর্ম্মস্থানে।
কুর্ম্ম দেখি কৈল তারে স্তবন প্রণামে॥ চৈঃ চঃ

প্রথমে কুর্ম্মদেবকে শিবমূর্ত্তি জ্ঞানে শৈবজ্ঞান উপাসনা করেন পরে শ্রীরামানুজাচার্য্য যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া জানিতে পারেন তখন সেবা প্রকাশ করেন। সন্নিকটে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ আছে। এই স্থানে বাসুদেব কোষ্ঠি বিপ্রকে শ্রীমহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

প্রভু স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল॥ চৈঃ চঃ

গঞ্জাম বহরমপুর হইতে কয়েকটি ষ্টেশনের পর চিকাকুল রোড ষ্টেশন, তথায় নামিয়া বাসে চিকাবুল হইয়া শ্রীকুর্ম যাওয়া যায়। এখান হইতে বাসে অথবা ট্রেনে সিংহাচল যাওয়া যায়।

জিওড় নৃসিংহ—

পূর্ব্ব রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।

জিওড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে কত দিনে গেলা॥ চৈঃ চঃ

জিওড়াচাষী শস্যক্ষেত্রে তীর মারিবার পর বরাহরূপ হইতে নৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া সেবা প্রকাশ করিলেন। পাহাড়ের উপরে বাসে যাওয়া যায়। ১১০০ সিঁড়ির উপরে জিওড় নৃসিংহদেব মন্দির বাহিরে গোমুখ ধারার পার্শ্বে মহাপ্রভু পাদপীঠ।
(সিংহাচল ষ্টেশনে অথবা ওয়ালটীয়ার ষ্টেশন বাস হইতে যাওয়া যায়)
ত্রিকালহস্তি (বায়ুলিঙ্গ) এবং স্বর্ণরেখা স্নান—

মহাপ্রভু - ত্রিমলয় দেখি গেলা ত্রিকাল হস্তি স্থানে।
মহাদেব দেখি তারে করিলা প্রণামে॥

ওয়াল্টেয়ার ষ্টেশন হইতে বাসে অথবা ট্রেনে যাওয়া যায় অথবা জিওড় নৃসিংহ হইতে।

কোটী লিঙ্গেশ্বর—গোদাবরী ষ্টেশনে নামিয়া রিক্সায় যাওয়া যায়।

গোদাবরী গোষ্পদ ঘাট—

মহাপ্রভু---প্রভাতে উঠিয়া প্রভু গেলা প্রেমাবেশে।
গোদাবরী তীরে আইলা কতক দিবসে।

কভুর ষ্টেশনে নামিয়া রিক্সাতে গোষ্পদঘাট যাওয়া যায়। এই স্থানে শ্রীরায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন হয়। মহাপ্রভুর পাদপীঠ, গৌড়ীয় মঠ, হনুমান মন্দির, গৌতম ঋষি এবং গঙ্গা-মন্দির দর্শনীয়।

মহাপ্রভু উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করিতেন—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গা স্নান।। চৈঃ চঃ

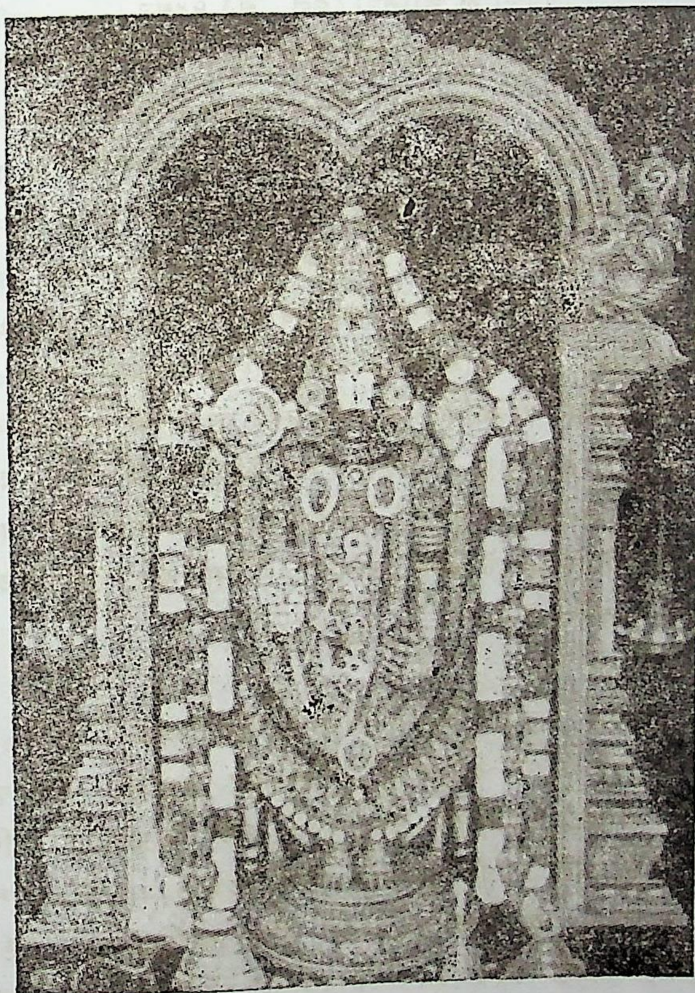
কৃষ্ণা—বেজুয়াড়া ষ্টেশনে নামিয়া রিক্সাতে আধমাইল যাইলেই কৃষ্ণা নদীতে স্নান করা যায়। নিকটে কনক দুর্গা ও হনুমান মন্দির। দক্ষিণ তটে শৈলম্।

পানা নৃসিংহ—বেজুয়াড়া ষ্টেশন হইতে শহরে গিয়া বাসে মঙ্গলগিরি, এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ৬০০ সিঁড়ির উপর পানানৃসিংহ দেব দর্শন হয়। নীচে থেকে পানা (সরবৎ) দ্রব্য লইয়া যাইতে হয়। পানা ভোগ দিলে পুজারী অর্দ্ধেক ঠাকুরের মুখে ঢালিয়া দেন। নিকটেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ এবং লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। মঙ্গলগিরি হইতে ৪ মাইল দূরে পেবাড়াপুরী ষ্টেশনে অথবা বেজুয়ারা ফিরিয়া গাড়ীতে যাওয়া যায়।

ত্রিপতি বালাজী—

চৈতন্য মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপতি ত্রিমল্লে।
চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দেখি বেঙ্কটাদ্রে চলে॥

দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির। শ্রীগোবিন্দরাজ বিষ্ণু ভগবান দর্শন। ইনি "বালাজী" বলিয়া খ্যাত। রাজকন্যাকে বিবাহ করার জন্যই "বালাজী" অর্থাৎ জামাই বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাতঃকাল হইতে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইলে, তবেই এই বিগ্রহ দর্শন হয়। দেবস্থানের টিকিট করিলে সত্বর দর্শন হয়। এই মন্দিরে প্রচুর স্বর্ণ আছে। ভোগের প্রসাদ প্রচুর পাওয়া যায়। থাকার জন্য দেব স্থানের অন্তর্গত তিনটি সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। ঐ সকল ধর্মশালায় বিনা পয়সায় থাকা চলে। সংশ্লিষ্ট অফিসে নাম নথিভুক্ত করিয়া রসিদ গ্রহণ করিতে হয়। মন্দির সন্নিকটে প্রাচীন আস্তানা এখানেও যাত্রীগণ থাকিতে পারেন। পাহাড়ের নীচে শ্রীত্রিপতি মন্দির দর্শন। পুরী হইতে ত্রিপতি বালাজী এক্সপ্রেসে অথবা মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ট্রেনে, বাসে ত্রিপতি বালাজী যাওয়া যায়। তিরুপতি ষ্টেশনের নাম। এখানে বাসে এক মাইল দূরে গিয়া পুনরায় দেবস্থান বাসে পাহাড়ের উপরে ১৪ মাইল যাইতে হয়, অথবা সিড়ি দিয়া সাত মাইল সোজা হাটিয়া পাহাড়ের উপর যাওয়া যায়। পথে আলোক ও জলের ব্যবস্থা দেখা যায়।



দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর।

শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি—

চৈতন্য মহাপ্রভু—

শিবকাঞ্চি আসিয়া কৈল শিব দরশন।
বিষ্ণুকাঞ্চি আসিয়া কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ দরশন॥ চৈঃ চঃ

সপ্তপুরী মধ্যে এক পুরী দর্শন। শিবকাঞ্চিতে ক্ষিতিলিঙ্গ মহাদেব, শঙ্করাচার্য্যের মঠ, একাম্র বৃক্ষ এবং কামাক্ষাদেবীর মন্দির দর্শনীয়। বিষ্ণুকাঞ্চিতে গজেন্দ্রমোহন সুদর্শনচক্র অনন্ত সরোবর বরদরাজ, মৎসতীর্থ ও বামনদেব দর্শনীয়। সত্যব্রত রাজার প্রতি মৎসদেব যে উপদেশ দেন, তাহা লইয়াই মৎসতীর্থ। তিরুপতি বড় লাইনের ট্রেনে আরকোনাম নামক ষ্টেশনে নামিয়া বাসে প্রায় ৩৫ মাইল যাইলে শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি দর্শন হয়। এছাড়া চিঙ্গলপুট বা রেণুগুটা নামক স্থান হইতেও বাসে উল্লিখিত তীর্থস্থানে যাওয়া যায়। ছোট লাইনে কাঞ্চিপূরম ইষ্টিশনে নামিয়াও শিবকাঞ্চি যাওয়া যায়। স্থানটি চিঙ্গলপুট ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে। মেড্রাস হইতে ৫৬ কিমি চিঙ্গলপেট।

পক্ষীতীর্থ—

চৈতন্য মহাপ্রভু পক্ষীতীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন। চৈঃ চঃ

চিঙ্গলপুট ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। দেবগিরি পাহাড়ের উপরে প্রায় ৫০০ ফুট উচুতে এই মন্দির। প্রত্যহ দুইটি বাজ পাখী পূজারীর নিকট হইতে আহার (প্রসাদ) পাইয়া থাকে। ইহা বহুকাল থেকেই হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে একটী পক্ষী অদৃশ্য হইয়াছেন। শিবকাঞ্চি হইতে চিঙ্গলপেট হইয়া পক্ষীতীর্থ যাওয়া যায় অথবা মাদ্রাজ কোর্ট বাসে তিরুক্কলি কুণ্ড্রম, বাসে পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়া যাওয়া যায়। শিবকাঞ্চি হইতে ৫০ কিমি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ—বৃদ্ধ কোল তীর্থ তবে করিল গমন।
শ্বেত বরাহ দেখি তারে করিল স্তবন ॥

পক্ষীতীর্থ হইতে বাসে মহাবল্লিপুরম যাওয়া যায়। এখানে প্রাচীন পর্ব্বত সংলগ্ন বলিরাজা মন্দির, বামনদেব মন্দির বরাহদেব মন্দির এবং পঞ্চপাণ্ডব রথ ইত্যাদি দর্শনীয়।

মাদ্রাজ—দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে শহর। এখানে পার্থ-সারথি মন্দির কপালমোচন শিবমন্দিয় দর্শনীয়। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এখানেই বিশ্রাম করেন। গোপাল জীউর মন্দির নিম্বার্ক মন্দির, রায়পেটাতে গৌড়ীয় মঠ এবং গণেশ মন্দির প্রভৃতি বহু দর্শনীয় স্থান এখানে আছে। মাদ্রাজ সেন্ট্রালেতে নামিলে দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শনের সুবিধা হয়। যাত্রীগণের অবস্থানের জন্য বহু ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে গীতাভবন (নেতাজী সুভাষ রোড), ১৬ নং সাউকার্পেট বকলাল ধর্ম্মশালা লক্ষ্মীনারায়ণ ধর্ম্মশালা-ষ্টেশন সন্নিকটে গোপকৃষ্ণ ধর্ম্মশালা ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। টুরিষ্ট বাসে ৩৫ টাকায় সকল স্থান দর্শনের সুবিধা আছে।

পণ্ডিচেরী আশ্রম—ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি অরবিন্দের সাধনক্ষেত্র। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির উজ্জল স্বাক্ষর অরবিন্দ আশ্রম ও সমাধিক্ষেত্র। (মাদ্রাজ থেকে চিঙ্গলপেট ষ্টেশন অথবা ভীলুপুরম্ হইতে ট্রেনে. বাসে অরবিন্দ আশ্রম যাওয়া যায়।

বৃদ্ধাচল—মহাপ্রভু বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব দরশন।

প্রাচীন নাম বৃদ্ধকাশী। রামানুজাচার্য্যের মাতৃশ্বসা গোবিন্দ এই শিবের অনেকদিন সেবা করেন। পণ্ডিচেরী হইতে বাসে গড়েউ হইয়া বৃদ্ধাচল যাওয়া যায়। মিটার গেজ লাইনে বৃদ্ধাচল হইতে শ্রীরঙ্গম যাওয়া যায়, এখানে এক জৈন পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহপ্রভুকে তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া প্রতিহিংসা বশতঃ অমেধ্য সহিত অন্ন প্রসাদ বলিয়া তাঁহাকে থালায় দিবার জন্য আনিবার কালে বাজপক্ষী উক্ত থালা ছোঁ মাড়িয়া লইয়া যায় এবং পরে ঐ থালাটি

পণ্ডিতের মাথায় ফেলে।

কুম্ভকোণম্—মাদ্রাজ হইতে ভ্রমণ বাসে যাওয়া যায়। কুম্ভকর্ণের মাথার খুলি সরোবর হইয়াছে। এখানে পঞ্চ শিব পঞ্চবিষ্ণু রহিয়াছেন। মাঘ মাসে এখানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। ২৯ কিমি দূরে তাঞ্জাবরম্।

কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ (চৈঃ চ)
অমৃত লিঙ্গ শিব দেখি বন্দন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব হইল॥

তাঞ্জাবরম্ বৃহদীশ্বর (ব্রাকেটেশ্বর)—ব্রড লাইনের তাঞ্জোরের স্টেশনে নামিয়া বৃহদীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন হয়। মারাঠাবীর শিবাজীর দুর্গ এখানেই দেখা যায়।

মায়াবরম্—

চৈতন্য মহাপ্রভু-গো-সমাজে শিব দেখি আইলা বেদারণ্য।
মহাদেব দেখি তারে করিল বন্দন॥ (চৈঃ চঃ)

মায়াবরম্ স্টেশনে নামিয়া দর্শন হয়। মধ্যপথে শিয়ালী ভৈরবী বৈদ্যেশ্বর দর্শন হয়।

মহাপ্রভু—শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥ চৈঃ চঃ

চিদম্বরম্ (পীতাম্বরম)—

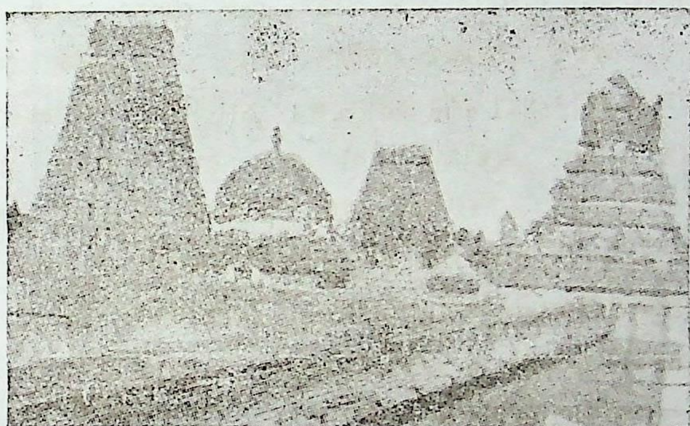
পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌর হরি॥ (চৈঃ চঃ)

আকাশলিঙ্গ নটরাজ শিবমূর্ত্তি দর্শন—এই সুবৃহৎ মন্দির নয় একর জমির উপর অধিষ্ঠিত এবং চারিদিকে ছয় ফুট প্রশস্ত পথ আছে। চিদম্বরম্ ষ্টেশনে নমেয়া অথবা কুড়াল নগর হইতে ছাব্বিশ মাইল যাইয়া এই মন্দির দর্শন হয়। চিঙ্গলপেট হইতে ১৬২ মাইল মধ্যে এই দর্শন।

শ্রীরঙ্গম্—পাপনাশক বিষ্ণু কৈল দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিল গমন॥

কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥ (চৈঃ চঃ)

কাবেরী নদীর তীরে সাতটি প্রাচীরে অনন্ত শয়নে শায়িত



শ্রীরঙ্গনাথদেব দর্শন। ১০৮ মণ সোনা দিয়া প্রস্তুত মন্দিরের চূড়া দর্শন হয়। গরুড়জী, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীরঙ্গনায়িকা লক্ষ্মীজি, চারি কোণেতে বিভিন্ন দর্শন। প্রত্যেক প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি করিয়া গেট রহিয়াছে সাতটি প্রাচীরে মোট আঠাশটি দ্বার রহিয়াছে নামগুলি যথাক্রমে (১) ধর্ম্মপথ (২) রাজপথ (৩) কুলশেখর পথ (৪) আলি নাড়ণের পথ (৫) তিরু বিক্রমের পথ (৬) মাড়মাড়ি গাইসের বিবিধ পথ (৭) আড়াই যাবল ইন্দানের পথ। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন 'তুমি লঙ্কায় থাক আমি তোমাকে শ্রীরঙ্গনাথ-রূপে দর্শন দিব।' শ্রীরামানুজাচার্য্য লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া সেই সম্প্রদায় হইতে পূজিত হয়। পূর্বদিকে গোপুর ১৪৬ ফুট উচ্চ ত্রিচীনপল্লী হইতে বাসে অথবা গাড়ীতে শ্রীরঙ্গম যাওয়া যায়। এখানে কাবেরীতে স্নান প্রধান। অপলিঙ্গ জম্বুকেশ্বর দর্শন, সন্নিকটে শ্রীশৈলম ইত্যাদি থাকার জন্য মন্দির সন্নিকটে বাঙ্গুর ধর্মশালাতে উত্তম

ব্যবস্থা আছে।

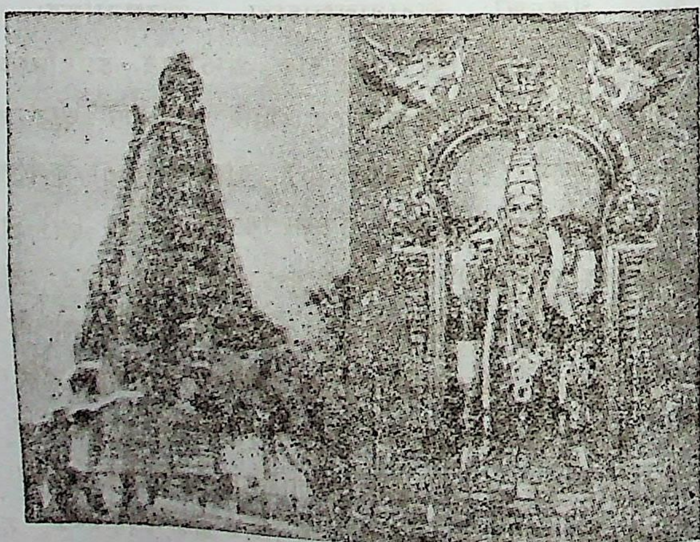
ত্রিচেনাপল্লী—এখানকার দর্শনীয় স্থান গোল্ডেন রক্ শিবপার্বতী গণেশ মন্দির।

মীনাক্ষী মাদুরা—ইহাকে দক্ষিণের মথুরা বলা হয়।

মহাপ্রভু—দক্ষিণ মথুরা আইলা কাম কোষ্ঠি হইতে। শ্রীরঙ্গম হইতে শ্রীরামেশ্বর যাওয়ার পথে মাদুরা রেল ষ্টেশনে নামিয়া দর্শন করা যায়, অথবা রামেশ্বর হইতে প্রায় ১০০ মাইল ফিরিয়া আসিয়া মীনাক্ষী দেবী দর্শন করা চলে। চারিদিকে বিশাল গেটের মধ্যে গর্ভ মন্দিরে শ্রীমীনাক্ষীদেবী দর্শন হয়। অপর মন্দিরে সুন্দরেশ্বর মহাদেব। তিরুপরণ কুণ্ড, ভদ্রকালী, মীনাক্ষী কলয়ানা দক্ষিণ গোপুর দুয়ার, চারিপার্শ্বে সুন্দর কারুকার্য্য দর্শনীয়।

রাজা বলশেখর এই পুরীর নির্ম্মাতা। ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২০০ বৎসর সময় লাগে।

মহাপ্রভু—কৃত মালায় স্নান করি আইলা বিপ্র ঘরে।
রাম ভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥





এই স্থানে রামভক্ত বিপ্র জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী রাক্ষস রাবণ স্পর্শ করিয়াছে এই কথা শুনিয়া 'নিরাহারে' প্রাণ ত্যাগ করিবেন এই সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকে কুর্ম্ম পুরাণের প্রাচীন পুঁথি আনিয়া বলিলেন মায়া (ছায়া) সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল। সীতাদেবী অগ্নির ধ্যান করিয়া অগ্নিলোকে চলিয়া যান, রাবণ বধের পরে অশোক বন হইতে মায়া সীতাকে আনিয়া শ্রীরামচন্দ্র যখন অগ্নি পরীক্ষা রামেশ্বরে করেন তখন ছায়া সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলে প্রকৃত সীতাকে অগ্নিদেব কোলে করিয়া আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করেন।

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল ॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরি রাবণ ॥

দুর্ব্বাশয়ন—

মহাপ্রভু—কৃত মালয় স্নান করি আইলা দুর্ব্বাশয়ন।
দুর্ব্বাশয়নে রঘুনাথে কৈল দরশন॥

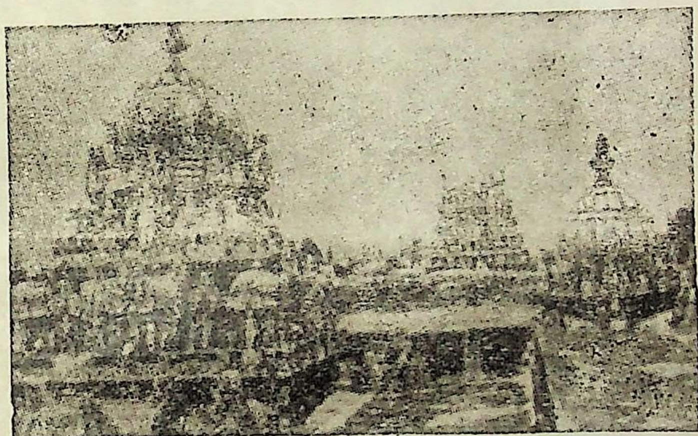
মাদুরা ষ্টেশন হইতে রামনাদ ষ্টেশনে নামিয়া সমুদ্র সন্নিকটে দুর্ব্বাশয়ন রামচন্দ্র দর্শন। এইস্থানে শ্রীরামচন্দ্র তিন দিন উপবাস করিয়া সমুদ্রে বরুণের আরাধন করেন তথাপি বরুণদেব না আসায় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে পর বরুণদেব আসিয়া



তিনার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং সেতু বন্ধনের আদেশ দেন।

শ্রীরামেশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

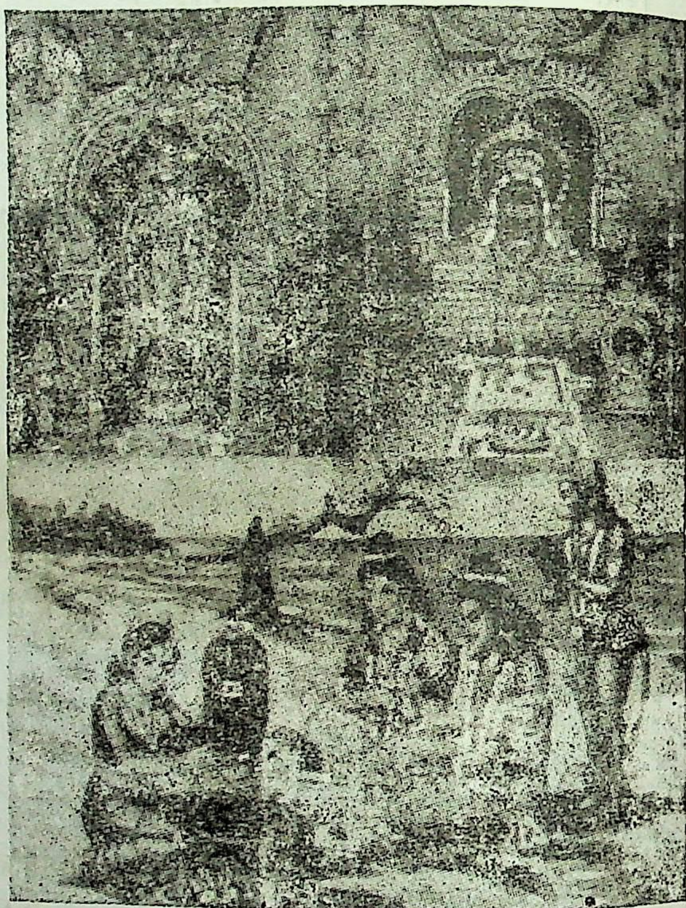
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাহা করিলা বিশ্রাম॥



শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরও আগমন হইয়াছিল। চৈঃ ভাঃ যথা—

হেন মতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেম রসে।
সেতুবন্ধ আইলেন কতেক দিবসে॥

শ্রীরামেশ্বর চারিধামের মধ্যে এক ধাম তথা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে এক জ্যোতির্লিঙ্গ। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং এই লিঙ্গ স্থাপন করেন। পার্শ্বে শ্রীহনুমানজী স্থাপিত শিবলিঙ্গ এবং পার্ব্বতী মন্দির। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার পর সেতুর কাছে মহাদেব স্থাপন করিলেন। স্বয়ং রাম এবং সীতাদেবী উভয়েই পূজা করিয়াছিলেন। এই জন্য রামস্য ঈশ্বরঃ অর্থাৎ রামেশ্বর ষষ্ঠিতৎপুরুষ সমাস ইহা শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি। কিন্তু মহাদেবের উক্তি রাম ঈশ্বরো যস্য অর্থাৎ রাম হইয়াছে ঈশ্বর যে শিবের—বহুব্রীহি সমাস। রাজা পরাক্রম বাহু দ্বারা পরে সুবিশাল মন্দির নির্মাণ হয়। এখানে কুণ্ডে স্নান প্রধান। (১) অগ্নিকুণ্ড বা সীতাপরীক্ষা কুণ্ড সমুদ্র স্নান (২) ধনুষ্কোটি স্নান (৩) মহালক্ষ্মীতীর্থ (৪) সাবিত্রীতীর্থ (৫) গায়ত্রীতীর্থ



(৬) সরস্বতীতীর্থ (৭ চক্রতীর্থ (৮ শিবতীর্থ ৯ সত্যতীর্থ (১০) সর্ব তীর্থ (১১) শঙ্কতীর্থ (১২) গয়াতীর্থ (১৩) গঙ্গাতীর্থ (১৪ যমুনাতীর্থ (১৫) সূর্য্যতীর্থ (১৬) চন্দ্রতীর্থ (১৭) কোটিতীর্থ (১৮) ব্রহ্মহত্যাতীর্থ (১৯) গন্ধমাদনতীর্থ (২০) গবাক্ষতীর্থ (২১) গবয়তীর্থ (২২) নীলতীর্থ (২৩) নলতীর্থ (২৪) সেতুমাধবতীর্থ। কিছুদূরে লক্ষ্মণকুণ্ড এবং রামঝরকা দর্শন। এইস্থানে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সন্নিকটে গন্ধমাদন পর্বত এবং পাঁচ মাইল দূরে বিভীষণ কুটির দর্শন। রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দূরে ধনুষ্কোটিতীর্থ। বিভীষণ প্রার্থনাতে লক্ষ্মণ নিজ ধনুর কোটি দ্বারা সেতুভঙ্গ করেন এইস্থানে স্নান করিলে পুনঃজন্ম

হয় না। পোলটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে যাওয়া অসাধ্য। রামেশ্বর যাওয়ার সময় গাড়ী হইতে পামমান্স সেতু দর্শন হয়। সীতা উদ্ধারের প্রয়োজনে শ্রীরামের অনুচর হনুমানাদি দ্বারা যে সেতু নির্ম্মাণ হয়েছিল তাহার উপরেই ইংরাজ সরকার এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মাদুরা হইতে ১৭৩ কিমি দূরে রামেশ্বর।

মল্লিকার্জ্জুন—দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে এক জ্যোতির্লিঙ্গ। করনুল রেল স্টেশন হইতে বাসে আত্মকুরম তথা হইতে ৩০ মাইল পেচক্ষু পাহাড়, ৩ মাইল চড়াই পর মল্লিকার্জ্জুন দর্শন।

শ্রীবৈকুণ্ঠম – তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে।
নয় ত্রিপতি দেখি গৌর বুলে কুতুহলে॥
শ্রীবৈকুণ্ঠম অন্যতম ত্রিপতি নামে খ্যাত।

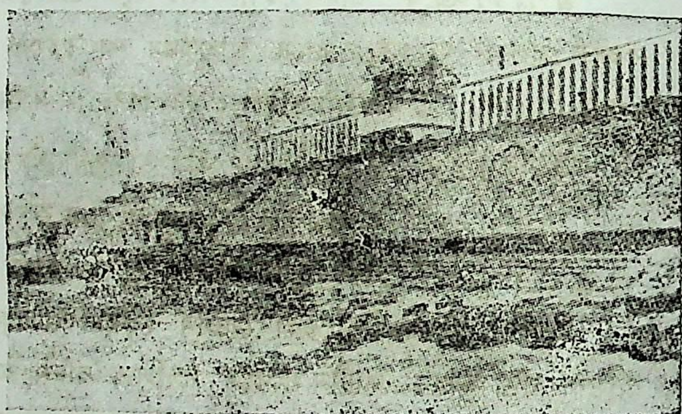
মাদুরা হইতে টিনাভেলি স্টেশন হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠ ষ্টেশনে যাওয়া যায় তথায় প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বলিত দ্বাদশ আলোয়ারের মন্দির দর্শন হয়। হাঁটাপথে **তোতাদ্রি লক্ষ্মনারায়ণ, ছোট নারায়ণ, নাগের কোইল** প্রভৃতি দর্শন হয়।

ঋষভ পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাহা নতি স্তুতি করি॥ চৈঃ চঃ
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখিলা সীতাপতি।
গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণু মূর্ত্তি॥
পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুর্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেল পুরী গোস্বামী পাশ॥

ইনি উদ্ধবের অবতার। তথা মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পুরীতে ইনার কুপ আছে। সন্নিকটে **শ্রীশৈল।** এইস্থানে শিব দুর্গা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বেশে মহাপ্রভুকে তিনদিন পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দেন এবং নিভৃতে ইষ্টগোষ্ঠি হয়।

কন্যাকুমারী - ভারতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত তীর্থস্থান। সম্মুখে ভারত মহাসাগর

বামে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে আরবসাগর এখানকার দেবীমূর্ত্তি অপূর্ব দর্শনীয় বিষয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে এই দেবী মহাদেবকে বিবাহ ক'রবার জন্য এখানে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কুমারী তাই স্থানটি কন্যাকুমারী নামে অভিহিত। শ্রীমূর্ত্তি অনেকটা মীনাক্ষী' দেবীর মত। এখানে প্রত্যুষে সূর্যোদয় দৃশ্য



বড়ই মনোমুগ্ধ কর। নিকটেই মাহাত্মা গান্ধীর চিতা ভস্মের উপর সমাধি মন্দির রচিত হইয়াছে। লঞ্চে পার হইয়া বিবেকানন্দ শিলায় যাওয়া যায়। এই শিলায় দেবীর পদ চিহ্ন রহিয়াছে। সমুদ্র মধ্যস্থিত পর্ব্বতাকৃতি এই বিরাট শিলাখণ্ডের উপর বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তপস্যা করিয়াছিলেন। অধুনা তাই ইহার নাম হইয়াছে 'বিবেকানন্দ রক'। মাদুরা হইতে বাসে অথবা ট্রেনে টিনাভেলী হইয়া তথা হইতে বাসে কন্যাকুমারী তীর্থে যাওয়া যায়। থাকার জন্য বিভিন্ন লজ আছে। রামেশ্বর হইতে ২৯৪কিমি

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আগমন যথা—

মলয় পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যাকুমারী তাহা কৈল দরশন॥ চৈঃ চঃ

শুচীন্দ্রম—এখানে অত্রিমুনির আশ্রম। অনুসূয়ার পতিব্রতা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর গমন করিয়াছিলেন।

আদিকেশব—শূচীন্দ্রম বল্লার দেশ হইতে শ্রীমহাপ্রভু—

সেই দিন চলি আইলা পয়স্বিনী তীরে।
স্নান করি গেলা আদি কেশব মন্দিরে॥
মহাভক্তগণসহ তাহা গোষ্ঠি কৈল।
ব্রহ্ম সংহিতা ধ্যায় পুঁথি তাহাই পাইল॥
বহুযত্নে সেই পুঁথি লইলা লিখিয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥

পদ্মনাভ দর্শন—কেরলা রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম কন্যা কুমারী হইতে বাসে বা ট্রেনে ত্রিবান্দম সেন্ট্রালেতে নামিয়া রাজ-বাড়ীতে বিরাটকায় মূর্ত্তি অনন্তশায়িত পদ্মনাভ দর্শন করা যায়।

মহাপ্রভু—দিন দুই পদ্মনাভে কৈল দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন॥ চৈঃ চঃ

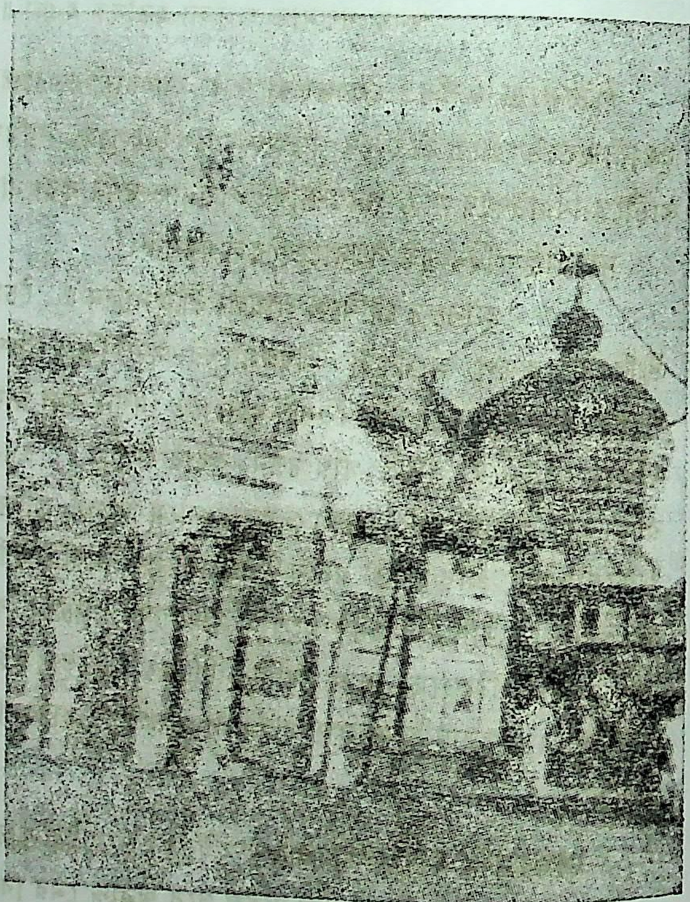
শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ অনেকটা শ্রীরঙ্গনাথের মত কিন্তু বিশালাকৃতি হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ মূর্ত্তি তিনটি দরজাতে দর্শন করা যায়। এই মন্দিরে পুরুষদের খালি গায় দর্শন করার নিয়ম। ১৭২৯ সালে রাজা সার্ত্তক্তভামা সমগ্র রাজ্য দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অরুণোদয়ে (প্রায় প্রাতঃ ৪টায়) এবং সন্ধ্যায় আরতি দর্শন অপূর্ব শোভনীয়। মন্দিরের চতুস্পার্শের মূর্ত্তিসমূহ প্রাচীন স্থাপত্যের স্বাক্ষ্য বহন করিতেছে, যাহা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। অনতিদুরে গুজরাট ধর্ম্মশালায় যাত্রী সাধারণগণের থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

জনার্দন দর্শন—ত্রিবান্দম হইতে ১৬ মাইল দুরে ভারকলা নামক ষ্টেশন স্থান হইতে দেড় মাইল দুরে জনার্দ্দনের বিগ্রহ দর্শন হয়। মহাপ্রভু—দিন দুই তাই করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন। চৈঃ চঃ

মহীশূর রাজ্যের বৃন্দাবন গার্ডেন—মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালোর [illegible] হইতে ১৩৮ কিমি। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সময়ে কর্ণাটক আসার পথে মহীশূর। মহীষাসুর থেকে মহীশূর নাম

হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোর ষ্টেশনে নামিয়া এই স্থানের মনোরম দৃশ্য এবং সাগর বাঁধ দর্শন করা যায়। ত্রিবান্দম হইতে মহীশূর বৃন্দাবন গার্ডেন হইয়া হাওড়া আসা যায়। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ১৪৬কিমি। কলিকাতা হইতে ২০১৮ কিমি।

উড়ুপী কৃষ্ণ—



মহাপ্রভু—মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাহা তত্ত্ববাদী
উড়ুপীতে কৃষ্ণ দেখি তাহা হইল প্রেমাস্বাদী ॥

ত্রিবান্দম হইতে ম্যাঙ্গালোর রেল ষ্টেশন অথবা বরকলা ষ্টেশন হইতে ট্রেনে এল, পি, তথা হইতে লঞ্চে কোচিন এবং কোচিন

হইতে পুনরায় লঞ্চে এরণাকুলাম পুনঃ ট্রেনে ম্যাঙ্গালোর যাওয়া যায়। মাদ্রাজ হইতে সোজা ট্রেন পথে ম্যাঙ্গালোর যাওয়া যায়। ম্যাঙ্গালোর হইতে বাসে ৩৬ মাইল দূরে উড়ুপী। সেখানে মধ্বাচার্য্যের গাদি তথা উড়ুপীকৃষ্ণ এবং সাধককুণ্ড দর্শন হয়। মধ্বাচার্য্য বদ্রিকাশ্রমে শ্রীল ব্যাসদেবের স্বাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই আদেশে "ব্রহ্মসূত্রভাষ্য" রচনা করেন। উড়ুপী হইতে চারি মাইল দূরে আরব সমুদ্রের তীরে নৌকায় গোপী চন্দন মধ্যে নর্ত্তক গোপাল কৃষ্ণ মূর্ত্তি ছিলেন। সেই বিগ্রহ মধ্বাচার্য্য উড়ুপীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্বাচার্য্য আটজন শিষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস দিয়া শ্রীগোপালের সেবা পালাক্রমে প্রদান করেন।

শিঙ্গেরী সারদাপীঠ দর্শন—

মহাপ্রভু—শৃঙ্গেরী মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গাদীর নাম সিঙ্গেরী সারদাপীঠ। উড়ুপী হইতে বাসে প্রায় পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়া সিঙ্গেরী মঠে যাওয়া যায়। ম্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেনে বাসে টরিকেরে হইয়া সিঙ্গেরী।

হরিহর দর্শন—

মহাপ্রভু — হরিহর আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ। চৈঃ চঃ

সিঙ্গেরী হইতে প্রথমে বাসে এবং তারপর ট্রেনে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে একমাইল দূরে হরিহর দর্শন। এখানে কৃষ্ণাবেন্যা নদী প্রবাহিত। এখান থেকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃষ্ণবেন্যা পার হইয়া চিন্তামণির নিকট গিয়াছিলেন।

গোকর্ণ— গোকর্ণে শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়ণ॥ চৈঃ চঃ

সিঙ্গেরী থেকে কোলারাজ্যে যাওয়ার পথ অতীব দুর্গম কর্ণাট দেশ মধ্য দিয়া যেতে হয় কারওয়ার থেকে ৫৫ কিমি দূরে আরব সাগর পারে গোকর্ণ তীর্থ সন্ন্যাসীগণের প্রধান তীর্থ এখানে সমুদ্র গঙ্গা সহস্র ধারায় মিলিত এবং সন্নিকটে গাভীর কর্ণের ন্যায় শক্তিতে

শিবলিঙ্গ দর্শন হয়।

কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি দেখেন ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গ গণেশ দেখি দেখেন চোর পার্ব্বতী॥

কিসকিন্ধ্যা —

ঋষ্যমুখ গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে।
মহাপ্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান॥

রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতাদেবীকে উদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র এখানেই সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। এখানে পম্পা সরোবর, শ্রীরামের মন্দির এবং পবিত্র তুঙ্গভদ্রায় স্নান কর্তব্য, অদূরে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত। (সিঙ্গেরী হইতে বাসে গোকর্ণ তথা হইতে হুবলী এবং হুবলী হইতে ট্রেনে হোসপেট, হোসপেট রেল ষ্টেশন থেকে ৮ মাইল দূরে রামায়ণ প্রসিদ্ধ স্থান কিসকিন্ধ্যা।)

তথা হইতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিটঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ।

বিটঠল ভগবান—হরিহর হইতে গাড়ীতে মীরাজ হইয়া পাণ্ডরপুর রেল ষ্টেশনে নামিয়া কিছুদূরে বিটঠলেশ্বর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব সুন্দর দর্শন। ভীমা (চন্দ্রভাগা) স্নান ও বিশ্বরূপের সমাধি মন্দির দর্শনীয়।

মহাপ্রভুর সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ এই স্থানের কিছু দূরে ভীমা নদীর পূর্ব্বপারে সমাধি লাভ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম শঙ্করারণ্য এই সংবাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী মহাপ্রভুকে বলিলেন।

তার এক যোগ্য পুত্র করিলা সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অলপ বয়স॥

এখান থেকে পুণ: হইয়া ভারতের সুবিখ্যাত বন্দর বোম্বাই নগরীতে যাওয়া যায়।

পূর্ব্ব ভারত

: ভারতীয় তীর্থ দর্শন :

নবদ্বীপ—[কলিকাতা এবং হাওড়া হইতে ১৫০ কিলো-মিটার দূরে "নবদ্বীপ ধাম" রেল ষ্টেশন। তথা হইতে আধা মাইল দূরে শহর। থাকার জন্য ভারত সেবাশ্রমে উত্তম ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আরও গোবিন্দ মন্দিরে থাকা ও প্রসাদের ব্যবস্থা আছে তথা গৌর নিবাস ফাঁসিতলায়, যাত্রী নিবাস মণিপুর রোডে, গঙ্গা-তীরে লজ, লক্ষ্মী বোর্ডিং, হোটেল এবং গৌড়ীয় মঠ ও আশ্রমা-দিতে পরিচিত লোকদের উত্তম ব্যবস্থা হইয়া থাকে।]

"শ্রীনবদ্বীপধাম"

এই ধাম বন্যার সময়ে জলমগ্ন হইয়া যায় যে নয়টি দ্বীপ থাকে তাহাকে নবদ্বীপ বলা হয়।

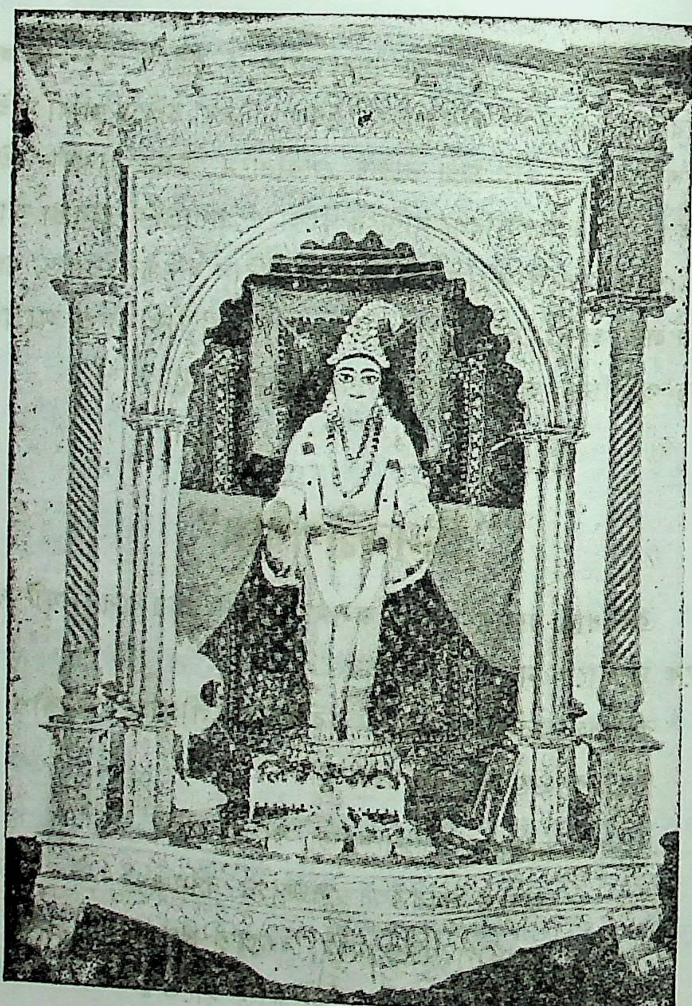
কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি নবদ্বীপ।

ইহাকে গুপ্ত বৃন্দাবন মানা যায়।

নবদ্বীপে গঙ্গাশোভা করিয়া দর্শন।
করয়ে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য বর্ণন॥
নবদ্বীপ ঐছে নাম বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নবধাভক্তি দীপ্ত হাতে॥
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥

গৌরচন্দ্রায় নমঃ

জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাননাথ নদীয়া বিহারী॥



নবদ্বীপ শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

৬। অন্তর্দ্বীপ

ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির—"নবদ্বীপধাম" রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ১½ মাইল দূরে শহরের মধ্যে পোড়ামাতলার সন্নিকটে অথবা স্বরূপগঞ্জ গঙ্গারঘাট পার হইয়া এই মন্দির দর্শন করা যায়। শ্রীসত্যভামার অবতার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁহার পাদুকা পূজা করিতেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে প্রাণনাথের স্ব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ এইরূপ ছিল যে, তিনি প্রাতঃ হইতে যতবার হরিনাম করিতেন ততটী তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিতেন, দিনান্তে সেই তণ্ডুল পাক করিয়া নিজ প্রাণনাথকে সমর্পণকরতঃ অবশেষ গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করি-তেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমাধবাচার্য্য হইতে বর্ত্তমান সেবাইতগণ সেবাপ্রাপ্ত হইয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। সন্নিকটে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্দির এবং আরও অনেক মন্দির রহিয়াছে।

পোড়ামা (পড়ুয়াদের মা)—নবদ্বীপ শহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে একটি বিশাল বটবৃক্ষ বিদ্যমান। একজন সাধক গুপ্তবৃন্দাবন ভাবনায় বৃক্ষমূলে বিদগ্ধজননী পরামায়া অর্থাৎ যোগমায়ার পূজা একটি শিলাখণ্ডের উপর ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বর্ত্তমান বৃক্ষাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ দেবী বিদ্যমান আছেন। —এই স্থানের অপভ্রংশ নাম পোড়ামাতলা। সন্নিকটে শিব এবং কালীমন্দির। ইহার পূর্ব্বদিকে গঙ্গা; এবং পশ্চিমদিকে বুড়াশিবতলা।

বুড়াশিবতলা—এইস্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে শিব-লিঙ্গের সেবাপূজা হইয়া আসিতেছে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন

বিদ্যানগরে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন এই শিবকে প্রণাম করিয়া যাইতেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মভিটা—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম-স্থানটি মালঞ্চপাড়ায় অবস্থিত। স্বীয় পিত্রালয় হইতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যখন গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন. তখন শ্রীশচীমাতার সঙ্গে ঘাটে দেখা হইত। অধুনা স্থানটির সেবাদি কার্য্য মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

যোগনাথতলা - এই স্থানে প্রাচীনকাল হইতে শিবলিঙ্গের সেবা হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ইহা একটি পানের বরজ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সন্নিকটে আগমেশ্বরীদেবী তথা অপরপার্শ্বে বলদেব আখড়ায় শ্রীবলদেব মন্দির দর্শন, শ্রীগম্ভীরা মঠ এবং বড় আখড়া ইত্যাদি রহিয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ মন্দির - যোগনাথতলার সন্নিকটে এই মন্দির শ্রীমহাপ্রভু মন্দিরের কয়েকজন সেবাইত দ্বারা পরিচালিত। আর একটি মন্দির শ্রীনিত্যানন্দ বংশ শ্রীমুরারিমোহন গোস্বামী দ্বারা পরিচালিত, তাহা শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের সন্নিকটে। সেখানে গৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ দর্শন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীতরুনকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির পোড়ামাতলা।

শ্রীগোবিন্দ মন্দির—শ্রীভুবনেশ্বর সাধু কর্ত্তৃক এই মন্দিরটি স্থাপিত তথা মণিপুর ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভক্তগণ এখানে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। রাণীরঘাটে সম্প্রতি আর একটি গোবিন্দ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীবাস অঙ্গন—এখানে অপূর্ব্ব দর্শন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর দ্বারা সেবাকার্য্য পরিচালিত। সন্নিকটে **সোনার গৌরাঙ্গ,** ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন।

শ্রীমহানামী ব্রত মঠ—এখানে বাংলার সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীজগবন্ধু প্রভুর দর্শন তথা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা যায়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমহানামীব্রত ব্রহ্মচারী ইনি সকলের নিকটে বিশেষ-

ভাবে পরিচিত। এদের সম্প্রদায় বৃন্দাবনে বন্ধকুঞ্জ এবং কলিকাতা রঘুনাথপুরে প্রধান মঠে সম্প্রতি তিনি অপ্রকট লীলা করেছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ বহু অবদানরূপে আমাদের দর্শন দিতেছেন।

সমাজ বাড়ী—এই আশ্রমের মন্দির শ্রীল রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজ দ্বারা স্থাপিত তথা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রিত বৈষ্ণব ভক্তগণ কর্ত্তৃক সেবা পরিচালিত। অনতিদূরে শ্রীনৃসিংহদেব মন্দির এবং পাতাল সাধু মন্দির।

যশোমাধব মন্দির (বাসুদেব অঙ্গন)—বউবাজার অঞ্চলে বর্তমান প্রাচীন বিগ্রহ বিদ্যমান। বহুকষ্টে ঢাকা হইতে এই বিগ্রহকে নবদ্বীপ আনা হইয়াছে।

পুরাতন ভজন কুটির—বৈষ্ণব সার্বভৌম সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি রামগোবিন্দ রোডে এই মন্দির। ইনি বৃন্দাবনে ভজনসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

প্রাচীন মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম মন্দির—এই মন্দিরটির সেবা ক্রমেই উজ্জ্বল হইতেছে। কলিকাতা পাটবাড়ির অধীনে। ইহার কিছুদূরে **শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির**।

ভজনাশ্রম রামচন্দ্রপুরে মারওয়াড়ি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত. পোড়াঘাট রোডে আর একটি বড় ভজনাশ্রম আছে। উভয় স্থানেই অনাথা বিধবা মহিলাগণ ভজন করিয়া থাকেন।

অরবিন্দ শিক্ষা মন্দির—নিদয়ার ঘাটে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতি বিজড়িত এই নবনির্মিত মন্দিরটি বড়ই মনোরম ও আকর্ষণীয়।

ভারত সেবাশ্রম—আশ্রমের অভ্যন্তরের শ্রীমন্দির বড়ই চিত্তাকর্ষক। তাছাড়া বহিরাগত দর্শনার্থীগণ, স্বামীজীগণের তত্ত্বাবধানে এখানে অবস্থান করিয়া শ্রীধাম দর্শনের সুযোগসুবিধা পাইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুকুঞ্জ, শ্রীগুরুকরুণা নিকেতন, গুরুগৌরব কুঞ্জ

—এই তিনটি আশ্রম শ্রীঅদ্বৈত পরিবারের শ্রীগৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামীজী মহারাজের শিষ্যবর্গ দ্বারা পরিচালিত।

শ্রীসীতারাম মন্দির—রামসীতাপাড়ায় এই প্রাচীন মন্দিরটি নিয়মিতভাবে সেবা পরিচালনা হইয়া আসিতেছে। শ্রীসীতারাম, লক্ষ্মণ, হনুমানজীর মূর্ত্তি বিরাজমান।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ব্রজমোহন মন্দির কলেজ মোড় সন্নিকটে। শ্রীসুলোচন শাস্ত্রীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান—পাকাটোল রোডে স্থানীয় বিদ্যাসাগর কলেজ রহিয়াছে। এছাড়া পণ্ডিত বুনো রামনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে "সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত। নবদ্বীপ সুপ্রাচীনকাল হইতেই সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান। আরও এখানে অনেক টোলে নিয়মিতভাবে ছাত্রগণ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকেন। এখানকার অন্যতম বিদ্যালয় শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী।

শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির—মণিপুর রোডে গঙ্গাতীরে অবস্থিত শ্রীল তিনকড়ি গোস্বামী প্রভু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

অনুমহাপ্রভু মন্দির—মণিপুর রোডে অবস্থিত, মণিপুরের রাজা চুড়াচান্দ সিংবাহাদুর এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

মণিপুরের সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির—স্থানীয় সুবিখ্যাত মন্দিরগুলির অন্যতম। মণিপুরের মহারাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—মণিপুর রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত। শ্রীল কেশব মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। এখানকার শ্রীবিগ্রহ শ্বেতবর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত গৌড়ীয় মঠ—কোলেরগঞ্জ শ্রীগৌরাঙ্গ সেতুর নিকটবর্তী ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গৌড়ীয় মঠ—রাধাবাজারে অবস্থিত। শ্রীগৌরলীলা. শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা অঙ্কিত। পুরীধামের শ্রীভারতী মহারাজ মঠের শাখা মঠ। সারস্বত গৌড়ীয় আসন।

(শ্রীমায়াপুর দর্শন)

তৎপঞ্চ যোজনং কেচিদ্ বদন্তি ক্রোশ-ষোড়শম্।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্ গৃহম্॥

নবদ্বীপ ধাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গাপূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নাম স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥

গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তন হেতু উভয় নবদ্বীপ এবং মায়াপুরকে অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়।

মায়াপুর—কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে ৮০ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণনগর হইতে বাসে নবদ্বীপ ঘাট বাসষ্ট্যাণ্ড। ঘাট হইতে স্বরূপগঞ্জ হুলোর ঘাট, লঞ্চে নদী পার হইয়া মায়াপুর যাওয়া যায়। থাকার জন্য ইসকন মন্দিরে উত্তম ব্যবস্থা আছে আরও টিকিট করিয়া প্রসাদও পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে ভ্রমণ বাসেরও ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য মন্দিরের বিবরণ যথা—

যোগপীঠ শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান এইস্থানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মন্দিরে লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দর্শনীয়। পঞ্চতত্ত্ব, রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ, শ্রীশচীদেবী জগন্নাথ মিশ্রের সহিত নিম্ববৃক্ষমূলে উপবিষ্ট শ্রীনিমাই (খোকা ঠাকুর দর্শন); তৎসন্নিকটে ক্ষেত্রপাল শিব ও নৃসিংহদেব অধিষ্ঠিত। কিছুদূরে শ্রীবাস অঙ্গন ও অদ্বৈতভবন মন্দির অবস্থিত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ (কেদারনাথ দত্ত) জেলা শাসকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই স্থানে সাধনায় নিমগ্ন হ'ন। পরবর্ত্তীকালে তদীয় সুযোগ্য পুত্র জ্যোতির্বিদ শ্রীবিমলা প্রসাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কোটি নাম জপের অনুষ্ঠান করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই আজ সমস্ত বিশ্বে গৌড়ীয় মঠের চৈতন্য প্রেমধর্ম্ম অবদান প্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

চৈতন্য মঠ (চন্দ্রশেখর ভবন)—এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ, রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন, চতুষ্পার্শ্বে চারি সম্প্রদায়ের চারি আচার্য্য দর্শন, শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির দর্শন, নবদ্বীপের রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীতীর্থ মহারাজের (পূর্বের নাম কুঞ্জ-বিহারী) সমাধি মন্দির দর্শন, গিরিগোবর্দ্ধন, অপর পার্শ্বে শ্যাম-কুণ্ডতীরে সমগ্র গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের স্ব-শরীর সমাধি মন্দির দর্শনে মনের প্রশান্তি আসে।

চাঁদকাজীর সমাধি—চাঁদকাজী যিঁনি মহাপ্রভুর মুখো-চ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামের অনুকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর কৃপায় অভিষিক্ত হ'ন। পরে মহাপ্রভু কাজীর সমাধির উপর একটি গোলক চাঁপা বৃক্ষ রোপন করেন যাহা অদ্যাবধি বিদ্যমান। কিছুদূরে জগন্নাথ মন্দির এবং **"বল্লালঢিপি"**—ইতিহাসের স্বাক্ষর।

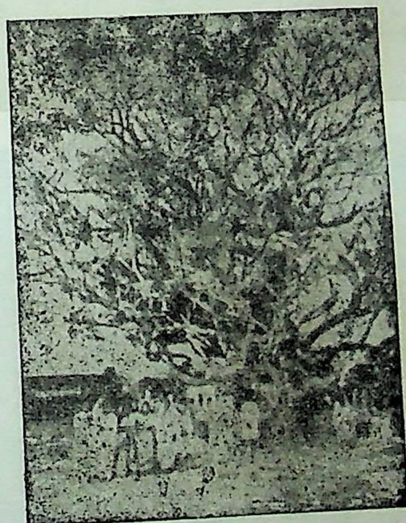
চন্দ্রোদয় মন্দির—সজাতীয় শ্রীকৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘ ভক্তি-বেদান্ত স্বামী দ্বারা স্থাপিত, বর্ত্তমানে ভবানন্দ, জয়পতাকা প্রভৃতি মহারাজগণদ্বারা পরিচালিত। বিশ্বের সমস্ত দেশের বিভিন্ন জাতির লোক এই আশ্রমে থাকিয়া পারমার্থিক শ্রীকৃষ্ণ ভজন শিক্ষা করেন। শ্রীমায়াপুরের দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ স্থান অর্জ্জন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার শ্রীবিগ্রহ, সমাধি মন্দির, প্রদর্শনী এবং আরও অনেক কিছু দেখিবার বস্তুগুলি সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

গৌড়ীয় সঙ্ঘ—নন্দনাচার্য্যভবন শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ মহারাজ দ্বারা স্থাপিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজদ্বারা স্থাপিত। সন্নিকটে আরও কয়েকটি দর্শনীয় মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।



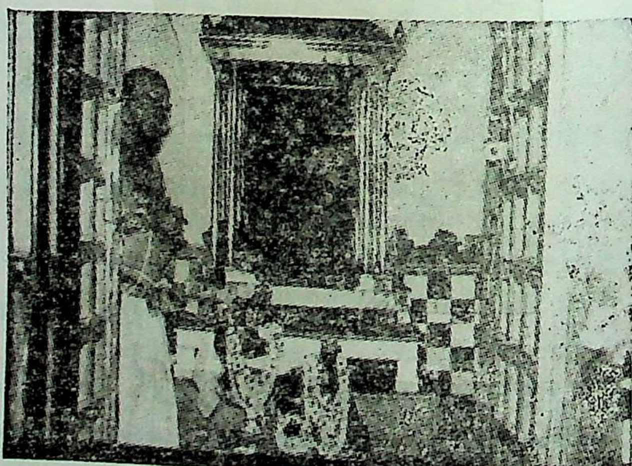
পৃ ২৩৬ (ক) মায়াপুর যোগপীঠ মন্দির
লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সহিত গৌরাঙ্গ



পৃ ২৩৬ (ক) চাঁন্দকাজী সমাধি



পৃ ২৬৮ ষড়ভুজ মহাপ্রভু



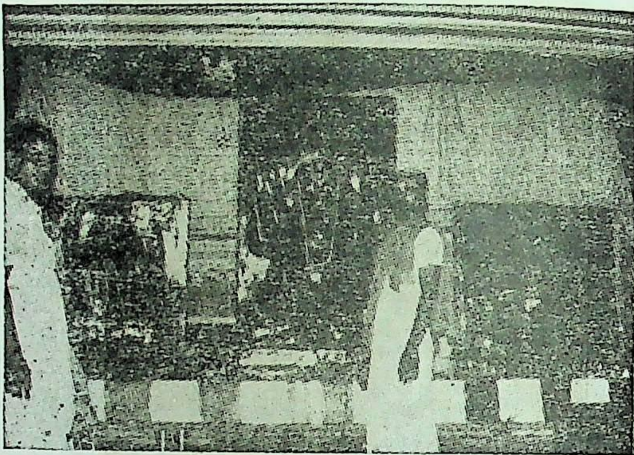
২৭৯ পৃষ্ঠা খড়দহ বীরচন্দ্র প্রভুর শ্রীপাট শ্যামসুন্দর মন্দির



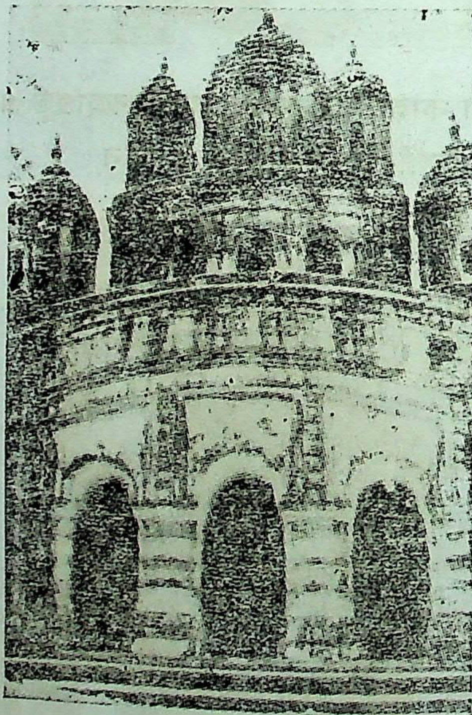
২৪৯ পৃষ্ঠা কালনা তেতুলতলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং
গৌরীদাস পণ্ডিতের মন্দির



২৭৮ পৃষ্ঠা এড়িয়াদহ দাস গদাধর শ্রীপাট



২৭২ পৃষ্ঠা গঙ্গাসাগর কপিল মুনি আশ্রম



২৮০ পৃষ্ঠা হাওড়া খানাকুল শ্রীঅভিরাম গোপাল শ্রীপাট

২। রুদ্রদ্বীপ

বর্ত্তমান গঙ্গাধারার উত্তরে রুদ্রপাড়ায় রুদ্রদ্বীপ। মহাপ্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভুর গুণ গায়—

গৌরচন্দ্র প্রকট হইল নদীয়ায়।
ইথে রুদ্রদেব ইহা উল্লাস হিয়ায়॥
নিজগণ সনে রুদ্রদেব এইখানে।
হইলা উন্মত্ত গৌর চরিত্র কীর্ত্তনে॥
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর।
অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করে মহেশ্বর॥
শ্রীরুদ্র বিলসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম॥

মহাপ্রভু রুদ্রদেবকে বলিলেন—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে আমি শীঘ্রই প্রকট হইব।

৩। সীমন্ত দ্বীপ

নবদ্বীপের ঈশানকোণে সিমুলিয়া নামে গ্রাম, উহাই সীমন্ত দ্বীপ নামে কথিত। সিমন্তিনী দেবীর গৌর আরাধনা স্থান।

বেলপোখরা—এই সীমন্তদ্বীপের মধ্যে বেলপোখরা গ্রাম। এই স্থানে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁর মনোভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বেলপত্র দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতেন। প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন।

একপক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ।
এই হেতু বিল্বপক্ষ বিজ্ঞ জনে কন॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবীর পিতৃদেব নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

বরদাতা দেবতাকে বিপ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আমি কাহার পূজা করিব?

প্রসন্ন দেবতা কহিলেন—

"কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্রঘরে।"

পূর্ব্বে যখন শিবপার্ব্বতী কথোপকথন করিতেছিলেন তখন পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! আপনি যে কলির সৌভাগ্য মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন তাহা কি প্রকার?

শুনিয়া পার্বতী কথা মনের উল্লাসে।
কহেন পার্বতী প্রতি সুমধুর ভাসে॥
এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে।
হইবে প্রকট শচীদেবীর গর্ভেতে॥
শ্রীরাধিকা অঙ্গকান্তি করিবে ধারণ।
ত্রৈলোক্য বিজয়রূপ অতীব সায়ন॥
সেই রূপের উপমা নারিব কেহ দিতে।
মাতিব জগৎ রূপ বারেক চাহিতে॥
সে অঙ্গের শোভায় কন্দর্পের দর্পনাশ।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস॥
সর্ব অবতারের সকল ভক্ত সঙ্গে।
আস্বাদিব ব্রজের দুর্লভ প্রেম রঙ্গে॥
প্রকাশিত সংকীর্তন সুখের সংসার।
নিজগুণে করিবেন জগৎ উদ্ধার॥
এই অবতারে দুঃখী কেহ না রহিবে।
যার যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হবে॥
নবদ্বীপে পার্বতী আসিয়া এইখানে।
আরাধয়ে শ্রীগৌর সুন্দর ভগবানে॥
দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তরে।
সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকরে॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
দিব্য রত্ন-বিভূষণে ভূষিত কলেবর॥

দেখিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবারে।
নিবারিতে নারে নেত্র আনন্দাশ্রুধারে॥
মহাপ্রভুর চরণ ধূলা সীমন্তে ধরিল।
এ হেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল॥

সুবর্ণ বিহার—সরস্বতী নদীর (খড়িয়ার) দক্ষিণতীরে। এই স্থানে স্বপ্নের মাধ্যমে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তজনদের সঙ্গে সংকীর্তন লীলা দর্শন দিয়াছিলেন।

দেখি কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন।
সেইক্ষণে দেখে তার সুবর্ণ বরণ॥
হইয়া অধৈর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে।
সুবর্ণ বিগ্রহ কে বিহরে সংকীর্তনে॥
সুবর্ণ বিগ্রহের বিহার হইল ধ্যান।
এই হেতু সুবর্ণ বিহার নাম স্থান॥

৪। গোদ্রুম দ্বীপ

গোদ্রুম দ্বীপাখ্য যৈছে কহি সংক্ষেপেতে।
শুনিনু যে পূর্ববিজ্ঞগণের মুখেতে॥
ঈশান কহয়ে এই গাদীগাছা গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্বে এ'গোদ্রুম দ্বীপ নাম॥

বর্তমান গঙ্গার পূর্বপারে গাদিগাছার নাম গোদ্রুম দ্বীপ। এখানে স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ এবং সুরভিকুঞ্জ ও ভক্তি সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় মঠ দর্শনীয় স্থান আছে।

একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হিয়ায়।
সুরভী গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয়॥
অবতীর্ণ হইতে অল্পদিবস আছয়।
এই কলিযুগেতে সৌভাগ্য অতিশয়॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ সুন্দর।

বিহরিব নবদ্বীপ অতি গূঢ়তর ॥
এই কহি ইন্দ্রসহ সুরভি এথায় ।
দেখে নবদ্বীপ শোভা উল্লাস হিয়ায় ॥
আরাধিতে সুরভি প্রভুর চরণ ।
হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
ভুবনমোহন গৌর মূর্ত্তি নিরখিয়া ।
মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া ॥
এথা ছিল অশ্বত্থবৃক্ষ অতি উচ্চতর ।
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর ॥
শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয় ।
এই হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ববিজ্ঞ কয় ॥

৫। মধ্যদ্বীপ

বর্ত্তমানের মাজদিয়া গ্রামকেই পূর্বে মধ্যদ্বীপ বলা হইত। গোদ্রুমদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে এই দ্বীপ বিরাজিত—

রাজার প্রতি মুনি কহিতেছে—

কলিতে হইয়া পীতবর্ণ অবতার ।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার ॥
ব্রহ্মাদির পরম দুর্ল্লভ সংকীর্ত্তন ।
সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া মাতাবে ভুবন ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন সময় ।
দেখা দিল প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥

নৃসিংহ পল্লী—ইহা দেবপল্লি নামেও অভিহিত। নবদ্বীপ ঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইতে মধ্যপথে পঞ্চাননতলা নামক স্থানের দক্ষিণে এক মাইলের মধ্যে এই গ্রামটি অবস্থিত। নবনির্মিত গৌরাঙ্গ সেতুর উপর দিয়া ভালুকা যাইবার পথে পূর্ব্বদিকে এই শ্রীমন্দির দর্শন করা যায়। সুপ্রাচীন একটি পুষ্করিণীর তীরে তমাল ও তেঁতুল বৃক্ষের নীচে স্বয়ম্ভুবিগ্রহ শ্রীনৃসিংহ দেব শ্রীমন্দিরে

বিরাজিত। এখানে ফল ও পরমান্ন ভোগ দেওয়া হয়। বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশীতে ও পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে।

সপ্তঋষি—

এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন হৈয়া।
নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া॥
আছয়ে যতেক তীর্থ জগত ভিতরে।
সে সর্ব্বতীর্থের স্থিতি নদীয়া নগরে॥
সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয়॥

পুষ্কর তীর্থ—আরও গুপ্তভাবে সত্যযুগের পুষ্করতীর্থ বিদ্যমান।

বামন পোখরা এই গ্রাম নাম হয়।
পূর্বনাম ব্রাহ্মণ-পুষ্কর বিজ্ঞে কয়॥
শ্রীপুষ্কর তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি।
তথা যান এ ইচ্ছা চলিতে নাহি শক্তি॥
অকস্মাৎ কুণ্ড এক এথা প্রকটিয়া।
নির্ম্মল সলিল শোভা অধিক হইলা॥
নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিতে।
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ ধামেতে॥
নবদ্বীপ মহিমা ব্রহ্মাদি নাহি জানে।
বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ।
হইলেন অন্তর্দ্ধান করি কুল ব্যাজ॥
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈলা অতিশয়।
এ হেতু ব্রাহ্মণ-পুষ্কর নাম কয়॥

উচ্চ হাট—দেখ শ্রীনিবাস এই হাট ভাঙ্গা গ্রাম।
পূর্ব বিজ্ঞগণে কহে উচ্চহট্ট নাম॥

৬। কোলদ্বীপ

কুলিয়াপাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস।

পূর্বে কোলদ্বীপ পর্বতাখ্য প্রচার॥

প্রাচীন কুলিয়াপাহাড়পুর অধুনা কোলদ্বীপ নামে প্রচলিত। জনৈক ব্রাহ্মণভক্ত শ্রীবরাহদেবের আরাধনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে কোলরূপে দর্শন করেন।

ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি।
হইলেন কোলরূপে অদ্ভুত মাধুরী॥

"অপরাধ ভঞ্জন পাট" – এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। পণ্ডিত প্রবর শ্রীদেবানন্দ ভাগবত শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করিয়া, পরে শ্রীগৌরসুন্দরের ভাগবতের প্রকৃতার্থ অবগত হ'ন।

৭। ঋতুদ্বীপ

রাতুপুর প্রদেশে পরম চমৎকার।
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥

প্রাচীন রাতুপুরের নাম ঋতুদ্বীপ। বর্ত্তমান সমুদ্রগড় এবং চাঁপাহাটী নামক স্থান দুইটি অতীতের ঋতুদ্বীপান্তর্গত।

সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয়॥
বিজ্ঞগণে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কর।
এথা গঙ্গা সমুদ্র প্রসঙ্গ সুখময়॥

গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিমে গঙ্গাতীরে শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ বিহার লীলা দর্শন করিয়া গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসা করিতে করিতে সমুদ্র এই স্থলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ দর্শন করেন। এইজন্য ইহাকে সমুদ্রগতি বা সমুদ্রগড় বলা হয়।

চাঁপাহাটী—কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই হাট হইতে চম্পকপুষ্প সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন। একদা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই গৌরকান্তি চম্পকপুষ্পের ন্যায় দর্শন করেন।

গৌরকান্তি চম্পাপুষ্প পুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈলা অন্তর্দ্ধান॥

এইস্থানে শ্রীল গদাধর শিষ্য শ্রীবাণীনাথ সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর বিগ্রহের নিত্যসেবা হয়।

ঋতুরাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ।
প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
ঋতুগণ সহ অভিলাষে আরাধয়।
এ হেতু এ'ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয়॥

বিদ্যানগর—এইস্থানে দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রীল গঙ্গাদাস পণ্ডিত নাম ধারণকরতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে বিদ্যাবিলাস শিক্ষাদান করেন।

গৌর অবতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়নে।
ইথে যে কৌতুক তান বুঝে অন্যজনে॥
এই ক্রীড়া লাগি সর্বারাধ্য বৃহস্পতি।
শিষ্য সঙ্গে নবদ্বীপে হইলেন উৎপত্তি॥

শ্রীগৌরসুন্দরের লেখনী হইতে এমন একটি বৃক্ষ প্রকট হইয়া আছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও যাহার নামকরণে অসমর্থ। সন্নিকটে বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহ এবং নরহরি বিশারদের গৃহের ধ্বংসাবশেষ আজও অতীতের স্মৃতি-স্বাক্ষর।

প্রভু ক্রীড়া লাগি এথা বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু বিদ্যানগর নাম হৈল॥

গঙ্গার প্রাচীন ধারা (জাহ্নগরতলা) নবদ্বীপ ষ্টেশনের অপর পার্শ্ব হইয়া সমুদ্রগড় গিয়াছিল। অতএব গঙ্গার পূর্ব পারে অন্তর্দ্বীপ নবদ্বীপ হইবে। পরবর্ত্তী গঙ্গাধারা পীরতলা সন্নিকটে ছাড়ি গঙ্গাকে স্বীকার করিলে উভয় মায়াপুর অন্তর্দ্বীপ মধ্যে হয়। শ্রীশচীমাতার সঙ্গে গঙ্গাঘাটে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দেখা হইত এই প্রমাণ দ্বারা নবদ্বীপ এবং মায়াপুর উভয়ই অন্তর্দ্বীপের মধ্যে হইবে।

৮। জহ্নুদ্বীপ

জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে।
এই হেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞজনে॥

অতীতের জহ্নুদ্বীপই আজকের জাহ্নগর। এখানেই ছিল জহ্নুমুনির আশ্রম। গঙ্গাধারা আগমনে তীব্র স্রোতধারায় মুনির পূজার উপকরণ সমূহ ভাসিয়া যাওয়ায় ক্রোধান্বিত মুনিবর গণ্ডুষ-রূপে গঙ্গাকে পান করেন। ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া স্তবদ্বারা মুনির সন্তোষ বিধান করিলে, মুনিবর স্বীয় জহ্নুদেশ হইতে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। তাই গঙ্গার অপর নাম হইয়াছে জাহ্নবী বা জহ্নুসূতা।

৯। মোদদ্রুমদ্বীপ

মোদদ্রুম দ্বীপের নাম হয় মামগাছি, বর্ত্তমানে জাহ্নগরের অন্তর্ভূক্ত। নবদ্বীপধাম স্টেশনের একদিকে রহিয়াছে সমুদ্রগড় স্টেশন এবং অপরদিকে ভাণ্ডারটিকুরী হল্ট স্টেশন। এখানকার দর্শনীয় স্থান সমূহ যথাক্রমে—

সারঙ্গমুরারির পাট

এই শ্রীগোপীনাথ (সারঙ্গমুরারি ঠাকুরের সেবা), শ্রীরাধা-মদনগোপাল (শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবা), শ্রীগৌর-গদাধর (শ্রীপুরীদাস মহারাজের সেবা) দর্শনীয়। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে প্রাচীন সিদ্ধ বকুল সুপ্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বিদ্যানগরে অধ্যয়নান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন তখন এই বকুলবৃক্ষমূলে বসিয়া সারঙ্গ ঠাকুরের সহিত বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেন।

একদিন মহাপ্রভু সারঙ্গ ঠাকুরকে বলিলেন—"আপনার বার্দ্ধক্য সমাগত, অতএব এক শিষ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীগোপীনাথের



শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল, শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ
ও
শ্রীশ্রীগৌরগদাধর।

সেবার ভার অর্পণ করুন। প্রভুর ইচ্ছার কথা মনে স্মরণ করিয়া সারঙ্গ ঠাকুর প্রাতঃকালে যখন গঙ্গায় স্নান করিতে যান,—তখন এক মৃতশিশুকে ভেলায় ভাসিয়া যাইতে দেখেন। সারঙ্গ ঠাকুরের

শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে এই মৃত বালক পুনর্জ্জীবন লাভ করে। সারঙ্গ ঠাকুর তখন তাহাকে মন্দিরে লইয়া আসেন এবং দীক্ষা প্রদানান্তে শ্রীবিগ্রহের সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং পরে অন্তর্দ্ধান হন। এই শিষ্যের নাম—মুরারি। গুরু-শিষ্যের উভয়ের নাম অনুসারে নামকরণ হইল,—"সারঙ্গমুরারি পাট" পরে "মুরারি চৈতন্য" নামেও খ্যাত হ'ন।

এই সিদ্ধ বকুলের ক্রোড়ে এক অজগর সর্প ছিল।

যথা—মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥

কালক্রমে সারঙ্গমুরারির সেবা লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। শ্রীল পুরীদাসজী মহারাজের প্রেরণায় শ্রীসাগর মহারাজের প্রযত্নে সেবাকার্য্য পুনরুদ্ধার হয়। অদ্যাবধি বহু পরিক্রমার্থী এবং দর্শনার্থী আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া শ্রীবাসুদেব দত্তের শ্রীরাধামদনগোপাল বিগ্রহ পুরাতন ভিটা হইতে এই মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। নিকটবর্ত্তী স্থানেই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তকে আলিঙ্গন করেন, তখন তিনি একটি নিবেদন করেন—

জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভব রোগ॥

প্রভু কহিলেন—

ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর ক'রে সব॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলার কীর্তনীয়া বাসুদেব ঘোষ প্রভুর

সন্ন্যাসলীলা গ্রহণের পর নীলাচলে যাত্রাপথে মেদিনীপুরে (তাম্রলিপ্ত) তমলুকে গিয়া গৌর বিরহে জীবন্ত-সমাধি লইবার জন্য নরপোতা নামকস্থানে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রভু তাঁহাকে দর্শন দেন এবং হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন করেন। পরে বাসুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা স্থাপনান্তে পুনঃ অপ্রকট হন।

নবদ্বীপের মধ্যে মোদদ্রুম দ্বীপে শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের সেবা নারায়ণী দেবী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। পরবর্ত্তীকালে শ্রীবৃন্দাবন দাস উক্ত সেবা পরিচালনায় রত হ'ন।

চৈতন্যলীলার ব্যাস, বৃন্দাবন দাস। শ্রীবৃন্দাবন দাস যিঁনি শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা। তাঁহার শ্রীপাট মোদদ্রুম দ্বীপের মধ্যেই।

মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র বনভ্রমণ সময়ে এইস্থানে এক বটবৃক্ষমূলে অবস্থানকরতঃ সীতাদেবীর সহিত গৌরাবতার সম্বন্ধীয় সন্দেশ প্রকাশ করার জন্য স্থানটির নাম "মোদদ্রুম"।

এক বৃহদ্ বট দ্রুম আছিল এথায়।
তার তলে দাঁড়াইয়া অপূর্ব ছায়ায়॥
জানকীবল্লভ রাম রাজীব লোচন।
প্রিয়া প্রতি কহে করো মুদিত নয়ন॥
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে।
নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরখয়ে॥
গীত নৃত্য বাদ্যের অবধি নদীয়ায়।
প্রভুভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তায়॥
এথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়।
এই হেতু মোদদ্রুম দ্বীপ পূর্বে কয়॥

বৈকুণ্ঠপুর (মাধাইতলা)—

নারদ ঋষি আসিয়া এখানেই শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করেন। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে একচক্রাতে শ্রীবলরাম দর্শন করিয়া স্বপ্নাদেশে এইস্থানে আসিয়া অবস্থান করেন।

এই আগে দেখ গ্রাম নাম মাতাপুর।
পূর্ব্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়।
মহৎ প্রসঙ্গপুর করি যে লোকে কয়॥

অষ্টদল পদ্মাকারে নবদ্বীপধাম বিরাজিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে গোলাকৃতি পথে পরিক্রমা করা বিধিসম্মত। নবদ্বীপ হইতে যাঁহারা পরিক্রমা আরম্ভ করিবেন, তাঁহারা প্রাচীন মায়াপুর হইয়া ফিরিবেন, যাঁহারা মায়াপুর হইতে পরিক্রমা করিবেন তাঁহারা রুদ্রদ্বীপ হইয়া শ্রীমায়াপুর যাইবেন। (পরিক্রমা শেষ)

শ্রীকৃষ্ণনগর ঃ—নদীয়ার রাজধানী এখানকার মৃত্তিকা নির্মিত পুত্তলিকার কারুকার্য্য এবং নদীয়া রাজের রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন বিগ্রহাদি দর্শনীয়। এখানে বারদোলে শ্রীগোপী-নাথাদি বিগ্রহ সমাবেশ ও তদুপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলার অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষনীয়।

ফুলিয়া—বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ কৃত্তিবাসের জন্মস্থান এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান এখানেই বিদ্যমান। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া তিন দিন পরে শান্তিপুরে গেলেন—

শান্তিপুরে লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥

শান্তিপুর—শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল বিগ্রহের শ্রীমন্দির এখানেই অবস্থিত। প্রায় এক মাইল দূরে প্রাচীন গঙ্গাতীরে "বাবলা" নামক স্থানে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শ্রীগৌর আরাধনার স্থান। এখানে সাড়ম্বরে রাসমেলার উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

চৈতন্য ডোবা—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু লীলা-কারী শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পাদের জন্মস্থান। নিকটে কবিকর্ণপুর ও সেন শিবানন্দের বাড়ী এবং সাধক রামপ্রসাদের কালিকীর্ত্তন আরাধনার স্থান। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে কামারহাট।

অগ্রদ্বীপ—এইখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ-দর্শন। শ্রাদ্ধমেলার পরে নৌকাযোগে এই গোপীনাথই কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে আসেন বারদোলের উৎসবে।

চাখন্দী—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জন্মস্থান শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ দর্শন। [নদীয়ার বর্ণনা সমাপ্ত]

কালনা (অম্বিকানগর)—এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি যথাক্রমে—বর্দ্ধমান মহারাজের ১০৮ শিবমন্দির, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের সেবিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, তেঁতুলতলায় শ্রীমহাপ্রভুর বৈঠক, সূর্যদাস পণ্ডিতের বাড়ী,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ মণ্ডপ ও সিদ্ধ ভগবান দাস বাবার সমাধিস্থল নামব্রহ্মের বাড়ী। বর্দ্ধমান রাজবাড়ী ও তৎসংলগ্ন সর্ব্বমঙ্গলা দর্শন। শৈব ও তন্ত্র সাধকদের প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির এখানে দেখা যায়।

কাটোয়া—পূর্ব্বে কেশব ভারতী নবদ্বীপে আসিয়া শচী-দেবীর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেই পরিচিতি দরুন পরে মহাপ্রভু তাঁহারই নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিদয়ার ঘাট পার হইয়া এখানে আসেন এবং কেশব ভারতীর আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এখানকার মহাপ্রভু মন্দির, কেশব ভারতীর আশ্রম ও তাঁহার সমাধিস্থল, গদাধর দাস সেবিত শ্রীমহাপ্রভু বিগ্রহ প্রভৃতি বহু দর্শনীয় বিষয় দর্শনার্থীর মনোবাঞ্ছা পূরণের সহায়ক।

মাধাইতলা - কাটোয়া হইতে দুই মাইল দূরে মাধাইয়ের ভজনক্ষেত্র। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর মাধাই নবদ্বীপ হইতে এখানে আসিয়া ভজন করেন। বর্ত্তমানে স্থানটির সেবা উদ্ধার

হইয়াছে এবং একহাজার বৎসর সংকল্প করিয়া নাম-যজ্ঞের আয়োজন চলিতেছে।

যাজিগ্রাম—শ্রীলোচনদাস ঠাকুর এখানেই চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীনরহরি ঠাকুরের ভজন ক্ষেত্র। আচার্য্য প্রভুর সেবিত বিগ্রহ আজও বিরাজিত। নিকটেই বাঁকুড়ার বন-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের কিছু কীর্ত্তি বিদ্যমান।

নদীয়ার গৌরহরি

নদীয়ার গৌরহরি—নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরহরির আবির্ভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকিলেও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর নামক স্থানে জন্ম-ভিটা, ইহাই সকলের একই মতসিদ্ধ হইতেছে। সেই মায়াপুরটি কোথায় ছিল ? এইরূপ সন্ধান করিতে যাইয়া 'বহুলং মতং সন্মতং' —ইতি ন্যায়ে দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইতেছে। কেষাঞ্চিৎ মতে গঙ্গাগর্ভে নির্ণয় করেন। কিন্তু আমরা সবিশেষবাদি প্রভুর লীলামাধুরী দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরহরি আবির্ভাব সময়ে গঙ্গার প্রবাহ জাহ্নগর রেল ষ্টেশনের অপর পার্শ্ব হইতে বাবলারী সেতু তথা নবদ্বীপধাম ষ্টেশন হইয়া সমুদ্রগড়ে পড়েছিল। ১৮৭২ শকাব্দে গঙ্গার প্রবাহ দ্বিতীয় ধারাটি শ্রীরামপুর সেতু হইতে পীড়তলা ছাড়িয়া গঙ্গা হইয়া মায়াপুরের গঙ্গায় সংযোগ হইয়াছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে বিদ্যমান আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরহরি আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গঙ্গাজল তুলসী লইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করতঃ গীতার শ্লোক পাঠ করিতেন যথা—

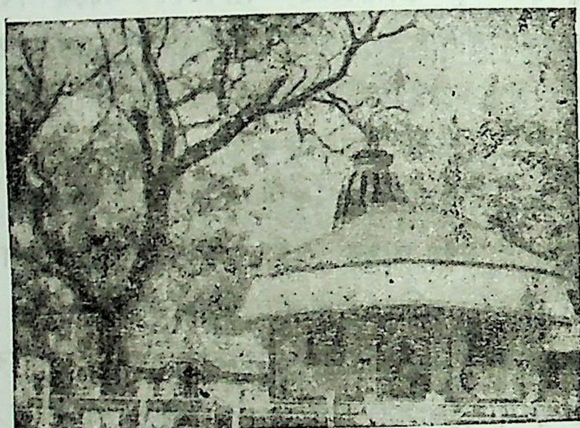
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনায় বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গী ৪ '৭-৮'

গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
গৌড়ক্রমদ্বীপ মধ্যে দ্বীপ চতুষ্টয়॥

কোলদ্বীপ ঋতুজহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

বাংলাদেশের শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কলাবতীর গর্ভে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়।

"কিন্তু নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ।"



(শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের স্মৃতি নবীন কুটির)

নবদ্বীপে কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে নরলীলায় অবতীর্ণ হন।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ।"

অবজানন্তি মাংমূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তে মমভৃত মহেশ্বরম্॥
জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম মামেতি সোঽর্জ্জুনঃ॥ গীতা ৪-৯
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥

পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী।
লীলাবতার—মৎস্যে কূর্মাদি ... দশাবতার।

গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

উত্তরে দিগ্বিজয়ী উহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিলে গৌরহরি নিম্নরূপ দোষের উল্লেখ করিলেন—

প্রভু কহেন কহি যদি না করহ দোষ।
কহ আমার শ্লোকে কিবা আছে দোষ।

(১)

অবিমৃষ্ঠ বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রমঃ পুনরাত্ত দোষ তিন।
গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকে মূল বিধেয়।
ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়॥

(২)

দ্বিতীয় লক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্বং বিধেয়।
সমাস গৌণ হইল শব্দার্থ গেল ক্ষয়।
অবিমৃষ্ঠ বিধেয়াংশ এই দোষ নাম।

(৩)

ভবানী ভর্ত্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধমতি কৃতনাম এই মহাদোষ॥

কমলোৎপত্তি— ইহাতে নদীর উৎপত্তি বিরোধাভাষ দোষ দৃষ্ট হয়।
ভবানীভর্ত্তৃ—দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞান। পঞ্চ ভকার দোষ বিভবত্যদ্ভুতগুণা।

(৪)

বিভবতি ক্রিয়ার বাক্য সাঙ্গ পূর্ণ বিশেষণ
অদ্ভুতগুণা এই পুনরায় দূষণঃ।

(৫)

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই ভগ্নদোষ ক্রম॥

এ-কার, ব-কার ও ভ-কার অনুপ্রাস দ্বিতীয় পাদে অনুপ্রাস নাই ইহাই ভগ্নক্রম দোষ।

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥

ইত্যকার দোষাদি গৌরহরির শ্রীমুখ হইতে শ্রবণান্তে দিগ্বিজয়ী লজ্জিত হইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সরস্বতী স্তোত্র স্মরণপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট হইলেন। সরস্বতী স্বপ্নে বলিলেন—

"শুনহ বিপ্রবর বেদ গোপ্য কহি এই তোমার গোচর।
যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাম সেই সুনিশ্চয়।

পুনঃ মহাপ্রভু বলিলেন—

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নয়! ঈশ্বর ভজিলে সে বিদ্যার ফল পায়॥
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে। ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কেহ নাহি চলে॥

পূর্ব্বে একই গঙ্গাঘাটে শ্রীশচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্নান করিতে যাইতেন কিন্তু বর্ত্তমান গঙ্গার ভাঙ্গনী তৃতীয় ধারাটি জাহ্নগর, শ্রীরামচন্দ্রপুর, নবীন মায়াপুর ও নবদ্বীপ হইয়া সমুদ্রগড়ে সংযোগ হওয়ায় গঙ্গার পশ্চিম পারে নবদ্বীপ শহরের একপ্রান্তে মালঞ্চপাড়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মভিটা তথা মহাপ্রভূ পাড়ায় তাঁহার পূজিত বিগ্রহ বিদ্যমান।

শ্রীগৌরহরির দ্বিতীয় বিবাহ ১৪২৭ শকাব্দে ১৫০৫ খৃঃ সনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সত্যভামার অবতার। এক-সময়ে শচীমাতা বলেছিলেন—অদ্বৈত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করাইয়া সন্ন্যাসী করাইলেন। এই বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধ থাকার জন্য প্রেমভক্তি পাইতে পারেন না জানিয়া সংকীর্ত্তনা-বেশ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মূর্চ্ছা হওয়ার সময়ে শচীমাতার চরণধূলি লইয়া নিরপরাধি হইলেন। শ্রী অদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার।

শ্রীগৌরহরি ২২ বৎসর বয়সে পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পারলৌকিক কর্ত্তব্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিবার মানসে গয়ায় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে গমন করেন এবং তথায়—

ফল্গুতীর্থে করি বালুকায় পিণ্ডদান। তবে গেলা গিরিশৃঙ্গ প্রেতগয়া স্থান॥
ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া। সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া॥

বিষ্ণুপাদপদ্ম—

অতঃপর দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীপাদ সেইস্থানে আগমন করেন।

শ্রীগৌরহরি পুরীপাদকে প্রণাম করিলে পর পুরীপাদ হর্ষিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

গয়াযাত্রা হইল সফল আমার। যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ। সেহ যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ। সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারিবে মোরে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥

এইরূপ কহিয়া আত্মসমর্পণ করতঃ মন্ত্র চাহিলেন—

আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥
পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥

শ্রীগৌরহরি মন্ত্র গ্রহণান্তে ভাবাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিলেন।

কৃষ্ণের বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
যত্র যত্র নেত্র ফেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ দর্শন।

অর্থাৎ তৎসময়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এমন হইল যে, শ্রীগৌরহরি যেদিকে তাকান, সেই দিকেই দেখিতে পাইলেন দণ্ডায়মান মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইতেছেন। এমতাবস্থায় শ্রীগৌরহরি মথুরা যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে পর অকস্মাৎ আকাশবাণী হইল—

"এখন মথুরা না যাইবা দ্বিজমনি।
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনি॥"

রাস্তায় মন্দারে মধুসূদন দর্শন করিয়া কানাই নাটশালায় আসিলেন এবং তথায় শ্রীকানাই বিগ্রহ অবলোকনান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ভক্ত সান্নিধ্যে শ্রীগৌরহরি কহিলেন—

কানাইর নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হইতে আসিতে দেখিনু সেইস্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥

এই প্রকার কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরহরি মূর্চ্ছিত হইলেন। টোলে অধ্যাপনারত অবস্থায় ব্যাকরণে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থসকল ভাগবতীয় দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিলেন যথা—

হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে তার ব্যাখ্যানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র ব্যাখ্যানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
চণ্ডাল চণ্ডাল নহি যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে॥

বিদ্যার্থী পড়ুয়াগণ বলিলেন—"ওহে নিমাই পণ্ডিত একি ব্যাখ্যা করিতেছ?" প্রতি উত্তরে শ্রীগৌরহরি (নিমাই) বলিলেন—"আজ ঘরে যাও কাল আবার ভাল ব্যাখ্যা করিব।" পর দিবসে পড়ুয়াগণ 'ধাতু' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার। ধাতু গেলে পরশিলে করি স্নান।
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম। অহর্নিশ কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
কৃষ্ণ বিনু বাক্য না ফুরে আমার। সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥

এই সকল কথা শ্রবণান্তে পড়ুয়াগণ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

তোমার মুখেতে যত শুনিলাম ব্যাখ্যান। জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥

প্রভু বলিলেন—

পড়িলাঙ শুনিলাঙ এত কালধরি। কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥

এই বলিয়া শ্রীগৌরহরি শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়ে রাত্রিতে প্রতিদিন দ্বাররুদ্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। দ্বাপরের নারদ ঋষিই শ্রীবাস পণ্ডিতের রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম মধুসূদন॥

একদা শ্রীগৌরহরি রাত্রিতে কি প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহা ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—

আজি আমি অপরূপ দেখিনু স্বপনে। তালধ্বজ একরথ সংসারের সার॥
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ারে। নীলবস্ত্র পরিধান নীলবস্ত্র মাথে॥
হাসিয়া আমারে বোলে এই ভাই হয়। তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়॥

পর দিবসে শ্রীগৌরহরির সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মিলন হইল। মহাপ্রভূর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস ঠাকুরের তারকব্রহ্ম নাম প্রচার কার্য্যে রত ছিলেন। যথা—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্যাসপূজা করিতে বলিলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোঁসাই।
ব্যাস পূজা আমার হইবে কোন ঠাঞি॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে ফুলমালা অর্পণ করিয়া স্বয়ং মুষণ ধারণ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস॥ সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

একদা নাম প্রচার রত অবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঠাকুর হরিদাসের নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও জগাই-মাধাইয়ের উদ্দেশ্যে গমন করতঃ তাঁহাদিগকে নাম উপদেশ শ্রবণ করাইলেন।

উদ্ধারিব দুইজনে হেন আছে মনে। অতএব উযায় আইলা সেই স্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া। মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সঙরে॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মস্তক হইতে রুধির ধারা বহিতে লাগিল, এরূপ সংবাদ শ্রবণান্তে শ্রীগৌরহরি "চক্র—চক্র" বলিয়া ডাকিলেন। তাহা শ্রবণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

"এই দুই উদ্ধারে যদি দিয়া ভক্তিদান।
তবে জানি পাতকি পাবন হেন নাম॥"
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

প্রভু উভয়কে রক্ষা করিয়া পরম বৈষ্ণব করিলেন। প্রথমে জগাইকে কৃপা করিলেন, পরে মাধাই প্রভুর চরণে পড়াতে তাঁহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন—

প্রভু বোলে তোরা আর না করিস পাপ।
জগাই-মাধাই বোলে আর নারে বাপ॥

এরপর মাধাই গঙ্গার ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রত্যহ দুইলক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন।

একদিন সংকীর্ত্তন দর্শনে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এসেছিলেন, গৌরসুন্দর তাঁহাকে কৃপা করিলেন। গোপাল-চাপাল শ্রীবাসাঙ্গিনায় সংকীর্ত্তনের যোগ্য না হইয়া শ্রীবাস ঠাকুরের নিন্দা করিয়া বলিলেন—রাত্রে দরজা বন্ধ করিয়া ইহারা মদ্য মাংস আহার করে। এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য রাত্রিতে দরজাতে মদ্যভাণ্ড জবাফুল রাখিয়া চলিয়া গেল। এই অপরাধে অল্প দিনের মধ্যেই গোপাল-চাপালের অঙ্গে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয়কে শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাওয়ার পথে কৃপা করিলেন। এইজন্য সমুদ্রগড়ের গঙ্গার অপর পার্শ্বে বর্ত্তমান মাতকুলিয়া গ্রামে অপরাধ ভঞ্জন পাট অবস্থিত।

ব্রজলীলার বৃষভানু রাজা গৌরলীলায় পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে দীক্ষা দেন।

যখন মহাপ্রভু মুকুন্দ দত্তকে শীঘ্র কৃপা করিবেন না—বলিয়া জানাইলেন —তদুত্তরে মুকুন্দ দত্ত বলিলেন—

পাইব পাইব বলি করে মহানৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হইল চৈতন্যের ভৃত্য॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জ্ঞানমার্গীয় ব্যাখ্যা শ্রবণে মহাপ্রভু ক্রোধভাব ব্যক্ত করিলে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিলেন—"অদ্য আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—প্রভুর কৃপা পাইলাম।" শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উক্তি শ্রবণে মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

একদা আমঘাটাতে নগরকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু আম্রবৃক্ষে সদ্য আম্রফল ফলাইয়া সঙ্গী ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করেন।

ব্রজলীলার কংসই শ্রীগৌরলীলার চাঁদকাজী। চাঁদকাজী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১৪২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

যখন গৌরহরি শ্রীবাসাঙ্গিনায় সংকীর্ত্তন করিতেন সেই সময় কতিপয় ভগবৎ বহির্মুখগণের অভিযোগক্রমে চাঁদকাজী নগর সংকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেন। প্রত্যুত্তরে মহাপ্রভু অগণিত ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সিউলিয়া গ্রামে সিরাজউদ্দিন চাঁদকাজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কাজী ভীত হইয়া গৃহে লুকাইলে পর মহাপ্রভু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন—তিনি আরও জানাইলেন যে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। অতঃপর কাজী বলিলেন যে আমি মৃদঙ্গ ভাঙ্গার আদেশ দিয়াছিলাম এবং সেইদিনই ভয়ঙ্কর নৃসিংহমূর্ত্তি আমার বুকে বসিয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই বলিয়া বুকে নখের দাগ দেখাইলেন। কাজী বলিলেন—আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি আমার বংশের আর কেহই কীর্ত্তনে বাধা দিবেন না।

অদ্যাবধি শ্রীমায়াপুর প্রান্তে বামনপুকুর নামক স্থানে চাঁদকাজীর সমাধি

মন্দির অন্যতম দর্শনীয় হইয়া আছে। সমাধির উপর একটি সুপ্রাচীন গোলকচাঁপা বৃক্ষ রহিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ স্বয়ং মহাপ্রভু কর্তৃক এই বৃক্ষটি রোপিত হইয়া অদ্যাবধি অতীতের স্মৃতিস্মারক হইয়া রহিয়াছে।

মহাপ্রভু একদিন দীন শ্রীধরের গৃহে লৌহ পাত্রে জলপান করেন। এই শ্রীধর কলা থোর বিক্রয়লব্ধ অর্থে দীনাতিপাত করিতেন। মহাপ্রভু অর্দ্ধ মূল্যে তাঁহার নিকট হইতে উক্ত বস্তুগুলি ক্রয় করিতেন। শ্রীধর তাঁহার আয়ের অর্দ্ধাংশ দ্বারা গঙ্গা পূজা করিতেন। শ্রীধর মহাপ্রভুকে বলিলেন—

যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হও মোর জন্মে জন্মে নাথ॥

তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কলামূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটিশ্বর না দেখিল তাহা॥

কোন এক রাত্রে শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর অন্যান্য দিনের ন্যায় আনন্দ না হওয়ায়, অন্বেষণ করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে—শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। প্রথমে দুঃখিত হইলে পরে বালকের নিকট গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে বালক তুমি কেন শ্রীবাসকে পরিত্যাগ করিতেছ?" উত্তরে বালক একবার জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বলিল—"যার যতদিন যেখানে নির্ব্বন্ধ থাকে তাহা সমাপ্ত হইয়া গেলে সে সেখানে থাকিতে পারে না। সুতরাং কখনও পুত্র হয়. কখনও আবার পিতা মরিয়া পুত্রের পুত্ররূপে আসেন, তোমার লীলা বিচিত্র।" "অতএব এখন অন্যত্র গমন করিতেছি।" এই বলিয়া পুনঃ অচৈতন্যপ্রাপ্ত রইল। শ্রীবাসের এক যবন দর্জ্জি মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন দর্শন ও শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিল এবং বৈষ্ণব-চূড়ামণি হইয়াছিলেন।

একদিন মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে রুক্মিনীর আবেশে নাটকাভিনয়ের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীশচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং উপস্থিত ভক্তগণ তাহা দর্শন করিলেন। সেই নাটকে শ্রীবাস নারদের ভূমিকায়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্রজের বড়াই বুড়ির ভূমিকায়, গদাধর ললিতা সখীর ভূমিকায় এবং নামাচার্য্য হরিদাস সৃষ্টিকর্ত্তার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

কখনও কখনও বা মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া "গোপী—গোপী" রব উচ্চারণ করিতেন। কখনও বা বলিতেন—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ চরণে কর ধ্যান॥

পড়ুয়াগণ উন্নত উজ্জ্বলভাব রসের স্বাদ-আস্বাদনে অপারক হইয়া প্রভুর নিন্দা সমালোচনা করিত।

হেন সবে পড়িলাঙ কালিতার ঠাঞি।
আজ হৈল সে কেমত গোঁসাই॥

পড়ুয়া নিন্দুকগণের উদ্ধারের মানসে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণে অভিলাষী হ'ন। ইহাই সর্বপ্রথম কারণ—

মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর॥
জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর।

একজন ব্রাহ্মণ সংকীর্ত্তন না করিতে পারিয়া অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার সংসার সুখ নষ্ট হউক।"

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজলক্ষ্মীং।
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য বচসা যদগাদরণ্যম্॥

শচীমাতার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

শুন শুন মাতা কৃষ্ণ ভক্তির প্রভাব।
সর্ব ভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
এতেক ভজ্য কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি॥

এক ভক্ত একটি লাউ লইয়া শচীমাতাকে ভেট করিলেন। রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া লাউয়ের পায়স রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া—

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে ।।

১৪৩১ শকাব্দে শুক্লপক্ষের উত্তরায়ণ তিথিতে মহাপ্রভুর বয়স যখন প্রায় চব্বিশ বৎসর তখন তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। নিদয়ার ঘাটে গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়ার গ্রামে পৌঁছিলেন—

গঙ্গায় হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিন আইলেন কণ্টক নগর ।।

তথায় কেশব ভারতীর সন্নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর অদর্শনে বিহ্বল হইলেন। শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিলেন। মহাপ্রভু দশদিন যাবৎ বিভিন্ন স্থান ভ্রমণান্তে শান্তিপুরে আসিলেন। তথায় ষোড়শ বর্ষীয় বালক রঘুনাথ দাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে তিনি বিভিন্ন উপদেশ দেন। ১৪১৬ শকাব্দে রঘুনাথের আবির্ভাব হয় হুগলী মণ্ডলস্থিত কৃষ্ণপুর গ্রামে, তথাকার জমিদার ছিলেন তাঁহারই পিতৃদেব গোবর্দ্ধন মজুমদার। রঘুনাথ দাস মানসিক উৎকর্ষতা বৈরাগ্য হেতু উক্ত পিতৃ সম্পত্তি গ্রহণ করেন না। মহাপ্রভু তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল ॥
মর্কট বৈরাগ্য না করিও লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত হইঞা ।।

পরে আবার কৃপাবশতঃ রঘুনাথকে গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করেন। শচীমাতাকে চন্দ্রশেখরাচার্য্য শান্তিপুরের অদ্বৈত ভবনে আনয়ন করিলেন। শান্তি-পর্ণ-মুনে বসাৎ শান্তিপুরমিতি স্মৃতম্।

প্রভাতে আচার্য্যবর্য্য দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ।।

শচীমাতা শান্তিপুরে আসিয়া মহাপ্রভু দর্শনে শান্তিলাভ করিলেন এবং দশদিন অন্নভিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভু মাকে বলিলেন—

এতেক ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি ॥

মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাস ভবনে আসিলেন এবং শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব ঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন। তাহার পর পানিহাটী, বরাহনগর, আটিসারা, ছত্রভোগ, প্রয়াগঘাট হইয়া তমলুক নরঘাট, কাজলাগড় হিজলী আসিয়া ক্রমশ নিত্যানন্দাদি ভক্ত সঙ্গে দাঁতন, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুনা, যাজপুর, কটকে প্রাচীন সাক্ষীগোপাল দর্শন, মহানদী গড়গড়িয়া ঘাটে স্নান, ভুবনেশ্বর ১৮ নালা হইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। অতঃপর শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দর্শনের সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মাঘ শুক্ল পক্ষে প্রভু করিয়া সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল লীলা চলে বাস ॥

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করার পর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে স্বগৃহে লইয়া সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনাইলেন।

বেদান্ত পড়াতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা ॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
সপ্ত দিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥

যখন অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্বভৌম তখন মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়েত বিকল ॥

ব্রহ্ম সূত্রের অর্থ ঠিক বলিতেছ কিন্তু লক্ষণাদ্বারা কল্পিতার্থ যে ভাষ্য করিতেছ তাহা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে।

'আত্মারামশ্চ' শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা মহাপ্রভুকে সার্বভৌম শ্রবণ করাইলেন। তাহা শ্রবণান্তে মহাপ্রভু আবার উক্ত কথার অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর সার্বভৌম পরাজয় বরণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের স্তব—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ।।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ।।

মহাপ্রভু বাসুদেব সার্বভৌমকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি অর্থাৎ একই অঙ্গে রাম, কৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সন্ন্যাসীরূপ দর্শন দিলেন। মাসদ্বয় নীলাচলে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভু আলালনাথে গমন করেন। তথা হইতে দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ যথা—কূর্মাচল, সিংহাচল, গোদাবরী, বিদ্যানগর, মঙ্গলগিরি, মল্লিকাজ্জুর্ন, পঞ্চ সরস্বতী সিদ্ধবট, বেঙ্কটাদ্রী, ত্রিকালহস্তী, তিরুমলয়ম্, তিরুপতি, শিবকাঞ্চী, স্কন্দক্ষেত্র, পক্ষিতীর্থ বৃদ্ধাচল, চিদাম্বরম্, শিয়ালীভৈরব, কাবেরী, কুম্ভকোনম, পাপনাশনম্, শ্রীরঙ্গম, তাঞ্জোর, দুর্বাশয়ন, মাদুরা, কৃতমালা ঋষভপর্বত, রামেশ্বরম্, ধনুষ্কোটী, শ্রীবৈকুণ্ঠম্, মহেন্দ্রশৈলম্, তাম্রপর্ণি, নয়তিরুপতি, তমাল কার্ত্তিকতীর্থ, বেতাপর্নি, কুমারিকা, মলয় পর্বত, গজেন্দ্রমোক্ষনতীর্থ, পানাগড়ি, তিরুবত্তর, অনন্তপদ্মনাভ, জনার্দ্দন, পয়োষ্ণী, চামতাপুর, ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চপসরাতীর্থ, মৎস্যতীর্থ, তুঙ্গভদ্রা, উড়পী, শৃঙ্গেরী, গোকর্ণ, ঋষ্যমুক পর্বত, দণ্ডকারণ্য, পম্পা সরোবর, সোলাপুর, পাণ্ডরপুর, ভীমা, কৃষ্ণবেন্যা, দ্বৈপয়নী, তাপী, সুর্পোরকতীর্থ, নর্মদা, কুশাবর্ত্তগিরি, নাসিক, পঞ্চবটী, ব্রহ্মগিরি, ধনুতীর্থ, নির্বিন্ধ্যা, মহিস্মতীপুর, সপ্তগোদাবরী ইত্যাদি।

মহাপ্রভু গোদাবরী তীরে গোষ্পদতীর্থে রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হন ; তথায় তিনি রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা সার ?" উত্তরে রামানন্দ বলেন—"কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কীর্ত্তির মধ্যে কোন বড় কীর্ত্তি ?" রামানন্দ উত্তর দিলেন—"কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি বলি যারে খ্যাতি।" প্রভু জিজ্ঞাসিলেন—"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গনি ?" রামানন্দ উত্তর দিলেন—"কৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।"

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর ১৪৩৪ শকাব্দে মহাপ্রভু বৈশাখ মাসে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শ্রীল কাশী মিশ্রের আলয়ে অবস্থান করিলেন। পূর্বে উল্লিখিত প্রসঙ্গ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরীতে অবস্থান কালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বলিলেন—

তর্ক শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥

তখন কাশী মিশ্রাদি ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর স্মরণাশ্রয় লইলেন।

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিলা সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে, প্রভু বলিলেন—

রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইলোক নাশ।
পরলোক রহু লোকে করে উপহাস॥

রাজদর্শনে মহাপ্রভুর অনীহার কথা অবগতান্তে রাজা প্রতাপরুদ্র কহিলেন—

যদি কৃপা না করেন গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হইঞা হইব ভিখারী॥

ভাবাবিষ্ট প্রভু নৃত্যরত অবস্থায় মূর্চ্ছা গেলে রাজা তাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিলেন। রথোপরি রাজাকে ছেরাপ্রহরা অর্থাৎ ঝাড়ুসেবা অবস্থায় দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন। শুভ বিজয়া দশমীর দিন শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণামান্তে বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশ্যে গৌরদেশে যাত্রা করিলেন।

শ্রীখণ্ড—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট, তিনি মধুমতী সখী নামে খ্যাত। এখানকার 'মধুকুণ্ড' বা 'মধুমতী' মাহাত্ম্য শ্রবণ, নাড়ু খাওয়া গোপাল দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রায় একই স্থানে রহিয়াছেন শ্রীল রঘুনন্দন সেবিত গোপীনাথ, গোবিন্দ এবং শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ দর্শন।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেম ফল ফুল করে যাহা তাহা দান॥ চৈঃ চঃ

এক মাইল দূরে মাঠের মধ্যে রয়েছে লোচনদাসের শ্রীপাট বড়ডাঙ্গা। চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা যে আসনে বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখেছিলেন সেই

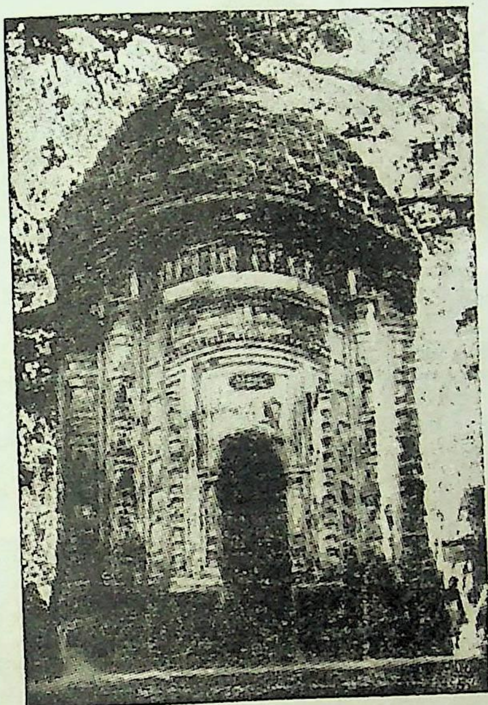
আসনটি আজও এখানে আছে। বহু মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ ক্ষেত্র 'বড়ডাঙ্গা' বলিয়া স্থানটির প্রসিদ্ধি রহিয়াছে—সুবৃহৎ বৃক্ষমণ্ডলীর নিম্নে বহু সমাধি মন্দির দেখা যায়।

ঝামটপুর—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রম। কাটোয়ার উত্তর-পশ্চিমে।

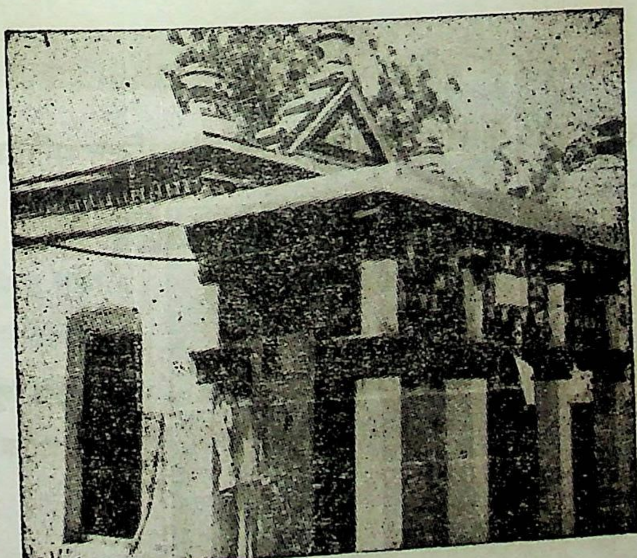
আকাইহাট—এখানে কালাকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট বহু পুরাতন। এখানে "নূপুরজোড়া" নামক কুণ্ড আছে। কিংবদন্তী এইরূপ—কোন এক সময় শ্রীখণ্ডের বড়তলা নামক স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ, মহাপ্রভু এবং নরহরি সরকার ঠাকুর যখন ভাবাবেশে ভাবানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন তখন মৃদঙ্গ বাদক অনুপস্থিত থাকায়, তাঁহাকে ডাকিবার প্রয়োজনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজের শ্রীচরণ হইতে নূপুর খুলিয়া ছুড়িয়া দেন। অতঃপর সেই নূপুর শূন্যমার্গে আসিয়া মৃদঙ্গ বাদকের বাড়ীতে পড়িলে সে প্রভুদের সংবাদ পায় এবং সত্বর মৃদঙ্গসহ তথায় নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। সেই নূপুর যেখানে পড়েছিল, তাহা একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণীর আকার হইয়াছে। ইহাই "নূপুরজোড়া"—ইহার জল অতীব পবিত্র।

একচক্রা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান—শ্রীবলরামের অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বীরভূম জিলায় রাঢ়দেশে একচক্রা নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্যাবস্থায় ১২ বর্ষে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়া গিয়াছিলেন। বিশ বর্ষ পরে ৩২ বর্ষ বয়সে ফিরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নামাচার্য্য শ্রীহরিদাসের সঙ্গে নাম প্রচার করিয়াছিলেন।

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলা তীর্থ করিবারে॥
তীর্থ যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর॥ চৈঃ চঃ
নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনি॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥

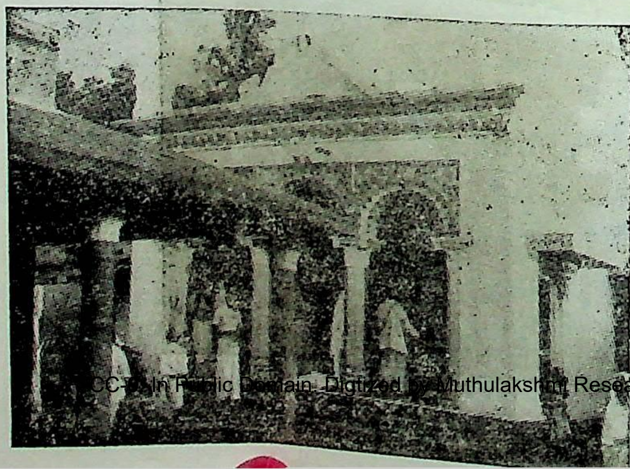


২৭০ পৃষ্ঠা শ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান বীরভূম একচক্রা

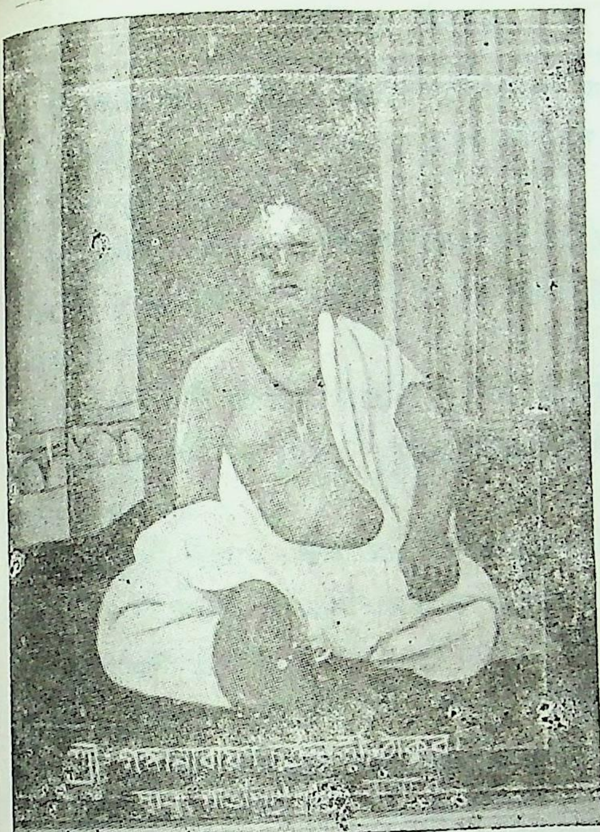


২৬০ পৃষ্ঠা কানাই পাটশালা

২৭২ পৃষ্ঠা শ্রীজয়দেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ মন্দির



২৮৭ পৃষ্ঠা
রামকেলি



২৮৫ পৃষ্ঠা
সৈদাবাদ
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী



১৮৬ পৃষ্ঠা
গম্ভিলা
শ্রীনরোত্তম ঠাকুর

শ্রীনিত্যানন্দের জন্মস্থানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুগণের নিত্য সেবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আরও আছে বিশ্বরূপের বসিবার স্থান, বকুলতলা, বক-রাক্ষসের বধ্যভূমি এবং নকল যমুনা।

তারাপীঠ—বীরাচারে বিশ্বাসী তন্ত্র-সাধনার পীঠস্থান তারাপীঠ। শক্তি ও শৈব তন্ত্র সাধকরাই বীরভূম অঞ্চলে তান্ত্রিক অভিচারকে খ্যাতির তুঙ্গ-শীর্ষে তুলেছেন।

বীরভূমে পাঁচটি পীঠস্থান আছে। বাশিষ্ঠ্য সাধনাক্ষেত্র বক্রেশ্বর, নলহাটি, কঙ্কালীতলা, নন্দীশ্বরী ও ফুল্লরা। পুরাণ বর্ণিত দেবীর ৫১ পীঠের তিনটি পীঠ বীরভূমেই অবস্থিত।

বক্রেশ্বর · প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর॥

উষ্ণ-প্রস্রবন এবং অষ্টাবক্রশিব দর্শনীয়, এ'ছাড়া বহু সাধকের সমাধি ক্ষেত্র রহিয়াছে। পঞ্চদশ শতকেও এই স্থানটি দর্শনীয় ছিল। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থযাত্রা সময়ে প্রথমেই এখানে এসেছিলেন। এমনিই আর একটি পীঠস্থান।

নান্নুর—কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস এবং গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। নান্নুর গ্রামের বুকেই চণ্ডীদাসের পূজা করা বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে আজও পূজা হয়।

জয়দেব—জয়দেবের পূজিত কুশেশ্বর শিব মন্দিরটি অজয় তীরেই অবস্থিত। নিকটেই কবির আরাধ্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির এবং অনেক বাউলের আখড়া আছে। মকর সংক্রান্তিতে এখানে এক বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয় যার প্রধান আকর্ষণ বাউল সঙ্গীত। এই স্থানেরই আর এক নাম "কেন্দুবিল্ব।"

মালদহ—বর্ত্তমান মালদহ শহর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগের রাজধানী 'গৌড়' অবস্থিত। গৌড়ের শেষ সীমানা মালদহ হইতে প্রায় সাত ক্রোশ হইবে। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ এই তিন ভ্রাতা গৌড়ের "রামকেলি গ্রামে" বাস করিতেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে—

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥

প্রাচীন গৌড়ীয় সাহিত্যে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে "গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণঃ" বলা হইয়াছে। এখানে শ্রীরূপ-সনাতনের পদাঙ্কিত গৌড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত 'প্রাচীন গৌড় রাজধানী' সপার্ষদ স্বয়ং ভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শে মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

রামকেলি—ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম॥

মুর্শিদাবাদ—বাংলার শেষ নবাব সিরাজের অনেক কীর্ত্তির স্বাক্ষর আজও এখানে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। হাজার দুয়ারী, বিষ্ণুপুরের কালী মন্দির, শিবমন্দির এবং জিয়াগঞ্জের জৈনমন্দির প্রভৃতি বহু দেখিবার মত বস্তু এখানে আছে।

খেতুরী—অধুনা বাংলাদেশান্তর্গত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জন্মস্থান।

সপ্তগ্রাম—হুগলীমণ্ডলান্তর্গত ব্যাণ্ডেলের নিকটবর্ত্তী স্থান। শ্রীদাস গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রম এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট এইখানেই অবস্থিত।

খড়দহ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শ্রীপাট শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর মন্দির দর্শন।

পানিহাটী—শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর "চিড়া-দধি-দণ্ড-মহোৎসব" হইয়া থাকে।

এড়েদহ—শ্রীল দাস গঙ্গাধরের শ্রীপাট।

গঙ্গাসাগর—এই মত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
"সর্ব্ব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার॥"

অতীতে এই গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে তীর্থে যাওয়া ছিল দুঃসাধ্য—তাই এই প্রবচন। বর্তমানে কলিকাতা হইতে বাসে নামখানায় গিয়া তথা হইতে ষ্টিমার বা নৌকা যোগে যাওয়া যায়। আবার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ডায়মণ্ড হারবার হইয়াও যাওয়া যায়।

পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গা এখানে সাগরের বুকে বিলীন হয়েছেন তাই এর নাম "গঙ্গাসাগর।"

স্থান মাহাত্ম্য এইরূপ—ভগবান কপিলদেব মাতাকে সাংখ্যযোগ শুনাইয়া গঙ্গাসাগরে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানেই সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব—দেবরাজ ইন্দ্র আনিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সগর রাজের পুত্রগণ অনুসন্ধানে আসিয়া মুনির আশ্রমে অশ্বের সন্ধান পায় এবং ভ্রমবশতঃ মুনিকেই অশ্বহরণকারী বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার উপর উৎপীড়ন করিতে থাকে। তখন ক্রোধবশতঃ মুনি রাজপুত্রগণ দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহারা ভস্মে পরিণত হ'ন। পরে সগরবংশজাত ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গা মর্ত্তে আগমন করিলে পর; গঙ্গার পবিত্র বারিধারায় ভস্ম সিক্ত হইয়া সগরতনয়গণ উদ্ধার লাভ করেন।

মহানগরী কলিকাতা—গঙ্গাতীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং প্রধান নগরী। পরেশনাথের মন্দির, কালীঘাটের মন্দির প্রভৃতি বহু দেখিবার স্থান আছে।

ক) **আদ্যাপীঠ**—দেবী আরাধনার পীঠস্থান, দর্শনীয়।

খ) **দক্ষিণেশ্বর**—গঙ্গাতীরে অবস্থিত দেবীর সিদ্ধপীঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কীর্ত্তি-সম্বলিত। এখানে শ্রীশ্রীকালীমন্দিরে নিত্য পূজা অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও সেবাকার্য্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এখানে আছে।

গ) **"বেলুড়=রামকৃষ্ণ মিশন"**—জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। জনগণের কল্যাণ সাধন এবং ধর্মপথে পরিচালনা করা ও শিক্ষার প্রসার ঘটানোই এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। স্থানটির ভাবগম্ভীর মনোরম পরিবেশ সকলের চিত্তাকর্ষণের উপাদান। শ্রীল রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপায় স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা স্থাপিত।

ঘ) **বরাহনগর**—কলিকাতা শহরতলীতে অবস্থিত বরাহনগর তাঁতীপাড়া মোড়ে নামিয়া যাইতে হয়। এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাট, শ্রীল রামদাস বাবাজীর ভজন স্থান, সমাধিস্থল ও

বহু পুরাতন গ্রন্থের হস্তলিপি, পাণ্ডুলিপি-সম্বলিত বৈষ্ণব গ্রন্থাগার দ্রষ্টব্য। ইহার নাম 'বরাহনগর পাটবাড়ী।' প্রধান কার্য্য নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার।

ঙ) **গৌড়ীয় মিশন**—কলিকাতাস্থ বাগবাজার অঞ্চলে কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার শাখা রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারই এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবদান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দ্বারা স্থাপিত শ্রীল পুরীদাস মহারাজ দ্বারা রেজিষ্ট্রেশন তথা পরবর্তীকালে শ্রীল ঔড়ুলোমী মহারাজ এবং তৎপরে শ্রীভক্তিরূপ ভাগবত দ্বারা পরিচালিত বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল ভাগবত মহারাজ।

চ) **মদন-মোহন**—কলিকাতাস্থ বাগবাজারের চিৎপুর রোডে শ্রীগোকুল মিত্রের বাড়ীতে এই বিগ্রহ রহিয়াছেন, পূর্বে ছিলেন বন-বিষ্ণুপুরে যেখানে বীর হাম্বিরের পুত্র ধাড়ি হাম্বির অবস্থান করিতেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গোস্বামী গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ছ) **পরেশনাথ মন্দির** উল্টোডাঙ্গায় অবস্থিত জৈনমন্দির।

জ) **শ্রীবৈকুণ্ঠ** - কলিকাতাস্থ গণেশ টকির সন্নিকটে।

ঝ) **কালিঘাট** - কালীবাড়ী, দেবীর একটি পীঠ।

ঞ **মহাবীর মন্দির**—কলিকাতার হাজরা রোডে অবস্থিত।

ভারত সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠান স্বামী প্রণবানন্দজী দ্বারা স্থাপিত। ইহার প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতা বালিগঞ্জ। ইহাদের প্রধানকার্য্য আগন্তুক অতিথিদের আশ্রয় ধর্মশালাতে থাকার ব্যবস্থা তথা আপদ-বিপদে মেলায় চলে সাধারণের উপকার করা এবং ইষ্টদেব গুরুদেবের ভজন করা।

কলিকাতায় দর্শনীয় স্থান সমূহ—ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ, মনুমেন্ট, ফোর্টউইলিয়াম, বিড়লা জ্যোতির্মণ্ডল, বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি।

শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্রীপাট—মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীতীরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এবং রসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাট, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউ দর্শন, সমাধি মন্দির, রুক্মিণীদেবী, গোপীশ্বর শিব, গোকর্ণ বট ভীমগোদা যাইয়া শ্যামতরঙ্গিনী নদী ইত্যাদি দর্শনীয়। বেদ প্রসিদ্ধ 'তাম্রলিপ্ত' অধুনা

তমলুকে রহিয়াছেন—'মহাপ্রভু বাড়ী'। ইহার প্রধান শাখা বৃন্দাবনে অবস্থিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির।

বগড়ী কৃষ্ণ রায় – মেদিনীপুর জেলার উত্তরে গড়বেতা থানায় বগড়ী রোড ষ্টেশন।

এক এক দণ্ডবতে বিগ্রহ ফেটে যায়।
তিন দণ্ডবৎ লৈল বগড়ী কৃষ্ণ রায়॥

মন্দার মধুসূদন – বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর নামক স্থান হইতে ১৬ মাইল দূরে এই পর্ব্বত রহিয়াছে। সমুদ্র মন্থনকালে দেবতা ও অসুরগণ এই পর্বত দ্বারা সমুদ্র মন্থন করেন। এখনও পর্বত গাত্রে বেষ্টিত একটি চিহ্ন দেখা যায়, পর্ব্বতের শীর্ষদেশে স্বয়ম্ভু শ্রীমধুসূদনের বিগ্রহ সম্বলিত মন্দির আছে। আর পর্বতের গাত্রে বহু স্থানে অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া যাত্রাকালে এই মধুসূদন দর্শন করেন।

ধর্ম্ম কর্ম্ম বাক্য শাস্ত্র কথা কাব্য রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতেক দিবসে॥
দেখিয়া মন্দার মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত সুলীলায়॥

কানাইর নাটশালা – কলিকাতা হইতে ২০২ মাইল উত্তরে 'তিন-পাহাড়' ষ্টেশন। তিন পাহাড়ের সন্নিকটেই রাজমহল এখান থেকে ৬ মাইল দূরে এইস্থান অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন এবং বৃন্দাবন গমন না করিয়া ফিরিয়া আসেন। বলিলেন –

মহাপ্রভু– প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাহা কৃষ্ণ চরিত্র লীলা॥ চৈঃ চঃ
"এত লোকের সঙ্গে বৃন্দাবন নহে পরিপাটী।"

বৈদ্যনাথধাম—বিহারের অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান, এখান থেকে ট্রেনে অথবা বাসে বৈদ্যনাথ ধামে 'জ্যোতির্লিঙ্গ' দর্শন করা যায়। কিছু দূরেই দেওঘর দর্শনীয়।

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

অম্বুলিঙ্গ ছত্রভোগ—২৪ পরগণা জেলায় অম্বুলিঙ্গ ঘাট। শিয়ালদহ হইতে লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের ট্রেনে মথুরাপুর ষ্টেশন নামিয়া বা কোলপি হইতে ৮৯এ বাসে অন্ধমনি তলায় নামিয়া অম্বুলিঙ্গ দর্শন করা যায়। অনতিদূরে শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী পাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ছত্রভোগ ঘাটে অবস্থিত।

ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গাদেবী মর্ত্ত্যলোকে আগমন হেতু; গঙ্গার বিরহে ভগবান শঙ্কর এই ছত্রভোগ নামক স্থানে আবির্ভূত হন। তাই গঙ্গাদেবী এখানে শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা।

এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতুহলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে আসিয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন এবং সন্নিকটস্থ গঙ্গায় স্নান করিয়া উর্দ্দণ্ড নৃত্যযোগে অম্বুলিঙ্গ দর্শন করেন—

গঙ্গাজল স্পর্শে হৈল জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিল বিনয়॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেইস্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি ঘোষে সর্বজনে॥
গঙ্গাশিব প্রভাবে যে ছত্রভোগ গ্রাম।
হৈল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম॥ (চৈঃ ভাঃ)

গৌড়ের স্থুলতান হোসেন শাহের রাজ্যসীমান্তর্গত ছিল ছত্রভোগ. ১৪৩২ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলাভিমুখে গমন কবেন তখন শ্রীল রামচন্দ্র খানের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পথি মধ্যে। প্রভুর অভিপ্রায় অবগতান্তে রামচন্দ্র তাঁহার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করেন; যে নৌকায় প্রভু দুই দিনে পৌঁছাইলেন মেদিনীপুরের রসুলপুর সংযোগ মধ্যস্থ নদীর অপর পারে প্রয়াগ ঘাটে এবং তথা হইতে দিবসদ্বয় তমলুকে অবস্থান করতঃ সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পৌঁছাইলেন।

পিছলদা—মেদিনীপুর মণ্ডলান্তর্গত পাঁশকুড়া রেল ষ্টেশনে নামিয়া তমলুক—নরঘাট পথ দিয়া পিছলদা গ্রামে পৌঁছান যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে নিজভক্তবৃন্দসহ নৌকাযোগে এই স্থানে আসেন।

তবে ওড্রদেশ সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥

ওড্রদেশাধিপতি দশনৌকা সৈন্যসহ প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নদী পার করাইয়া দিলেন। দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনান্তে প্রভুর মনে বৃন্দাবন অভিমুখে যাইবার অভিপ্রায় জাগে ; তাই শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শুভ বিজয়ার দিন শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণামান্তে প্রভু গৌড়দেশে পশ্চিমবাংলায় যাত্রা করেন। যবন রাজার রাজ্য ; প্রভুর পক্ষে নদী পার হওয়া ছিল অসম্ভব। উড়িষ্যার রাজকর্ম্মচারীগণের সাহচর্য্যে যবনরাজ প্রভুর অলৌকিক নৃত্যকীর্তনাদির কথা অবগতান্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া রাজার মানসিক বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয় এবং প্রভুকে প্রণামান্তে তাঁহার কিছু সেবা অভিপ্রায় নিবেদন করেন। অতঃপর উড়িষ্যার রাজকর্ম্মীগণের পরামর্শে দশ নৌকা সৈন্য প্রহরায় ভক্তগণসহ প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নদী পার করাইয়া পিছলদা পৌঁছাইয়া দেন। তথা হইতে প্রভু নৌকারোহণে গঙ্গাতীরস্থ পানিহাটীতে পৌঁছান।

আটিসারা—২৪ পরগণা জেলার আটিসারাই বর্ত্তমান বারুইপুর নামে খ্যাত। ডায়মণ্ডহারবার লাইনে শিয়ালদহ হইতে ১৫ মাইল দূরে এই বারুইপুরেরই পুরাতন বাজারের শাঁখারিপাড়ার পূর্বদিকে ছিল শ্রীল অনন্তদেব আচার্য্যের শ্রীপাট। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল গমনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আটিসারা গ্রামেই শ্রীল অনন্তদেব আচার্য্যের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নাম-সঙ্কীর্তনযোগে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ছত্রভোগাভিমুখে গমন করেন।

সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়ে।
কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুচয়ে॥ চৈঃ ভাঃ

দাস গদাধর ঠাকুরের শ্রীপাট (এড়িয়াদহ)—কলিকাতা সন্নিকটবর্ত্তী ডানলপ অথবা বালিব্রীজের নিকট আদ্যাপীঠ নামধেয় স্থান হইতে শখের বাজার দিয়া এড়িয়াদহ যাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক গৌড়দেশে ভক্তি প্রচার কার্য্যের আদেশ পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই স্থানে আসিয়া ভক্তপ্রাণ দাস গদাধরের ভবনে অবস্থান করেন।

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোঁসাঞির ভক্ত রহে তার পাশ॥
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লইলা বক্ষের উপর॥

এই স্থানেই মাধব ঘোষের সহিত দাস গদাধর এবং প্রভু নিত্যানন্দ সংকীর্ত্তনাদি সহ নৃত্য করেন। পরবর্ত্তীকালে এই দাস গদাধরই কাটোয়াতে "শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের" সেবা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। অল্পদিন পরে কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীগদাধর অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন, যে স্থানে নিমাই ১৪৩২ শকাব্দে মাঘ মাসে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীকেশবভারতী এবং মধু পরামাণিকের সমাধি পাশ্বে শ্রীদাস গদাধর ঠাকুরের সমাধি বিদ্যমান।

রাঘব ভবন (পানিহাটী)—শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর লাইনে সোদপুর ষ্টেশনে নামিয়া, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোডে বেঙ্গল কেমিক্যালের পরের ষ্টপেজে নামিয়া অথবা বরাহনগর হইতে রিক্সায় পানিহাটীতে যাওয়া যায়।

বৃন্দাবনাভিমুখে যাইবার কালে ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করেন।

কত দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব মন্দিরে॥

গঙ্গাঘাট হইতে শ্রীল রাঘব পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া নিজগৃহে আনয়ন করেন। নৃত্য সংকীর্ত্তনাদিসহ তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভু পরদিবস প্রাতে কুমারহট্ট গমন করিলেন। তাহার কিছুদিন পর জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশীতে গঙ্গা তীরবর্ত্তী বটবৃক্ষমূলে শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভুর শুভাগমন হয়। রঘুনাথ শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন করিতে আসিলে, স্নেহ-বশতঃ প্রভু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আজ তোমাকে কিছু দণ্ড দিব ভক্তদিগের সেবা কর।" এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ সন্নিকটস্থ গ্রাম হইতে চিড়া, দধি, কলা, ঘৃত ও কর্পূরাদি আনয়ন পূর্ব্বক মালসাভোগ তৈয়ারী করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইলে পর ভক্তগণের মধ্যে তাহা বিতরিত হয়। সংকীর্ত্তনানন্দে রাত্রি অতিবাহিত হইবার কালে কোন এক সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে কদম্বপুষ্পের মালা পরিধান করিতে আদেশ করিলে, রাঘব পণ্ডিত বলেন—"এই অসময়ে কদম্বপুষ্প কোথায় পাইব?" প্রভু কহিলেন—"বাগানে যাও কোথাও থাকিবেই।" রাঘব পণ্ডিত বাগানে গেলেন এবং জম্বীরের বৃক্ষে সুন্দর কদম্বপুষ্প অবলোকন করিয়া অলৌকিক সত্তা অনুভব করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥
কি অপুর্ব্ব বর্ণ সেবা কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ব বন্ধ॥
দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রাঘব পণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহাহরষিত॥

নীলাচলে গম্ভীরায় অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী প্রভু যখন কৃষ্ণকথা আস্বাদনে রত, তখন শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর নানা উপকরণে সজ্জিত ঝালি লইয়া প্রভু দর্শনে যাইতেন। আজও ভক্তবৃন্দ আষাঢ় অমাবস্যায় গম্ভীরামঠে নানা উপকরণে সজ্জিত ঝালি মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া থাকেন।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শ্রীপাট (খড়দহ)—২৪ পরগণার খড়দহ যাইতে হইলে পানিহাটী অথবা রাণাঘাট-শিয়ালদহ লাইনে খড়দহ ষ্টেশনে নামিয়া এই লীলাস্থানে যাওয়া যায়। শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু, গঙ্গাদেবী এবং তাঁহার পুত্র গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র প্রভুর লীলা প্রকটিত স্থান প্রভু নিত্যানন্দ নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এখানে আসেন।

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে আসি নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন কহনে না যায়॥

শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র মাতা জাহ্নবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণান্তে. নবাবের নিকট হইতে প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক তদ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ নির্মাণ করেন এবং সেবাপূজা স্থাপন করেন।

প্রভু নিত্যানন্দ দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
প্রভু বীরচন্দ্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা॥

পরম রমনীয় সেই শ্রীবিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান।

চাতরা বল্লভপুর—হুগলী জেলার চাতরা বল্লভপুর যাইতে হইলে শ্রীরামপুর হইতে ৩ নং বাসে মানিকগঞ্জ ষ্টপেজে নামিয়া, প্রভু বীরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির দর্শন করা যায়। এইস্থান হইতে মহেশের রথযাত্রা বাহির হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদত্রয় কাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত এবং রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট এখানেই অবস্থিত।

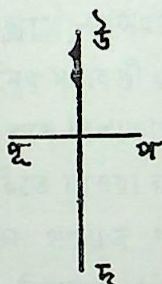
চাতরা বল্লভপুর খড়দহের পারে।
কাশীশ্বর শকরারণ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত॥
রুদ্র পণ্ডিতের সেবা রাধাবল্লভ নাম।
ভূবন মোহন রূপ অভিনব কাম॥

শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির হইতে রিক্সাতে চাতরা বল্লভপুর হইয়া দোলমণ্ডপে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা হয়।

শ্রীঅভিরাম গোপাল শ্রীপাট (খানাকুল)—হুগলী জেলায় অবস্থিত খানাকুল বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর নামে প্রসিদ্ধ। তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ যাইবার পথে সামন্তমোড় বাস ষ্টপেজে নামিয়া দিগরী ঘাটে নৌকায় নদী পার হইয়া খানাকুল কৃষ্ণনগর যাওয়া যায়। দ্বাপর যুগের ব্রজের শ্রীদামাই কলিযুগে ১৪০০ শকাব্দে ঠাকুর অভিরাম নামে এই স্থানে আবির্ভূ'ত হ'ন। বৃন্দাবন ভ্রমণ কালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন 'ভাই কানাইয়া' বলিয়া ক্রন্দন করিতে ছিলেন তখন গোবর্দ্ধনের পুছরী সন্নিকটে রাঘবের

শ্রীশ্রী গৌরমণ্ডল মানচিত্র

মালদহ
জিয়াগঞ্জ
ভগবান গোলা
বহরমপুর
নলহাটি
রামপুর হাট
একচক্রা
শ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান
মুর্শিদাবাদ
সালার
বোলপুর
শ্রীখণ্ড
কাটোয়া
অগ্রদ্বীপ
বাঁকুড়া
জহ্নুনগর
বিষ্ণুপুর
নবদ্বীপ
বর্ধমান
নবদ্বীপমণ্ডল
শান্তিপুর
কৃষ্ণনগর
কালনা
কুলিনগ্রাম
মায়াপুর
চাকদহ
যশোড়া
কুমারহট্ট
নৈহাটি
খড়দহ
তারকেশ্বর
খানাকুল
ব্যাণ্ডেল
পানিহাটি
আড়িয়াদহ
চাতরা (শ্রীরামপুর)
শিয়ালদহ
হাওড়া
গোপীবল্লভপুর
খড়্গপুর



১। অন্তর্দ্বীপ
২। সীমন্ত দ্বীপ
৩। মধ্য দ্বীপ
৪। কোলদ্বীপ
৫। ঋতু দ্বীপ
৬। জহ্নু দ্বীপ
৭। গোদ্রুম দ্বীপ
৮। রুদ্র দ্বীপ
৯। মোদদ্রুম দ্বীপ

বর্তমান গঙ্গানদীর চিহ্ন
রেলপথ
মহাপ্রভুর সমকালীন গঙ্গানদীর পথ

গোম্ফা হইতে অভিরাম শ্রীগোপাল বিগ্রহকে সঙ্গে লইয়া আসেন। শ্রীঅভিরামের গোপালই শ্রীগোপীনাথ নামে মালিনী দেবী কর্ত্তৃক সেবিত বিগ্রহ।

খানাকুল কৃষ্ণনগর ঠাকুর অভিরাম।
তাহার ঘরনী মালিনী যার নাম॥
শ্রীবিগ্রহ সেবিতে যবে ইচ্ছা উপজিল।
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দরশন দিল॥
এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইল।
অভিরাম খুদি তথা বিগ্রহ পাইল॥

১৪৩৬ শকাব্দে মহাপ্রভু যখন এই স্থানে আসেন, তখন মালিনী দেবী স্বহস্তে বিশেষ ভাবে রন্ধনাদিসহ প্রভুর সেবা করেন। গোপালনগর নিবাসী নারায়ণ সিংহ নামক জনৈক ভক্ত শ্রীগোপিনাথকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন এবং ৬০ ফুট উচ্চ নয় চূড়া বিশিষ্ট শ্রীমন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

কুলিন গ্রাম —বর্দ্ধমান জেলার মেমারী রেল ষ্টেশন থেকে বাসে, শক্তিগড় ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী জোগ্রা হইতে তিন মাইল দূরে অথবা খানাকুল হইতে ফেরার পথে চাঁপাডাঙ্গাতে নামিয়া তথা হইতে মেমারী হইয়া কুলিন গ্রাম দর্শন করিতে যাওয়া যায়।

এই স্থানে গুণরাজ খান, সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, যদুনাথ পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ও বানীনাথ বসু প্রভৃতি ভক্তগণের সমাধি প্রসিদ্ধ। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগন্নাথদেবের পট্টডোরী লইয়া নীলাচলে গমন করেন।

কুলিন গ্রামিরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দে আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লইয়া॥

তদবধি প্রতি বৎসর রথযাত্রা সময়ে পট্টডোরী অর্থাৎ রথ টানার দড়ি লইয়া শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম ধামে গমন করিতেন! রামানন্দ বসু বৈষ্ণব সঙ্গীতে কীর্ত্তনের একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব লক্ষণ যথা—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥

মালাধর বসুর অন্য নাম গুণরাজ খান। ইনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নামক

একখানি বাংলা কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ১৪৫৯ হইতে ১৪৭৫ মধ্যে রচনা করেন এইজন্য সুলতান তাঁহার পরিষদ হইতে গুণরাজ খান উপাধি প্রদান করেন।

নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
সেই বাক্যে বিকাইলু তার সাথ॥

মহাপ্রভু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন তুমি মোরে বিকাইলা—

প্রভু কহে কূলিন গ্রামের যে হয় কুকুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥
কুলিন গ্রামের ভাগ্যে কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেই কৃষ্ণ গায়॥

সত্যরাজ খানের ইচ্ছা ছিল পুরীর অনুকরণে এখানেও জগন্নাথ মন্দির সহ সকল প্রকার মন্দির স্থাপন করা। কিন্তু তাঁহার এই সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীমদনগোপাল মন্দির, শ্রীরামচন্দ্র মন্দির, ঠাকুর হরিদাসের ভজন স্থান, মালাধর বসুর ভিটা ও স্মৃতি সমাধি প্রভৃতি এখানকার বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

শ্রীঈশ্বরপুরী পাদের শ্রীপাট (চৈতন্য ডোবা)—কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান হালিশহর নিকটবর্ত্তী এই স্থান অবস্থিত। ১৪০০ শকাব্দে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপূরীপাদ এই হালিশহর সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁচরাপাড়া হইতে ৮৫ নং বাসে বকুলতলা মোড় নামক স্থানে নামিলে চৈতন্য ডোবা' স্থান দর্শন সুগম হয়। ঈশ্বরপুরীপাদের পিতৃদেব শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্য রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই কারণেই ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার কিছুদিন পর শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বাস করেন। ১৪৩৬ শকাব্দে অকস্মাৎ তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন ঘটিলে শ্রীবাসের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।

দেখিলেন ঈশ্বরপুরী জন্মস্থান॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
তবে আইলেন কুমার হট্ট শ্রীবাস মন্দিরে॥

বর্ত্তমানে তথায় একটি মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয়। নিকটবর্ত্তী ঈশ্বরপুরীপাদের জন্মভিটা হইতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভক্তবৃন্দকে মৃত্তিকা বিতরণ করা হয়। উক্ত পবিত্র স্থানটি-ই "চৈতন্য ডোবা" নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব এইস্থানে এক রাত্রি নৃত্যসংকীর্ত্তনাদি সহ অতিবাহিত করেন এবং পর দিবস প্রাতেঃ সেন শিবানন্দের গৃহে গমন করেন।

সেন শিবানন্দ শ্রীপাট (কাঞ্চনপল্লী) :—'চৈতন্য ডোবা' হইতে এক মাইল দূরে বা কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে দুই মাইল কাঞ্চনপল্লী অধুনা কাঁচরাপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণরাই জীউর শ্রীমন্দির আছে। শ্রীশিবানন্দ সেন তৎপুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস, কবিকর্ণপুর, ধনঞ্জয় পণ্ডিত এবং শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীপাট এখানেই বিরাজিত। ১৪৩৬ শকাব্দে পৌষমাসে শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্ট হইতে কাঞ্চনপল্লী শিবানন্দ নিবাসে আসেন। শ্রীকৃষ্ণরাইজীর সেবাপূজার প্রচলন করেন শ্রীনাথ পণ্ডিত তাঁহারই নির্মিত সুউচ্চ ও বৃহৎ মন্দিরে; পরবর্ত্তিকালে যাহা কবিকর্ণপুর কর্ত্তৃক সেবিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কয়েকদিন এখানে নৃত্যসঙ্কীর্তনাদি করিয়া বিদ্যানগরে মহেশ্বর বিশারদের আলয়ে গমন করিলে বহু ভক্তহৃদয় নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। অতঃপর কুলিয়ায় গিয়া মহাপ্রভু শ্রীগোপাল চাপালের শ্রীবাস চরণে যে অপরাধ ছিল তাহা মুক্ত করেন। শান্তিপুরে শ্রীশচীমাতার চরণে প্রণামান্তে ক্রমশঃ অগ্রদ্বীপ, কালনা, কুমারহট্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বরাহনগর পাটবাড়ীতে আসিয়া শ্রীরঘুনাথকে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট (চাকদহ) :—শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর লাইনে নদীয়া জেলায় অবস্থিত চাকদহ ষ্টেশনের অনতিদূরে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পুরাতন পুষ্পসমাধি ও শ্রীনিতাই গৌরের বিগ্রহ সম্বলিত শ্রীমন্দির রহিয়াছে, যাঁহার সেবা পূজা পরিচালিত হয় বর্ত্তমানে শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের তত্ত্বাবধানে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে এখানে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বহু জন সমাগম হয়।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট (যশোড়া):—চাকদহ হইতে দুই মাইল দূরে বর্তমানে জগন্নাথবাড়ী নামে খ্যাত এবং মায়াপুর চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দ্বারা পরিচালিত এই মন্দিরটি যশোড়া নামক স্থানে বিরাজিত। জগদীশ পণ্ডিত নবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীগৌরহরির বিরহে তিনি নবদ্বীপ, হইতে যশোড়ায় আসেন এবং শ্রীপাট স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহের সেবা স্থাপন করেন।

বীরনগর :—কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেনে বা বাসে বীরনগর যাওয়া যায়, প্রাচীন নাম উল্লা। রেলষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে দ্বাদশ মন্দির রহিয়াছে। শ্রীল কেদারনাথ ভক্তি বিনোদের জন্মস্থান ভিটা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট (শালিগ্রাম ও কালনা) :—শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর লাইনে ধুবুলিয়া নামকস্থান হইতে ১৮ মাইল দূরে মুরাগাছা গোবিন্দ মন্দির। সন্নিকটে মেন লাইনে রাস্তায় ঘাটেশ্বর মোড়ে নামিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দুই মাইল দূরে শালিগ্রাম তথায় গোপাল ভাণ্ডের পুকুর জীর্ণস্থান দেখা যায়। এই স্থানে শ্রীগৌরীদাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিত বাস করিতেন পরে তিনি তথা হইতে কালনায় বাস করেন।

কালনা :—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত কালনা। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সপ্তগ্রাম হইতে কালনায় আসেন এবং সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় গৃহাস্থাশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছায় পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধাদেবীকে অভিলাষ করেন এবং তাহাতে সূর্য্যদাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়ায় পুনরায় পানিহাটী গমন করেন। এদিকে অনন্তদেব (সর্প) বসুধাকে দংশন করেন এবং বসুধা দেবীকে গঙ্গায় ভেলায় ভাসানো হয়। সেই ভেলা ভাসিয়া আসিয়া পানি-হাটীর ঘাটে লাগে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নাম প্রচার কার্য্যে যাইবার কালে উক্ত ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াবলে বসুধাদেবীর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করেন। এই ঘটনা শ্রবণ করিরা সূর্য্যদাস পণ্ডিত নিজ কনিষ্ঠ কন্যা জাহ্নবা দেবীর সহিত বসুধা দেবীকেও স্বেচ্ছায় শ্রীনিত্যা-নন্দকে সম্প্রদান করেন। অতঃ বিধিসম্মত বৈদিক বিবাহলীলা সুসম্পন্ন হইল। এইরূপে বিবাহের পর বসুধা-জাহ্নবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দুইপত্নী

হন। এই স্থানে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবাপূজা করিতেন। একদা মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন —"তোমরা আমাকে চাও না আমার মূর্ত্তিকে চাও?" তাই মূর্ত্তি চলবিগ্রহ হইয়া চলিতে লাগিলেন এবং চলবিগ্রহ মহাপ্রভু অচল বিগ্রহ হইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। অনতিদূরে একটি তিন্তরীবৃক্ষ বিদ্যমান। এক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু কৌতুহল বশতঃ নৌকা বাহিয়া অম্বিকা কালনায় আসেন এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই তিন্তরী বৃক্ষ পাদমূলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত কহয়ে শান্তিপুর গিয়াছিলু।
হরি নদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু।
গঙ্গা পার হৈলু নৌকা বাহিয়ে বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম্ তোমায়। (ভঃ ব)

এখনও সেই বৈঠা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্ত লিখিত গীতা পণ্ডিতের মন্দিরে দর্শন করিতে পারা যায়।

নকুল ব্রহ্মচারী :—ধাত্রীগ্রামের নিকটবর্তী প্যারীগঞ্জ নামক স্থানে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী শ্রীপাট দর্শন হয়।

সৈদাবাদ :—কৃষ্ণনগর হইতে ৮৬ কি মি দূরবর্ত্তী মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া ঘাটের জগদম্বা মন্দিরের কিছুদূরে সৈদাবাদ। কাশিম বাজার হইতে একমাইল দূরে গঙ্গাতীরবর্তী সৈদাবাদে শিবানন্দ ভট্টের কনিষ্ঠ পুত্র হরিদাস ভট্টাচার্য্যের স্থাপিত মোহন রাই বিগ্রহ দর্শনীয়। ১২৪১ বঙ্গাব্দে মনিপুররাজ পুরাতন মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্তমান সেবাইতগণ পালাক্রমে আপন আপন গৃহে বিগ্রহ আনয়ন পূর্ব্বক সেবাপূজা করিয়া থাকেন। সন্নিকটে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের শ্রীপাট দর্শন। ১৫৬৫ শকে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৬৫২তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৈদাবাদ বাসি বিশ্বনাথাখ্য শর্ম্মণ।
চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয় কৃতা টীকা সুবোধিনঃ ॥

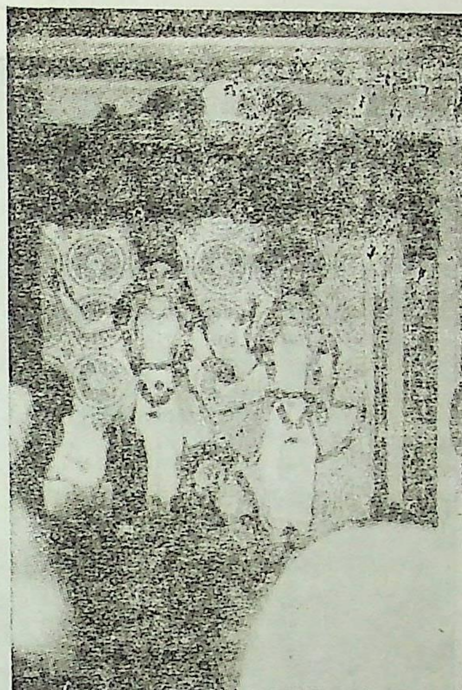
এছাড়া তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকার সহিত আমরা সুপরিচিত।

গাম্ভিলা ঃ- মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী জিয়াগঞ্জের অতীত নাম গাম্ভিলা। বহরমপুর হইতে ১৮ কি মি দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ লইয়া যে নরোত্তম ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারই শিষ্য শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণ রাই' মূর্ত্তি এখানেই বিরাজ করিতেছেন। কোন এক সময়ে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গঙ্গা স্নানের অভিলাষে এখানে আসেন। অকস্মাৎ জ্বরলীলা প্রকাশ করিলেও তিনি গঙ্গাস্নানে গমন করেন এবং মহাপ্রভুর অদর্শন বিরহে দুগ্ধসম পবিত্র জাহ্নবীতে মিলিত হইয়া অন্তর্দ্ধান লীলা সংবরণ করেন।

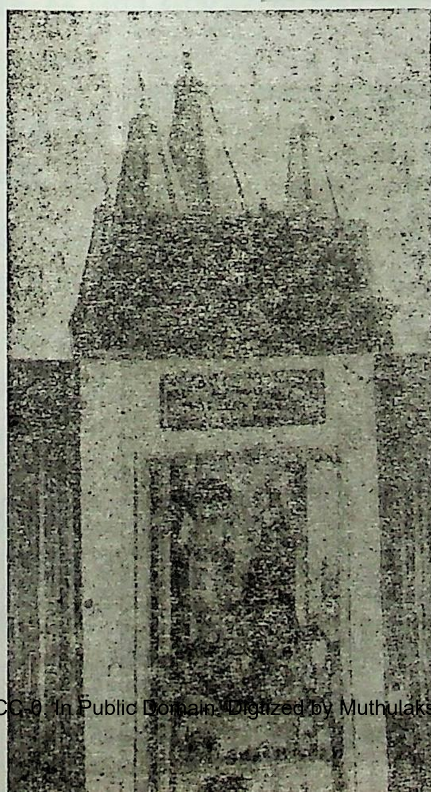
বুধরী (ভগবানগোলা) ঃ—মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর হইতে ২৪ কি মি দূরে বুধরী বর্ত্তমান নাম ভগবানগোলা। বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল দূরে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির যাহা বরাহনগর পাটবাড়ীর নেতৃত্বে পরিচালিত। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজের শ্রীগৌর নিতানন্দ বিগ্রহ এবং শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শ্রীগৌর নিত্যানন্দ বিগ্রহ এইস্থানে অবস্থিত। খেতুরী প্রেমস্থলি হইতে গৌর গোবিন্দ, গৌরগোপাল এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে আনয়ন করিয়া এখানকার শ্রীমন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীগৌরদাস পণ্ডিতের শিষ্য বড় গঙ্গাদাস, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রবি রায় প্রভৃতি ভক্তগণ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেই বসবাস করিতেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বুধরী গ্রামে বড় গঙ্গাদসের সহিত শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা হেমমাতাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং শ্যামরাই সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বৃন্দাবন হইতে আসিয়া শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে কৃপা করেন।

এই মন্দিরে অপূর্ব শ্রীগৌর নিত্যানন্দ দর্শন এবং চিত্র আঁকা আচার্য্য প্রভু তথা দুই কবিরাজের পট বিদ্যমান। শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের আদেশে এই সেবা জীর্ণোদ্ধার হইয়াছে। প্রাচীন ভিটাতে বিশেষ কিছু নাই।

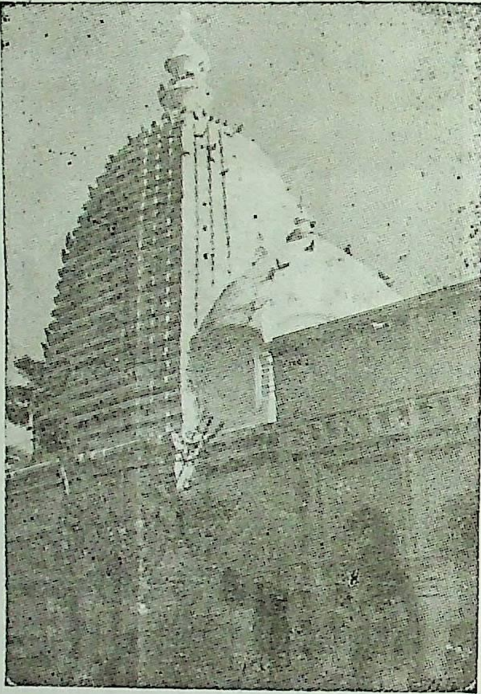
গোবিন্দ কবিরাজ হন খাণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠপুত্র এবং রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি যথা—



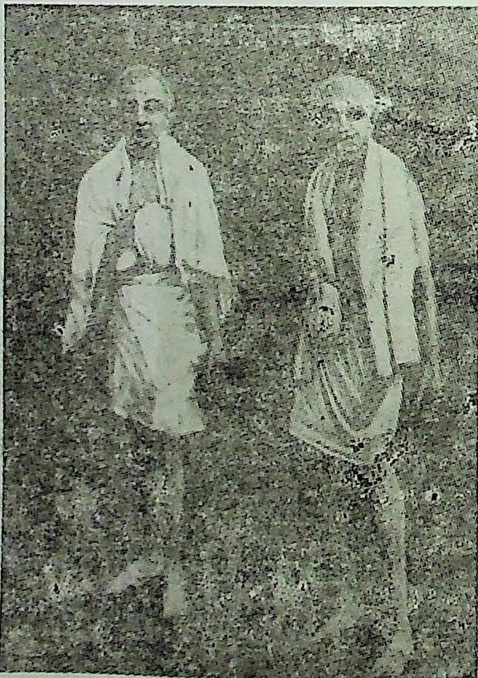
২৮৭ পৃষ্ঠা বুধরী
ভগবানগোলা
শ্রীগৌরনিত্যানন্দ
মন্দির



২৩৪ পৃষ্ঠা
সংস্কৃত কলেজ
নবদ্বীপ
(কলেজ মোড়)
শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা
ব্রজমোহন
মন্দির



২৮২ পৃষ্ঠা
কুলিনগ্রাম মদন-
গোপাল মন্দির



২৮৭ পৃষ্ঠা রূপ সনাতন

কংসারি সেন রাম সেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ পোড়াঘাট হরিবোল কুটীরের পণ্ডিত প্রবর শ্রীল হরিদাস বাবাজী মহারাজ M M পঞ্চতীর্থ মহোদয়ের লিখিত শ্রীশ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ গ্রন্থটীতে ভক্তিরত্নাকর নবম তরঙ্গের কথা উল্লেখ আছে যথা—

আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ষ মাস শেষে।
রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে ॥
গোবিন্দ দুই চারি দিবস রহিলা।
কুমার নগর হৈতে গেলেক তেলিয়া ॥
তেলিয়া বুধরি আদি গ্রামবাসী যত।
সবার আনন্দ যৈছে কে কহিবে কত ॥
তেলিয়া বুধরি গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি।
তেলিয়ার নির্জন স্থানেতে প্রীত অতি ॥

অতএব এই গৌর-পার্ষদের শ্রীবিগ্রহ চিত্তাকর্ষক দর্শনীয় হইয়া বিদ্যমান করিতেছেন।

মালদহ—বহরমপুর হইতে ১৩০ কিমি উত্তরে মহানন্দা নদীর তীরবর্ত্তী সুপ্রাচীন শহর মালদহ ; যেখানে বৃন্দাবনিতলা নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন হয়। অদ্যাবধি উক্ত স্থানে সনাতন ধর্ম্ম সম্মিলনি প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে। পুরা টোলে বিশ্বহিন্দু পরিষদ কর্ত্তৃক সর্ব্ব-সাধারণের বাসস্থান ধর্ম্মশালার সুব্যবস্থা আছে। মালদহে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের লীলাভূমি ছিল বলিয়া স্থানীয় জনগণের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণতা দেখা যায়।

রামকেলি—মালদহ হইতে ১৩ কিমি দূরে অবস্থিত। শ্রীরূপ সনাতন এই স্থানে হোসেন সাহের অমাত্য হইয়া বাস করিতেন এবং নবাব সুলতান হোসেন সাহেব কর্ত্তৃক সাকর মল্লিক দবীর খাস উপাধি প্রাপ্ত হন।

গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজ তার রামকেলি গ্রাম ॥

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥

শ্রীরূপ এবং সনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। শ্রীঅনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য কর্ণাটক হইতে নৈহাটীতে আসেন। তাঁহার পুত্র মুকুন্দ হইতে কুমার দেব যশোহর প্রদেশে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে বাস করেন। তাঁহার পুত্র রূপ, সনাতন এবং বল্লভ। মহাপ্রভু প্রদত্ত বল্লভের অন্য নাম অনুপম তাঁহার পুত্র শ্রীজীব। বর্ত্তমান রামকেলিতে যে মদনমোহন সেবা তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামী পদের প্রতিষ্ঠিত। সন্নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ (শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী পাদের দ্বারা স্থাপিত) রূপসাগর, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান আছে। কিছু দূরে বারদ্বারী তথা গৌড়ের দরবার বিভিন্ন ভগ্নাবশেষ দেখিতে পারা যায়।

যখন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়দেশের তথা বাংলার রাজধানী রামকেলিতে পৌঁছিয়েছিলেন, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। নিকটস্থ হিন্দুগণ মনে করিলেন বাদশা হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী এবং বিদ্বেষী, কাজেই তিনি যেন আমাদের উপর বিরূপভাব পোষণ না করেন। অতএব মহাপ্রভুর অন্যত্র যাওয়াই ছিল তাহাদের তৎকালীন কাম্য। ইতিমধ্যে বাদশা কেশব খান মহাপ্রভুর অনবদ্য কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া হিন্দুর বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনে আসেন। দবীর খাস অর্থাৎ শ্রীরূপ সন্নিকটে সন্ন্যাসীর পরিচয় পাইয়া তিনি মহাপ্রভূকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইলেন।

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতনকে অনেক গোপনীয় উপদেশ প্রদান করেন। মহাপ্রভুর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্রীরূপ সনাতনের পদত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাইবার অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া হোসেন শাহ রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সনাতনকে বন্দী করিলেন। নবাব কলিঙ্গ যুদ্ধে গমন করিলে শ্রীসনাতন কারারক্ষীকে সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ দান করিয়া প্রাতঃকালে গঙ্গা স্নানের অজুহাতে সাঁতার কাটিয়া গঙ্গার অপর তীরে উপনীত হন। এবং ছদ্মবেশে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে সঙ্গী ছিলেন সেবক ঈশান দাস, যাঁহার সঙ্গে ছিল আটটি স্বর্ণ মুদ্রা উদ্দেশ্য পাথেয় ব্যয় নির্ব্বাহ। বিহারের পাতড়া পর্ব্বত অতিক্রম করিবার কালে জনৈক ভুঁইয়া

সনাতন গোস্বামীকে সাদরে নিজ আলয়ে রাত্রি যাপনের জন্য আহ্বান করেন। জ্যোতিষি গণণার মাধ্যমে ভূঁইয়া অবগত হন যে আগন্তুকদ্বয়ের নিকট ৮টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। তাই অযাচিত এই আপ্যায়ণকে বুদ্ধিমান সনাতন সন্দেহের চোখে দেখেন এবং সঙ্গী ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে তাঁহার নিকট স্বর্ণমুদ্রা আছে। তখন তিমি ভৃত্যকে উক্ত মুদ্রাগুলি দিয়া দিবার জন্য বলিলেন। ভূঁইয়া প্রথমে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সনাতন বলিলেন—"আপনি এই মুদ্রা সাতটি গ্রহণ করুন অন্যথায় পথে দস্যুগণ কর্তৃক আমরা নিহত হইব।" তখন ভূঁইয়া প্রকৃত তথ্য ব্যক্ত করিয়া কহিল—"তোমরা যাচিয়া মুদ্রা দিলে বলিয়া প্রাণে বাঁচিয়া গেলে, নতুবা তোমাদিগকে হত্যা করিয়া উহা গ্রহণ করা হইত। কারণ আমরা জ্যোতিষি গণনা করিয়া তোমাদের সঙ্গে রাখা মুদ্রাগুলির কথা জানিয়াই তোমাদিগকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় আপ্যায়নাদি করিয়াছি।"

'পাতড়া' পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সনাতন চলিলেন বৃন্দাবনের দিকে; সঙ্গী সেবককে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার সঙ্গে আরও একটি স্বর্ণমুদ্রা আছে. তখন তিনি ঈশান নামক উক্ত সেবককে ঐ স্বর্ণমুদ্রাসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন এবং একাকীই কাশীর দিকে রওনা হইলেন। মুসলমান দরবেশের ছদ্মবেশে তিনি কাশীতে আসেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে মাসদ্বয় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

কুমারদেবের কনিষ্ঠ পুত্র বল্লভ যিনি মহাপ্রভু কর্তৃক অনুপম নামে ভূষিত হন তাঁহারই পুত্র শ্রীজীব ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে রামকেলিতে আবির্ভূত হন। ১০৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করেন এবং শ্রীনিবাসাচার্য্য. শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভু দ্বারা উক্ত গ্রন্থ প্রকাশনার ভার অর্পিত হয়। পৌষের শুক্লা তৃতীয়াতে শ্রীবৃন্দাবনে তিনি তিরোধান লীলা সম্বরন করেন।

কানাই নাটশালা—

"প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকলে তাহা কৃষ্ণ চরিত্র লীলা॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে "কানাইর নাটশালায়"

আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কানাই বিগ্রহ দর্শনান্তে বৃন্দাবন গমন না করিয়া গৌড়দেশে ফিরিয়া আসেন। সঙ্গে বহু ভক্ত থাকায়—

"যার সঙ্গে থাকে লোক লক্ষকোটি।
এ নহে বৃন্দাবন যাইবার পরিপাটী॥
এখন না যাইবা দ্বিজমণি।
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনি॥

শ্রীমন্মহা প্রভু কানাই নাটশালা হইতে গৌরদেশে বিদ্যানগর হইয়া পুরী চলিয়া যান। পুরী হইতে ঝারিখণ্ড দিয়া কাশী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবন হইতে কাশী প্রত্যাবর্ত্তনকালে সনাতনকে শিক্ষা প্রদান করেন।

মালদহ হইতে বাসে মাণিক চক ঘাটে নামিয়া তথা হইতে টাঙ্গাতে দুই মাইল যাওয়ার পর ষ্টিমার ঘাটে পার হইয়া অপর পার্শ্বে রাজমহল। তথা হইতে ৫ মাইল দূরে কানাই নাটশালা যাওয়া যায়। মালদহ হইতে ফারাক্কা সেতু হইয়া দিগা মোড় থেকে অথবা কলিকাতা হইতে বারহাওড়া জংশন হইয়া তালঝরি রাজমহল থেকেও "কানাই নাটশালা" দর্শন করা চলে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব—

জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাহা হইতে পাইলু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

বীরভূম জেলার একচক্রা গর্ভবাস অর্থাৎ বীরচন্দ্রপুর গ্রামে ১৩৯৬ শকাব্দে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। পিতা ছিলেন হারাই পণ্ডিত, মাতা পদ্মা দেবী। দ্বাপরের বলরামই কলিতে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হন।

অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ দুইজন।
দুইজন লইয়া প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥

১৪০৭ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন; তখন শ্রীনিত্যানন্দ এক ভীষণ হুঙ্কারে গর্জন করেন বলিয়া লৌকিক প্রবাদ আছে। পাণ্ডবগণ গুপ্ত বনবাসের সময় কোন এক মুহূর্ত্তে এই গ্রামে বসবাস করেন; আজও 'পাণ্ডবতলা' নামক জীর্ণ ভগ্নাবশেষ তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পাঁচ মাইল দূরবর্তী প্রভুর কুণ্ডলী দমন লীলা সম্বলিত স্থান কুণ্ডলীতলা। ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীহারাই পণ্ডিতের গৃহে আসেন এবং

শিষ্যস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গী লইয়া বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। যখন নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ পর্য্যটনে ছিলেন তখনই তাঁহার পিতা মাতা পরলোক গমন করেন। বৃন্দাবন পরিভ্রমণকালে নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাপর যুগের কথা মনে পড়ে; আরও মনে পড়ে কনিষ্ঠ ভাই কানাইয়ের কথা। তাই কানাই-কানাই করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। বহু তীর্থ পর্য্যটনান্তে অবশেষে আসেন নবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে। সেই সময় মহাপ্রভু রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন এবং পরে ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—

আজ আমি অপরূপ দেখিলু স্বপনে।
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার॥
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার॥
নীলাম্বর পরিধান নীলবস্ত্র মাথে॥
হাসিয়া আমারে বোলে এই ভাই হয়।
তোমার আমার কালি হবে পরিচয়॥
প্রেম প্রচার আর পাষণ্ড দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে নাম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হ'ন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ভার্গবী নদী তীরে তিনি প্রভুর দণ্ডভঙ্গ করেন এবং পরে গৌরদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে বসুধা জাহ্নবা দেবীদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন।

একদিন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সনে।
নীলাচলে যেই যুক্তি করিলা নির্জনে॥
তুমি যাও গৌরদেশে করহ সংসার।
তবে এসব লোকের হইবে নিস্তার॥

উল্লিখিত কারণেই একদা প্রভু নিত্যানন্দ অম্বিকা কালনায় উপস্থিত হইয়া সূর্য্য দাস পণ্ডিতকে বলিলেন—

"প্রভু বলে আইলাম্ তোমার কাছে আমি।
বিবাহ করিব আমি কন্যা দেহ তুমি।"

লৌকিক ব্যবহারে সূর্য্য দাস পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দকে প্রথমে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। অতঃপর সর্প দংশনে মৃতা বসুধাকে যখন প্রভু নিত্যানন্দ পাণিহাটীতে তাঁহার আলৌকিক শক্তি বলে পুনরুজ্জীবিতা করেন; তখন সূর্য্য দাস বসুধা ও কনিষ্ঠা জাহ্নবা উভয়কেই প্রভু নিত্যানন্দের হস্তে স্বেচ্ছায় সম্প্রদান করেন। অতঃপর বসুধা গর্ভে শ্রীবীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই বীরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত খরদহের শ্রীপাট এখনও বিদ্যমান।

ব্রজলীলায় রোহিনী গর্ভে বলরামই, গৌরলীলায় পদ্মাবতী গর্ভে শ্রীনিত্যানন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৬৪ শকাব্দে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে একচক্রা গ্রামে শ্রীবঙ্কিম দেবের সন্নিকটে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অন্তর্দ্ধান হ'ন।

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সেই ভজুক নিতাই চাঁন্দেরে॥

শ্রীজয়দেব

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়।
কুরু কুশলং প্রণতেষু জয় জয় দেব হরে॥

বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে মহা কবি, পরম ভক্ত, পরম প্রেমিক জয়দেবের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন ভোজদেব মাতা রমা দেবী। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ। প্রত্যহ ১৮ মাইল হাঁটিয়া জয়দেব গঙ্গাস্নান করিতেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর মূল উৎস সংস্কৃত গীতি কাব্য তাঁহারই রচনা। উক্ত গ্রন্থের অভ্যন্তরস্থ কোন অংশে ছন্দ মিলের কিছু অসুবিধা দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন 'স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' ইহা লিখিয়া চিন্তান্বিত জয়দেব গেলেন গঙ্গা স্নানে। এমন সময় স্বয়ং গোবিন্দ জয়দেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথায় আসিয়া লিখিয়া যান "দেহি পদ পল্লব মুদারম্।" স্নানান্তে জয়দেব স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত সংবাদ জ্ঞাতান্তে পদ্মাবতীকে বলেন – "তুমিই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী কারণ তুমি স্বয়ং গোবিন্দের সেবা করিতে পারিয়াছ।" শ্রীজয়দেবের রচিত কাব্যাদি অত্যন্ত সুললিত ও চিত্তাকর্ষক।

প্রায় ১২০০ খৃঃ তাঁহার গীত গোবিন্দ রচিত হয়। আজও সেই "গীত গোবিন্দ" সর্ব্বত্র সমাদৃত। এক সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রন্থখানি শ্রবণ করিয়া ভাববিহ্বল হইয়া পড়েন। জয়দেবের শ্রীপাটে একটি বিরাট প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে।

নিকটেই নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, অজয় নদীর তীর্থবর্তী কুশেশ্বর মহাদেব এবং সিদ্বাসন ঘাট ইত্যাদি দর্শনীয়। এছাড়া এখানে অনেক বাউলের আখড়া দেখা যায়। সিউড়ি হইতে জয়দেব কেন্দুবিল্ব যাওয়া যায়।

বক্রেশ্বর—পুরাণ বর্ণিত ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম পীঠস্থান। পঞ্চদশ শতকে বক্রেশ্বর ছিল দর্শনীয় স্থান। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এখানে এসেছিলেন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই শৈব ও শাক্ত তন্ত্র সাধনার জন্য স্থানটি প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠ্য সাধন ক্ষেত্র। অষ্টাবক্র শিব দর্শনীয়।

বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর অবস্থিত। খড়্গপুর মেদিনীপুর হইয়া বিষ্ণুপুরে যাওয়া যায় (বর্দ্ধমান হইতে বাসেও যাওয়া যায়। বৃন্দাবনে গোস্বামী গ্রন্থ লেখা শেষ হইলে উহা বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য শকটে ভর্ত্তি করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও নরোত্তম ঠাকুর তিনজনে আসিবার কালে পথে বন বিষ্ণুপুর নামক স্থানে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'ন। মহারত্ন জ্ঞানে দস্যুগণ গ্রন্থগুলি অপহরণ করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত তিনজনের মনের অবস্থা যে কিরূপ হয় তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

নরোত্তম কহে আমি প্রাণ তিয়াগিব।
শ্যামানন্দ কহে এই অনলে পশিব॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হইল যাহা।
কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা॥

গ্রন্থ অপহরণের কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে জনৈক ব্যক্তি শ্রীনিবাসাচার্য্যকে বলিলেন—

'বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রন্থ যাহ রাজস্থানে।" এই প্রকার শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতঃ শ্রীনিবাসাচার্য্য বীর

হাম্বীরকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করেন। দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত গ্রন্থসমূহ রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেগুলি রাজা হাম্বীর সমীপে আনীত হয়। রাজা গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু অবগতির জন্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেন এবং হৃত গ্রন্থসমূহ পুনরুদ্ধারে সমর্থ হ'ন। এখনও বিষ্ণুপুরের গোস্বামীপাড়ায় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ দর্শনীয় হইয়া রহিয়াছেন। এখানে আরও অনেক দর্শনীয় বস্তু বিদ্যমান। এই শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সন্নিকটস্থ চাকুন্দী গ্রামে।

চাকুন্দি নামে গ্রাম সুরধনির তীরে।
তথাহি জন্মিলা বিপ্র চৈতন্যের ঘরে॥ (ভব)

— —

আসাম প্রদেশ

কামাখ্যা দেবীর মন্দির—আসাম রাজ্যের গৌহাটী হইতে সাত মাইল দূরে পশ্চিমে পাহাড়ের উপর এই মন্দির। দক্ষযজ্ঞের সময় সতীদেহের ছিন্ন অংশগুলি যে ৫১টি জায়গায় পড়ে তন্মধ্যে এটি একটি। এখানে দেবীর যোনিপীঠ অবস্থিত এখনও অম্বুবাচী তিথিতে এইস্থানে রজবস্ত্র প্রত্যক্ষ হয় নামান্তরে ইনিই দেবী। গৌহাটী শহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দর্শনীয়।

বশিষ্ঠাশ্রম—গৌহাটী হইতে সাত মাইল দক্ষিণে প্রাচীন আশ্রম, ঋষি বশিষ্ঠের তপস্যাস্থল।

অশ্বক্রান্ত—এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অশ্বের পদচিহ্ন দেখা যায়।

উমানন্দ মহাদেব—ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহমধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

হয়গ্রীবমাধব—গৌহাটী হইতে ১৮ মাইল হাজ নামক স্থানে দর্শনীয় স্থান।

মহাভৈরব—বাণরাজার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির। যখন বাণরাজ

অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করেন তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এখানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পরশুরাম কুণ্ড (ব্রহ্মকুণ্ড)—তিনসুকিয়া হইতে শাদিয়া হইয়া তেজু হইতে এখানে যাওয়া যায়। পৌষ সংক্রান্তির মেলার উৎসব হয় একমাস—এই সময় ছাড়া অন্য সময় এখানে যাওয়া যায় না।

প্রাক্ জ্যোতিষপুর গৌহাটী—এখানে নরকাসুরের পুরী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া ১৬ হাজার ১০১ জন কন্যাকে বন্দী দশা হইতে মুক্ত করেন এবং দ্বারকায় লইয়া যান।

দার্জিলিং—পার্বত্য শহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। নিকটস্থ পর্বত চুড়াগুলি প্রায় সকল সময়েই বরফাচ্ছাদিত থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও গৌরীশৃঙ্গ এখান থেকে দেখা যায়। টাইগার হিলের সূর্য্যোদয় দৃশ্য এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। তুর্জয়লিঙ্গ মহাদেবের অবস্থান হেতু স্থানীয় নাম দার্জিলিং। নেপালীরা দার্জিলিং শব্দের দ্বারা দেবতার তুয়ার বুঝাইয়া থাকেন। শিয়ালদহ হইতে দার্জিলিং মেলে এখানে যাওয়া যায়। নিকটস্থ কালিম্পং ও কার্শিয়াং প্রভৃতি শহরগুলিও খুবই মনোরম।

পাটনা—বিহারের রাজধানী পাটনা পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল পাটলীপুত্র গঙ্গাতীরে বিদ্যমান। এখানে থাকার জন্য অনেক হোটেল আছে। আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। হর মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি। পাটনা হইতে মুকামা ষ্টেশন হইয়া বিহার দারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া যায়। দারভঙ্গা হইতেও জনকপুরী যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে ৩১৭ কিঃমিঃ দূরে জসিডি ষ্টেশনে নামিয়া ছোট লাইনে বৈদ্যনাথ ধাম যাওয়া যায় এর আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। জসিডি হইতে ৬ কিঃমিঃ দূরে দেওঘর।

তারকেশ্বর -পশ্চিমবাংলার প্রসিদ্ধ শিবালয়, বহু লোক পায় হাঁটিয়া গঙ্গাজল চড়াইবার জন্য গমন করেন; কলিকাতা হইতে সোজা ট্রেনেতে যাওয়া যায়।

ত্রিপুরাসুন্দরী দর্শন—ত্রিপুরা একটী স্বাধীন রাজ্য। ইহার রাজধানী আগরতলা, কলিকাতা হইতে প্লেনে আগরতলা যাইবার একমাত্র সুবিধা হয়।

ত্রিপুরার উদয়পুর হইতে অনতিদূরে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ৫১ পীঠের মধ্যে দেবীর একটী পীঠ, সতীর ডান পদ এখানে পড়েছিল। এই নামের জন্য রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হইয়াছে।

জগন্নাথ বাড়ী—আগরতলাতে।

চতুর্দ্দশ দেবতা বাড়ী—গোলা বাজার হইতে ১ নং বাসে খয়েরপুরে নেমে ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ দেবতা বাড়ী দর্শন হয়।

মণিপুর গোবিন্দ মন্দির—ভারত এবং জয়বাংলা সীমান্তে এই রাজ্যটী বিদ্যমান। ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, উত্তরে নাগাল্যাণ্ড প্রদেশ এবং পশ্চিমে আসাম প্রদেশ, দক্ষিণ দিকে মিজোরাম প্রদেশ। শিলচরে প্লেনে নামিয়া এই সমস্ত স্থানে যাওয়া যায়। গাড়ীতে গেলে প্রায় তিন দিন লাগিয়া যাইবে। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল ইহা প্রায় ১০৫ মিটার উঁচুতে। মণিপুরের সঙ্গীত, নৃত্য সারা পৃথিবীর প্রসিদ্ধ। এখানে দর্শনীয় স্থান শ্রীগোবিন্দ মন্দির, ইহা রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে বিদ্যমান অত্যন্ত মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক।

কোহিমা—নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমা এই স্থানে নাগা নৃত্য প্রসিদ্ধ। ডিমাপুরে প্লেনে নামিয়া নাগাল্যাণ্ড যাওয়া যায়। গৌহাটী হইতে শিবসাগর অথবা জোড়হাট হইতে শিবসাগর হইয়া ডিমাপুর, কোহিমা, নাগাল্যাণ্ড হইয়া মণিপুর ইম্ফল যাওয়া যায়।

জয়সাগর মন্দির—নওগাঁ হইতে ১২০ কিঃ মিঃ দূরে গৌহাটী তথা হইতে কাজিরাঙ্গা যাইয়া ৯০ কিঃমিঃ দূরে জোড়হাট সেখান হইতে শিবসাগর যাইয়া ৪ মাইল দূরে জয়সাগর মন্দির।

শ্রীকাঁচাকান্তি মন্দির—শিলচর থেকে ১৭ কিঃমিঃ দূরে এই মন্দিরটী বিদ্যমান। কাছার জেলার অন্তর্গত শিলচর কলিকাতা হইতে শিলচর যাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বর মন্দির—ইহা শিলচর হইতে ৩৭ কিঃমিঃ দূরে।

শ্যামসুন্দর মন্দির—শিলচরে বিদ্যমান।

রাধা মাধবের আখড়া—বিলপাড়। করিমগঞ্জের মদনমোহন মন্দির।

অরুণাচল—এই প্রদেশে পরশুরাম কুণ্ড। পরশুরাম পিতার আদেশে মাতাকে হত্যা করিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। এই কারণে মকর সংক্রান্তিতে এই স্থানে মেলা হয়।

মেঘালয়—মেঘালয়ের প্রধান শিলং। ইহা শিলচর হইতে ২৪০ কিঃমিঃ দূরে বিদ্যমান।

ব্রহ্মপুত্র—ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা গর্ভ সম্ভুত পাপং লোহিত্য মে হর॥

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জের নিকট লাঙ্গলবন্দ গ্রামে ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে বিরাট মেলা হয়।

এই নদ 'মানস-সরোবর' হইতে প্রবাহিত হইয়া অরুণাচল প্রদেশের মধ্য দিয়া আসাম ব্রহ্মকুণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। যখন পরশুরাম পিতা জমদগ্নির আদেশে মাতৃহত্যা পাপ স্খালনের জন্য সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছিয়াছিলেন তখন পর্য্যন্ত তাঁহার হস্ত হইতে কুঠার নিপতিত হয় নাই কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করার পর কুঠার নিপতিত হইল; তাহাতে তিনি জ্ঞাত হইলেন এখন আমার পাপ ক্ষয় হইল তাই ব্রহ্মকুণ্ডকে মহাতীর্থ মনে করিয়া খাল কাটিয়া আনয়ন করিলেন। রাস্তাতে পরশুরাম নদীতীরে সন্ধ্যাহ্নিক করিলেন এই অবসরে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পদ্মা নদী পরস্পর সঙ্গম হইয়া যায়।

তাহাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন তোমাতে স্নান করিলে নিষ্ফল হইবে; পুনঃ ব্রহ্মপুত্র মুনির চরণে ক্ষমা যাচ্ঞা করায় তিনি বলিলেন চৈত্র শুক্ল অশোকাষ্টমীর দিন কেবল মহাতীর্থ হইবে সেই জন্য প্রতি বৎসর ঐদিন সকলে ব্রহ্মপুত্র স্নান করিয়া থাকেন। ইহার তীরে গোয়ালপাড়া জেলায় বাগড়ি বাড়িতে জাগ্রত মহামায়া মন্দির বিদ্যমান।

"বাংলাদেশ"

বর্ত্তমান বাংলাদেশ ভারত হইতে পৃথক হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-বৃন্দের পূর্ব্বপুরুষ তথায় বাস করিয়াছিলেন এই কারণে সেই দেশের শ্রেষ্ঠত্ব

আছে মনে করি। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরী বুড়ি গঙ্গা নদী তীরে রমণীয় নগরী সকলের দৃষ্টি আকর্ষক। তথায় নবাবের পুরাতন কীর্ত্তি এবং নারান্দাতে শ্রীমাধ্যগৌড়ীয় মঠ, ঢাকেশ্বরী বালিহাটীতে গদাই গৌরাঙ্গ মঠ, ৬১ নং তেজকর্নি পাড়াতে ইসকন্দের শ্রীচৈতন্য কালচার সোসাইটি, সূত্রাপুরে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বিহারীলাল জীউ মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, সোনাগা ঐতিহাসিক স্থান, বিক্রমপুরে আড়িআলতে শ্রীযশোমাধবের পুরাতন মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান আছে। বর্ত্তমান শ্রীযশোমাধব নবদ্বীপে বোবাজার বাসুদেব অঙ্গনে আছেন।

শ্রীহট্ট – শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ পরগণায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃভূমি অবস্থিত। এই স্থানটী শ্রীহট্ট শহর হইতে ১৫ মাইল দূরে বিদ্যমান।

শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদগুণ প্রধান॥

চৈ, চ, আ-১৩-৫৬

সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্তঋষিশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥

চৈ, চ, আ, ৫৭

জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্য নাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥

চৈ, চ. আ. ৫৮

শ্রীপাদ জিত মিশ্রের চার পুত্র শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র, রঙ্গদ মিশ্র, কীর্ত্তিদ মিশ্র, কৃত্তিবাস মিশ্র। উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্র মধ্যে অন্যতম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ এবং কনিষ্ঠ বিশ্বম্ভর (শ্রীগৌরাঙ্গ)।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য নবদ্বীপে আসেন। ১৪০৭ শকাব্দ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু (নিমাইর) নবদ্বীপে আবির্ভাব হন। ১৪১৮ শকাব্দ ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। প্রথম বিবাহ ১৪২৩ শকাব্দ ১৫০১ খৃষ্টাব্দ, পত্নী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার তিরোভাব ১৪২৪ শকাব্দে দ্বিতীয় বিবাহ ১৪২৭ শকাব্দ ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ নবদ্বীপে সনাতন মিশ্রের পুত্র শ্রীযাদবরায় কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে হয়। শ্রীযাদবরায়ের

পুত্র শ্রীমাধবাচার্য্য ইনার বংশধরগণ বর্ত্তমান নবদ্বীপে শ্রীধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উত্তরাধিকারী হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা ১৪২৭ শকাব্দ ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে চান্দকাজি উদ্ধার ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে করেন।

একদিন মহাপ্রভু নিমাইর পিতামহী শ্রীশোভাদেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু (বিশ্বম্ভর) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তাই অন্তর্য্যামি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪৩১ শকাব্দ মাঘ মাস পূর্ণিমাতে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরে তথায় গিয়াছিলেন তখন মাতামহী বলিলেন আমার দৃষ্টিহীন সময়ে আসিলে আমি ত তোমায় ভালরূপে দেখিতে পারিতেছিনা। ইহার পূর্ব্বেও একবার মহাপ্রভু নিমাই ছাত্র অধ্যয়ন কার্য্যে পদ্মা নদীতীরে ১৪২৪ শকাব্দে ১৫০২ খৃষ্টাব্দে গিয়াছিলেন। আরও মতান্তরে লৌকিক প্রবাদ এই যে মাতা শ্রীশচীদেবীর জন্ম শ্রীহট্টেই হইয়াছিল পরে তিনি নবদ্বীপে এসে সীমন্তদ্বীপে বেলপুকুরে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ধাম বাস করেন। ইনাদের পিতৃ পূজিত বিগ্রহ বর্ত্তমান শিলচরে শ্রীকোণায় সেবিত হইতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম শ্রীহট্টের লাউরে ছিল ইনি তপস্যা দ্বারা তথায় গঙ্গাকে প্রকট করার জন্য পানা তীর্থের সৃষ্টি হয়। প্রতিবর্ষ তথা বারুনী মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিন একটী স্নানের যোগ হইয়া থাকে। অসংখ্য নরনারী এইস্থানে স্নান করিয়া থাকেন। অশোকাষ্টমী দিন চৈত্র মাসে ঢাকা জিলায় নারায়ণগঞ্জ নিকটে লঙ্গলকদ গ্রামে ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে বিরাট মেলা হয়।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক পূজিত॥
ভবরেখা নাশে বৈদ্য মুরারী নাম যার।
শ্রীহট্টে এই সব বৈষ্ণবের অবতার॥

শ্রীসেন শিবানন্দ শ্রীরঘুনাথ শিরোমণি, শ্রীতপন মিশ্র প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদদের বাসস্থান পূর্বে শ্রীহট্টে ছিল, পরে ইনারা নবদ্বীপে আসেন।

শ্রীহট্ট শহরের দক্ষিণে দেবীধামের অন্যতম পীঠ সুর্মা নদীর তীরে অবস্থিত বর্ত্তমান সর্বনন্দ ভৈরবী মহালক্ষ্মী পীঠ নামে খ্যাত। যখন দক্ষযজ্ঞ

সময়ে সতীর দেহকে দেবতাগণ ৫১ খণ্ড করিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন তখন সতীর গ্রীবা এই শ্রীহট্টে পতিত হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের শাহজালালের দরগা মুসলমান ভক্তবৃন্দের নিকটে সুপরিচিত। আজও বহুধর্মপ্রাণ মুসলমান ঐ স্থানে যান ও শাহজালালের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান।

চট্টগ্রা—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।

চৈতন্য বহলব দণ্ড বাসুদেব নাম॥
চটিগ্রামে হৈল ইহা সবার প্রকাশ।
বুড়নে হৈলা অবতীর্ণ হরিদাস॥

বানেশ্বর পুত্র শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—চট্টগ্রামের ৬ ক্রোশ উত্তরে হাটজারি নামক থানার এক ক্রোশ দূরে মেখলা গ্রাম জলপথে অন্নপূর্ণা ঘাট হইতে দুই মাইল দূরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট বিরাট মন্দির। বর্ত্তমান ইসকন দ্বারা সেবা পরিচালিত।

পটিয়া থানার ছনহার গ্রামে বাসুদেব দত্তের জন্ম, মেখলা হইতে ১০ ক্রোশ দূরে বিদ্যমান কিন্তু তাঁহার ভাই মুকুন্দ দত্তের বাসস্থান চট্টগ্রামে, চন্দ্রনাথ মন্দির ও সীতাকুণ্ড ইত্যাদি আছে।

যশোহর—'বুড়নে হৈলা অবতীর্ণ হরিদাস' বর্ত্তমান খুলনা থানায় সাতখিরা মহকুমায় বিদ্যমান। এইস্থানে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর মুসলমান কুলকে উদ্ধার করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন পরে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্গত হইয়া হিন্দুধর্ম নাম প্রচার কার্য্য করেন। এইস্থান হইতে কিছু দূরে বেনাপুল সন্নিকটে ইসকনদের নব মন্দির বিদ্যমান। বোধখানতে ঠাকুর কানাইর নূপুর পড়েছিল। তালখড়িতে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পাদের জন্মস্থান, ১৬ বিঘা জমির উপরে শ্রীপাট বিদ্যমান। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর তিনার শ্রীপাট মহেশপুরে বিদ্যমান বর্ত্তমানে বহু ধার্মিক হিন্দু মুসলমান ভক্ত এই বাংলাদেশে বাস করিতেছেন এই কারণে দেশের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবদনা—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ড পথে গঙ্গা তীর দিয়া ১৪৩৭ শকাব্দে আশ্বিন মাসে বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে কাশীতে চন্দ্রশেখর গৃহে অবস্থান এবং মণি-কর্ণিকা ঘাটে স্নান করার সময়ে তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি মহাপ্রভুকে বিশ্বনাথ এবং বিন্দুমাধব দর্শনান্তে স্বগৃহে আনয়ন করতঃ ভিক্ষা গ্রহণ করান। অতঃপর মহাপ্রভু কাশী হইতে প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি যখন কাশীতে পুনরাগমন করেন তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিন্দা সমালোচনা করিয়া বলেন—"বেদান্ত চর্চ্চা ছাড়িয়া নাম কীর্ত্তনসহ নৃত্য করিতেছেন এ আবার কেমনতর সন্ন্যাসী?" তাই তিনি নিমন্ত্রণের ছল করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দ্বারা বেদান্ত সভায় আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সারা দিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবোচিত (তৃণাদপি সুনীচেন ধর্ম্মে) বিনয়তা দর্শনপূর্বক সন্ন্যাসীগণের পদ ধৌতস্থানে বসিলে, প্রকাশানন্দ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সভাভ্যন্তরে আসন গ্রহণ করাইলেন এবং প্রশ্ন করেন "কেন মহাপ্রভু ঐরূপ নৃত্য কীর্ত্তনাদি কার্য্য করিতেছেন।"

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম॥

উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন—"আমার" গুরু মোরে মূর্খ দেখিয়া করিল শাসন। মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। তুমি কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।

কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিলে পাগল॥

আমিও সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে এই প্রকার পাগল হইয়া কীর্ত্তন করিতেছি।" তৎপরবর্ত্তীকালে পরমতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বাদি আলোচনার মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন—শঙ্করাচার্য্য ভগবদাদেশে তৎসময়োচিত আসুরিক প্রকৃতির মনমোহনের জন্যই বেদান্তের ঐরূপ মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক সূত্রের অর্থ এই প্রকার। বলিয়া তিনি নিজে অতঃপর শ্রীমহাপ্রভুর মতবাদ শ্রবণান্তে প্রকাশানন্দজী বলিলেন "সূত্রকার অর্থ যথার্থ, কিন্তু ভাষ্যকারগণ স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্য তদনুকূলে ভাষ্য করিয়াছেন" এবং তিনি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তৎপরবর্ত্তীকালে একদা শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বহু ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছিলেন তখন প্রকাশানন্দ তদ্দর্শনে অভিভূত হ'ন এবং প্রভুর কৃপালাভ করেন। প্রকাশানন্দই পরবর্ত্তীতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবোধানন্দ নামে অভিহিত হইয়া এবং তাঁহারই কৃপাদেশে আদৃষ্ট হইয়া 'চৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্' 'বৃন্দাবন মহিমামৃতম্', 'রাধারস সুধানিধি', 'সঙ্গীত মাধব' ইত্যাদি গ্রন্থামৃত সকল রচনা করেন। শ্রবণ প্রতি পদাদিনে তিনি বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হ'ন। বৃন্দাবনের কালিয়াদহে প্রবোধানন্দের সমাধি মন্দির বিদ্যমান।

সনাতনশিক্ষা—বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের মিলন হয় এবং তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহাতে ছাড়য়ে॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥
সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্তে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে কৃষ্ণ প্রীত্যকুর॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥

শ্রীরূপশিক্ষা — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার কালে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে "সাধ্য সাধনতত্ত্ব" সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন। নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপন।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করেন সেচন॥
প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তি রসের লক্ষণ॥
সূত্ররূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যদি তার মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তাহা প্রেম নাম কয়॥
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।

এই বলিয়া—এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিলা॥

ঐ সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু বেণীমাধব দর্শনে যাইলে তথায় শ্রীবল্লভাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব-গৃহে আনয়ন করিয়া, প্রভুরই সেবক বলভদ্র ভট্ট দ্বারা রন্ধনাদি করাইয়া সেবা অর্পণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিবার পূর্ব্বে এবং পরে পুরীতে গমন করেন। তৎপরবর্ত্তীতে যখন কানাই-নাটশালা হইতে গৌড়-দেশের বিদ্যানগর হইয়া পুনরায় পুরী গমন করেন, সেই সময় ১৪৩৭ শকাব্দে আশ্বিন মাসে ঝাড়িখণ্ড পথ ধরিয়া কাশী প্রয়াগ হইয়া মথুরায় পোঁছিলেন।

মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থান কেশব দেখি করিলা প্রণাম॥

তথায় ভাবাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে উঠাইয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট তনয় শ্রীবিঠলেশ্বরের ঘরে আনয়ন করিলে তথায় একমাস বসবাস করেন।

যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥

দ্বাদশবন ভ্রমণান্তে মধু বৃন্দাবনে ফিরিয়া 'চৈতন্য বট' নামক স্থানে প্রভু বিশ্রাম করিলেন; তথা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন নিকুঞ্জবন, সেবাকুঞ্জ সন্নিকটে ইমলিতলায় অবস্থান করেন। সেই স্মৃতি স্মরণে অদ্যাবধি বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর আগমন উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া চলিতেছে।

গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হইল দণ্ডবৎ।
একশিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥

কালচক্রের আবর্ত্তনে শ্রীরাধাকুণ্ড ধান্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল; মহাপ্রভু তাহা প্রকট করেন এবং কুণ্ডমৃত্তিকা লইয়া তিলক অঙ্কিত করিলেন।

"নয়নে দেখিব তোমার চাঁন্দ বদন।
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।"

১৪৪৩ শকাব্দে ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশীর প্রাতে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সিদ্ধ বকুলতলায় উপস্থিত হইলে হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাতুল চরণে মস্তক রাখিয়া অপ্রকট হইলেন। সভক্ত মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন সহযোগে সমুদ্রতীরে হরিদাসের মরদেহ লইয়া আসেন এবং সমুদ্রে

স্নান করাইয়া সমুদ্রের বেলা ভূমিতেই বালুকাভ্যন্তরে সমাধিস্থ করিয়া সিংহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তবৃন্দকে বিতরণ করেন।

হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় হৈল সঙ্গভঙ্গ ॥

ব্রহ্মার অবতার এই হরিদাস ঠাকুর বাংলাদেশস্থিত খুলনা জেলার বুড়ন পরগণায় ভাটকলাপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনগৃহে প্রতিপালিত হ'ন। পরবর্তীকালে তিনি শান্তিপুর আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে বলেছিলেন—"আমি যে নামমন্ত্র দিলাম তদ্দারা জীবকে উদ্ধার কর।"

এত কহি তার মস্তকাদি মুড়াইয়া।
তিলক তুলসী মালা দিল পরাইয়া ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হরিদাসই "নামাচার্য হরিদাস" নামে খ্যাত। "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিক"—অর্থাৎ আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। এই কারণেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

নমেহ ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥

এক সময়ে নীলাচলে দময়ন্তী প্রদত্ত ঝালি লইয়া রাঘব মহাপ্রভু সন্নিকটে গমন করেন। পুরী হইতে জগদানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীশচীমাতাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথের পট্টডোরীবস্ত্রপ্রসাদ প্রদান করেন।

কৃষ্ণবিরহী শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—

"হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাহাঁ যাউ কাহাঁ পাউ মুরলী বদন ॥

স্বরূপ ও রায় রামানন্দের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া বিলাপ করিয়া প্রভু যে শ্লোক পাঠ করেন তাহা নিম্নরূপ—

কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।

ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥

হর্ষে প্রভু কহে "শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥"
রায় কহে—প্রভু মোরে ছাড় ভারি ভূরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা রূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টক ব্যাখ্যা
আশ্লিষ্য বা পাদরতা পিনষ্টু মামদর্শনামর্হিতা করতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লমাটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

সেই রাধাভাব লইয়া বলিতেছেন মৎপ্রাণনাথ সেই জগদীশ ন অপর "অপর কেহ নয়" তাই তিনি গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ বিদ্যমান থাকা সময়ে ১৪৫৫ শকাব্দে ১৫৩৬ খ্রীঃ বাহুড়ার পূর্ব্বে সপ্তমীতে শ্রীজগন্নাথে লীন হইলেন।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে প্রমাণ যথা—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

প্রথম গুণ্ডিচা রথযাত্রার পরে গম্ভীরা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না পাইয়া খুব দ্রুতবেগে গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন এবং তথায় প্রবিষ্ট হইয়া আর বাহির হইলেন না। ভক্তগণ পশ্চাৎ অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

টোটা গোপীনাথের মন্দিরে হ্লাদিনী শক্তি গদাধর লীন হইয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু নহে। উড়িষ্যার সাহিত্যকার আধুনিক কবি ঈশ্বরী দাস তাঁহার উড়িষ্যা ভাষায় রচিত চৈতন্য ভাগবতের ৬৫ অধ্যায়ে মহাপ্রভুর তিরোধান উপলক্ষ্যে লিখিয়াছেন—"গঙ্গারে মেলি দেলে শব,', উক্তিটি সমীচীন নহে—

কারণ ৩০০ তিনশত মাইল দূরে গঙ্গা আর ৫০ কিমি দূরে গঙ্গুয়া থাকিলেও তাহাতে মৃত্যু শরীর প্রবাহিত সে দেশে প্রচলিত নাই। 'মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষাদেশে কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক দেহ বহন করা"—জনশ্রুতিটি যথার্থ নহে বলিয়াই নিরূপিত।

জয়ানন্দের কথানুসারে—"মর্ত্তলোক ছাড়ি গেলা বৈকুণ্ঠ ভবন"—মতবাদটিও আধুনিক কাব্যকারের অজ্ঞতা প্রসূত অপভ্রংশা অর্থ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য 'লোক' শব্দটির অবলুপ্তি ঘটাইয়া 'মর্ত্তদেহ' লিখিয়া প্রকৃত অর্থকে অনর্থে রূপায়িত করিয়াছেন। এ বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্যিকের অভিমত সুচিন্তিত এবং যথার্থই বলা বিধেয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান যাঁহারা এবং যাঁহারা স্বশক্তিকেই প্রাধান্য দেন, তাঁহারা এই গুহ্যতত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারিবেন না যথা—

"উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।"
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বশরীরে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন; তাঁহার লীলায়িত চিন্ময় শরীরের ক্রিয়া চির অপরিবর্ত্তিত, তদ্রূপ কলিযুগ পাবনা-বতারী রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন সাক্ষাৎ বিগ্রহ চিন্ময়সত্ত্বাধিকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বশরীরে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেহই চর্ম্মচক্ষে চাক্ষুস করিতে পারে না; এতাদৃশ অধিকার একমাত্র স্বয়ম্ভু ঈশ্বরেই সীমাবদ্ধ অপর কাহারও হইতে পারে না।

এক সময়ে মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলেছিলেন—

আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
মোর অর্চ্চমূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরনী।
জিহ্বা রূপা তুমি মাতা নামের জননী॥
এই দুই জন্ম মোর সংকীর্ত্তনারম্ভে।
দুই ঠাঞি তোমার পুত্র হব অবিলম্বে॥

অদ্যপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

শ্রুয়তাং শ্রুয়তাং নিত্যং জীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যাতাং ভক্তাশ্চৈতন্য চরিতামৃতম্॥

ইতি ভারতীয় তীর্থ দর্শন গ্রন্থে—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভো পঞ্চশত বার্ষিক পূর্তি উপলক্ষ্যে
চৈতন্যাবদান সমাপ্ত মিদম্॥

—:০:—

কুম্ভমেলা

কুম্ভেগুরৌ হরিদ্বারে তীর্থরাজে বৃষেগুরৌ।
ধারায়ং বৃশ্চিকে জীবে গোদাবর্য্যাং হরৌগুরৌ ॥ ১
অজে নক্রে তথা যুকে-কাকে সূর্য্যোযসা ক্রমাৎ।
কুম্ভাখ্যো দুর্লভো যোগশ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদঃ ॥ ২

বৃহস্পতির এক এক রাশি অতিক্রম করিতে প্রায় এক বৎসর লাগে অর্থাৎ বার বৎসর পরে কুম্ভমেলা হয়। কোন বার পূর্ণকুম্ভ যোগ এগার বৎসরেও হয়।

বৈশাখ মাসে স্থর্য্য মেষরাশিতে অবস্থানকালে বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে গমন করিলে, হরিদ্বারে অর্থাৎ ব্রহ্মা যেস্থানে গঙ্গাদেবীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেই ব্রহ্মকুণ্ড সন্নিকটে কুম্ভমেলাপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতি বৃষরাশিতে গমন করিলে তীর্থরাজ প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ত্রিবেনী সঙ্গমে কুম্ভ যোগ হয়। বৃহস্পতি বৃশ্চিকরাশিতে গমন করিলে উজ্জয়িনী শিপ্রানদীতীরে মহকালেশ্বর এবং সন্দীপনী মুনির আশ্রম সন্নিকটে কুম্ভমেলা যোগ হয়।

বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে গোদাবরী নাসিকতে কুম্ভমেলা হয়। উদাহরণ :—

বৃহস্পতি সিংহ ও সূর্য্য কর্কটে শ্রাবণ মাসে অথবা বৃহস্পতি ও সূর্য্য কর্কটে শ্রাবণ মাসে অথবা বৃহস্পতি সিংহ ও সূর্য্য মেষে ও সূর্য্য বৈশাখ মাসে থাকিলে কুম্ভযোগ হয়। অর্থাৎ নাসিকে কুম্ভমেলা হয়।

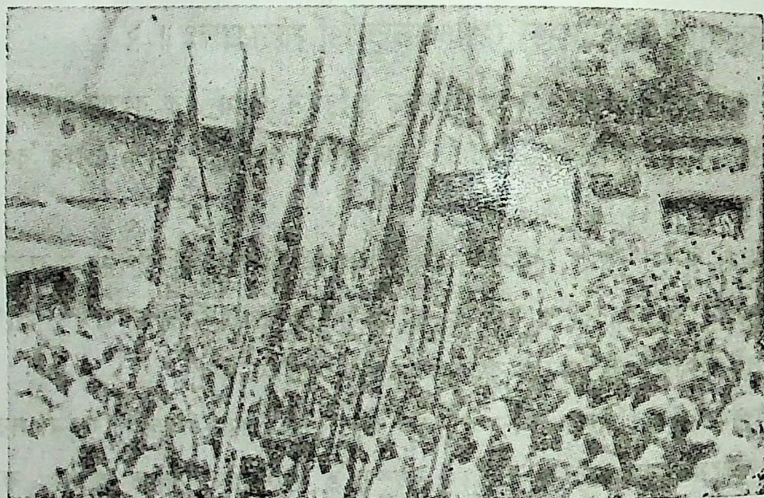
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে=নাসিকং চ প্রয়াগং চ নৈমিষং পুষ্করং তথা।

পদ্মপুরাণে=দ্বাপরে তু জন্মস্থান কলৌনাসিক মুচ্যতে।

স্কন্ধপুরাণে=তীর্থানি নদ্যাশ্চ তথা সমুদ্রাঃ ক্ষেত্রাণ্যরন্যানি তথা শ্রমাশ্চ। বসন্তি সর্ব্বানি চ বর্ষমেকং গোদাবরী সিংহগতে সুরজ্যে।

যখন শঙ্কর ভগবান নিজ ত্রিশূল দ্বারা বিন্দুসরোবর প্রকট করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বৃষভকে পাঠাইয়া সর্বতীর্থকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

তখন গোদাবরী অভিমান করিয়া আসেন নাই ; তাহাতে দেবাদিদেব মহাদেব অভিশাপ দিয়া বলিলেন—"তোমার তীর্থজল কেহ গ্রহণ করিবে না"। সেই জন্য যখন শ্রাবণ মাসের সূর্য্য অবস্থান কালে সিংহরাশিতে বৃহস্পতি গমন করেন তখন নাসিকতে গোদাবরী মন্দির খোলা হয় এবং সেই দিন হইতে ১৩ মাস পর্য্যন্ত দর্শনের জন্য খোলা থাকে।



নাসিক কুম্ভ

"হরিদ্বারে কুম্ভমেলা"

হরিদ্বারে কুম্ভযোগে মের্ষার্কে কুম্ভগেগুরৌ। (স্কন্ধপুরাণ)

বৈশাখ মাসের সূর্যের পুনঃ মেষরাশিতে অবস্থান-কালে বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে গমন হওয়ায় হরিদ্বারে কুম্ভ স্নান যোগ হইয়া থাকে।

এই কুম্ভপর্ব্বের যোগে প্রথম প্রধান স্নান ৩১শে চৈত্র সংক্রান্তি

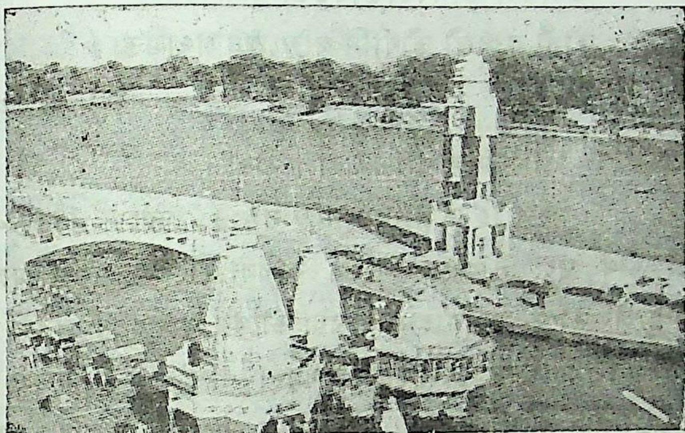
" " " দ্বিতীয় " " অমাবস্যা

" " " তৃতীয় " " অক্ষয়তৃতীয়া

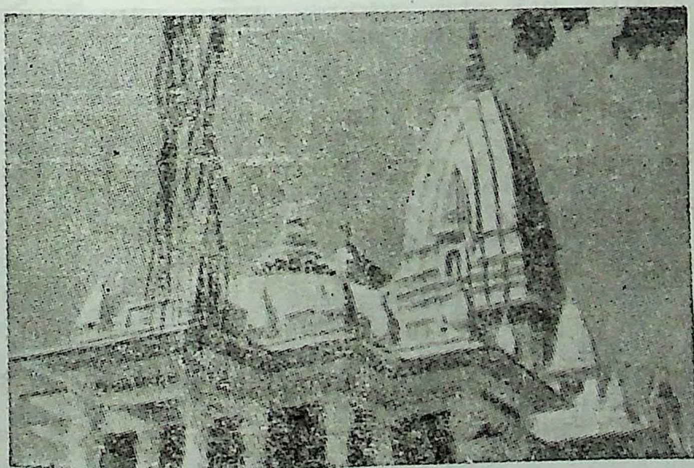
" " " চতুর্থ " " ৩১শে বৈশাখ সংক্রান্তি

হরিদ্বার—সপ্তপুরী মধ্যে এক পুরী যাহার প্রাচীন নাম মায়াপুরী।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী জ্ঞেয়া সপ্তৈব মোক্ষ দায়কা॥



হরিদ্বার ব্রহ্মকুন্ড



কনখল

হরকী পৈড়ীর নাম ব্রহ্মকুণ্ড। যখন ভগীরথের আহ্বানে শ্রীগঙ্গাদেবী মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন, তখন ব্রহ্মা এখানেই তাঁহাকে আহ্বান করেন। তাই এই পবিত্রস্থানে পুণ্যার্থীগণ অবগাহন স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হ'ন।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতা স্বয়ংবিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তী তীর্থানি স্বান্তস্তেন গদাভৃতা॥

ভাঃ—১।১৩।১০

প্রায়েন তীর্থাভি গনাপদৌশঃ।
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ॥ ভাং—১।১৩।১০

অর্থ,—তীর্থ স্বয়ং সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু মহাপুরুষগণ তীর্থযাত্রার ছলে তীর্থে অবগাহন করিয়া তীর্থের পাপহরণ করিয়া মহাতীর্থে রূপায়িত করেন। তাই কুম্ভযোগে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদ্যাদিতেও অবগাহন করিলে কুম্ভস্নানের ফললাভ হয়। প্রত্যেক কুম্ভের স্নানের সময় দর্শনার্থী সন্ন্যাসীগণ সর্ব প্রথমেই স্নান করেন তাহার পর কুম্ভের প্রথম স্নানের দিনে যদি নির্বানিঅনি আগে স্নান করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিনের স্নানের আগে নির্ম্মহিঅনি স্নান করিবেন দ্বিগম্বর সন্ন্যাসীগণ সর্বদা মধ্যে অর্থাৎ নির্ব্বানিঅনি এবং নির্ম্মহিঅনির পরে স্নান করেন। ইহাদের পরে চতুঃ সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ স্নান করিয়া থাকেন। অন্তিম সময়ে উদাসীনগণ স্নান সমাপন করিয়া থাকেন।

একসময় দেবতা ও অসুরগণ অমৃত প্রাপ্তিদ্বারা অমরত্ব লাভের জন্য মন্দার পর্বত লইয়া বাসুকী নাগকে মন্থনীরজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। মন্দার পর্বত সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে স্বয়ং ভগবান কুর্ম্মরূপ ধারণ পূর্বক মন্দারকে উত্তোলন করেন। সমুদ্রমন্থনের প্রথম পর্বে উচ্চৈশ্রবা, অশ্ব, চন্দ্রমা, কৌস্তুভ-মনি, কল্পবৃক্ষ, রম্ভা অপ্সরা ইত্যাদি উত্তোলিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে ঐরাবত, মহালক্ষ্মী, ধন্বন্তরী উত্তোলিত হইয়া চতুর্দ্দশ সময়ে 'অমৃতকুম্ভ' উত্তোলিত হইলে দেবেন্দ্র পুত্র জয়ন্ত উহা অপহরণে উদ্যোগী হইলে শনি কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও অসুরে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং অমৃতকুম্ভ চারিটি স্থানে রাখা হইয়াছিল। উক্ত চারিটি স্থানই প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনী। সূর্য্য, চন্দ্র বৃহস্পতি এবং শনি চার দেবতা কর্ত্তৃক

চারিটি স্থানে অমৃতকুম্ভ রক্ষিত হয়। এই কারণে বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে গমন করিলে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি দ্বাদশ বর্ষ পর পর পূর্ণ কুম্ভযোগ হয়। হরিদ্বার ও নাসিকে পূর্ণ কুম্ভযোগ হয়, কিন্তু প্রয়াগে ছয় বৎসর পর পর অর্দ্ধকুম্ভ ও বার বৎসর পর পূর্ণ কুম্ভ পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। ২০০০ খৃষ্টাব্দে এই যোগটি প্রয়াগে হইতেছে।

"তীর্থরাজ প্রয়াগে কল্পবাস, কুম্ভস্নান"

কুম্ভমেলা প্রতি বার ১২ বৎসরে পর পর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে প্রায় ৪৪ বর্ষ পরে এই বিশেষ অর্দ্ধোদয় যোগে ২২শে মাঘ, ১৯৫৫তে রবিবার স্নান করা সৌভাগ্যের অবসর হইয়াছিল। প্রথম স্নান=৩০শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী। দ্বিতীয় স্নান=২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী। তৃতীয় স্নান= ২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী। চতুর্থ স্নান=৮ই ফাল্গুন, ১০ই মার্চ হইয়াছিল।

মাঘ মাসে প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে (কিছুদূরে কিলার মধ্যে অক্ষয় বট বিদ্যমান এখানে) বাস করিলে কল্পবাস বলা হয়। এই জন্য সন্নিকটে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। যখন বৃষ রাশিতে বৃহস্পতির এবং রবির মকরে গমন হয় তখন প্রয়াগে কুম্ভমেলা। ভারতের অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ



এলাহাবাদ কুম্ভ

এই উপলক্ষে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দর্শন করিলে জীবন সার্থক হইয়া থাকে। সমুদ্র মন্থন সময়ে যে অমৃত কুম্ভ বাহির হইয়াছিল তাহা দেবেন্দ্র পুত্র জয়ন্ত লইয়া যাইতেছিল এমন সময়ে দেবতা অসুর সংগ্রামে চারটী স্থানে—(প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী, নাসিক) এই অমৃত বিন্দুরূপে পড়িয়াছিল এবং কুম্ভকে চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি, শনি রক্ষা করিতেছিলেন। এই জন্য প্রয়াগে কুম্ভমেলার স্নান এবং কল্পবাস করলে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

অক্ষয় বট—প্রলয়কালে মার্কণ্ডেয় ঋষি তপস্যা সময়ে এই বটবৃক্ষ পত্রে বাল মুকুন্দের দর্শন করেছিলেন। একদিন পার্বতী সহিত শঙ্কর ভগবান সেই রাস্তায় গমন করিতেছিলেন। পার্বতী বর প্রদান করতে বলিলেন শঙ্কর ভগবান বলিলেন সে মোক্ষ চায় না। 'ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধমান" পার্বতী বলিলেন তথাপি ইহার সম্ভাষণ করিব কেন না "অয়ং হি পরমো লাভো নৃনাং সাধু সমাগম"। এইজন্য সাধু দর্শন এবং সৎসঙ্গ দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তন করা উচিৎ।

দশাশ্বমেধ ঘাট—গঙ্গার পশ্চিমে দ্বারাগঞ্জতে দশাশ্বমেধ ঘাট বিদ্যমান। ব্রহ্মা এখানে ১০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। আরও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীপাদকে তত্ত্ব উপদেশ প্রদানে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমে ঘৃতকল্যা, মধুকল্যা তীর্থ বিদ্যমান।

বেনীমাধব—দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট দ্বারাগঞ্জতে প্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভু বিগ্রহ 'বেণীমাধব বিদ্যমান আছেন। অবশ্যই দর্শন করা উচিৎ। আদি বেনীমাধব সঙ্গম স্বরূপ হন।

আরও দ্বাদশ মাধব বিদ্যমান যথা=ত্রিবেণীর পূর্ব্বদিকে ছতনগার মুন্সী বাগানে 'শঙ্খমাধব'। অরৈল গ্রামে 'চক্রমাধব', বিষ্ণুমাধব। ষ্টেশন সমীপে নৈম গ্রামে 'গদা মাধব'। নৈঋত কোণে দেবরিয়তে 'পদ্মমাধব'। পশ্চিম দিকে অক্ষয় বটের নিকটে 'অনন্ত মাধব'। বায়ু কোণে দ্রৌপদীঘাটে 'বিন্দুমাধব'। উত্তরে চৌক রাস্তায় 'মনোহর মাধব'। ঈশান কোণে নাগ বাসুকীর পার্শ্বে 'অসিমাধব'। সন্ধ্যাহরণ ঘাটের নীচে 'শঙ্কট মাধব' বট মাধবও আছেন।

আরও ঋণমোচন তীর্থ, পাপমোচন তীর্থ, গুপ্ত সরস্বতী কুণ্ড, পরশুরাম

তপস্যা স্থান, কশ্যপ তীর্থ, অত্রি অনসূয়া আশ্রম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র গৌতম, যমদগ্নি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমও আছে। পূর্ব্ব দিকে বাসুকী নাগের স্থানও আছে যাহার দ্বারা সমুদ্র মন্থন সময়ে দড়ির কাজ হইয়া অমৃত কুম্ভ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক তীর্থ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে স্থানীয় লোকও বলিতে পারে না।

বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা

অমৃতকুম্ভহরণ করার সময়ে গরুড় নিজমাতার বন্ধনমুক্তির উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনস্থ কালিয়াদহে কদম্ববৃক্ষ উপরে কিছু সময় বিশ্রাম করিয়াছিলেন; তজ্জন্য হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গমনের প্রাক্কালে সাধুগণ কিছু সময় বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া বসন্তপঞ্চমীর শুভমুহূর্ত্তে বৃন্দাবনে কুম্ভনগরের ধ্বজা স্থাপন পূর্ব্বক মাঘীপূর্ণিমা হইতে ফাল্গুনী শুক্লা-একাদশী পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কুম্ভমেলা করিয়া হরিদ্বারে গমন করেন। শিব চতুর্দ্দশীর তিথিতে বৃন্দাবনে প্রধান স্নান পর্ব উদযাপিত হয়। হরিদ্বারে যেরূপ সাধুগণ দোলায় আরোহণ করিয়া দর্শনীয় ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত স্নানের আয়োজন করেন বৃন্দাবনে তদ্রূপ নহে। মাধুর্য্যরসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী যমুনা সকলের পূজণীয়া; তাই দাস্যরসের ভাবাবেশে এখানকার স্নান, পূজা সমাপন হয়।

পুরানোপাখ্যান

"উচ্চৈশ্রবার ঘোড়ার বর্ণ শ্বেত না কৃষ্ণ"?—এই প্রকার বিতর্কে গরুড়ের মাতা বিনতা এবং বাসুকীর মাতা কদ্রুর মধ্যে কলহের উৎপত্তি হয়। বিনতা বলেন শ্বেতবর্ণ, কদ্রুর মতে কৃষ্ণবর্ণ। স্বমতকে যথার্থ নিরূপণ করিবার জন্য কদ্রু নিজ কৃষ্ণবর্ণ সর্পসন্তানগণকে প্রেরণ করেন উচ্চৈশ্রবার ঘোড়াকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য। অতঃপর স্বীয় মতই যথার্থ এইরূপ প্রতিপন্ন করতঃ বিনতাকে বলিলেন "তুমি হারিয়া গেলে, অতএব দ্বাদশবর্ষ আমার দাসী হইয়া তোমাকে থাকিতে হইবে"। স্বামী কশ্যপ তপস্যায় ছিলেন, বলিয়া কোন প্রসন্ন বাক্য বলিলেন না।

ইত্যবসরে কদ্রু ঈর্ষাপরবশ হইয়া বিনতার সন্তান নষ্ট করিতে ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে, প্রথম সন্তান অরুণ মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন – "আমি সূর্য্যের নিকট গমন করিতেছি ; তোমার দ্বিতীয় সন্তান গরুড় তোমাকে কদ্রুর কবল হইতে মুক্ত করিবে।"

গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া মাতার দুঃখবৃত্তান্ত অবগতান্তে পিতা কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পিতা কহিলেন—"সুমেরু পর্বতে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছে, তুমি সেখানে গমন কর।"

অতঃপর ভক্ষ দ্রব্য ভক্ষনান্তে গরুড় সুমেরু শিখরে বসিলে গরুড়ের ভারে শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়ে – এই শিখর দেশই পরবর্তীতে স্বর্ণলঙ্কা নামে খ্যাত। কদ্রু গরুড়কে বলিয়াছিলেন "যদি আমার সর্পসন্তানগণকে অমৃত ভক্ষণ করাইতে পার তবেই তোমার মাতা মুক্তি পাইবে।" গরুড় এবার এলেন ইন্দ্রের নিকট, উদ্দেশ্য অমৃত প্রার্থনা। ইন্দ্র গরুড়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল এবং ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া গরুড় বলাৎকার পূর্ব্বক অমৃত-কুম্ভ লইয়া কদ্রু সমীপে গমনের পথে বৃন্দাবনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই অমৃতকুম্ভ হইতে একবিন্দু কালিয়াদহের কদম্ববৃক্ষে পতিত হয় অদ্যাপি এ স্থানে দুইটী অমর প্রাচীন কদম্ববৃক্ষ দৃষ্টি হয়। উল্লিখিত কারণেই কুম্ভ মেলার পূর্ব্বক্ষণে শ্রীধাম বৃন্দাবনই বিশ্রামস্থলী হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়া আসিতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি সচ্চিদানন্দময় আনন্দ-স্বরূপ অমৃত সরোবরেরই একমাত্র নীলকমলসদৃশ যশোদানন্দন নীলমণি শ্রীমতি রাধার সহিত চিরবিরাজমান। যেরূপ ভ্রমরগণ পদ্মপুষ্পের রসাস্বাদন করে, সেইরূপ সারগ্রাহী পুতাত্মা (পবিত্রাত্মা) সন্ত মহান্তগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ রূপলীলা রসামৃত ভাবাস্বাদন করিবার জন্য এই মধুবৃন্দাবনে আগমন করিলে কুম্ভমেলা রূপায়িত হয়।

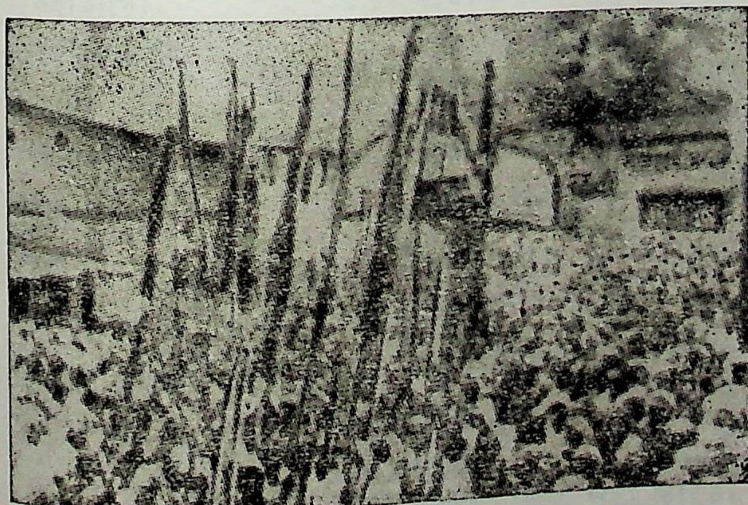
"কুম্ভমেলার প্রধান স্থান"

শ্রীব্রহ্মা রুদ্র সনকা: বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ এই চারি সম্প্রদায়ের বহু তাঁবু, ছাতার মধ্যে ভারতীয় পরমহংস সাধুসন্তগণ রাজকীয় নবনির্ম্মাণ কুম্ভনগরে বাস করেন এবং সর্বজনই তাঁহাদিগকে চাক্ষুস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

নির্ব্বানিঅনি

এই কুম্ভনগর নির্ম্মাণে ভারত সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় এবং আখড়া খালসা মহান্তদেরও প্রচুর অর্থের আবশ্যক হয়।

১। চতুঃসম্প্রদায় আখড়া খালসা
২। বার ভাই দণ্ডিয়া ”
৩। যজ্ঞবল্ক ”
৪। বেণী মাধব ”
৫। শুকদেবাচারী ”
৬। বজরঙ্গ ”
৭। অগস্ত ”
৮। সপ্তর্ষি ”
৯। অত্রি ”
১০। যমদগ্নি ”
১১। মাধ্ব গৌড়েশ্বর ” (বৃন্দাবন)
১২। গৌরমণ্ডল ” (”)



নাসিক কুম্ভ

১৩। হরিব্যাস দেবাচার্য্য "
১৪। শম্ভুরাজ "
১৫। মুকুন্দ "
১৬। নিম্বার্ক "
১৭। কাঠিয়াবাবা রামদাস "
১৮। ব্রজরাজ "
১৯। যমুনা দাস "
২০। ব্রজমণ্ডল "
২১। ব্রজবিহারী "

প্রাচীন মহান্ত অপ্রকট হওয়ায় যাহারা নূতন হইয়াছেন তাহাদের উল্লেখ করা সম্ভব হইল না।

নির্ম্মহিঅনি তথা দিগম্বর

২২। ডাকোর খালসা
২৩। ইন্দোর ”
২৪। নন্দরাম ”
২৫। রতলাভ ”
২৬। তেরভাই ত্যাগী ”
২৭। চৌদ্দভাই মহাত্যাগী ”
২৮। অযোধ্যা খাকচক ”
২৯। মুড়েরা রত্নপট্টি ”
৩০। ভরদ্বাজ ”
৩১। বশিষ্ঠ ”
৩২। কশ্যপ ”
৩৩। বিশ্বামিত্র ”
৩৪। সনকাদি ”
৩৫। সনকাদিক্ যোগাশ্রম ”
৩৬। সনকাদিক মহাত্যাগী ”
৩৭। ত্যাগী ভক্তমাল ”
৩৮। কামধেনু ”
৩৯। তীর্থরাজ ”
৪০। কানপুর ”
৪১। ইটবা
৪২। রাম সমন ”
৪৩। বীরবড়া বৈরাগী ”
৪৪। ত্যাগী নকোদর খালসা
৪৫। অযোধ্যা ”
৪৬। রামানন্দাচার্য্য ”
৪৭। রাজস্থানী মহামণ্ডল ”
৪৮। জব্বলপুর ”
৪৯। হীত হরিবংশ ” রাধাবল্লভ
৫০। ঘমড় দেবাচার্য্য ”
৫১। হরিব্যাস ” (মথুরাশরণ)
৫২। গুজরাজ প্রান্তীয় রামানন্দী বিরক্ত বৈষ্ণব পটেলাভ ”
৫৩। পঞ্চ রামানন্দী লিখিত বৈয়র পঞ্জাব ”
৫৪। রামানন্দীয় ফলাহারী ”
৫৫। গঞ্জ বাসোদা লালাজী ”
৫৬। রাজস্থানী ” কোটা
৫৭। শ্রীমহন্ত গোবিন্দীশরণ ”
৫৮। শ্রীভক্তমালী ”
৫৯। গিরীজ ”
৬০। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ঘোটাকুঞ্জ শ্রীমাধব গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সঙ্ঘ (বৃন্দাবন)
৬১। নবদ্বীপ ”
৬২। নির্বানিঅনি আখড়া ”
৬৩। মির্মোহিঅনি ”
৬৭। দিগম্বর ”
৬৫। সন্ন্যাসী গিরি, পুরী, ভারতী, অরণ্য ইত্যাদি অনেক।

[পুর্ব কুম্ভের অবশিষ্ট খালসা নির্দেশ হইল]

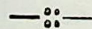
ভারত সরকারের নির্দেশ তথা কুম্ভাধ্যক্ষের সম্মতিতে প্রতি বৎসর ক্যাম্প পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৬৬ বদ্রী ধাম
৬৭ মহাবিরক্ত অবতু
৬৮ সর্ব্বেমতি নগর
৬৯ জম্মু কাশ্মির খালসা
৭০ সদগুরু রণছোড়
৭১ বিজয় ভক্তমালনগর
৭২ নিম্বার্ক মহানগর
৭৩ কাশীদাস নগর
৭৪ রাবী সর্কট মোচন
৭৫ ভৃগীয়া আশ্রম
৭৬ বালাজী আশ্রগ
৭৭ চৈন বিহারী
৭৮ বারানসী নগর
৭৯ অহিল্যা নগর
৮০ সনকাদি মৈথিল্যা
৮১ শ্যামনগর
৮২ অমিয় নট
৮৩ ভাগবত নগর
৮৪ ত্যাগী খালসা
৮৫ রামানন্দ সন্ত খালসা
৮৬ শিশুপাল বন্দেরী
৮৭ চিত্রকুট
৮৮ রামড় দ্বার নগর
৮৯ গুন্দার ঘাট মহাতাজী
৯০ ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া
৯১ চিত্রকুট ভক্তমালা
৯২ মহাত্যাগী বড়ার
৯৩ মহাত্যাগী সন্ত সেবা
৯৪ বালাজী হনুমান নগর
৯৫ কামধেনু রাম জানকীনগর
৯৬ রামরায় বিকের
৯৭ বম্বাই নগর
৯৮ সুরেসা মজন আশ্রম
৬৯ সুরেনা মণ্ডল নগর
১০০ মহার্ঘ্য ভৃগু
১০১ মহাত্যাগী কোর্ট
১০২ শ্রীসীতামণি
১০৩ মাস্তী
১০৪ রাধাসেবা বর
১০৫ গালব ঋষি
১০৬ রতন পটী
১০৭ রতন পটী
১০৮ নন্দরাম
১০৯ মহাত্যাগী ক্যাম্প
১১০ বেনীমাধব
১১১ শুকদেব
১১২ বজরঙ্গ
১১৩ কশ্যপ

১১৪ কামধেনু নগর
১১৫ সন্তোদাস কাঠিয়া
১১৬ রামলীলা নগর
১১৭ মহাত্যাগী বালখিল
১১৮ ফলাহারী চিত্রকুট
১১৯ মনিরাম দ্বারা
১২০ মহাত্যাগী আশ্রম
১২১ ঝুনঝুনিয়া বালা!
১২২ শ্রীবৈষ্ণব ক্যাম্প
১২৩ সর্বেশ্বর কুম্ভনগর
১২৪ বিরক্ত মহামণ্ডল
১২৫ সৌরাষ্ট্র নগর
১২৬ মহাবিরক্ত লোহাল গড়
১২৭ জলৌন নগর
১২৮ ব্রহ্মঋষি
১২৯ প্রেমদাস নগর
১৩০ বৃন্দাবন নগর
১৩১ নামনৈদির
১৩২ জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-খালসা
১৩৩ ধতর ধিতামনি নগর
১৩৪ নরহরি ত্যাগী নগর
১৩৫ শিলীগুড়ী নগর
১৩৬ শাস্ত্রী নগর
১৩৭ ভরদ্বাজ নগর
১৩৮ বলরাম নগর
১৩৯ মথুরা নগর
১৪০ মহাডু মণ্ডল

১৪১ রামানুজ সেবাশ্রম
১৪২ হিত হরিবংশ
১৪৩ মোরবী নগর
১৪৪ রামরাজ্য নগর
১৪৫ গৌতম নগর
১৪৬ রাঘবী নগর
১৪৭ বাবা লাল দয়াল নগর
১৪৮ হনুমান গড় শিবির
১৪৯ শ্রীধাম রোড়রিয়া হনুমান
১৫০ যোগানন্দ আশ্রম
১৫১ সৌরাষ্ট্র বিরক্তাশ্রম
১৫২ হিমাচল নগর
১৫৩ অযোধ্যা নগর
১৫৪ ভক্তমাল ব্যাস
১৫৫ জানক ঘাট নগর
১৫৬ রাম প্রেমধাম নগর
১৫৭ বন্দেল খণ্ডি আশ্রম
১৫৮ যোগীরাজ পরশুরাম
১৫৯ তপসী ভক্তি কেন্দ্র
১৬০ প্রয়োগ দাস নগর
১৬১ শ্রীরাম বৈদেহি নগর
১৬২ ভোজপুর সন্তসেবা আশ্রম
১৬৩ নগর কটক
১৬৪ রামধাম কানপুর নগর
১৬৫ মহাবিষ্ণু আশ্রম
১৬৬ চিত্রকুট তপবন আশ্রম
১৬৭ নিত্যানন্দ নগর

১৬৮ সর্বেশ্বর নগর
১৬৯ চতুর্ভুজ দাস নগর
১৭০ কামধেনু সঙ্কেত
১৭১ দেবমুরারী নগর
১৭২ দতুমপীঠ কাঠিয়া
১৭৩ অটিয়ালা নগর
১৭৪ সালিম
১৭৫ মণ্ডি বিজয়পুর নগর
১৭৬ নৈমিষ্যপীঠ হনুমতী-নগর
১৭৭ কৈলাস ধাম নগর
১৭৮ জানকী ঘাট ত্রিকুট
১৭৯ বানাশুর কৈলাস নগর
১৮০ আনজ নেয়
১৮১ শ্রীমুকুন্দ দেবাচার্য্য পীঠ
১৮২ শ্রীদৈপারণ্য খালসা
১৮৩ অহমদাবাদ রণছোড়-নগর
১৮৪ মনিকর্ণিকা ঘাট ক্যাম্প
১৮৫ শক্তু বাবা আশ্রম
১৮৬ বিরক্ত বোমুথা
১৮৭ অম্বাজী নগর



অষ্টকালিন লীলা স্মরণ

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ব্রজমোহন মন্দির

প্রকাশক : – শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী

১/৩ পাকাটোল রোড, কলেজ মোড়, নবদ্বীপ।

"ভূমিকা"

আমরা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর কৃপাতে সাধনভক্তি, ভাব-ভক্তি এবং প্রেমভক্তি, সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছি সম্প্রতি সাধক জীবাত্মা কিছুটা উন্নতি করার ইচ্ছায় লীলা স্মরণাদি করিয়া থাকেন। কেননা "সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধদেহে পাবে তাহা" কিন্তু অধিকার হওয়া চাই। নচেৎ কেবল একটা ভান মাত্র। যেমন প্রত্যক্ষ জিহ্বা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত মধুর প্রসাদ আস্বাদন করা এবং মনে মনে প্রসাদের গুণ স্মরণ করার মধ্যে তারতম্য থাকে তেমনই বিষয় হইতে মনকে নিগ্রহ করিয়া সকলে আত্মা-সমর্পণ তথা শ্রীকৃষ্ণের সখী মঞ্জরী ভান না করা পর্য্যন্ত লীলা স্মরণের অধিকারী কিরূপ হইতে পারে ?

প্রাতঃকৃত্য—অর্থাৎ সন্ধ্যা বন্দনাদি না করিলে জ্ঞাত অজ্ঞাত পাপের প্রবল ক্রিয়া দেখা যায়. চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে না। এই কারণে গুরু পাদাশ্রয়ে তথা নিজ সম্প্রদায় পরিবারে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লীলা স্মরণও করিতে চেষ্টা করা উচিৎ।

কৃষ্ণ হইতে গৌরকে কভুনা জানিবে আন।

কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা যেই, শাস্ত্র জ্ঞানবান সেই।
সেই হন্ আচার্য্য প্রবীন
ব্রজ গোপী দেহ ধরি, মঞ্জরী আশ্রয় করি
গুরুরূপে করেন প্রচার

যেমন বংশ পরম্পরা প্রমাণ দ্বারা পিতৃধনের মালিক হওয়া যায় তেমনই গুরু পরম্পরা প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণ ধনের ধনি হওয়া

যায়। পদ্মপুরানানুযায়ী কলিযুগে চার সম্প্রদায় মধ্যে একটি সম্প্রদায় আনুগত্যে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তৎপরে উন্নত অধিকার হইলে এই সিদ্ধ প্রণালীর অধিকারী হইতে পারিবে।

মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরক্ত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
শ্রীশচীনন্দন ধনে শ্রীনন্দনন্দন সনে
এই করি করহ ভজন।
ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন
লীলাবেশে একতনু হঞা।
গৌর নবদ্বীপে অবতরি রাধাভাব কান্তি ধরি
তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ।

"প্রাক্ কথনম্"

শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর গমনাগমন—বৈশাখ মাস শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া দিন বর্ষান হইতে যাবট গমন করেন। আষাঢ় মাস শ্রীরথযাত্রা দিন যাবট হইতে বর্ষান গমন করেন। আশ্বিন মাস বিজয়া দশমী দিন পুন বর্ষান হইতে যাবট গমন করিয়া থাকেন। মাঘ মাস শুক্ল তৃতীয়ার দিন যাবট হইতে বর্ষান আসেন। গোপগণ প্রাতঃ ১০ / ২০ খানি গরুর গাড়ীতে এবং বৈকালে নিজ ঘোড়ায় চাপিয়া গমন করেন।

যখন বর্ষানে শ্রীরাধারাণী থাকেন তখন সকেত বন পর্য্যন্ত সকলে একত্র আসিয়া তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে এবং কৃষ্ণভানু নন্দিনী শ্রীরাধা স্বখীগণসহ বর্ষানে গমন করেন।

(২) আর যখন শ্রীরাধারাণী যাবটে থাকেন তখন কদম্ব

খণ্ডি পর্য্যন্ত যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে গমন করিয়া থাকেন। আর সখীগণ সহ শ্রীরাধারাণী যাবট গ্রামে গমন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণেরও বাল্যলীলাতে এক বর্ষ বয়সে তৃনাবর্ত্ত বধ। তৃতীয় বর্ষে দামোদর বর্দ্ধন লীলা কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে প্রবেশ। তারপর তিন মাসের পর বৎসাসুর বধ, বোমসুর বধ। চতুর্থ বর্ষের প্রারম্ভে শরৎ ঋতুতে ব্রহ্মা দ্বারা। বালবৎস হরণ। পঞ্চম বর্ষে কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী দিন গোচারণে যাওয়া আরম্ভ। গ্রীষ্ম-কালে কালিয়দমন। ষষ্ঠ বর্ষে সখাদের সঙ্গে গোচারণ খেলা। সপ্তম বর্ষে আষাঢ় মাসে তালবনে ধেনুকাসুর বধ। গ্রীষ্মকালে প্রলম্বাসুর বধ। অষ্টম বর্ষে আশ্বিন মাসে গোপীদের বেনুগীত। অষ্টম বর্ষে কার্ত্তিক মাসে গোবর্দ্ধন ধারণ। নবম বর্ষে শরৎ ঋতুতে রাসলীলা। দশম বর্ষে গোপীদের কর্ত্তৃক যুগল গীত। একাদশ বর্ষে গোবিন্দ দ্বাদশী দিন নন্দবাবার জন্য বরুণলোকে গমন। এবং চৈত্র মাসে পূর্ণিমাদিন অরিষ্কাসুর বধ। তথা অক্রুর ঘাটে স্নান। হেমন্তে বস্ত্র হরণ। গ্রীষ্ম ঋতুতে যজ্ঞ পত্নিদের কৃপা। তৎপরে কংশবধ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া সান্ত্বনা ইত্যাদি।

দিনের মধ্যে নিত্যলীলা ৮ ভাগে বিভক্ত যথা প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ন, সায়হ্ন, প্রদোষ ও নরলীলা। ২ দণ্ড রাত্র পরে ৬ দণ্ড নিশান্ত লীলা কাল। এই সময়ে কুঞ্জ হইতে নিজ নিজ গৃহে ৪ দণ্ড মধ্যে আসিয়া নিজ নিজ শয্যায় ২ দণ্ড শয়ন করেন।

২॥ দণ্ডে ১ ঘন্টা অর্থাৎ ২৪ মিনিটে ১ দণ্ড। ১২ মিনিটে অর্দ্ধ দণ্ড ১ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত ৬ দণ্ড প্রাতঃ

লীলা, ৬ দণ্ড পূর্ব্বাহ্ন লীলা এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন দর্শন করিয়া শ্রীজীর (রাধা) নিজ গৃহে আসিয়া মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করেন এবং মালা গ্রন্থন পানখিল্ল তৈয়ারী তথা তুলসীকে পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত অবগত হন।

১৩ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত ১২ দণ্ড মধ্যাহ্ন কাল এই সময়ে প্রেয়সীর অভিসার শ্রীকুঞ্জে মিলন বন ভ্রমণ হোরী লীলা মধুপান জলকেলী ভোজন ও শয়ন। ১৮ দণ্ড পর্য্যন্ত ২ দণ্ড বিশ্রাম।

২০ দণ্ডের পর হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পাশা খেলা ও সূর্য্য পূজা হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপরাহ্ন কাল এই সময়ে ৪ দণ্ড মধ্যে প্রিয়াজীর গৃহে গমন মিষ্টান্নাদি রচনা স্নান বেশ ভূষা ধারণ তাহার পর দুই দণ্ড অট্টালিকায় আরোহণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে গৃহে গমন করেন।

রজনীর প্রথম ৬ দণ্ড কাল সায়াহ্ন কাল এই সময়ে ৪ দণ্ড মধ্যে আরত্রিক সায়ংকালের ভোজন তাহার পর ২ দণ্ড কাল বিশ্রাম।

৭ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড কাল প্রদোষ কাল এই সময় ৪ দণ্ড মধ্যে নন্দমহারাজের সভায় অধিবেশন শয়ন হয়। তাহার পর ২ দণ্ড মধ্যে শ্রীরাধা কৃষ্ণের অভিসার হয়। ১২ দণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনে মিলন। ১৩ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পর্যান্ত ৮ দণ্ড কাল বন ভ্রমণ রাসনৃত্য মধুপান জলকেলী ভোজন শয়ন তাহার পর ৪ দণ্ড কাল রসাস্বাদনকারী সাধক এই সমস্ত লীলা যথা সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে যে লীলা সেই সময়ে সিদ্ধদেহে মানসিক সেবা করিতে হইবে।

ভূমিকা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপের নিশান্তলীলা

[নিশান্ত কৃত্য দণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে ৩টা ৩ মিনিট ৫টা ৫৪ মিনিট পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তন মঙ্গলারতি দর্শন কীর্ত্তন মন্দির পরিক্রমা ইত্যাদি]

শুইয়াছেন গোরাচাঁন্দ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা তাহার উপরে ॥

গুপ্ত বৃন্দাবনের নবদ্বীপস্থ শ্রীবাসের পুষ্প উদ্যানে তিনটী বিভাগে পুষ্প মণ্ডপ বিরাজিত। একটি আট চালায় নিশান্ত চন্দ্রের উদয়ে কিরণে পুষ্পাদি বিকশিত। তাহার মধ্যে হেমবর্ণ মণ্ডপে শ্রীমন্মহাপ্রভু পালঙ্কে শয়ন করেছেন দক্ষিণে শ্যামবর্ণ মণ্ডপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বামদিকে শ্বেতবর্ণ মণ্ডপে অদ্বৈত প্রভু শয়ন করিয়াছেন এইরূপ তিন প্রভু পার্শ্বে বারান্দায় সংকীর্ত্তনের শেষে শয়ন করেছেন। রজনীর শেষে চন্দ্র কিরণে পুষ্প সমূহ বিকশিত হইলে মন্দ মন্দ বাতাসে পুষ্পবন আমোদিত। এই ভাব লইয়া সাধক দাস প্রথমেই শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখ প্রক্ষালন স্নান করিয়া গুরু বর্গের নিশান্ত সেবা দ্রব্যাদি দিয়া শয়ন মন্দিরাভিমুখে গমন করিবেন।

আর একটী ভাবনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদিত হইল কি জটিলা বোধ হয় আগমন করিতেছে এই বলিয়া সংকোচ হইলেন যোগ-পীঠস্থ রত্ন সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ শয়নে আছেন। দ্রাক্ষাবৃক্ষে শারী

অষ্ট কালিন লীলা স্মরণ

দালিম্বে শুকপক্ষী আম্রবৃক্ষে কোকিল কদম্বে ময়ূর পিলুবৃক্ষে কপোত কপোতী পক্ষী লতাতে ভ্রমর ভ্রমরী, ভূমিতে কুকট ইত্যাদি নিঃশব্দে অবস্থিত আছেন এবং মন্দিরে অষ্টদিকে ললিতাদি অষ্ট সখী নিজ নিজ কুঞ্জে পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। অষ্ট সখীর কুঞ্জের বারান্দায় শ্রীরূপমঞ্জরী আদি শয়ন করিয়াছেন।

এইভাবে তাই শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীগৌরসুন্দরকে গৃহে লইয়া শয়ন করাইলেন। তৎপরে সাধক দাস সেই সময়ে চরণ সেবা করিবেন।

সুরধণী তীরোপরি ভক্ত সঙ্গে গৌরহরি
ভাবাবেশে গরগর চিত্ত।

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু জাগ্রত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বারান্দার চৌকিতে বসিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিলেন।

গৌরসুন্দর চৈতন্য হইয়া অর্থাৎ জাগরণ করতঃ ব্রজের ভাবনা উদিত হইল। যেন বৃন্দাবনস্থ যোগপীঠস্থ হেমাম্বুজ কুঞ্জ রত্ন পালঙ্কে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়নে আছেন। সেই ভাবাবেশে গরগর কণ্ঠে জন্বা হাই ছাড়িতে লাগিলেন। অতি মনোহর শয্যা বিচিত্র বালিশে এবং ভক্তগণও জানালার ছিদ্র দিয়া রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া উল্লসিত হইলেন। এদিকে স্বরূপ গোস্বামী আদি সকল ভক্তগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রভুর ভাবোচিত নিশান্ত পদ-গান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ ঘোষের মৃদঙ্গ শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন।

উঠ উঠ গোরাচান্দ নিশি পোহাইল।

নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপের নিশান্তলীলা

(১)

উঠিয়া গৌরাঙ্গ চাঁন্দ বসিলেন আসনে
সুবাসিত জলে কৈলেন মুখ প্রক্ষালনে
অদ্বৈত জাগিয়া নিত্যানন্দেরে জাগায়ে
শ্রীনিবাস হরিদাস গৌর গুণ গায়
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই
সম্মুখে অদ্বৈত চন্দ্র শোভার বালাই (যাই)
মুকুন্দ শ্রীনরহরি আনন্দে বিভোর
বাসুদেব ঘোষ হেরে সুখের নাহি ওর

(২)

স্মররে নর, গৌর চন্দ্র, নাগর বন ওয়ারী
নদীয়া ইন্দু, করুণা সিন্ধু ভকত বৎসলকারী
বদন চন্দ্র, অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ
কুসুমে শোভিত, চাঁচর চিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশনে মোতি ন, অমিয়া হাস, দামিনী ঘনওয়ারি
মকর কুণ্ডল, ঝপকে গণ্ডে, মণি কৌস্তুভ দীপ কণ্ঠে
অরুণ বসন, করুণ বচন, জগজনে মনোহারী
মাল্য চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
অনঙ্গ বলয়া চরণে নুপুর যজ্ঞ সূত্র ধারী
ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র গাওত যশ ভকত বৃন্দ
কমলা সেবিত পাদ পদ্ম বলি যাও বলিহারী
কহত দীন কৃষ্ণদাস গৌর চরণে করত আশ
পতিত পাবন নিতাই চাঁন্দ প্রেমদান কারী

অষ্ট কালিন লীলা স্মরণ

(৩)

নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর
জয় শচীনন্দন, জগজ্জীব তারণ
কলি কল্মষ নাশন অবতার
জয় হাড়াই নন্দন, পদ্মাবতী জীবন
প্রেম রতন মন পরচার
জয় সীতানাথ, শ্রীঅচ্যুত ভাত
গৌর আনিয়া যেবা করি হু হু কার

(৪)

সীতানাথের কি মাধুরী, নদে কৈল ব্রজপুরী
ব্রজ হইতে ব্রজনাথে আনিয়া
জয় মাধব নন্দন, রত্নাবতী জীবন
গৌর প্রেমেতে মাতুয়াল
গদাধর অনুরাগে, গৌরাঙ্গের বামভাগে
দাঁড়াইয়া আছে দেখ চমৎকার
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, করে হরি সংকীর্ত্তন
পূর্ব্বরাগ গায় স্বরূপ দামোদর
বালক বৃদ্ধ পুরুষনারী সবাই ভজ গৌর হরি
ভবপারে যাবার চরণতরী করহ সার
স্থাবর জঙ্গম আদি করি হরিবলে নিরবাধ
একি লীলা কল্লেন গৌর চমৎকার
জীবের লাগিয়া নীলাচলে গিয়া
রাধা ভার গৌর কল্লেন পরচার

দীন কৃষ্ণদাস বলে, রাখ নিতাই চরণ তলে
ভজন বিহিন জনে কর পার।

—×—

(৫)

দেবাদি দেব গৌর চন্দ্র গৌরী দাস মন্দিরে
নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌর অম্বিকাতে বিহরে।
চারু অরুণ গুঞ্জাহার হৃদ কমলে যে ধরে
বিরঞ্চি সেব্য পাদ পদ্ম লক্ষ্মী সেব্য সাদরে
তপ্ত হেম অঙ্গ কান্তি প্রাত অরুণ অম্বরে
রাধিকানুরাগ প্রেম ভক্তি বাঞ্ছা যে করে।
শচী সূত গৌর চন্দ্র আনন্দিত অন্তরে
পাষণ্ড খণ্ড নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে
নিত্যানন্দ গৌর চন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে
গৌরী দাস করতঃ আশ সর্ব্ব জীব উদ্ধারে।

বিভাস

দেব দেব আসি যত, নদেবাসী আমার গৌর চাঁদে
বিহানে উঠিয়া অঞ্চল ধরিয়া ননী দে মা বলে কাঁদে
নই আহিরিনী কোথা পাব ননী একি জ্বালা হল মোরে
শুনিয়াছি পুরাণে নন্দের ভবনে সেই সে আমার ঘরে
একি অদভূত অতি বিপরীত আমার গৌরাঙ্গ রায়
আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া মধুর মুরলী বায়ে
আর একদিনে খেলে শিশু সনে নয়নে গলয়ে লোর
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে বাসনা পুরাল মোর

(৬)

শ্রীমন্ন নবদ্বীপ কিশোর কৃষ্ণ, স্বানন্দ হে বিশ্বম্ভর ভক্তভাব
হা শ্রীশচীনন্দন প্রেমদাতা প্রসিদ্ধ হে বিষ্ণু প্রিয়েশ গৌর

—×—

(৭)

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥

মঙ্গল অদ্বৈত ভকতি ২ সঙ্গে, মঙ্গল গাওত প্রেমতরঙ্গে
মঙ্গল বাজত খোল করতাল মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ মঙ্গল আরতি করে অপরূপ
মঙ্গল গদাধর হেরি পন্থ হাস মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস।

—×—

(৮)

শুইয়াছে গোরাচাঁন্দ শয়ন মন্দিরে
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা তাহার উপরে।
অলসে অবশ অঙ্গ গোরা নটরায়।
কি কহিব অঙ্গ শোভা কহন না যায়
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে
কত সুধা দিয়া বিধি কৈল নিরমান
অতি মমোহর শেজ বিচিত্র বালি.স।
বাসুদেব ঘোষ হেরে মনের হারিষে॥

—০—

সখী হে কহ কহ কি উপায়
কৃষ্ণের নর্ম্ম কথা শুধু সুধাময় গাঁথা
অক্রুরীর কর্ণানন্দা ভায়

মঞ্জরীগণ নিজ নিজ গুরু পরম্পরানুযায়ী চরণ সেবার আকাঙ্খা করিবেন।

এদেহে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা
শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপের নিশান্তলীলা

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে—

প্রাগে শ্রীবাসস্থ দ্বিজ কূলরবৈ নিস্কুট বরে।
শ্রুতি ধ্বনি প্রথৈঃ সপদি গতনিদ্রং পুলকিত,
হরে পার্শ্বে রাধাস্থিতি মনু ভবন্তং নয়ন জৈঃ
জলৈঃ সংসিক্তাঙ্গং বরকনক গৌরং ভজমনঃ ॥১॥

—×—

বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলা

[নিশি অবসানে শ্রীবৃন্দাদেবী জাগিয়া সখীগণ সহিত মিলিত হইলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠে নিভৃত]

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলা স্মরণ শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত

রাত্রান্তে ত্রস্ত বৃন্দারিত বহুবিরধৈ বোধিতৌ কীরশায়ী
পৈত্যৈ হৃদৈঃ বহ্যত্যৈরপি সুখ শয়নাতুহিতৌ তে সখীভি
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদা ত্বোদিত রতি ললিতৌ।
ককখ টী গীং সশকৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ত তল্পৌ স্মরামি।

রাই জাগ রাই জাগ শারিশুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মানিকের কোলে॥

উঠহে গোকুলে চান্দ রাইকে জাগাও।
অকলঙ্ক কুলে কেনে কলঙ্কে রটাও ॥
রজনী প্রভাত হইল বলিহে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
শারী বলে, ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক।
নবজল ধরে আনি অরুণে ঢাক ॥
শুক বলে শারি মোরা পোষনিয়া পাক্ষী।
জাগলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী ॥
শারী শুকের করবরে রাই চমকিত।
জাগিয়া বসিল ধনী অতি ত্বরান্বিত ॥
বিদ্যাপতি কহে চান্দ গেল নিজ ঠাই।
অরুণ কিরণ ভেল চল গৃহে যাই ॥

—০—

উঠিয়া সে বিনোদিনী, হে বিশেষ রজনী
চমকিতে চারি পানে চায়
প্রভাত দেখিয়া ধনী মনেতে সংকোচ মানি
পদ চারি বধূরে জাগায়
উঠ হে নাগর বর আলিস পরিহর
ঘুমেতে না হও অচেতন
দারুণ গোকুলের লোক হেন বেলা যদি দেখে
কি বলিয়া বলিবে বচন।
তোমার এই চান্দ মুখে কাজল সিঁন্দুর মাখে
দেখিলে করিবে উপহাস
বিষম গোকুলের মাঝে পাইবে দারুণ সাজে
হের আইস মুছাই নিজ বাসে
বার শ্বশুর কুল উচ্চ দুই সমতুল
তাহে বোলায় কুলের কামিনী

এই মনে করি ভয়ে পাছে কুলে কালি হয়
লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী
এইত গোকুলের লোকে কত কথা বলে মোকে
ননদিনী পরমন্দ করে।
যদি দেখে তুয়া সঙ্গে হইবে কেমন রঙ্গে
তবে কি রহিবে ঘরে॥
আমি আর বলিব কি না পারিয়া বিদায়নি
সকলি গোচর রাঙ্গা পায়।
এ যতুনন্দন বলে তুই ভাসে প্রেম জলে
লোকে কুঞ্জে দেখিতে না পায়॥

—×—

তৎপরে শুক সারির নিকটে জটিলা আগমনের কথা শুনিয়া রাধাকৃষ্ণ ও সখীগণ শয্যা মুক্ত হইয়া কুঞ্জের বাহিরে আসেন মঞ্জরীগণ বস্ত্র অলঙ্কারাদি কুড়াইয়া তুই সঙ্গে মিলিয়া নিজ নিজ গৃহে যান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সগণকেযী দেখিয়া কাপড় পড়িতে গিয়া ক্রমে শ্রীরাধার নীলাম্বর ধারণ করেছেন এবং রাধা ও কৃষ্ণের নিকুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিচিত্র কুসুমবিরাজিত শয্যায় শয়নে আছেন। যেমন ব্রাহ্মণ বালকগণ হস্ব দীর্ঘস্বরে (উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিততে) বেদ উচ্চারণ করেন তেমনই কুকুট রবের স্বরও শুনা যাইতেছে। সখীগণ পৃথক পৃথক কুঞ্জে শয়নে আছেন। নিশান্ত চন্দ্র কিরণে রাই জাগ রাই জাগ শুক শারি বলে পুষ্পাদি বিকশিত ঝঙ্কারে এবং দক্ষ, বিলক্ষণ নামক শুক শারিকা পক্ষিদের রবে সখীগণ ও মঞ্জরীগণ জাগ্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শয়ন মন্দিরে আসেন তৎপরে শ্রীবৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতে শুকসারি নানাপদ ছন্দে সম্বোধনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে জাগান। প্রথমে

শ্রীরাধা জাগিঙ্গেন তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ জাগিয়া শয্যা হইতে কত নিদ্রা যাও কালমানিকের কোলে।

দক্ষ ও বিলক্ষণ মামক পক্ষীদের রবে সখীগণ ও মঞ্জরীগণ জাগ্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শয়ন মন্দিরে আসেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দা-দেবীর ইঙ্গিতে শুকশারী নানা পদ ছন্দে সম্বোধনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে জাগান। প্রথমে শ্রীরাধা জাগিলেন তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ জাগিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। সখীগণ কুঞ্জে প্রবেশিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শোভা দর্শন করেন।

পীতাম্বর ভ্রমে ধারণ করেছেন। ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরতি করেন। সখীগণও চতুর্দিকে বেড়িয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা বিভোর হন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে গমন করেন এবং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দুঃখিত হইয়া সখীগণকে সঙ্গে লইয়া যাবটে যান। এখানে সাধক

গ্রামহি যাবট যৈছন পাবক
তেছন সবজন রীত
ধনী কুন্দলতা বিশাখা ললিতা
রাইরে আনিয়া ঘরে

রাধিকা রতনে করিয়া যতনে
সোপিল বুড়ির করে।
নিজ গৃহে সখী সঙ্গে রসবতী রাই।
কাহ্নু অনুরাগ বাঢ়য়ে অধিকাই॥

সখীগণ নিরখিতে আকুল ভেল

বিরহক তাপে তাপিত ভৈগেল

অতি উৎকণ্ঠিত গদগদ বোল
বিশাখারে আবেশে করয়ে নিজকোর
সকল ইন্দ্রিয় ক্ষোভি কহে বিশাখারে
ছলছল দুটি আঁখি অনুরাগ ভরে

—:০:—

শারী শুক দুইজনে জাগিয়া বিহানে।
রাই শ্যামে জাগাইতে করে অনুমানে ॥
শুক বলে শারী আর নিশি আছে মোরি।
কেমনে জাগাবে মোরা কিশোর কিশোরী ॥
শারী বলে শুক তুমি ডাক উচ্চ স্বরে।
প্রবল পবন বহুক কুঞ্জের ভিতরে ॥
উচ্চ ডালে বসি শুক করে চারু ধ্বনি।
ধ্বনি শুনি জাগিলেন রাধা বিনোদিনী ॥

—০—

কুঞ্জভঙ্গ ভজন সংগ্রহ

(১)

নিশি অবসানে, বৃন্দাদেবী জাগল
সকল সখীগণ মেলি
নিভৃত নিকুঞ্জ দ্বার করি মোচন
মন্দির মাহ চলি গেলি
রতন পালঙ্ক পর শুতি বহু বহুজন
অতিশয় অলসে ভোর
ঘন দামিনী কিয়ে মরকত বসঞ্জন
ঐছন দুহুতনু জোর
বিগলিত বেণী চারু শিখি চন্দক
টুটল মণিময় হার
পরিহর বসন আধভেল বিগলিত
চন্দন আভরণ ভার
রতি সুখ ভঙ্গ. ভয়ে সব সখীগণ
বিহিক দেই বহু গারি
ইহ সুখ রজনী, ত্বরিতে ভেল অবসান
নিরদয় হৃদয় তো হারি
নিশি অবসানে, কমল আধ বিকশিত
দশ দিক অরুনিম মন্দ
কৈছন দুহুক জাগাওয় রচইতে উদ্ধব দাশ হিয়া ধন্ধ।

—০—

গোকুল নন্দেতে বলে বড় দুঃখ দিলে।
তমালে কনকলতা কেনে ছাড়াইলে॥

—০—

উঠিল নাগর বর নিদের আলসে।
দুটি আখি ঢুল ঢুল হিলন বালিশে॥
সুবাসিত জল জলে বধূর বদন পাখানে।
মুছায় বদন চাঁন্দ নেত্রের অঞ্জনে॥
যেখানে যে বিগলিত হয়েছিল বেশে।
সাজাইল প্রাণনাথে মনের আবেশে॥
বাহু যুগ প্রসারিয়া নাগর কৈল কোরে।
অনিনিখ নেত্রে চান্দ বদন নেহারে॥
হাঁসি হাঁসি এক সখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশী বেশর পেয়ে নাগর হরষিত ভেল॥
জ্ঞান দাস কহে লীলার বলিহারী যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥

—×—

বল বল প্রাণনাথ আজ কি হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ্ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজল গেল সিথির সিঁন্দুর॥
যতনে পরাও মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে করে লয়ে চল বঙ্কিম লোচন॥
তোমার অঙ্গের পীত বাস। মোরে দেহ পরিয়ে॥
উভ করি বাঁধ চূড়া এলায় কবরী॥
তোমার গলের বনমালা দেহ মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা বলে সুধা হলে গোকুলে॥

তোমার হাতের মোহন বাঁশী দেহ মোর হাতে
গোকুলের পথে যাব বাজাতে বাজাতে ॥
বসু রামানন্দ বলে এমন পিরিতে।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন একত্র বসতি।

—০—

নিকুঞ্জ হইতে সখীগণ সাথ
নিজ গৃহে চলে রাই
চলি যায় পথে কানু ভাবে চিত্তে
পথ পড়ে মুরছাই
এতক দেখিয়া ললিতা ধাইয়া
রাইকে করিল কোলে
আহা মরি মরি হে দেগো সুন্দরী
কেন বা এমন হইলে
ললিতাকে হেরি কহিছে সুন্দরী
শুন ওগো সহচরি।
কানু গুণ নিধি রসের অবধি
চিতে পাশরিতে নারি।
কর যোড় করি কহিতে সুন্দরী
শুন ওগো ধনি রাই
হইল প্রভাত চলহ ত্বরিত
অবিলম্বে গৃহে যাই
শ্রীরূপ মঞ্জরী তাহার কিঙ্করী
দাঁড়াইল সবার আগে
শ্রীরতি মঞ্জরী তাহার কিঙ্করী
এ বলরাম দাশ মাগে।

—•—

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাতঃ কালিন লীলা স্মরণ—

ষড় দণ্ডে অর্থাৎ—প্রাতঃ ৫-৫৪ মিনিট হইতে ৮-১৮ মিনিট পর্য্যন্ত।

শ্রীরূপগোস্বামী কৃতে—

প্রভাতে প্রক্ষ্যাল্য স্ববদনবিধুং কেশব কথা
গৃহালিন্দে প্রেম কুলিত হৃদয়ো যঃ প্রিয়জনৈঃ।
ক্রবন্নান্তে রাধারস কলন ফুল্লো বরতনু।
ভক্তত্বং তং গৌরং নিরবধি মনঃ প্রেমবলিতং।

সাধকের প্রাত কালিন কৃত্য—৫-৫৪ হইতে-৮১৮ মিনিট পর্য্যান্ত।

এই সময়ে আহ্নিক (সন্ধ্যা) শ্রীবিগ্রহ সেবাপূজা মূল মন্ত্র স্মরণ।

[জলশুদ্ধি=গঙ্গে চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু।

মাথায় জল ছিটানো=ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বারস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষ্যং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচি।

আচমন=ওঁ কেশবায় নমঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ মাধবায় নমঃ।

সম্প্রদায়—

তিলক ধারণ=চার সম্প্রদায় আনুগতো নিজ নিজ পরিবারের তিলক ধারণ মন্ত্র যথা—

ললাটে=ওঁ কেশবায় নমঃ। উদরে= নারায়ণায় নমঃ। দক্ষিণ বক্ষস্থলে=ওঁ মাধবায় নমঃ। কণ্ঠে=ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। দক্ষিণ পার্শে=ওঁ বিষ্ণুবে নমঃ। দক্ষিণ বাহুতে=ওঁ মধুসুদনায় নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে=ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ। বাম পার্শে=ওঁ বামনায় নমঃ। বাম বাহুতে=ওঁ শ্রীধরায় নমঃ। বাম স্কন্ধে=ওঁ হৃষিকেশায় নমঃ। পৃষ্ঠে= ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ। কটিতে=ওঁ দামোদরয়ে নমঃ।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মগায়ত্রী জপ এবং বৈষ্ণবগণের কামগায়ত্রী তথা অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিয়া মহামন্ত্র জপ করিবেন। মালা ধারণ সময়ে বলিবে যথা—

নাম চিন্তামণি রূপং নামৈব পরমাগতি।
নাম্ন পরতরং নাস্তি নাম স্মাহং উপাস্মহে।

মালা সমাপ্ত সময়ে বলিবে যথা—

নামযজ্ঞ মহাযজ্ঞ কলৌ কল্মষ নাশনম।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রীত্যর্থে নাম যজ্ঞ সমর্পনম্॥

কবে নবদ্বীপে, সুরধনী তটে
হা-রাধে! হা-কৃষ্ণ ! বলব গো।
ব্রজ গোপী ভাব; হইলে স্বভাব
হইব রাধার দাসী গে ॥

সাধক দাস প্রাতঃকালীন স্নানাদি সন্ধ্যা বন্দনাদি করতঃ তৎপরে মন্দিরে গুরুদেবকে জাগাইয়া অগ্রে গুরু পূজা করিবেন। শ্রীনিতানন্দ প্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শয্যা হইতে উঠাইয়া বসাইবেন মনে করিবেন শচীমাতা গৌরকে জাগাইয়া বসাইতেছেন আরও পূর্বের ভাবে স্বরূপাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসের উদগারলী গান করিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরহরি প্রেমে গদ্ গদ্ অশ্রু ও পুলকে শরীর কাঁপিতে লাগিল কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ গান সমাপ্ত হইবার পরে তিন প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাতে স্নান এবং আচমন পূজা করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এবং গদাধর বিষ্ণু মন্দিরে যাইতেছেন এমন সময়ে সাধক ভক্ত দাস তিন প্রভুকে নীল পীত পটাম্বর বস্ত্রে সাজাইয়া মালা চন্দন দ্বারা ভূষিত করিবেন। ভক্তবৃন্দও তুলসী জল দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত হইবার পরে তিন প্রভু এবং ভক্তগণকে জলযোগ করাইবেন তথা শচীমাতা ঈশানকে পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মাহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুর হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন তৎপরে ব্রজের নন্দালয়ে শ্রীরাধার বিভিন্ন মিষ্টান্ন রন্ধনাদির স্মরণ হয় তাই ঈশানকে পাঠাইয়া নিজ গৃহে শ্রীশচীমাতা আনয়ন করান তখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অন্তপুরে অন্নাদি পাক করিয়া স্বর্ণ পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া ঈশান দাস দ্বারা নিজের বিষ্ণু অধোক্ষজ মন্দিরে পাঠাইয়া

পণ্ডিত শ্রীগদাধর দ্বারা নৈবেদ্য বিষ্ণুকে সমর্পণ করান তৎপরে তাম্বুলাদি প্রদান করিয়া আরতি করান।

শচীমাতা স্বয়ং পরিবেশন করেন। সকলের ভোজনান্তে শচী-মাতা জাহ্নবী মাতা সীতাদেবী মালিনী লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সকলে ভোজন করিতেছেন এই ভাবনা লইয়া সাধক দাস বাসনাদি ধৌত ঘর পরিস্কার করতঃ প্রভুর নিকটে আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজের শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাদি স্মরণ করতঃ গদ্ গদ্ ভাবে অষ্ট দল মনির কল্প কৃষ্ণ মূলে কেশরের পদ্মা কৃতি সিংহাসনে যোগপীঠ তাহার মধ্যে তিন প্রভু আসিয়া অবস্থান করেন এইভাবে সাধক দাস তিন প্রভু ও রাধা কৃষ্ণের পূজনে মালা চন্দন ভূষিত করিয়া প্রসাদাদি মালা গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দিয়া গোস্বামী গুরুগণকে ক্রমান্বয়ে সমর্পণ করতঃ তিন প্রভুকে আরতি করেন। ইতি প্রাতঃ লীলা সমাপ্ত।

—০—

"বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাতঃ কালীন লীলা"

৫—৫৪ মিনিট হইতে ৮—১৮ মিনিট পর্য্যন্ত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাতঃ কালীন লীলা স্মরণ

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে

রাধাস্নাত বিভূষিতাং ব্রজা পয়াহতাং সখীভিঃ ব্রজে
তদ গেহে বিহিতান্ন পাক রচনাং কৃষ্ণাবশেষা শনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্ত ধেনু সদনং নিব্যূঢ় গোদোহনং
সুস্নাতং কৃত ভোজনং কহচরৈ স্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে ॥

সাধকের ভাবনা যথা—

বৃষভানুপুরে জনম লইব
যাবটে সে লীলা দেখব গো

আরও স্নানাদি নিত্য কৃত্য তথা বেশ ভূষণাদি করতঃ যখন শয়ন মন্দিরে আসেন।

তখন রাধা শয়ন মন্দিরে আসেন তখন দেখেন কি শ্রীরাধিকা শয্যাতে শয়ন করিতেছেন সখী মঞ্জরী বৃন্দকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন এমন সময়ে জটিলা আসিয়া রাই [রাধা] অঙ্গে পীতাম্বর দেখিয়া বাহ্যে ভৎর্সনা করিলেন। সখীগণ বলিলেন জানলা দিয়া সূর্য্য কিরণেতে তোমাকে পীত দেখা যাইতেছে কিন্তু বাস্তবিক পীত নয়। তখন পুনঃ সূর্য্য পূজার উপদেশ প্রদান করেন। তাই রাধা নিজ বস্ত্র পরিধান করেন। পরে মধুরিকা সখী কৃষ্ণের ওখানে যাওয়া সম্মতি শুনান। তাতে রাই আনন্দিত হইয়া আম্র পত্র ডাল দ্বারা দন্ত ধৌত এবং স্নানাদি শৃঙ্গার করিয়া বসেন এমন সময়ে নন্দালয় হইতে হীরা নাম্নী সখী আসিয়া রাইগৃহে মিষ্টান্নাদি লইয়া রাই প্রতি বলেন যশোদা মা তোমাকে প্রসাদ দিয়াছেন তাহা তুমি তোমার ভোজন গৃহে সেবন কর। তাই রাই সখীগণ সহিত প্রসাদ সেবা করিয়া তক্তা-পোষ উপরে বসেন এমন সময়ে যশোদা মার আদেশে কুন্দলতা যাবটে আসিয়া জটিলাকে লইয়া রাই গৃহে আসেন জটিলা রাই পতি বলেন— হে রাধে নন্দালয়ে যাইয়া সুন্দর রান্না কর। যশোদা মা তোমাকে ডাকিতেছেন। সঙ্গিনী লইয়া রাধা বিনোদিনী, প্রবেশ করেন রন্ধন ঘরে।

রাই কুন্দলতার সঙ্গে নন্দালয়ে গমন করেন। সেই সময়ে ধনী ঘণ্টা আগমন করতঃ রাধার সঙ্গে মিলিত হইয়া নন্দালয়ের শোভা দর্শন করান তৎপরে রাইপুরে প্রবেশ করিয়া যশোদা মা এবং রোহিনী মাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করেন। যশোদা মাও আশীর্ব্বাদ করিয়া রোহিনী মার সঙ্গে রান্না করিতে আদেশ করেন সখীগণকেও যোগাড় দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন রোহিনী সহিত রন্ধন করিতে বসিলা বৃষ-ভানু নন্দিনী আরও ষোড়শ শৃঙ্গার এবং দ্বাদশালাকারে বিভূষিত করেন। তৎ পূর্ব্বেই মধুরিকা আসিয়া রাইকে শ্রীকৃষ্ণের নবনীত ভোজন অব-শেষ দিয়া গো-দোহনাদি ক্রীড়া শ্রবণ করান। যথা হিরন্যাক্ষী বলিলেন হে রাধে রামকৃষ্ণ গোদোহনান্তে গৃহে এসেছেন। স্নান ভূষণাদি তিলক হইয়াছে এবং ভাণ্ডারী মুনিকেও স্বর্ণ বস্ত্র সহিত গাভি দান যশোদা

মা রামকৃষ্ণ দ্বারা করাইয়াছেন আরও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়াছেন। হে রাধে তুমি এখন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন কর।

তৎপরে রাই রোহিনী মাতার সঙ্গে পাক গৃহে আসিয়া অমৃত কেলী দধি কর্পূর কেলী আদি সুস্বাদু মিষ্টান্ন রন্ধন করার পরে দাসী-গণ স্বর্ণ পাত্রে সাজাইয়া রাখিলেন। যশোদা মা এই সমস্ত দেখিয়া রাইকে প্রশংসা করেন। মধুমঙ্গল দ্বারা নারায়ণকে নিবেদন করাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে সখাসহ পরিবেশন করান।

কানাই বলাই, মিলি দুই ভাই, সখাগণ করি সঙ্গে। ভোজনে বসিয়া পঙ্কন দেখিয়া বটুর বাঢ়ল রঙ্গে। রোহিনীনন্দন করেন ভোজন, কানুর ডাহিনে বসি.। বামেতে সুবল, সম্মুখে মঙ্গল, সখনে উঠয়ে হাঁসি। ভোজ-নান্তে তাম্বুল এবং পাখা চামর ব্যজনাদি দাসীগণ করেন। তৎপরে রাইকে রোহিনী মাতা মিষ্টান্ন পরিবেশন করেন ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অব-শেষ রাইকে গোপনে দেন।

দাসীগণ সঙ্গে নানা রসরঙ্গে, ভোজন করেন। সুখে শ্রীমতি রাধার ভোজনান্তে দাসী মঞ্জরীগণকে ঐ পাত্রে বসাইয়া পরিবেশন করান। ভোজনান্তে রাইকে শয্যায় বসাইয়া দাসীগণ তাম্বুল সেবা করাইয়া ব্যজনাদি করেন।

পালঙ্কি উপরি, বসিল সুন্দরি, বালিশ হেলিয়া গায়। শ্রীকৃষ্ণের ইতি মধ্যে তন্দ্রা ভেঙ্গে যাওয়ায় সখীগণকে ইঙ্গিত করেন যে পশ্চিমে নিকুঞ্জ মন্দিরে লঘু দ্বারে গমন কর আমি তথায় যাইতেছি। এদিকে কিছুক্ষণ পরে রাই শয্যা হইতে উঠিয়া অন্য সখীবৃন্দ সঙ্গে বনের শোভা দর্শনের ছল করিয়া সেই কুঞ্জে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে মিলিয়া রতি ক্রীড়া বিহারাদি করেন। তাহা সখী মঞ্জরীগণ দর্শন করিয়া আনন্দিত হন পরে অনঙ্গ মঞ্জর্য্যাদি মঞ্জরীগণ কুঞ্জে প্রবেশিয়া রাধাকৃষ্ণের অঙ্গের বিগলিত বেশভূষা সুসজ্জিত করাইয়া কল্পবৃক্ষ মূলে অষ্টমণি রচিত সিংহাসনের উপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বসান। চতুষ্পার্শে অষ্ট সখীগণ যথা অনঙ্গ মঞ্জরী, কলাবতী শুভঙ্গদা, হিরণ্যাঙ্গী, রত্নরেখা, শিখাবতী

বামপাশে দাঁড়াইয়া দর্শন করেন। এই ভাবনাতে সাধক দাসী মঞ্জরী পুষ্পমালা পরাইয়া প্রসাদি মালা এবং প্রসাদ ভোগ গুরু বর্গকে প্রদান করতঃ আরতি করিবেন। এবং স্বয়ং অবশেষ গ্রহণ করিবেন।

ইতি প্রাতঃ কালীন লীলা সমাপ্ত

—০—

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বাহ্ন লীলা

ষড়দণ্ড – ৮-১০ মিনিট হইতে ১০-৪২ মিনিট পর্য্যন্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে যথা

হরি বনস্পতি লীলাং ব্যাকুলীভূত গোষ্ঠং
স্মৃতি বিষয় গতাং যং কারয়ামাস সাক্ষাৎ
তদনু করণকারী ভক্তবৃন্দস্য মধ্যে
তমহমনু ভজামি শ্রীল গৌরাঙ্গ চন্দ্রং॥

অর্থ কৃষ্ণের কাননে গমন। গোপ গোপী বিয়াকুল স্মৃতিপথে উদিত হইল। সেই লীলা সাক্ষাৎ করিলা ভাবানু করনে ভক্ত মাঝে। গরগর গৌরাঙ্গ বিরাজে ভজমন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা। পূর্ব্ব হইতে যাহা আচরিলা।

শ্রীগৌর সুন্দরের এই গুপ্ত বৃন্দাবনে অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবনের গোষ্ঠ লীলা স্মরণ আসাতে ভাবাবিষ্ট হইয়া গৃহের বাহিরে সেইভাবে মুখে বংশী বাজান এবং নিত্যানন্দ অদ্বৈত শিঙ্গা এবং বেণু বাজাইলেন তিন প্রভু ভক্তগণ সহ গঙ্গাতীরে যাইয়া গোচারন লীলা অনুকরণে অর্থাৎ গোগণকে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজের ভাবটি প্রকট হইল তাই ভক্তবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে গোচারণ লীলা গান শুনান। এই গান শ্রবণ করিয়া গৌর সুন্দর প্রেমে গরগর হইয়া যান। তৎপরে ভক্ত-বৃন্দের গান তথা ভক্তবৃন্দকে আলিঙ্গন দিয়া তিন প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে

আসিয়া বসেন। শ্রীবাস তিন প্রভুকে ভক্তবৃন্দ সহিত গৃহে বসাইয়া ফল মিষ্টান্ন ভোজন করান। ভোজনান্তে তিন প্রভুকে সিংহাসনে বসাইয়া আরতি করেন। এই ভাবটি লইয়া দাসগণ পূর্ব্বাহ্ন লীলার ব্যঞ্জনাদি ভোগের সেবা করিবেন।

ব্রজধাম নিত্যধন রাধাকৃষ্ণ দুইজন
লীলাবশে একতনু হঞা।
গৌর নবদ্বীপে অবতরি রাধাভাব কান্তি ধরি
তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ॥

—:০:—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বাহ্ন লীলা

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈ বিলিনমনু স্মৃতং
গোষ্ঠলোকানু যাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তি লোলং তদভি সৃতি কৃতে
প্রাপ্ত তৎ কুণ্ডতীর॥
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃত গৃহ গমনা
মার্য্যয় কার্চ্চনায়ৈ।
দিষ্টাং কৃষ্ণ প্রবৃত্তৈ প্রহিত নিজ সখী বর্ত্তনেত্র
স্মরামি।

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।

যখন নন্দীশ্বরে যোগপীঠে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবস্থান করেন সেই সময়ে শয়নান্তে উত্থিত হইয়া নন্দালয়ে পশ্চিম শৈনোপরি পুষ্পোদ্যানে বিহার কুঞ্জে বিলাসান্তে তথা হইতে নিজ নিজ শয্যায় আসিয়া বসিলেন তখন যশোদা মাতা এবং রোহিনী মাতা রাম কৃষ্ণকে নটবর বেশে সাজাইয়া নীল পীত বস্ত্র অলঙ্কার ধারণ শিখি পুচ্ছ চুড়া দ্বারা ভূষিত করাইয়া শৃঙ্গ বেণু বেত্র হাতে দেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম গোষ্ঠে সখাগণ সহ গমন করেন।

রাখাল বালক যত আসিয়া মহলে।
গোষ্ঠেরে যাইতে সবে করে কোলাহলে॥
বলে ওমা নন্দরানী হের দেখ চাই।
উচ্ছুর হইল বেলা যাবেনা কানাই॥

নন্দ বাবা যশোদা মা আদি গোষ্ঠের নিকটে যান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মধুর বচনে সান্তনা দিয়া গৃহে পাঠাইলেন এবং গোধন লইয়া বনে গোচারণ করিবার সময় রাই প্রতি সংকেত করেন কি রাধাকুণ্ড মিলন হইবে। রাই শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ হইতেছে জানিয়া কুন্দ লতাদি সখীবৃন্দ সহ যাবটে আসিয়া বসেন পরে সূর্য্য পূজা ছল করে মধ্যাহ্নে সূর্য্য কুণ্ডে যাবেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধে পক্ষীগণ, মৃগগণ এবং ভ্রমরগণ মোহিত হইয়া কৃষ্ণ সমীপে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের সৌভাগ্য চিন্তা করতঃ নিজেকে তুর্ভাগিনী মনে করেন। বৃন্দাদেবী বৃন্দাবন হইতে মালতী সখী দ্বারা পুষ্প এবং পান খিল ইত্যাদি রাধা নিকটে পাঠান তাতে রাই বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ বিভিন্ন খেলাধূলাদি বিহার করিতেছেন এবং তাঁহাদের রূপ দর্শন করিয়া পক্ষী মৃগাদি মোহিত ইহা শ্রবণ করিয়া রাইর পূর্ব্বের উদ্দীপন ভাবে উৎকণ্ঠিত হইলেন। পরে রামকৃষ্ণ গোপ-সন্তাসিয়া সখাবৃন্দ সহ গোবর্দ্ধন যান।

— ০ —

পূর্ব গোষ্ঠ

গোষ্টে চলে যদুমনি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি
সিঙ্গাবেণু মুরলী রসাল
বৃষভানু কুমারী অট্টালিকা পরে চড়ি
অনিমিখে চান্দ মুখে চায়
রতন অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হেরি অচল পদ পানি
শুনিয়া বেণুর রব ধেনু চলে রঙ্গে।

মুচকি মুচকি হাসি রাই পানে চায়।
নিজ গৃহে সখী সঙ্গে রসবতী রাই
কানু অনুরাগে বাঢ়য়ে অধিকাই॥
নব অনুরাগিনী কিছু নাহি জামি
কলু পুরাইতে কাম।

এদিকে রাই সখীর মুখে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং পুষ্পদ্বারা গুঞ্জবার এবং তাম্বুল খিলে মালা প্রস্তুত করিয়া তুলসী দ্বারা কৃষ্ণের নিকটে পাঠাইলেন। পরে রান্না ঘরে গিয়া মিষ্টান্ন পক্কান্নাদি রচনা করিয়া সাজাইয়া রাখেন। এদিকে দাসীগণ ও সূর্য্য পূজার নিমিত্ত পুষ্প কলা ইত্যাদি সাজাইয়া রাখেন আরও সখীগণ রাইকে শৃঙ্গার করেন এমন সময়ে তুলসী ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত পুষ্পমালা রাই গলে দিয়া কর্ণে চম্পক কলি কড়ি দিয়া বলেন কৃষ্ণ এখন গোবর্দ্ধনে সখীদের সহিত মানস গঙ্গাতে জল ক্রীড়া করিতেছেন আরও সখাদের সঙ্গে মিষ্টান্ন পরমান্ন ভোজন করিয়া সুবল মধু মঙ্গল বসন্ত বন শোভা দর্শন করিতে করিতে কুসুম সরোবরে আসেন তথায় ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া মধুমঙ্গল বলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারি তাকে কেন খোঁজ করিতেছ সে তোমাদের সঙ্গে কথা বলিবেনা। আকুতি মিনতি করার পরে দেখা হইল এবং সেই প্রসাদি মালা রাধার নিকটে পাঠাইয়া দিল তৎপরে শৈবা সখী চন্দ্রাবলীর জীবন সঙ্কেত করেন এবং পূর্ব্ব পুষ্পমালা তোমার নিমিত্ত কৃষ্ণ তোমাকে দেন। আরও তোমার সঙ্গে মিলনে কৃষ্ণ-উৎ-কণ্ঠিত আছেন। এই কথা শৈবা ফিরে গিয়া বলিলেন। রাই সখীসহ বৈঠক ঘরে গিয়া বসেন এবং দাসীগণ ব্যঞ্জনাদি সেবা দ্বারা নিজেদের শ্রম শান্তি করেন।

কৃষ্ণ বলরাম সখাগন অন করিল ভোজন কেলি
শুনিয়া শ্যামের বেণু মন্দ মন্দ চলে ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।

শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, রাখাল সকল তাদের নিয়ে খেলা করতে যমুনার তীরে যান।

—:०:—

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন

কিরূপ হেরিলু মধুর মুরতি
পিরীতি রসের সার
হেন নহে মনে এ ত্রিভুবনে
তুলনা নাহিক আর ॥

অভিসার (পৃষ্ঠা ৪৮)

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা
নীল বসনে মুখ ঢাকিয়াছে রাধা
শ্যাম অভিসারে চলস্ বরসুন্দরী ॥
শীতল বৃন্দাবন মাঝ ॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া রাই চারিপাশে চায়
অনঙ্গ নর্ম্মদা কুঞ্জে দেখায় শ্যাম রায়
শ্যাম কি আর বলিব আমি
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি
জীবনে মরনে জনমে জনমে
প্রাননাথ হও তুমি।
আমি কুরূপা গুনহীনা গোপ নারী
তুমি জগজ্জন রঞ্জন বংশী ধারা ॥

—:०:—

অভিসার এবং বিলাস

লবঙ্গ মদ্ধবীদেয় সুবাসিত জল।
মুখ পদ পখোলই রসিক যুগল॥
শ্রীগুণ মঞ্জরী দেহ কুঁম্ কুঁম চন্দন
বিলাস লক্ষণ সব করে সঙ্গোপন॥

সখী মুখে রাই কৃষ্ণলীলা শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া পুষ্পদ্বারা গুঞ্জহার এবং তাম্বুল, খিল, মালা প্রস্তুত করিয়া তুলসী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইলেন পরে রান্নাঘরে গিয়া মিষ্টান্নাদি করিয়া রাখেন এদিকে দাসীগণও সূর্য্য পূজার পুষ্প ফলাদি সাজাইয়া রাখেন এবং রাইকে শৃঙ্গার করেন এমন সময়ে তুলসী ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে পুষ্প মালা রাইগলে এবং কর্ণে চম্পক কলিকাটি দিয়া বলেন কি কৃষ্ণ এখন গোবর্দ্ধনে সখাদের সঙ্গে মানস গঙ্গাতে জল ক্রীড়া করিতেছেন। আরও এই সময়ে ধনিষ্ঠা অন্ন ব্যঞ্জনাদি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসেন কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া সুবল মধু মঙ্গল বসন্ত বন শোভা দর্শন করিতে কুসুম সরোবরে আসেন তথায় ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া মধুমঙ্গল বলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী তাকে কেন খোঁজ করিতেছ? সে তোমাদের সঙ্গে কথা বলিবে না।

অনেক কাকুতি মিনতি করার পরে দেখা হইল এবং সেই প্রসাদি মালা রাধার নিকটে পাঠাইয়া দেন। তৎপরে শৈবা সখী চন্দ্রাবলীর মিলন সঙ্কেত করেন এবং বলেন পূর্ব্ব পুষ্পমালা তোমার নিমিত্ত কৃষ্ণ দিয়াছেন তথা তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ইহা শৈবা হইতে শ্রবণ করিয়া রাই বৈঠকে যাইয়া বসেন দাসীগণ ব্যঞ্জনাদি সেবা করেন।

ইতি পূর্বাহ্ন লীলা সমাপ্ত।

—::—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপে মধ্যাহ্ন লীলা স্মরণ

শ্রীরূপগোস্বামী কৃতে—দ্বাদশ দণ্ড অর্থাৎ ১০-৪২ মিনিট হইতে ৩-৩০ মিনিট পর্যন্ত।

সহালি শ্রীরাধা সহিত হরিলীলাং বহুবিধাং।
স্মরণ মধ্যাহ্নীয়া পুলকিত তনু গদ্‌ গদ্‌ বচ্য
শ্রবণ ব্যক্তং তাঞ্চ স্বজনগণ মধ্যেহনু করুতে
শচী সুনু য স্তং ভজমন ত্বং বত সদা ॥

গৌরভাব নাহি জানে যে কৃষ্ণ ভজিতে চায়।
অপ্রাকৃত কৃষ্ণ তত্ব তায় কভু নাহি হয় ॥

নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে পূর্ব দিকে ষড়ঋতু মিলিত হইয়া গুপ্তবৃন্দাবনে এক বন দৃশ্য হয় তার মধ্যে আম্র মাধবী লতার মণ্ডপে তিন প্রভু এবং ভক্তবৃন্দ সঙ্গে বিরাজমান। তথায় নানা পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত এই আম্র বনে শ্রীগৌর হরির ব্রজলীলা স্মরণ হইতে লাগিল শ্রীকুণ্ডে রাধা সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন পুষ্প চয়ন রাধা সঙ্গে পঞ্চদেবতা নবগ্রহ দশদিক্‌পাল বংশী হরণ রতি ক্রীড়া শ্রীরাধার রূপ গুণ বর্ণন লীলাদি স্মরণে মহাপ্রভুর তদ্ভাবাচ্য হন। স্বরূপাদি ক্রমে ক্রমে লীলাদি গান করেন। গান সমাপ্ত হইবার পর মহাপ্রভুর ভাব শান্ত হইল তখন দাসগণ মালাদি দিয়া ব্যঞ্জনাদি দ্বারা তিন প্রভুর সেবা করেন। পরে তিন প্রভু ও ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে ষড়ঋতুর বন ভ্রমণে গমন করেন। বসন্ত ঋতুর বন শোভা দর্শন করিয়া সেই ভাবে রঙ্গের জল লইয়া গদাধরের সঙ্গে হোলী খেলা আরম্ভ করেন শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও পিচকারী দিয়া পরস্পর ভক্তগণের উপরে দেন অবশেষে হোলী লীলা গান করেন। গান সমাপ্ত হইবার পর দাসগণ যুই কুন্দ পুষ্পমালা তিন প্রভুকে পরাইয়া ব্যঞ্জনাদি দ্বারা সেবা করেন। তৎপরে গ্রীষ্ম ঋতু বনের শোভা দর্শন করিয়া সেই ভাবে ভক্তগণ দ্বারা তিন প্রভু ভূষিত হন এবং পুষ্প বিহার লীলা গান করেন তৎপরে দাসগণ দ্বারা ব্যঞ্জনাদি সেবাও গ্রহণ করেন। এইরূপে শরৎ ঋতুর বন দর্শনে তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া ভক্তাদিগণ রাধা-

কৃষ্ণের বন বিহার লীলা গান করেন। এবং হেমন্ত ঋতুর বন দর্শনে গৌরসুন্দরে শ্রীকুণ্ডের ভাব উদিত হয় তাই রাধাকৃষ্ণ সখীগণের সঙ্গে যে বন বিহার করেছিলেন সেই লীলা গান করেন তংহা শ্রবণ করিয়া নেত্র হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎপরে শীত ঋতুর বন দর্শন করেন এবং স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ রাধাকৃষ্ণের রহস্য লীলাও গান, বসন্ত এবং শরৎ মিশ্রিত বনের শোভা দর্শন করিয়া ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিচিত্র লীলা গান করেন। কুণ্ডে জল কেলি লীলা স্মরণে ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে গঙ্গাতে জলকেলি করেন গ্রীষ্ম এবং হেমন্ত ঋতু মিশ্রিত বনের শোভা দর্শন করিয়া রাধাকৃষ্ণের মান ভঙ্গ লীলা গান করেন। এইরূপ বর্ষা ঋতুর শোভা দর্শনে ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণের লুকোচুরি এবং মধুপান ক্রীড়া লীলাদি গান করেন। তৎপরে শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া বসেন এবং স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সহ যে ভোজন লীলা করে-ছিলেন তাহাই গান করেন। গান সমাপ্ত হইবার পর তিন প্রভুকে ভক্ত-বৃন্দের সহিত মিষ্টান্নাদি ভোজন করান। আচমন করার পরে দাসগণ তাম্বুল প্রদান করতঃ ব্যঞ্জন এবং আরতি করেন। এমন সময়ে শারি আসিয়া গৌরের শ্রীঅঙ্গ বর্ণন করেন।

শুক কহে গৌর পদ স্বর্ণ কমল অঙ্গুলি দল নখচন্দ্র জানু স্বর্ণময় পট উরু স্বর্ণ কদলী. কটী স্বর্ণ তট নিতম্ব পুলিন নাভি স্বর্ণ পদ্ম কণ্ঠ সঙ্কেত মত তিন রেখা যুক্ত নেত্র শরীর মীন ফুল্ল ভ্রূ যুগল কাম ধেনু শ্রীমুখ পূর্ণ চন্দ্র ললাট স্বর্ণ দর্শন গৌরের সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সার এইরূপ রূপের উপমান নাই। তৎপরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সূর্য্যার্চ্চন পূজা গান করেন। গান শ্রবণে গৌর হর্ষ বিষাদ হন। গান সমাপ্তে প্রভুর ভাব শান্ত শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদিকে গৌরপ্রেমে আলিঙ্গন করেন এবং তিন প্রভু চৌকিতে আসিয়া বসেন। দাসগণ তিন প্রভুকে ভোজন এবং তাম্বুল তথা ব্যঞ্জনাদি দিয়া আরতি করেন।

গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর রতি।

অষ্ট কালীন মধ্যাহ্নে লীলার ভোগ আরতি

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি
শ্রীগৌর হরি নবদ্বীপ বিহারী
দীন দয়াময় হিতকারী
এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন
কৃপা করি মোর গৃহে কর আগমন
প্রভুলয়ে সীতানাথ করিলেন গমন
আনন্দতে উলু দেয় যত নারীগণ
অদ্বৈত গৃহিনী আর পুর নারী
উলু উলু জয় দেয় গোরা মুখ হেরি ।।
বসিতে আসন দিলা রত্ন সিংহাসনে
সুশীতল তলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ প্রয়ান
বামেতে অদ্বৈত চন্দ্র দক্ষিনে নিতাই
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাঞি
চৌষট্টি মহন্ত আর দ্বাদশ গোপাল
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ
শাক শুকতা ভাজি দিয়া সারি সারি
ভোগের উপরে দিলা তুলসী মঞ্জুরী
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার
মালপোয়া সরভাজা আর লুচী পুরি
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী
না জানিয়ে পরিপাটি লজানি রন্ধন
শুকা কথা একমুষ্টি করহ ভোজন

নিতাই রঙ্গিয়া আমায় খাইতে খাইতে
ভাল ভাল বলি তুলি দেয় গৌরাঙ্গ মুখেতে
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি।
ভোজন সারিয়া কৈল প্রভু আচমন
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্ত শোধন।
আচমন করিয়া প্রভু বৈসেন সিংহাসনে
কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে
আরতি করে নরহরি গোরাচান্দের বদন হেরি
আরতি করে নরহরি পঞ্চপ্রদীপ করে ধরি।
আরতি করে নরহরি জল শঙ্খ করে ধরি।
আরতি করে নরহরি শুদ্ধ বস্ত্র করে ধরি
আরতি করে নরহরি পুষ্প পত্র করে ধরি।
আরতি করে নরহরি চামর ব্যঞ্জন করে ধরি।
তাম্বুল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন
গোবিন্দ দাস করে পাদ সম্বাহন
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী
ফুলের রতু সিংহাসনে চান্দোয়া মশারী
ফুলের পাপড়ি উড়ে পরে প্রভুর গায়
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস মাগো সেবাভিলাষ॥
ইতি নবদ্বীপের মধ্যাহ্ন লীলা সমাপ্ত।

—:০:—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলা স্মরণ

দ্বাদশ দণ্ড ১০—৪২ মিনিট হইতে ৩—৩০ মিনিট পর্য্যন্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে

মধ্যাহ্নে হ্যন্যোন্য সঙ্গোপিত বিবিধ দিকারাদি ভুষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতি লৌলৌ স্মরমথ ললিতা থ্যালি নর্ম্মাপ্ত শ্রাতৌ
দোলারণ্যাম্ব বংশীব্যাতি রতি মধু পানর্ক পূজা দিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজন ঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি

বংশী হৃতি ফাগু খেলা তারপর দোল লীলা
তবে মধুপান লীলাগান
তারপর রতি লীলা তারপরে জল খেলা
অঙ্গবেশ ভোজন শয়ন
শুকপাঠ পাশাখেলা সূর্য্যপূজা আদি লীলা
আনন্দ সাগরে নিবাসন

—:০:—

নিধুবনে হোলি

নিধুবনে মাধব খেলে তরঙ্গে
ব্রজ বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে
ফাগুরঙ্গে গোপগণ চৌদিকে বেড়িয়া
শ্যাম অঙ্গে দেই ফাগু অবরি পুরিয়া
ফাগু খেলিতে ফাগু উড়িল গগনে
হোরি খেলত বৃন্দাবন চাঁন্দরে
ঋতু পতি মন্মথ পিছে পিছে ধায়
খেলিতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়
চৌদিতে ব্রজ বধূ পথ নাহি পায়।

আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।

হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বার বার
শ্যামের কাতর দেখে রসবতী রাই
আপন অঞ্জলি দিয়া ও মুখ মুছাই
সিংহাসনে বৈসে রাই শ্যাম কোলে করি
শ্রম ভরে দুই অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘামে।

—০—

নন্দগ্রামে হোলি

হাসি হাসি সখীগণে করে রাই কিশোরী
চল চল নন্দীশ্বরে খেলিবারে হোরি
নন্দীশ্বর মঞ্চে নিকটই সকল মেলি
হোরি রস রঙ্গে বিভোর
নন্দীশ্বর রাজপথে রঙ্গ মুটকী হাতে
উপনীত হোরি রসে বিভোরি
পাবন সরতীরে উপনীত সখা সঙ্গে
হোরি রঙ্গ রসে মাতি
হোরি হোরি বলি হুহু দলে গরজন
উপজল তুমুল খেলি
হোরি খেলত বৃন্দাবন চাঁদ
দেখ শ্যাম গৌরী সখী মেলী
রাধা মাধব নাচেরে।

হোরি রঙ্গে সহচরী আইস হে হারুথা শ্যাম
খেলিবারে ফাগুহ
রঙ্গে হো হো হোরি হোরি
সখাগণ সঙ্গে হেরি রস রঙ্গে
নন্দালয়ে চলে শ্যাম

বর্ষাণাতে হোলি

(ফাল্গুন শুক্লা নবমী)

হাসি হাসি ললিতারে কহে বিনোদিনী
আজি বড় শুভদিন শুন গো সজনী
ভানু কুণ্ড তীরে কর বন রঙ্গস্থলী
শুনি আনন্দিত ভেল সব সহচরী

ললিতারে ধরি হাতে রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাথে
পুর সঙ্গে নিকসই তূর্ণ
কিঙ্কিনী কঙ্কন বাজে চরণে নূপুর বাজে
মন মথ নিশান উড়ায়
রাধা ললিতা বিশাখা আদি সহচরী
পিচকারী চলই নিজ হাতে
আজ রাধা শ্যাম সঙ্গে খেলত হোরি, খেলত হোরি, বিভোর
বহু বিধর রঙ্গে অঙ্গঝর ভিজল
আচরে মুছেত মুখ ব্যঞ্জন লই
হেরী সব সহচরী দোঁহ কর শ্রম
চামর করয়ে ব্যজন
শ্রীগুণ মঞ্জরী দেই সুবাসিত জল
মুখ পদ পাখলাই রসিক সুতল

—:০:—

শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার একবিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। একদা ধনিষ্ঠা আসিয়া গোবর্দ্ধনে রাই প্রতি বলেন—দেখ রাধা বন শোভা দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তোমার সঙ্গে সেই বনে মিলিত হইতে উৎকণ্ঠিত। আবার এদিকে জটিলার আদেশে কুন্দলতা, ধনিষ্ঠা ও সখী মঞ্জরীগণ দাসীগণ সূর্য্য পূজা সামগ্রী ও কৃষ্ণ ভোজনের দ্রব্যাদি লইয়া সূর্য্য কুণ্ডে গমন করেন। রাই শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে দিশাহারা হইয়া সরোবরে

বৃক্ষাদি সকল কৃষ্ণময় দেখিয়া সূর্য্য মন্দিরে আসেন এবং কৃষ্ণ পরিমল সুগন্ধি পাইয়া পূজার দ্রব্যাদিতে দাসীগণকে নিযুক্ত করিয়া রাই সখীগণ সহ রাধাকুণ্ডে গমন করেন। তথায় পরস্পর দুইজন দর্শনে ভাবে উন্মাদিত হন। তৎপরে রাই পুষ্প চয়ন করেন। শ্রীরাধার সর্ব্বাঙ্গ মাধুর্য্য লাবন্য পরিপূর্ণ রাই অষ্ট সখীর শিরোমনি বিনাল ক'রে বিভূষিত রাধার রূপ গুণের তুলনা নাই।

ইতি মধ্যে সুবল ও মধুমঙ্গল আসেন। অতঃপর শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও বন বিহার লীলা হয়। কত প্রকার বন এবং শোভা তাই বর্ণন করিতেছেন। সেই বনে বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বংশী অর্পন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণ বংশী. বাদন করেন। তাতে ষড় ঋতু মিলিয়া একটি বন হয় তার মধ্যে অষ্ট মনির কল্প বৃক্ষ যথা—স্বর্ণমনি ভূমিতে নীলমণি বৃক্ষ, শ্বেতমণি স্কন্ধ, অরুণ মনির শাখা মরকত মনির পল্লব বৈদুর্য্য মণির পুষ্প. প্রবাল মণির ফল, নীলমনির ভূমিতে স্বর্ণ মনির বৃক্ষ, শ্বেত মনির খন্বা, অনুওন মনির স্কন্ধ মরকত মনির শাখা, বৈদুর্য্য মনির পল্লব, চন্দ্রকান্ত মণির বৃক্ষ। প্রবাল মনির খন্বা, নীল মনির স্কন্ধ, স্বর্ণ মনির শাখা, হরিৎ মনির পল্লব, বৈদুর্য্য মনির পুষ্প, চন্দ্রকান্তি মনির ফল, মরকত মনির ফল।

—:০:—

অষ্টকালীন লীলা স্মরণ রাধা কুণ্ড বর্ণন

এই শোভার মধ্যে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীগণ সহ এই অষ্ট ফলের কল্প বৃক্ষ মূলে বসিয়া অর্থাৎ পদ্মপুষ্পের কেশরের সিংহাসনোবিষ্ট হইয়াছেন এমন সময়ে বৃন্দাদেবী ষোড়শোপচারে অর্চ্চন করেন। পাদ্যাং অধ্যাং স্নান বেশ ভূষা নৃত্য গান স্তুতি হইবার পরে সাধক দাসী রাধাকৃষ্ণকে পুষ্পমালা দিয়া প্রসাদি মালা বৃন্দাদেবী তৎ পশ্চাৎ মঞ্জরী রূপা গুরু পাদ পদ্মকে পরান।

তৎপরে বসন্ত ঋতুর শোভা দেখিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ মণ্ডলে বসিয়া

শ্রীকৃষ্ণ কস্তুরী কুসুম জলে এবং রাধানন্দিনী কেশর রং জলে পরস্পরে পিচকারি প্রয়োগ করেন। সখীগণও ব্রজধূলাতে খেলা করেন। নিকটস্থ বৃক্ষাদি অরুণ বর্ণ হইয়া যায়। তখন সুবল কৃষ্ণের প্রতি বলেন দেখ গ্রীষ্ম ঋতুর বন শোভা কিরূপ হইতেছে। সেই সময়ে বৃন্দা-দেবীও পুষ্পমালা রাধাকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া দেন।

ধনিষ্ঠা আসিয়া রাধাকৃষ্ণকে বলেন চল্ এখন বর্ষা ঋতুর বন শোভা দর্শন করি। তাই যুই কুন্দ হিন্দোলাদি উদ্যানে বসিয়া সখীবৃন্দ এবং বৃন্দাদেবী ঝুলাতে ঝুলন লীলা করেন। তৎপরে কুন্দলতা আসিয়া রাধাকৃষ্ণকে বলেন এখন চল আমরা শরৎ ঋতুর বন দর্শন করি তাই যখন সেই বনের মণ্ডপে বসেন সেই সময়ে বনদেবী মালা দিয়া ব্যঞ্জনাদি করিলেন। তৎপশ্চাৎ নান্দীমুখী সখী রাধাকৃষ্ণের প্রতি বলেন চল এবার আমরা হেমন্ত ঋতুর পুষ্প শোভা দর্শন করি। তাই তথায় মণ্ডপে বসেন এবং বন শোভা দর্শন করিয়া মালতী মাধবী পুষ্প দ্বারা বনদেবী পূজিত করিলেন। তদনন্তর বৃন্দাদেবী শীত ঋতুর বনও দর্শন রামকৃষ্ণকে করান।

তৎপশ্চাৎ রাধাকুণ্ডের বর্ণন যথা - রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শে চারটি বৃক্ষ মধ্যস্থিত রত্নময় মণ্ডপের দুইদিকে রত্নময় কুটির এবং রাধাকুণ্ড শ্যাম-কুণ্ড বৃক্ষলতায় শোভিত। অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে কদম্ব বৃক্ষ এবং চিত্রাদেবীর কুঞ্জ সেখানে বৃক্ষ লতার কুঞ্জ। সেখানে বৃক্ষ লতাদি সমস্ত হেমবর্ণ। উত্তরে বকুল বৃক্ষ এবং ললিতা দেবীর কুঞ্জ। স্বর্ণ বর্ণ বৃক্ষাদি স্বর্ণ বর্ণ। পশ্চিমে রসাল বৃক্ষ এবং তুঙ্গ বিদ্যাদেবীর কুঞ্জ তথায় বৃক্ষ লতাদি মনিতে শোভিত। সমস্ত হরিৎবর্ণ। ঈশান কোণে বিশাখা দেবীর কুঞ্জ বৃক্ষ-লতা পুষ্প ফল সমস্তই শ্বেত বর্ণ। অগ্নিকোণে ইন্দুরেখা স্ফটিক মনির রংতে শোভিত। নৈঋত কোণে রঙ্গদেবীর কুঞ্জ সেখানে বৃক্ষ লতাদি সমস্ত শ্যামবর্ণ। বায়ু কোণে সুদেবীর কুঞ্জ (সুবলানন্দ কুঞ্জ) সঙ্গম ঘাট। জাহ্নবী ঘাট পঞ্চ পাণ্ডব ঘাট মানস পার্ব্বন ঘাট শ্রীজীব-গোস্বামী ঘাট, গয়া ঘাট ঝুলন ঘাট শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশনা ঘাট।

এখানে শুকাপিক অঙ্গন সমস্তই হরিৎবর্ণ। সখীগণের কুঞ্জাদি তেমন মধুমঙ্গল সুবল অর্জুন বসন্ত গন্ধর্ব্ব কোকিল বিদগ্ধ দক্ষ সনন্দাদি সখাগণের কুঞ্জের শোভা শ্রীরাধাকুণ্ডে জলকেলি এবং সুদেবীর হরিৎ বন কুণ্ডে ভোজন শয়ন করেন বিশ্রামান্তে সখীগণ সহ ঐ হরিৎ বন কুঞ্জে আসিয়া বসেন।

সেই সময়ে বৃন্দাদেবী শুক শারী লইয়া রাধা কৃষ্ণের নিকটে আসেন। বৃন্দার আদেশে শুক কৃষ্ণের রূপ বর্ণন করেন। ক্রম যথা চরণচিহ্ন বর্ণন হস্ত বেশ বস্ত্র মালা রত্নালঙ্কার বলয়া কুণ্ডল হার অঙ্গুরীয় কেয়ুর নুপূর বেণু শৃঙ্গ ও রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিকনাদি সৌন্দর্য্যাদি।

শুক পক্ষী বলেন—কৃষ্ণপদ স্পর্শে ভূমি চিন্তামণি, বৃক্ষ কল্পতরু গাভী কামধেনু, কৃষ্ণ পাদ পদ্ম তাম্বুলি দল, নখ কেশর জানু সম্পুট উরু স্তম্ভ কটি পর্ব্বত, নিতম্ব পুলিন নাভি পদ্ম কণ্ঠ, শম্ভু নেত্র মণি, ললাট চন্দ্র বিন্দু পূর্ণ চন্দ্রমা কৃষ্ণ নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহার রূপ গুণ লীলা ও বেণু মাধুর্য্য ত্রিজগতে মোহিত হয়।

পুতনাকে মাতৃগতি এবং মা যশোদাকে স্বীয়মুখে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও লবনের সার যাহা দ্বারা ত্রিজগতে মোহিত হয় কৃষ্ণের গুণ ও রূপের উপমা নাই। পরে সখীবৃন্দ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সুদেবীর সঙ্গে আসিয়া পাশা খেলা করেন।

পাশা খেলা যথা—

মরকত মনি ঘরে সুখদ আসনে।
পাশার আসক হইয়া বসিল দুইজনে॥
নাগর কহয়ে ধনি শুনহ বচন॥
যদিবা খেলিবা পাশা আগে কর পণ॥
রাই বলে কর পণ মুরলী তোমার।
আমার হইল পণ গজমতি হার॥

প্রথমে হরিণ হরিণী পণে খেলেন তৎপরে অঙ্গাঙ্গী পণে খেলা করেন ইতিমধ্যে ললিতাজীর সঙ্গে কুন্দলতার কলহ হয়। কৃষ্ণ

তাহাতে রাধার বাম গণ্ডে দংশিয়া চুম্বন করেন শুক বচনে জটিলা গমনে রাই শঙ্কাযুক্ত হইয়া সখীবৃন্দ সঙ্গে সূর্য্য মন্দিরে আসেন।

সূর্য্য পূজা

ললিতা বলিলেন – হে শ্যাম! সৌভাগিনী রাধে দিন রাত্র কাহার জন্য ভেবে কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি কেমন হইয়া গিয়াছে. শ্যাম দরশন করিবি কেমন করে? কৃষ্ণ বিরহিনী একটু ধৈর্য্য ধারণ কর। রাধা বলিলেন মন যে ধৈর্য্য ধারণ মানে না। এই সময়ে জটিলা এসে বলিলেন বৌমা বেলা দুপুর গড়িয়ে যেতে চলিল সূর্য্য পূজা করিতে যাওনি। তোমাকে কি নিত্য বলে করাতে হইবে। পৌর্ণমাসি তোমাকে কি বলেছেন? একদিন সূর্য্য পূজা বন্ধ করলে ধন বৃদ্ধি নষ্ট হইবে। তুমি তো মালক্ষ্মী সতী বুদ্ধিমতি সব জান তবে আর দেরী কর না বেলা অনেক হয়ে গেছে পূজা করে আবার বাড়ি ফিধবে কখন! তাড়াতাড়ি যাও।

কুসুমিত কুঞ্জ, কল্পতরু কানন
মনিময় মণ্ডপ মাঝে
আসি কলাবতী সর্বজন সঙ্গতে
করলেই পূজন সাজে
কুসুম চন্দন কেশর অনুপম
চম্পক মালতী মালা
ভানু ভবনে ধরি রাখাল সারি সারি
দধি ঘৃত রতন প্রদীপ।

রাধার ফিরার বিলম্ব দেখিয়া জটিলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—বৌমা এত বিলম্ব কেন? সব কিছু জোগাড় হইয়াছে কিন্তু পূজার ব্রাহ্মণ মিলিতেছে না তবে একমাত্র মথুরায় ব্রাহ্মণ মধু মঙ্গল এখানে আছেন যদি বল তাহার দ্বারা করাইতে পারি। জটিলা বলিলেন লইয়া আইস। কুন্দলতা যাইয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্মচারী সাজাইয়া

মধুমঙ্গল সঙ্গে কৃষ্ণকে তন্ত্রধারকের জন্য আনিয়া সূর্য্য মন্দিরে বসান

জটিলা ব্রহ্মচারীকে বলিলেন আমার বধূকে ভালভাবে সূর্য্যার্ঘ্য মাল্য পুষ্প নৈবেদ্য দিয়া বন্ধু মিত্র বলিয়া সূর্য্য পূজা করাও। তাই রাই অর্ঘ্যাদি দেন পূজা সমাপ্ত হইলে নৈবেদ্যাদি ও স্বর্ণাঙ্গুরী মধুমঙ্গলকে দেন। মধুমঙ্গল তাহা গামছায় বান্ধিয়া লইলেন পুন জটিলা আগমন দেখিয়া তথা সেই সময়ে সুবল আসিয়াও কৃষ্ণ মধুমঙ্গল সঙ্গে মিলিত হন তাই পৌর্ণমাসী গৃহে নিমন্ত্রণ আমাদের আছে এই কথা বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণকে লইয়া গোবর্দ্ধন চলিয়া যান। রাই জটিলাকে দেখিয়া সখীবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে যাবটে আসিয়া নিজালয়ে বসেন।

দাসীগণ রাধার চরণ ধৌত করিয়া পথ চলা পরিশ্রম দূর করার জন্য ব্যঞ্জন করিয়া ভোজন করাইলেন প্রিয়াকে শয়ন করাইয়া তাম্বুলাদি সেবা অর্পন করেন। ইতি

ভোগারতি

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরীধারী।
জয় গিরীধারী গোবর্দ্ধন বিহারী
কেলী কলারস মনোহারী
ওহে রাধা কুণ্ড তব নীরে তীরে।
মদীশ্বরী মদীশ্বর সতত বিহরে
কুঞ্জে মধু পান করি বংশী চুরি করি।
তীরে হোলি খেলা খেলি জলে জল কেলি
কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি রাই করয়ে বিহার
তীরে থাকি সখীগণ বলে ভাল ভাল
আর্দ্র বস্ত্র ছাড়ি শুষ্ক বস্ত্র পরিধনি
ভোজন মন্দিরে দুহু করল পয়ান।
বৃন্দাদেবী রচিত যতেক উপহার।
সেবা পরা সখীগণ জোগায় অপার॥

ভোজনের অবশেষে করি আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় করেন দন্তের শোধন
আচমন করিয়া দোঁহে বসেন সিংহাসনে
কর্পূর তাম্বুল জোগায় মঞ্জরীর গণে
লবঙ্গ মঞ্জরী কর্পূর তাম্বুল যোগায়
শ্রীরতি মঞ্জরী দোঁহার চামর ঢুলায়।
তাম্বুল চর্ব্বিয়া দোঁহার পালঙ্কে শয়ন
শ্রীরূপ মঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন
নিদ্রা অবশেষে মুখ প্রক্ষালন করি
বংশী বেসর পর্ণ করি খেলে পাশা সারি
রাই জিনি বংশী ছিনি লইল তখন
বারতালী দিয়া সখী বলে কি হবে এখন
পুনঃ কৃষ্ণ চালে পাশা অতি ব্যগ্র হইয়া
বংশী বৈসর নিল চাতুরী করিয়া
শুক বলে শ্যামের জয় দেখনা হে শারী
শারী বলে রাইয়ের জয় দেখহে বিচারী
সুবল বিশাখা দুই মধ্যস্থ হইয়া
বংশী বেসর দেওয়াই বিচার করিয়া
এই মত নিতি হয় রস খেলা
সব্যা পদ্মা শুনি দুঃখ সাগরে ভাসিয়া
শ্রীরাধা গোবিন্দ পাদ পদ্মে করি আশ
ভজন বিলাস মাগে রঘুনাথ দাস।
ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলা সমাপ্ত।

—:•:—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপরাহ্ন কালীন লীলা স্মরণ

ষড় দণ্ড—৩-৩০ মিনিট হইতে ৫-৫৪ মিনিট পর্যন্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে—

পরাব্বত্তিং গোষ্ঠে ব্রজনৃপতি সুনো বিপিনতা
মহানন্দাম্ভোধে সপদি জনয়িত্রীং স্বহৃদয়ে
স্মরণ শ্রীগৌরাঙ্গো নটতি বলতে নিঃশ্বসিতি
ক্ষণং মুহ্যন সর্ব্বান বিশয়তি যস্তং ভজমনঃ।

এই সময়ে শ্রীবিগ্রহ উত্থাপন এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শাস্ত্রাদি শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি অনুষ্ঠান এই অপরাহ্ন কালে মহাপ্রভুর ব্রজলীলা স্মরণ রাধাকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন হইতে গৃহে গমন দেবগণের স্তব এবং পুষ্প বরিষণ এই লীলা স্মরণে শ্রীরাস মণ্ডপে গৌরকৃষ্ণ বেশে ভক্তগণ মধ্যে মিলিত হইয়া নগর ভ্রমণ হরি কীর্ত্তন নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর বাড়িতে আসেন গৌরসুন্দর রাধাভাবে ভাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ দর্শন ভাবেতে ভক্তবৃন্দ সহ অট্টালিকা উপরে যাইয়া বসেন ভক্তবৃন্দ রাইর উত্তর গোষ্ঠ কৃষ্ণ দর্শন লীলা গান করেন। গান সমাপ্ত হইলে প্রভুর ভাব শান্ত হইয়া যায়। তিন প্রভু গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিয়া গৃহে আসেন। শচীমাতা তিন প্রভু ও ভক্তবৃন্দকে গৃহে বসাইয়া ফল মিষ্টান্নাদি ভোজন করান। পরে তিন প্রভু পালঙ্কে আসিয়া বসেন এবং দাসগণ তাম্বুলাদি সহকারে তৎপরে বাজন করেন অতএব শ্রীশচীনন্দন ধনে শ্রীনন্দনন্দন সনে এই করি করহ ভজন।

মুরলী সুরলী শুনিতে পাই — অতুল আনন্দে আকুল রাই
রাই দেখিবারে সখিনী সঙ্গে — উঠিল মিললি রাই শ্যাম দেখিবারে
লবঙ্গ মঞ্জরী সখীর ঠারে ঠারে — দেখায় রাধারে নাগর বরে
স্মরিয় গৌরাঙ্গ চাঁন্দ মোর — শ্রীরাধার ভাবেতে বিভোর

ইতি নবদ্বীপে অপরাহ্ন লীলা সমাপ্ত

—০—

শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের অপরাহ্ন লীলা স্মরণ

ষড় দণ্ড — ৩-৩০ মিনিট হইতে ৫টা ৫৪ মিনিট পর্য্যন্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে—

শ্রীরাধা প্রাপ্ত গেহাং নিজ রমন কৃতে কৢপ্ত না নোপ রাহাং
সুস্নাতাং রম্যাবেশাং পিয়মুখ কমলা লোক পূর্ণ প্রমোদাম্।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনু চালিতং ধেন্ বৃন্দৈর্ব্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধা লোক তৃপ্তং পিতৃসুখ মিলিতং মাতৃ মৃষ্ঠং স্মরামি।

অপরাহ্ন কালে রাই (রাধা) সখী সঙ্গে মিষ্টি তৈয়ারী করিয়া কৌটাতে রাখেন এবং সখী সঙ্গে কিশোরী যাইয়া স্নান করত: পুন ঘরে ফিরেন সখীগণ রাইকে দ্বাদশ আবরণ ও ষোড়শ শৃঙ্গারে সাজান। হেন কালে নন্দালয় হইতে হিরা নাম্নী সখী আসিয়া রাই প্রতি বলেন কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে নানা প্রকার হাস্য পরিহাস করিতে করিতে গোবর্দ্ধন হইতে গৃহে গমন করিতেছেন দেবগণও পুষ্প বরিষণ করিতেছেন।

মুরলী পুরলী শুনিতে রাই
অতুল আনন্দে আকুল রাই
রাই দেখিবারে সঙ্গিনী সঙ্গে
উঠিল মিললি রাই শ্যাম দেখিবারে।
লবঙ্গ মঞ্জরী সখির ঠারে ঠারে
দেখায় রাধার নাগর বরে।

তৎপরে যশোদা এবং রোহিনী দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন রান্না করান সেই সময়ে কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনিয়া সখীগণ সঙ্গে রাই অট্টালিকায় উঠিয়া কৃষ্ণের উত্তর গোষ্ঠ শোভা দর্শন করেন দুহেঁ হরি হরি কটাক্ষ দৃষ্টি করেন। রামকৃষ্ণ নন্দালয়ের গোশালায় গাভী সকল রাখিয়া যশোদা রোহিনী মাতাদির গৃহে যান। রাই অট্টালিকার উপর হইতে নীচে গৃহে ফিরিয়া আসেন। এদিকে যশোদা মা আরতি করেন।

আরতি করতঃ যশোদা মাই বালক মুখ হেরি
গাওত নাগরীরাখাল সব ঘেঁরি
সুন্দরীগণ উলু দেই শিশুগণ করতালি ॥

সেই সময়ে নন্দালয় হইতে ধনিষ্ঠা আসিয়া রাই-এর সঙ্গে কথোপ-কথন করেন। এদিকে যশোদা মা রামকৃষ্ণকে গোশালায় আরতি করেন এবং ছানা মিষ্টি দেন। বৃন্দাদেবীও বৃন্দাবন হইতে তথায় উপস্থিত হন আরও মালতী কুসুম দ্বারা পুষ্পমালা রাই নিকটে পাঠান তথা শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংবাদ জনোন। রাই ধনিষ্ঠা মালতী কস্তুরী তুলসী দ্বারা রসাল মিষ্টান্নাদি শ্রীকৃষ্ণের ভোজন নিমিত্ত নন্দালয়ে পাঠান। আরও সখীগণ সঙ্গে রাধারাণী ফুল তোলার জন্য বৃন্দাবনে গমন করেন।

বাগিচাতে কখন কখন কাঁটায় কাপড় লাগিয়া যাইতেছিল সখীগণ বলিতেছেন এই কাঁটাগুলি কৃষ্ণপক্ষের তাই তোমাকে আটকাইয়া রাখিতেছে। যখন মালতী ডালে শ্রীমতির হাত পাইতেছে না তখন শ্রীকৃষ্ণ ডালটি ধরে টেনে নীচে করে দিতেছেন তেমনই ডালটি ছেড়ে দিতেছেন তখন শ্রীমতি ঝুলিয়া থাকিতেছেন। শ্যাম সুন্দর তখন হাসি-তেছেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ মালি হইয়া বাগিচার বৃক্ষ ডালেতে গিয়া বসিয়া সখীগণকে বলিতেছেন আমি এই বাগিচার মালি আমার মালিকের আদেশ যে এখানে ফুল তোলাত দূরের কথা একটি পাতা কড়ি যদি কেহ তোলে তাকে ধরে মালিকের কাছে নিয়ে আসিবে তাই তোমরা যখন আমার আদেশ না লইয়া ফুল তুলিতেছ তখন এ রাস্তায় ফিরতে পারিবে না এই কুঞ্জে আস তাই কুঞ্জের দোলায় রাধাকৃষ্ণ বসিলেন এবং সখীগণ ঝুলন দোলা টানিলেন। দ্রুত দোলা টানার জন্য উভয়ের চুল একত্রিত জড়িয়ে যাইতেছে মঞ্জরীগণ তাহা ছাড়াইয়া আরতি করিতেছেন।

আনন্দ বৃন্দাবনে চম্পতে ঝুলন যথা
ঝুলতে শ্যাম গৌরী বাম
আনন্দ রঙ্গে মাতিয়া।
বৃন্দা বিপিন, নিকুঞ্জ মাঝে মিলি
ঝুল সুখময় শ্যাম গৌরী
ঝুলত প্যারী, নওল কিশোরী
নব নটবর রঙ্গিয়া।

—:০:—

একদিন শ্রীমতি রাধা বলিলেন—হে শ্যাম সুন্দর তুমি বন্দুক খেলায় তো হেরে গেলে এই খেলায় তোমার অভ্যাস নাই। সুতরাং অন্য খেলা অর্থাৎ লুকাচুরী খেলা খেলি তাই প্রথমেই শ্যাম সুন্দর তমাল বনে এমনভাবে লুকাইলেন যে যেন বৃক্ষের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী কিঙ্করীদের সহিত শ্যামসুন্দরকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঝুঝিতে না পেরে বলিতেছেন "তমাল নু কৃষ্ণ নু" কিন্তু শ্যাম সুন্দরের অঙ্গগন্ধে ভ্রমরগণ বেড়িয়ে থাকায় সখীদের ইঙ্গিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের মৃদু হাস্যতে শ্রীমতি উচ্চস্বরে বলিলেন পেয়েছি পেয়েছি। বলিলেন হারজিৎ এখন কি তুমি তো লুকাও যদি আমি খুঁজে না পাই তা হৈলে সমান হইবে। তাই শ্রীমতি রাধা একটি কুঞ্জের স্বর্ণ প্রতিমার মধ্যে স্বর্ণ প্রতিমা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্যামসুন্দর সন্নিকটে গিয়াও চিনিতে পারেন নাই। হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াও যখন চিনিতে পারিলেন না তখন শ্রীমতি হাসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় হওয়াতে মঞ্জরীগণ হাস্যরসের আস্বাদন করিলেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপরাহ্নিক কালীন লীলা

(ষড় দণ্ড) অর্থাৎ ৩-৩০ মিনিট হইতে ৫টা ৫৪ মিনিট পর্য্যন্ত

এই সময়ে নন্দালয় হইতে ধনিষ্ঠা আসিয়া রাই প্রতি কথোপকথন করেন। যশোমতি মাতা রাম কৃষ্ণকে গোশালায় আরতি করেন এবং মিষ্টান্নাদি দেন। আরও সেই সময়ে বৃন্দাদেবী বৃন্দাবন হইতে মালতী সখীদ্বারা পুষ্পমালা রাই নিকটে পাঠান। তথা শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংবাদ জানান। রাই ধনিষ্ঠা মালতী কস্তুরী তুলসী দ্বারা রসাল মিষ্টানাদি কৃষ্ণের ভোজন নিমিত্ত নন্দালয়ে পাঠান।

সখীগণ সঙ্গে রাধারাণী ফুল তোলার জন্য বৃন্দাবনে গমন করেন। কখন কখন কাঁটায় কাপড় লাগিয়া যাইতেছে সখীগণ পরিহাসে বলিতেছেন এই কণ্টগুলি কৃষ্ণ পক্ষের তাই তোমাকে আটকাইয়া রাখিতেছে। যখন মালতী ডালে শ্রীমতির হাত পাইতেছেনা তখন শ্রীকৃষ্ণ ডাল টেনে নীচে করে দিতেছেন যেমন ফুলডাল ধরে তুলিতে আরম্ভ করিতেছেন তখন ডালটি ছেড়ে দিতেছেন তখন শ্রীমতি ঝুলিয়া থাকিতেছেন তখন শ্যামসুন্দর হাসিতেছেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ মালি হইয়া বাগিচারে বৃক্ষডালেতে গিয়া বসিতেছেন। সখিগণকে বলিতেছেন আমি এই বাগিচার মালি। আমার মালিকের আদেশ যে ফুল তোলাতো দূরের কথা একটি পাতা কড়ি যদি কেহ তোলে তাকে ধরে মালিকের কাছে নিয়ে আসিবে তোমরা যখন আমার আদেশ না লইয়া ফুল তুলিতেছ তখন এরাস্তায় ফিরতে পারিবেনা এই কুঞ্জে আসতেই হবে। কুঞ্জের দোলায় রাধাকৃষ্ণ বসিলেন এবং সখীগণ ঝুলন দোলা টানিলেন দ্রুত দোলা টানার জন্য উভয়ের চুল একত্রিত জড়িয়ে যাইতেছে মঞ্জরীগণ তাহা ছাড়াইয়া আরতি করিতেছেন।

একদিন শ্রীমতি রাধা বলিলেন হে শ্যাম সুন্দর তুমি বন্দুক খেলায় তো হেরে গেলে এই খেলায় তোমার অভ্যাস নাই সুতরাং অন্য খেলা অর্থাৎ লুকাচুরী খেলা খেলি তাই প্রথমেই শ্যাম সুন্দর তমাল বনে এমন ভাবে লুকাইলেন যে. যেন বৃক্ষের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতি কিঙ্করীদের সহিত শ্যাম সুন্দরকে অনুসন্ধান করিতে

গিয়া বুঝিতে না পেরে বলিতেছেন "তমানু কৃষ্ণনু" কিন্তু শ্রীশ্যাম সুন্দরের অঙ্গ গন্ধে ভ্রমরগণ বেড়িয়া থাকায় সখীদের ইঙ্গিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের মৃদু হাস্যতে শ্রীমতী উচ্চস্বরে বলিলেন পেয়েছি পেয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হার জিৎ এখন কি তুমিতো লুকাও যদি আমি খুঁজে না পাই তা হৈলে সমান হইবে। তাই শ্রীমতী রাধা একটি কুঞ্জে স্বর্ণ প্রতিমার মধ্যে একটি প্রতিমার মধ্যে স্বর্ণ প্রতিমা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্যামসুন্দর সন্নিকটে গিয়া ও চিনিতে পারেন নাই হাত দিয়া যখন স্পর্শ করিয়া যখন চিনিতে পারিলেন না তখন শ্রীমতি হাসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় হওয়াতে মঞ্জরীগণ হাস্যরসের আস্বাদন করিলেন। ইতি বৃন্দাবনে অপরাহ্ন কালীন লীলা।

—ঃঃ—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপে সায়হ্ন কালীন লীলা স্মরণ

(ষড় দণ্ড অর্থাৎ ৫-৫৪ মিনিট হইতে ৮-১৮ মিনিট পর্য্যন্ত)

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে

সায়ন্তনীং কৃষ্ণ মনোজ্ঞ লীলা
স্নানী শন্যাদ্যাং হি মুহু বিচিন্ত্য
স্বভক্ত মধ্যে হুনু করোতি নিত্যং
তাং যো মনস্ত্বং ভজ গৌরচন্দ্র।

রজনীর প্রথম ৬ দণ্ড কাল সায়হ্ন লীলা ৪ দণ্ড প্রিয়াজীর বনে গমন অট্টালিকার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ২ দণ্ড বিশ্রাম।

এই সময়ে আহ্নিক সন্ধ্যারতি মন্দির পরিক্রমা সংকীর্তন ইত্যাদি করণীয়। সায়হ্ন কালে ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভু সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন। শ্রীগৌর সুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গোদো হন লীলা স্মরণের ভাবটি উদয় হওয়াতে ভক্তগণ সঙ্গে অট্টালিকার উপরে আসিয়া বলেন। ভক্তগণ রামকৃষ্ণকে গোদোহন লীলা গান করেন। গান সমাপ্তে প্রভুর ভাবটি শান্ত হইল।

শচীমাতা তিন প্রভুকে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে গৃহে বসাইয়া ভোজন করান দাসগণ তাম্বুল দিয়া সেবা করেন পরে তিন প্রভু নিজ মণ্ডপে আসিয়া হরিনাম করেন। সাধন দাস নিজ নিজ চরণ সেবা ও চামর ব্যঞ্জনাদি আরতি করেন।

ভালি গোরা চাঁন্দের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তন সুমধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুম ফুলে বুনি বন মালা।
শত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বলা॥
ব্রহ্মআদি যাঁকো কর জোড় করে।
সহস্র বদন ফনী শিরে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাত্তি পরাৎপর ভাব বিভোর॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥
বীর বল্লব দাস শ্রীগৌর চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

ইতি নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সায়হ্ন লীলা সমাপ্ত।

—০—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনে সায়হ্ন কালীন লীলা স্মরণ

[বড় দণ্ড অর্থাৎ ৫.৫৪ মিনিট হইতে ৮-১৮ মিনিট পর্য্যন্ত]

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃতে

সারং রাধাং স্বসখ্যা নিজ রমন কৃতে প্রেসিতানক্কে ভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ শেষাশন মুদিত কাং তাঞ্চ ত্বঞ্চ ব্রজেন্দুম।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননী লালিতং প্রাপ্ত গোষ্ঠং
নিব্যুঢ়োহুস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুন ভুক্তবন্তং স্মরামি

শ্রীগুরু গোপাল হরে মুকুন্দ
গোবিন্দ হে নন্দ কিশোর কৃষ্ণ
হা শ্রীযশোদা তনয় প্রসীদ
শ্রীবল্লবী জীবন রাধিকেশ ॥

সায়হ্ন কালে ধনিষ্ঠা ইন্দুরেখা সখী আসিয়া রাইকে (রাধাকে) বলিলেন নন্দালায় মধুমঙ্গল দ্বারা নারায়ণের ভোগ হইয়াছে, মা যশোদা তোমার জন্য প্রসাদ পাঠাইয়াছেন তোমার ভোজন গৃহে রেখে এসেছি তখন জটিলাও ডেকে বলিলেন সখীবৃন্দ তোমরাও রাই সঙ্গে ভোজন কর। রাই সখীবৃন্দের সঙ্গে অট্টালিকার উপরে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের গো-দহন লীলা দর্শন করিয়া গৃহে আসিয়া বসেন। দাসীগণ ঘর বারান্দা ধৌত করিয়া দীপ মালিকা দিয়া রাইকে আরতি করেন পরে রাই পালঙ্কে আসিয়া বসেন অনঙ্গ মঞ্জরী গান বাদ্যাদি সহ নৃত্য দাসীগনকে শিক্ষা দেন। হেনকালে ধনিষ্ঠা এবং তুলসী অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাই গৃহে ধরিয়া রাই প্রতি কহেন রামকৃষ্ণ গো-দোহন করিয়া দুগ্ধ লইয়া এসেছেন এবং মধুমঙ্গল নারায়ণকে ভোগ লাগাইয়া আরত্রিক করেন নন্দরাজ পঞ্চ সহোদর রামকৃষ্ণ সঙ্গে ভোজন করিয়া, তৎপরে রামকৃষ্ণকে রাজবেশ পরাইয়া রাজসভায় গমন করান বন্ধুবর্গ নট নাট্য ও বালক-গণের কলা কৌশল দর্শন করেন কৃষ্ণ বলরাম গায়ক বালকগণকে রত্নাদি প্রদান করেন পরে গৃহে আসিয়া পালঙ্ক শয্যায় বিশ্রাম করেন।

যশোদা মাতা সখাগণকে গৃহে বসাইয়া ভোজন করান। আর তোমার জন্য প্রসাদান্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়াছেন। তাহা তোমার গৃহে রাখিয়াছি যাইয়া ভোজন কর। রাই সখীগণ সঙ্গে প্রসাদ ভোজন করিয়া আচমনান্তে পালঙ্কে আসিয়া একটু বিশ্রাম করেন। আর সখী-গণ গিয়ে পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় বিশ্রাম করেন সাধক দাসী সেবান্তে গুরু মঞ্জরী নিকটে থাকেন তৎপরে সন্ধ্যারতি হয়।

জয় জয় রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ ॥

জয় জয় রাধাজীকো শরণ তু হারী।
ঐছন আরতি যাঁও বলি হারি।
পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী ॥
সিঁথি পর সিন্দুর যাঁও বলিহারি ॥
বেশ বনায়ল প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী ॥
রতন জড়িত মণি মানিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি ॥
চুয়া চন্দন গন্ধ দেই ব্রজবালা।
বৃষভানু রাজনন্দিনী বদন উজালা ॥
চৌদিকে সখীগণ দেয় করতালি।
আরতি করতহি ললিতা পিয়ারী ॥
নব নব ব্রজ বধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নম্র সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥
রাধ পদ পঙ্কজ ভকতহি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা
ইতি বৃন্দাবনে সায়াহ্ন কালীন লীলা সমাপ্ত।

নমো নমঃ তুলসীষন্দেজী মহারাণী নমো নমঃ। নমরে নমোরে নমোরে মেইয়া নমো নারায়ণী কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী তব মহিমা বাখানী নমো নমঃ। নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী রাধাকৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী নমো নমঃ ইত্যাদি—

—:০:—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদোষ কালীন লীলা

ষড় দণ্ড অর্থাৎ রাত্র ৮টা ১৮ মিনিট হইতে
১০-৪২ মিনিট পর্যন্ত।

সমুৎকণ্ঠা সন্নাকলিত হরি বার্ত্তা বত যথা
ভি সৃতাসৌ রাধা হরি মপি নিকুঞ্জে গতবতী
তথাত্মানং মত্বাকটি নিহত পাণি বিশতি চ
স্খলন গছন গৌর নটতি ধৃত কম্পাশ্রু পুলকঃ

গান সমাপ্ত হইলে ভক্তবৃন্দ মালা চন্দন দ্বারা ভূষিত করেন।

গদাধর ব্যঞ্জনাদি করতঃ দাসগণ ভাবে বিভোর হইয়া যান এমন সময়ে শ্রীবাস সকলকে বসাইয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন করান। দাসগণ পাদ সম্বাহন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু শয়ন করেন। তৎপরে ভক্তবৃন্দ বারান্দায় শয়ন করেন।

এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদোষ লীলা স্মরণে নববিধা ভক্তির প্রেমাংশু দেখা যায় সাংসারিক ধন ঐশ্বর্য্য এই লীলা স্মরণে তুচ্ছ মনে হয়। যেমন চন্দ্র উদয় হইলে চন্দ্রকান্ত মনিতে জল দেখা যায় তেমন চৈতন্য চক্র উদয় হইয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন দ্বারা অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে কাঁহা যাও কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন। উদর পৌর্ণমাসিকে শ্রীরাধা বলিতেছেন—

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট
মৎপ্রাণ নাথস্তু স এব নাপরং
শ্রীমন্ন বদ্বীপ কিশোর চন্দ্র
হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগারেন্দ্র ॥
শ্রীশচী নন্দন চিত্ত চৌর।
প্রসাদ হে বিষ্ণু প্রিয়েশে গৌর ॥
ইতি নবদ্বীপে প্রদোষ লীলা সমাপ্ত।

—:o:—

প্রদোষ কালীন লীলা

ষড় দণ্ড অর্থাৎ রাত্র ৮-১৮ মিনিট হইতে ১-৪২ মিনিট পর্যন্ত

রাধাং সালীগণাং তামসিতসিত মিশাযোগাবেশাং প্রদোষ দুত্যা বৃন্দাপদেশোদভি সৃত যমুনা তীর কল্পাগ কুঞ্জাম্‌। কৃষ্ণং গোপৈ ; পভায়াং বিহিতগুলি কলা লোকনং স্নিগ্ধমাত্রা যত্না দানীয় সশায়িতমথা নিভৃতং প্রাপ্ত কুঞ্জং স্মরামি।

প্রদোষের আগমনে সখী সবে ইষ্ট মনে
অভিসার তরে শ্রীরাধার ॥

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাশে বলদেবকে বসাইয়া নন্দীশ্বরপুরে ভোজন করিতে উপস্থিত হইলেন সুভদ্রা জননী তুঙ্গী, যশোদা মার আদেশে মাতা সঙ্গে বিবিধ ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন যথা বড়া পীঠা শিখরিনী রসালা ইত্যাদি পুষ্পবন সরোবর তথা জ্যোৎস্না যুক্ত শয়ন মন্দির বিদ্যমান যাহাতে মণি খচিত স্বর্ণ খটা তথা দুগ্ধ ফেনানিভ সুকমল বালিশ চন্দ্রকান্তি মনির দণ্ড সদৃশ জালনা যাহার মধ্য দিয়া চন্দ্র কিরণ উড়িতেছে এবং ভূত শয়নাগারে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন ভাই সুবল কি আশ্চর্য সেই কান্তি মণ্ডলীর উপরি কুসুমোক্ত সবোহ প্রফুল্লিত হইয়াছিল কিম্বা রস জলধি জাত কোন অনির্ব্বচনীয় অকলক পূর্ণ শশী উদয় হইয়াছিল তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তাহা জানিবার জন্য আমি কেবল সম্ভব যুক্ত হইতেছিলাম এমন সময়ে মেঘদ্বারা আবৃত হইয়া লতা জলে লীন হইল আমি আর তাহা লেহন তাহাকে পরিলাম না তবে কি বনভূমিতে কন্দর্প দস্যু তাহাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে এইরূপ রাধার মাধুর্য্য বর্ণন করিলেন এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিরুক্তি শুনিয়া।

সুবল রাধার বিরহ বর্ণন্ করিয়া বলিলেন তুমি যাহাকে দেখিয়াছ যাহার রূপের প্রশংসা কর তিনিই রাধা যখন তিনি তোমাকে দেখিয়া-ছেন তখন হইতে ধৈর্য্য হীনা ধ্বনিতে মূর্চ্ছা হইতেছেন। সখীগণ বুঝাইয়া শীঘ্রই তোমাকে সুখী করিবার জন্য আসিতেছেন কেননা চেতন হওয়ার পর যখন জিজ্ঞাসা করেন তখন সখীকে বলিতেছেন কই কই

সেই জীব নৌষধি ইতি ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণর নয়ন হইতে অশ্রু জল পতিত হইতে লাগিল। ইন্দুপ্রভা বলিলেন আমি সেবা করিতেছিলাম আমাকে বলিলেন হে সখি তুমি দ্রুত গিয়া রাধাকে বল যমুনা তটে অভিসার করুন। ধনিষ্ঠা শ্রীযশোদাকে বলিলেন রাধা ব্যতিরেক কৃষ্ণ ভোজন দূরে থাকুক জল পানও করেনা।

আরও সুভদ্রা জজনী তুঙ্গী যশোদার আদেশে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করার পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন কি সুবল সখা এসে উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন ভাই সুবল কি আশ্চর্য্য সেই চন্দ্রকান্তি মনির উপরি কুকু-মোক্ত সরোজ প্রফুল্ল হইয়াছে কিবা রসজলধিগত কোন অনির্ব্বচনীয় অকলঙ্ক পূর্ণশশী উদয় হইয়াছিল তাহাও স্থির করিতে পারি নাই তাহা জানিবার জন্য আমি কেবল সম্ভ্রম যুক্ত হইতে ছিলাম এমন সময়ে মেঘ দ্বারা আবৃত্ত হইয়া লতা জাঙ্গে লীন হইল আমি তাহা লেহন করিতে পারিলাম না। তবে কি বন ভূমিতে কন্দর্প দস্যু তাহাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে ঐরূপ রাধার মাধুর্য্য বর্ণন করিলেন। তুমি যাহাকে দেখিয়াছ তাহার নীচে রূপের বর্ণন কর।

তখন সুবল রাধার বিরহ বর্ণন করিলেন রাধার কৃষ্ণদর্শন না হইলে কি অবস্থা হইবে।

যোগিনী হইয়া যাব শ্রবনে কুণ্ডল দিব
এছার গৃহ পরি হরি
কৃষ্ণ নাম লব মুখে জনম যাইবে সুখে
শুন সখী এই অবস্তা করি

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণ বুঝাইলেন এবং বলিলেন মুকুন্দ তোমাকে সুখী করার জন্য আসিতেছেন তখন রাধা বলিলেন সখী কই। কই। সেই জীব নৌষধি ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এদিকে রাধার নিকটে ইন্দু প্রভা বলিলেন আমি সেবা করিতেছিলাম সে সময়ে আমাকে বলিলেন হে সখি তুমি রাধাকে গিয়া বল যমুনা তটে অভিসার করুক তৎপরে রাধার নিকটে কৃষ্ণের রূপ বর্ণন যথা।

দেখে এলাম তারে সখী দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে—গো
বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া
উপরে ময়ূর পাখা বামে হেলাইয়া
বিনোদ শ্যামেরে রূপ হেরি প্রাণ কান্দে
কামিনী মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে
কিরূপ হেরিনু মধুর মুরতি
পিরীতি রসের সার
হেন লয়ে মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিত তার।

কুঞ্জবন তার মধ্যে একটি মাধবী লতার কুঞ্জের ভিতরে মান সরোবনে শ্রীমতি মালিনী হইয়া আছেন ইহার কারণ কেহই জানেন না প্রেম সর্পের ন্যায় কুটিল গতি "অহিরির গতি প্রেম্ন" স্বভাব কুটিলা ভবেৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অন্বেষণ করিয়া না পেয়ে বৃন্দাবন ধীর সময়ে মূর্চ্ছা হইয়া পড়েছেন সখীগণ শ্রীমতিকে বিরহ ব্যাকুল কথা বলিয়া মিলন করাইতেছেন মঞ্জরীগণ বলিতেছেন হে শ্যাম সোভাগিনী রাধে তোমার প্রেমের নিমিত্ত তিনি কিছুই বাদ দেন নাই তবে তুমি বিনা কারনে কেন মান করিতেছ শ্রীকৃষ্ণ অখিল গুণ রাশির মনি হইয়াও সমস্ত ত্যাগ করিয়া এই অরন্যে এসেছেন যাবটে তমাল বৃক্ষ নীচেও রাত্র যাপন করেছেন গোচারণে ছল করেও তোমার নিমিত্ত আসেন সুতরাং সেই ভুবন মোহন রূপ সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন হইয়া মালিনী হইয়া তাহাকে দুঃখ দিয়া বলিতেছ দেখা হইবে না ইহা শ্রবণ করিয়া শ্যাম সুন্দরকে প্রাপ্ত করার জন্য আকাঙ্খা জাগল। তখন শ্রীকৃষ্ণ-তার মান প্রসারনের জন্য সখীদের শরণ গ্রহণ করিলেন এই জন্য পাদ পদ্ম মঞ্জরীর শ্রবণের শ্রীমতীকে প্রাপ্ত করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ একটু শয়ন করিলেন অর্থাৎ নন্দ রাজার সভা হইতে ফিরিয়া যে দুধ পান করিয়া শয়ন করেছিলেন সেই শয্যা হইতে

উঠিয়া বৃন্দাবনের যোগপীঠের কুঞ্জ মন্দিরে আসিয়া বসিলেন। সেখানে পুষ্পাদি বিকশিত ভ্রমর ঝঙ্কারে রাই সঙ্গে মিলনে উৎকণ্ঠিত হন। এদিকে যাবটে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে শয্যা হইতে উঠিয়া নিজ নিজ নিশা যোগী বেশভূষা করিয়া নিষ্টান্নাদি ও চন্দন তাম্বুল লইয়া দাসী হস্তে দিয়া মিলনার্থে অভিসার করেন। চন্দ্র প্রভা বলিলেন হে রাধে শুনেছ চতুর নাগর যমুনা তটে গমন করিয়াছেন অতএব তুমি নিজ প্রাণ নাথ সমীপে গমন কর। তাই শ্রীরাধা নখীগণ সঙ্গে সকল দিকে অব-লোকন করিতে করিতে প্রথমে কালিয়াদহে আসেন তথায় রাই অঙ্গ গন্ধে ভ্রমর ঝঙ্কারে এবং নূপুর ধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে বাহিরে আসেন পরস্পর দুঁহে দুঁহে মাত্র দর্শনে আনন্দিত হন। পশ্চাৎ কৃষ্ণ রাধাকে কুঞ্জ মন্দিরে পালঙ্কে লইয়া রতি ক্রীড়া করেন। বাহিরে অবস্থিত সখী মঞ্জরী দাসীগণ সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। সাধক দাস সেই সময়ে ভোগ দিয়া আরতি করেন।

৮টা ১৮ মিনিট হইতে ১০ টা ৪২ মিনিট পর্য্যন্ত

এই সময়ে রাত্রে ভোগ শয়ন সেবা তথা অভিসারে চিত, এবং পদাদি কীর্ত্তন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদোষ কালে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন অভিসার মিলন ও লীলা স্মরণ ভক্তদের সঙ্গে শ্রবণ করেন।

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ
ত্বরা করি কাজ সারি পরে আভরণ॥
শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা
নীল বসনে মুখ কাঁপিয়াছে সদা
হেরিয়া কিশোরী গৌরী. বলে প্রিয় সহচরী
কি মাধুরি হৈব গো নয়নে।
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম
যুগল বিলাস স্মৃতি সার
সকলকে ছেড়ে থাকিলেন রাধা
দেখ সখী রসিক যুগল রঙ্গ॥

গ্রামহি যাবট যৈছন পাবক
তেছন সবজন রীত
ধনী কুন্দলতা বিশাখা ললিতা
রাইরে আনিয়া ঘরে
রাধিকা রতনে করিয়া যতনে
সোপিল বুড়ির করে।
নিজ গৃহে সখীসঙ্গে রসবতী রাই।
কানু অনুরাগেবাঢ়য়ে অধিকাই
সখীপথ নিরখিতে আকুল ভেল
বিরহিত তাপে তাপিত ভূগোল
অতি উৎকণ্ঠিত গদ গদ বোল
বিশাখারে আবেশে করায় নিজকোর
সকল ইন্দ্রিয় ক্ষেভি কহে বিশাখারে॥
ছল ছল দুটি আঁখি অনুরাগ ভরে।
সখী হে কহ কহ কি করি উপায়॥
কৃষ্ণের নম্র কথা, শুধু সুধাময় গাঁথা
তরুণীর কর্ণানন্দী ভায়॥

এদিকে রাধার নিকটে ইন্দ্রপ্রভা বলিলেন হে রাধে আমি সেবা করিতেছিলাম সে সময়ে আমাকে বলিলেন—হে সখী! তুমি রাধাকে দ্রুত গিয়া বল যমুনা তটে অভিসার করুক। ধনিষ্ঠা শ্রীযশোদাকে বলিলেন—সখীগণ বুঝাইলেন এবং বলিলেন মুকুন্দ তোমাকে সুখী করার জন্য আসিতেছেন তখন রাধা বলিলেন—সখী কই! কই! সেই জীবনৌষধি। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল।

—:০:—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিশা কালীন লীলা

১০ টা ৪২ মিনিট হইতে ৩টে ৬০ মিনিট পর্য্যন্ত

প্রাগে শ্রীবামস্য দ্বিজ কুল রবে নিষ্কুট বরে।
শ্রুতি ধ্বনি প্রখৈঃ সপাদি গতনিদ্রং পুলীকতং
হরে পার্শে রাধাস্থিতি মুভবন্তং নয়নজে
জলৈঃ সহসিক্তাঙ্গং বর কনক গৌরং ভজমনঃ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নক্ত নিশা কালীন লীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বন বিহার রাস নৃত্য গীত বাদ্য মধুপান রতি ক্রীড়াদি স্মরণে গৌর তদ্ভাবাঢ্য হন স্বরূপাদি ভক্ত বৃন্দ ক্রমে সেই লীলাদি গান করেন গৌর তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গের মনে একটি ভাব জাগিল। যথা – বিনোদ শ্যামের রূপ হেরি প্রাণ কান্দে

কিরূপ হেরিনু মধুর মুরতি পিরিতি রসের সার।
তুঁহু দোহা মিলন হয় বাহু পশারি।
তুহু অঙ্গ পুলকিত বিলাস বিভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া কৃষ্ণঃ ॥
সখী হে কহ কহ কি করি উপায়।
কৃষ্ণের মরম কথা শুধু সুধাময় গাঁথা
তরুনীর কর্ণনন্দী ভাশ
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বু নদ হেম
এই প্রেম নৃলোলে না হয়।
যদি হয় তার যোগ কদাপি না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ বা জীয়য় ॥

তৎপরে জলকেলী স্মরণ আসায় গৌর ভক্ত বৃন্দ নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস রামানন্দ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে গঙ্গাতে যাইয়া জল কেলির ভান করেন। আবার শ্রীবাস গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীবাস সকলকে মিষ্টান্ন ভোজন করান মুখ প্রক্ষালনান্তে পুন পালঙ্কে শয়ন করান তৎপরে

দাসগণ ব্যঞ্জন সেবা করত দাস সম্বোধন করেন। পুনঃ মহাপ্রভুর লীলা ভক্তবৃন্দও বারান্দায় শয়ন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকট লীলার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনেক রস আস্বাদন করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তিনটি বাসনা ব্রজলীলায় শ্রীরাধার প্রনয় মহিমা আস্বাদন যাহা পূর্ণ হয় নাই তাহা আস্বাদন, শ্রীরাধয়া প্রনয় মহিমা কীদৃশরানয়ৈবা, স্বাদ্য যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশাবা মদীয়া, সৌখ্যচাস্ত মদনু ভবতঃ কীদৃশ বেত্তি শোভা, তদ্ভাবাচ্য সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হবীন্দু।

১) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ? ২) প্রেমের দ্বারা রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্য্য বা কিরূপ? ৩) আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া রাধা যে সুখ পান সেই সুখ বা কিরূপ? এই সমস্ত বিষয়ে লোভ বশতঃ রাধা ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র শচী গর্ভ সিন্ধুতে আবির্ভাব হন। এইটি হইল প্রয়োজনীয় এই তিনটির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান সেই সুখ প্রাপ্তির বাসনাটি মুখ্য অন্য দুইটি বাসনা এবং এই মুখ্য বাসনাটি পূরণের উপায় মাত্র আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীরাধা। বিষয় বিগ্রহ হইলে শ্রীকৃষ্ণ। রাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সেবিত অতএব সেই রাধা ভাব অঙ্গীকার প্রয়োজন, কান্তি অঙ্গীকারও প্রয়োজন অতএব এই তিনটি কারণে গৌর সুন্দর অবতীর্ণ। যদি গৌর না হইতো কেমন হইতো কেমনে ধরিতাম দেহ। রাধার মহিমা ব্রজরস সীমা জগতে জানতো কে? তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন শ্রীরাধার সহিত আমার সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই শ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ পাইয়া থাকেন।

আমার সঙ্গম রাধা পায় যে আনন্দ।

শতগুণ কহি যদি নাহি পাই অন্ত।

অনর্পিত চারিং চিরাৎ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবর্ণত্বিষাকৃষ্ণ এই জন্য রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীন্মমহাপ্রভুর লীলা স্মরণ প্রয়োজন।

সাধক জীবে এই স্মরণের সাধনায় সাফল্য লাভে ধন্য হয়।

ইতি নক্ত লীলা সমাপ্ত।

সময় রাত্র ১০টা ৪২ মিনিট হইতে প্রাতঃ ৬টা পর্য্যন্ত

শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের নক্ত (নিশা) কালীন লীলা স্মরণ

তাবুৎকৌ লব্ধ সঙ্গৌ বহু পরিচরণে বৃন্দয়ারাধ্য মানৌ
গানৈ নর্ম্ম প্রহেলী সুলপন নটনৈঃ রাসলাস্যাদি রঙ্গে।
প্রেষ্ঠালিভিন্ন সন্তৌ রতিগত মনসো মৃষ্ট মাধ্বীক পানৌ
ক্রীড়াচার্য্যে নিকুঞ্জে বিবিধ রতির নৌদ্ধত্য বিস্তারিতান্তৌ
তাম্বূলৈ গন্ধ মাল্যৈ ব্যঞ্জন হিমপয়ঃ পাদ সংবাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়ি সহচরী সময়ে নাপ্তশাতৌ
বাচা কান্তেরণাভি নিভৃত রতিরসৈঃ কুঞ্জ সুপ্তালি সঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুন্ত মশয়নে প্রাপ্ত নিদ্রৌ স্মরামি

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতি ক্রীড়া বিহারান্তে মঞ্জরীগণ কুঞ্জে প্রবেশিয়া দোঁহার বেশভূষা পরাইয়া সখীদের সঙ্গে চবুতর বেদিতে আসিয়া বসিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বংশী বদন লীলা করতঃ গোপীদের মনকে আকর্ষন করেন এবং সানন্দে অভিসার করেন। বৃন্দাবনের শোভা আবৃত অষ্ট মণির কল্পবৃক্ষ মূলে (বংশীবটে) রাসলীলার নৃত্য গীতাদি শ্রবণ করার জন্য কৈলাশ হইতে শঙ্কর ভগবানও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর সকলে সখী মঞ্জরী এই কারণে শঙ্কর ভগবানকে গোপী বেশ ধারণ করাইয়া রাস মণ্ডপে যমুনা প্রবেশ করাইয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত রাস পঞ্চ্যাধ্যায় স্মরণীয়। আলোচনায় যদ্যপি এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচন সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় ভাগে বিশেষ ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে তথাপি এখানে প্রসঙ্গানুযায়ী দিগ্ দর্শন করিলাম মাত্র।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশিতং

ভক্তকে অনুগ্রহ করার জন্য মনুষ্য শরীর ধারণ করেন। "গুঢ়ংপরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গম্॥" যেমন খাঁটি সোনা যে অবস্থায় থাকুক না কেন দাম কমে না তেমন ঈশ্বর মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেও ঈশ্বর ঈশ্বর থাকেন।

যে প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
সে মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধি নিরন্তর ॥

অতএব শচীদানন্দ ঘনবিগ্রহ নরাকৃতি কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম যশোদানন্দন হয়ে গোচারণে গমন করত অপরাহ্নকালে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন মা যশোদা কৃষ্ণকে দুগ্ধ পান করাইয়া শয়ন করাইলেন এবং সখীগণ দ্বারা ব্যঞ্জনাদি দ্বারা সেবা করাইলেন কিন্তু ভগবান তাহাদিগকে বিশ্রাম করাইতে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বংশীবট চবুতরাতে বসিয়া বংশীবাদন করিলেন এদিকে বৃন্দাবনে অধিষ্ঠাত্রী মূর্তিমতী হইয়া সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। চন্দ্রমা সমস্ত কলাতে পরিপূর্ণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি সেই গোপী শ্রবণ করিলেন যাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। ইহাদের ভিন্ন পিতা মাতা শ্বাস শ্বশুর ননদ ইত্যাদি কেহ শুনিতে পারিলেন না। এই বংশী শ্রবণ করিতেই গোপী-দের মনে হর্ষ উৎপন্ন হইল। এই গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধিকা নিত্যসিদ্ধা ছিলেন, আরও কতেক সাধন সিদ্ধা ছিলেন, কিছু শ্রুতি রূপা এবং কিছু দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিরূপা কতিপয় পূর্ব্ব বস্ত্র হরণ লীলাকালের প্রতিশ্রুতি দরুন কয়েকজন দেবকন্যা বদরিকাশ্রমে ইন্দ্র প্রেরিত হন প্রতিশ্রুতি দরুন।

এদের মধ্যে কেহ কেহ ভোজন পরিবেশন করিতেছিলেন কেহ ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন। কিন্তু বংশী ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রেই অভিসারেতে গমন করিলেন। তাই বলিতেছেন বাদরায়ণি উবাচ=বাদরায়ণি বলিলেন। অর্থাৎ বদরী বৃক্ষ মণ্ডিত বদরিকাশ্রম বদর অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় তিনি বদরায়ণ তস্যাপত্যং পূমান্ বাদরায়ণ তস্মিন্ তপোবনে তপোননুষ্ঠান রত শ্রীবেদব্যাস বাদরায়ণের তপস্যার ফলরূপ শ্রীশুকদেব কোথাও শুক উবাচ ইতি পাঠ দেখা যায়।

—::—

নিশা কালীন লীলা স্মরণ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎ ফুল্ল মল্লিকাঃ
বীক্ষ রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

ভগবান অঘটন ঘটন পটিয়সী যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভগবান শব্দের অর্থ করিতেছেন – ভগোঽস্তীতি ভগবান্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ শ্রীজ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়বিধ মহাশক্তির আশ্রয় ভগবান। পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ অপি শব্দদ্বারা শ্রীগোপীদিগের পূর্ব্ব বর্ণিত নবানুরাগ স্মরণ করাইতেছেন এবং সম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা বস্ত্রহরণ সময়ে কুমারীগণের নিকট প্রতিজ্ঞা ছিল আগামী পূর্ণিমাতে তোমাদের মনোরথ পূরণ হইবে। সেই শারদ পূর্ণিমা রাত্রি সকল সমাগত দেখিয়া, অথবা মল্লিকাদি বিবিধ শারদীয় কুসুম বিকাশে পরিশোভিত রজনী দেখিয়া নিজ অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশ করিলেন এবং গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গ বৰ্দ্ধনম্, ব্রজস্ত্রীয়ঃ কৃষ্ণ গৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ, স যত্র কান্তো জবলোল কুণ্ডলাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি অর্থাৎ অঙ্গবৰ্দ্ধন বেণুগান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্ট চিত্তা ব্রজরমণীগণ সকলে অলক্ষিত মার্গে দ্রুত অভিসারেতে গমন করিলেন দ্রুত গমন বেগে কর্ণের কুণ্ডল দুলাইতে দুলাইতে যেখানে তাহাদের কান্ত আছেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন "স যত্র কান্তো যবলোল কুণ্ডলাঃ।" অর্থাৎ কুল ধৰ্ম্ম, বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, কর্ণের কুণ্ডল দোদুল্যমান হইয়া বলিতেছে দেখ ঐ চোর যাচ্ছে ঐ চোর যাচ্ছে বিধিমার্গ ছাড়িয়া রাগমার্গে গমন করিতেছে যেরূপ নদী প্রবাহিত হইলে স্রোত পশ্চাৎ ফিরিয়া আসে না সেইরূপ গোপীরূপ নদী পর পর, সকলেই চলিতে লাগিলেন পিছনে কেহ কাহাকে দেখার মত ছিল না।

যেমন নদীতে জল প্রবাহিত হইলে দুইপার্শে ফেনা থাকে তেমনই গোপীরূপ নদী, দ্রুত গমনে বেণী হইতে পুষ্প ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পথের দুই পার্শে ছড়াইয়া পড়াতে গোপী রূপ নদীর অর্থাৎ পথের দুই পার্শে ফেনা সদৃশ গোপীদের বেণীর পুষ্প পতিত হইল।

যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব রূপ চোর গোপীদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মনরূপ মহারত্ন অপহরণ করিতে লাগল তখন ঐ কুণ্ডল পথ দর্শন করার জন্য তাহাদের গমন শশ্চাৎ দুলিয়া দুলিয়া ধাবিত হইতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে যমুনা তীরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা কোন কারণে আসিতে পারেন নাই অর্থাৎ পতি কর্ত্তৃক বাঁধা পড়িলেন তাহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে নয়ন মুদিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে দেখিয়া বলিলেন গোপীগণ তোমরা সৌভাগ্যশালী তোমাদিগকে স্বাগত করিতেছি।

স্বাগতং বো মহাভাগা প্রিয়ং কিংকরব্যাণি বঃ
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ ব্রুতা গমন কারণম্‌ ।১৮।

আমি তোমাদের আনন্দ জনক কি কাজ করব? ব্রজের মঙ্গল তো? প্রথমেই বল তোমরা এখানে কেন এসেছ? এই ভয়ঙ্কর রাত্রে নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর জন্তু ভ্রমণ করিতেছে এই সময়ে এখানে থাকা উচিৎ নয়।

"রজনোষা ঘোররূপা সত্ত্ব নিষেবিতা॥

অতএব তোমরা ঘরে গিয়ে মাতা পিতা ভাই বন্ধুর সেবা কর। তারা তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া তোমাদিগকে খোঁজ করিতে থাকিবে, তাদের মনে কষ্ট দেওয়া ভাল নয়। অতএব তোমাদের এই সুন্দর বন এবং আমার দর্শন হইয়া গিয়াছে এখন ঘরে ফিরে যাও। পতি সেবাই স্ত্রীদের পরম ধর্ম্ম হয়, ইহাই বেদশাস্ত্র বলিতেছে।

পতি যাতং ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ।১৯।

কাজেই যদি বল আমরা ফুল তোলার জন্য এসেছি, তাহাও এ সময়ে নিরাপদ নয়, অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও।

দুঃশীলো দুর্ভাগ্যো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা ।২৫।

অর্থাৎ বেদের এই নীতি হয় কি নিজ পতি যদি দুঃশীল, কালা রোগী, নির্ধন, সর্বদোষ যুক্ত হইলেও সতী স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবে না।

শুকদেব বলিলেন—হে রাজন! ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করে কিছুক্ষণ মুখ নীচ করিয়া অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় নেত্র মুছিয়া বলিলেন।

"ন মে ভক্ত প্রণশ্যন্তি" অর্থাৎ নিজের প্রতিজ্ঞা পালন কর। পতি সেবা পরম ধর্ম্ম তাহা স্বীকার করিতেছি। কি সেই ক্ষণিক সুখ প্রদান-কারী পতি পুত্রকে লইয়া কি করিব বাস্তবিক পতি কে?

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাত মূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা।৩৪।

হে কৃষ্ণ তুমি আমাদের গৃহাভিনিবিষ্ট চিত্ত অর্থাৎ গৃহকার্য্যে রত তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া আমাদের চরণদ্বয় তোমার চরণ ছাড়িয়া একপাদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অতএব আমরা কি প্রকারে ব্রজে যাইব।

উপগীরমান উদগায়ন বনিতা শতযুথপ।৪৫।

অর্থাৎ গোপীগণ রূপগুণ লীলাদি গান করিতে লাগিলেন।

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপিভি হিম বালুকম্।
জুষ্টং তত্তরলনন্দি কুমুদামোদ বায়ুনা।৪৫।

যমুনা পুলিনে শত কোটি ব্রজ রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া

কাহারও আলিঙ্গন, কাহারও চুম্বন, কাহারও করগ্রহণ ইত্যাদি অর্থাৎ বিলাসাদি বিহারাদি করিতে করিতে, যমুনার তরঙ্গ সঙ্গে সুশীতল ও প্রফুল্ল কুসুম গন্ধ বাহিত মন্দ সমীরণ সেবিত এবং কর্পূর বর্ণের ন্যায় স্বচ্ছ ও কোমল বালুকাকীর্ণ যমুনা পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাহু প্রসার-পরিরম্ভ করাল কোরু-
নীবীস্তনালভন নৰ্ম্ম নখগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোক হসিতৈ ব্রজসুন্দরীনাম,
উত্তম্ভয়ণ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ।৪৬।

যমুনা পুলিনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গন, কাহারও হস্ত, কেশপাশ, উরু' নীবী ও স্তনাদি স্পর্শন, কাহারও অঙ্গে নখাগ্রপাত, কাহার সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া, কাহার দিকে কটাক্ষপাত এবং কাহারও সঙ্গে মধুর হাস্য করিয়া ব্রজরমণীগণের কামোদ্দীপন করিয়া বিবিধ ভাবে রমণ করিতে লাগিলেন।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য নানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ।৪৮।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের তাদৃশ সৌভাগ্য গৰ্ব্ব এবং মান দেখিয়া তাহার প্রশমন এবং প্রসাদনের জন্য সেই বিহার স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। এখানে বীক্ষ্য এই ক্রিয়াপদ হয়েছে অথাৎ তাদের সৌভাগ্য চাৰ্ব্ব দেখিয়া গৰ্ব্ব হয়ে গেল। মানঞ্চ কৰ্ম্মপদ দ্বারা অর্থ হইতেছে গোবিন্দ গোপীদিগকেই দৃষ্টি করছেন। রাধার মান কেন হইল আমি কৃষ্ণকে পেয়েছি এই গরব হইলে সেটিও ব্যাধি। রাধা ভাবিলেন অন্য গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যেমন যেমন ব্যবহার আমার সঙ্গে তেমন করিলে আমার শ্রেষ্ঠতা কি থাকিল? তিনি আমার মুখে বলিবার সময়ে হে রাধে আমি তোমারই কিন্তু এখনই কাজের সময় সকল গোপীদের সঙ্গে রাধা সমান।

সেই মহারাসে শ্রীমতী রাধারাণীর হঠাৎ একটি খেয়াল হইল আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী সকলকে বঞ্চিত করে আমি একা কৃষ্ণকে ভোগ

করছি একি শ্রেষ্ঠতা লক্ষণ সুতরাং গোপীরা যেমন কাঁদছে আমিও যদি তেমনি কাঁদি তবে আমার শ্রেষ্ঠতা সার্থক হইবে। তাই বলিলেন নপার যে হুহ চালিতম্ নয় মাং যত্র তে মনঃ অর্থাৎ আর চালিতে পারছি না আমাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চল। তখন কৃষ্ণ ভাবিলেন রাধা আমাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চখ একথা কেন বলিলেন ও ঠিক আমি যে চলতে পারিতেছি না একথাটা নয়। আমাকে সরে যেতে বলছেন। কারণ গোপীরা বনে বনে খুঁজে খুঁজে যখন তাহারা এখানে আমাদের তুইজনকে এক সঙ্গে দেখিবেন তখন রাধার তো লজ্জা হইবে অতএব আমি অন্তর্দ্ধান হই অর্থাৎ সরে যাই এই বলিয়া গোবিন্দ বলিলেন। যদি চলিতে না পার তা হৈলে আমার স্কন্ধে উঠ। যেমনি স্কন্ধে উঠিতে গেলেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন তখন —

গায়ন্ত উচ্চৈ রমুমেব সংহতা
বিচ্যুক্ত রুন্মত্তক বন্ধনাদ্বনম।
প্রপুচ্ছরাকাশবদন্তরং বর্হি:
ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতিম ॥

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ব্রজ রমণীগণ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরেঃ শ্রীকৃষ্ণ গুণগান করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বনস্থ বৃক্ষ রাজের নিকট কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হে অশ্বথ হে বট, তোমরা জান কি? আমাদের নন্দলাল কৃষ্ণ কোথায়? হে মালতী, হে যুই, তোমাদের সুগন্ধিতে তোমরা ভগবানের প্রিয় হও। অতএব বলে দাও কোন দিকে গিয়াছেন। এই রূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে চন্দ্র সরোবরের নিকটে আসিয়া পেঠা গ্রামে পৌছিলেন এবং শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কৃষ্ণ কোথায় তখন নিকটবর্ত্তী কদম্ব বৃক্ষ বলিলেন, যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই কৃষ্ণ এখানেই সেই কৃষ্ণ নারায়ণহইয়া বসেছেন। এই শুনিয়া ভগবান কদম্ব

বৃক্ষ মরিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। এক গোপী বলিলেন। এই চরণ চিহ্ন পুরুষের, কেননা দক্ষিণ পদ অগ্রসর, আগে দেখা যাইতেছে। এই চরণ স্ত্রীর পদচিহ্ন কারণ বামপদ আগে অগ্রসর হইয়াছে। আর এক গোপী বলিলেন দেখ এইখানে মালতী ফুল তোলার সময়ে সখীকে স্কন্ধে লইয়া ডাল নত করিয়াছেন এই কারণে বামপদ অধিক করিয়া বালুকাতে রাখিয়া গিয়াছে ঐরূপ জ্যোতিষ বিচার করিতে করিতে দেখিলেন শ্রীরাধারানী একাকী বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজঃ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিব ॥৪০॥

হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহঃ তুমি কোথায় আছ? তোমার এই দীনা কিঙ্করীগণকে দেখা দাও। আমি তোমার দাসী আমি কৃপণা দুঃখী আমাকে তুমি একবার দেখা দাও। এই বলে কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে মূর্চ্ছিত হইলেন এমন সময়ে এদিকে গোপীগণ খুঁজতে খুঁজতে এসে সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতে রাধাকে দেখিতে পাইলেন। গোপীগণ বলিলেন এই রমণী নিশ্চয়ই হরির আরাধনা করেছিল কেননা

অনয়া রাধিকা নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয় দ্রহঃ ॥২৮॥

এই জন্য গোবিন্দ একে লইয়া নির্জন স্থানে গমন করেছেন। এই বলিয়া জল বাতাসা দ্বারা চেতনা করতে চেষ্টা করিলেন। এক সখী বলিলেন, প্রিয় ব্যাপারটা ঘটনাটা কি? এদিকে চন্দ্রাবলীও তাড়াতাড়ি ছুটে এসে এই অবস্থা দেখে বলিলেন এর কোন দোষ নাই, নাগরই ঐরূপ করাইয়াছে। আমাদিগকে ছেড়ে গেছে ওগো রাধা তোমাকেও এই দশা করে গেছে, ওগো রাধা তোমাকেও এই দশা করে গেছে? এই বলিয়া তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে জল সিঞ্চন তথা বাতাস করে চেতনা করাইলেন। চন্দ্রাবলী রাধার বিপক্ষ হইয়া লীলা

শক্তি যোগমায়া অপূর্ব্ব রস পুষ্টিতে গোবিন্দ রস আস্বাদন করিতেছেন। চন্দ্রাবলী মনে করিতেছেন রাধা দ্বারাই আমরা গোবিন্দ পাব।

তয়া কথিত মাকর্ণ মান প্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরম যযুঃ॥

রাধারাণী সমস্ত সখীদের দেখে বলিলেন এখানে আমার মান প্রশান্তির জন্য চুল বেঁধে দিয়েছেন। কোলে বসিয়ে কত রকম করে আমার মান প্রসন্ন করেছেন। এখন দেখ সেই দৌরাত্ম্যের অপমান পেয়েছি, সখি দৌরাত্ম্য কেন বলিতেছি জান? তোরা কৃষ্ণতে সহস্র প্রেমবতী তোদের প্রেমের তুলনা নাই তোমাদের পরিত্যাগ করিয়া আমায় নিয়ে এল এটি তার দৌরাত্ম্য। 'ন পায়য়ে হয়ং চলিতুং মাং যত্র তে মন' অর্থাৎ আমি চলিতে পারিতেছি না নিয়ে চল, এটা কি আমার বলা উচিৎ নয় কি? ইহা শ্রবণ করিয়া রাধার উপরে আর ঈর্ষা বা দোষের কারণ কাহারও মনে থাকিল না।

ততহ বিশন্ বনং চন্দ্র জ্যোৎস্না যাবদ বিভাব্যতে
তমঃ প্রবিষ্ট মালক্ষ্য ততো নিবকৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥

আরও পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না সমস্ত বনে আছে, কিন্তু বনে ঘন ভাবে বৃক্ষলতা থাকায় জ্যোৎস্না ভিতরে প্রবেশ না করিয়া অন্ধকার হইয়াছে। যখন ঘন বনে কিছু দেখা যাচ্ছে না তখন গোপীরা সেখানে থেকে ফিরে এল। এক সখী বলিতেছে যে অন্ধকারে কাল শ্যামকে চেনা যাবে না রাত্রিটা যেমন কালো শ্যামসুন্দরও কালো অতএব তোরা খুজতে যাচ্ছিদ্ খুজে পাবি না, সে যদি লুকিয়ে থাকে, তাকে চঞ্চলতা করে কষ্ট দিস্ না, চল আমরা ফি'রে যাই।

পুনঃ পুলিন মাগত্য কালিন্দ্যা, কৃষ্ণ ভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণঃ তদাগমন কাঙ্খিতাঃ।৪৫।

পুনরায় পুলিনে ফিরে এসে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর উপায় ঠিক করে তারা সমবেত হয়ে কৃষ্ণ আগমনের আকাঙ্খায় এই কারণে অন্তর্দ্ধান হইলেন। তৃতীয় কারণ হইতেছে।

প্রিয়াদের ভ্রমণ জনিত পরিশ্রম হইয়া গিয়াছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমি ঘুরে আসি। এই বলিয়া রাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাধার এই অসাধারণ গুণ রূপ থাকাতে এবং অসাধারণ আরাধনা দ্বারা তাহার নাম রাধা হইয়াছে। চতুর্থ কারণ হইতেছে জটিলা রাধাকে অনুসন্ধান করিতে জ্ঞান গোধূলিতে এসেছিলেন এই জন্য রাধাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ইতি গোপ্য প্রগায়ন্ত্য প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা
করুবুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণ দর্শন লালসাদ্বু। ১০-২৩-১

শুকদেব বলিলেন রাজন এইরূপ নানা প্রকার প্রলাপ সহ-কারে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই জন্য গোপীভাব হইয়া গৌর-সুন্দর ক্রন্দন করেছেন হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ বলিয়া।

গোবিন্দ হইতে 'গো' রাধা হইতে 'রা' এই দুই শব্দ লইয়া গোরা নামে প্রসিদ্ধ গোপীর 'প' হইতে পতিত পাবন গোরা নামে অভিহিত মাত্র।

তাসামাবিয়ভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর ধবঃ স্রগ্রী সাক্ষান্মন্মাথ মন্মথঃ॥

শৌরি=শূর হল বসুদেব তার পুত্র শৌরি শ্রীমুখে মৃদু হাস্য নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখের হাসি শোকার্ণবকে শুষ্ক করে মৃদু হাসি নিয়ে আবির্ভূত হইলেন। পীতাম্বর=পীত অম্বর যাহার আবার পীতাম্বর ধর এই ধর শব্দটা অতিরিক্ত প্রয়োগ করিলেন। কৃষ্ণ মনে করিতেছেন আমি লুকিয়েছিলাম তাতে গোপীর কাছে অপরাধ হয়েছে। অতএব আমি তো কোমরে হলদে দুপাটা বান্ধিতাম এখন তাকে গলায় পধান করি এই বলিয়া গলায় চাদরটা দিয়া ভঙ্গি দেখাইলেন। স্রগ্বী=শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলছেন দেখ তোমাদের দেওয়া মালা এখন আমার গলায় পীতাম্বরাকৃতি ধারণ করিতেছে। সাক্ষান্মথনমনমথঃ=কেমন সৌন্দর্য্য লইয়া কৃষ্ণ এসেছিলেন তাই বলিতে-ছেন অপ্রাকৃত জগতে যে রূপ আসক্তি জাগিয়া রুচি জন্মায় এই রূপ কাম-

দেবের সদৃশ প্রত্যুম্ন সদৃশ, সেই সৌন্দর্য্য লইয়া এসেছিলেন। তত্ত্বপ্রাণ মিবাগতম= প্রান চলে গেলে দেহ যেমন পড়ে থাকে তাদৃশ গোপী পড়েছিলেন কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে। এখন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দেখিয়া গোপীদের দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল অর্থাৎ ভগবান ঘোমটা দিয়া গোপী সেজে গোপীদের মধ্যে লুকিয়ে বসে গেলেন। গোপীরা তখন কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে পরস্পর কেঁদে বলতে লাগলেন হা নাথ কোথায় আমাদিগকে ছেড়ে গেলে? কৃষ্ণ গোপী সেজে তাঁহাদের মত বলিতে লাগিলেন হা নাথ কোথায় গেলে? তাই বলিতেছেন তা সামা বিরভূয়াচ্ছোরি অর্থাৎ গোপীদের সম্মুখে আসিয়া আবিভূর্ত হইলেন। তখন কোন গোপী হস্ত গ্রহণ করিলেন। কেহ স্কন্ধে বাহু রাখিলেন, কেহ তাম্বুল প্রসাদাদি ভক্ষন করিলেন, কেহ ভগবানকে চরণ বক্ষে ধারণ করিলেন। কেহ দন্ত ওষ্ঠ চেপে কটাক্ষ করিলেন। কেহ আলিঙ্গন করিলেন। ভগবানের দর্শন পেয়ে সকল গোপীদের আনন্দের সীমা থাকল না এবং বিয়োগ জনিত তাপ দূর হইয়া গেল। তখন গোপীগণ বলিলেন।

ভজতোহনু ভজত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম.।
নোভয়াশ্চ ভজন্ত্যস্য এতন্নোব্রূহি সাধুভো ॥

কেহ সাপেক্ষ ভজন করেন কেহ নিরপেক্ষ ভোজন করেন, কেহ দুই পক্ষ আশ্রয় নেন না অর্থাৎ ভজতোহনু ভজন্ত্যেক—ভজিলে ভজে কিছু দিয়ে থাকিলে সেই রূপ দেয়, ভজনকারী ব্যক্তি সকলকেই অনুভজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যেমন কেহ নিমন্ত্রণ করিলেন আমার বাড়িতে উৎসব হইলে আমি নিমন্ত্রণ করি।

এতদ্বিনর্য্যয়ম্=কেহ কেহ উহারবিপরীত আচরণ করেন অর্থাৎ না ভজিলেও ভজে যেমন পুত্র পিতাকে না ভজিলে পিতা তাহার মঙ্গল কামনা করেন। ভজনকারী ব্যক্তিদিগকেও ভজন প্রদান করিয়া থাকেন।

নোভয়াশ্চ ভজন্ত্য—ভজিলে ভজেনা অর্থাৎ ভজনকারী ও অভজনকারী উভয়কেই ভজন করেন না, অতএব ভজনকারী গুণ দোষ ও

ফল প্রভৃতি সমস্ত সম্যক প্রকারে আমাদের নিকট বল আমাদের এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও। ভজনকারীর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, অভিমান কেন থাকবে।

ভগবান বলিলেন গোপীগণ শোনো যে উপকারে প্রত্যুপকার অপেক্ষা রেখে ভজন করে তাহাতে স্বার্থ হয়। সেখানে ধর্ম্ম নাই। যেখানে নিরপক্ষ ভজন সেখানে প্রেম এবং ধর্ম্ম দুইটি আছে। যে দুইটিতে কাহারও আশ্রয় নাই অর্থাৎ ভজিলে ভজেনা এইরূপ প্রাণী চার প্রকার হয়।

পদ্মফুলের পাপড়িতে সুই বিদ্ধ করিলেই সমস্ত পাপড়িগুলি একটি পাপড়ি বলিয়া মনে হয় কিন্তু পাপড়ির ভেদ আছে সেইরূপ কাম ও প্রেমে ভেদ।

ন পারে হঃ নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃতাং বিবুধাষুষাপির যা মা ভজন দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাং সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা

হে ব্রজ সুন্দরীগণ তোমাদের নির্দ্দোষ প্রেমময় মিলন ও তোমাদের প্রেমময় ব্যবহারের ঋণ আমি দেব পরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা অচ্ছেদ্য গৃহ শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়া আমাকে যে ভজনা করিয়াছ তাহার গুণ কেবল আমাদের নিজ গুণেই পরিশোধ হইতে পারে।

কিন্তু আমাদের এই ঋণ পরিশোধ করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। তোমরা যে আমার ভজন করিয়াছ দেবগণের আয়ু পাইলেও আমি কোন মতেই তাহার প্রতিদান করিতে পারিব না। অতএব আমাদের আপন কার্য্যই তাহার প্রতিদান স্বরূপ হইয়া থাকুক।

তাই গোপীদের ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে কৃষ্ণ আজকে রাধা-ভাব লইয়া গৌর দেশে, ছদ্মভাবে লুকাইয়া থাকিবার জন্য এসেছেন। যদি কেহ অনেক ঋণ করে দেখে সে পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তখন সে অন্যত্র চলিয়া যায়। সেইরূপ সেই প্রেমপূর্ণ ভালবাসা অর্থাৎ

নির্মৎসরতা নিরপেক্ষ যে ভাগবত ধর্ম তাহা আদর্শ আচরণ করিয়া জীবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তথা প্রেমধর্ম বিতরণ করার জন্য নদীয়াতে এসেছিলেন।

ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়ত যাহারে,
সেই সে ঈশ্বরতত্ব বুঝিবারে পারে ॥

কৃষ্ণ তো কৃষ্ণ প্রেম কেমন জানেন না। কৃষ্ণ প্রেমিকা গোপীগণ সেই প্রেমের আস্বাদন করাইবার জন্য আমাদের গৌরহরি রাধাভাব প্রেমাকে আশ্রয় করে অবতীর্ণ হইলেন।

তত্রারভত গোবিন্দো রাস ক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈব ম্যোন্যাবদ্ধ বাহুভিঃ।২।

অতএব সেই যমুনা পুলিনে ভগবান গোবিন্দ পরস্পর ভুঞ্জ স্পর্শে বদ্ধ এবং প্রীতি ভাবময়ী ও অনুব্রতা শ্রীরত্ন গোপীজন বৃন্দ মণ্ডিত হইয়া তাহাদের সহিত রাস ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে শঙ্কর ভগবান কৈলাস হইতে আসিয়া এই রাস নৃত্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু যমুনা বলিলেন হে শঙ্কর ভগবান এই জটাজুট পুরুষ অভিমান দ্বারা রাসে প্রবেশ করিতে পারিবে না সুতরাং গোপীদেহ ধারণ কর তাই এখন পর্য্যন্ত গোপেশ্বর মহাদেব নামে বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ আছেন সেই রাসে যে নৃত্য করেছিলেন তাহার নাম তাণ্ডব নৃত্য। আরও দেবতাগণ পুষ্পক বিমানেতে এসেছিলেন দুন্দুভি বাজতে লাগল এবং পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগল। গোবিন্দ লীলামৃতে যথা

তাসাং মধ্যে দ্বেয়ো দ্বোয়োঃ অর্থাৎ দুই দুই গোপী এক এক বৃক্ষ। এবং শ্রীকৃষ্ণে রাধার সহিত মধ্যভাগে আরোহণ পূর্বক অন্য সখীবৃন্দ দ্বারা বাহিরে তিনটি মণ্ডলী করিলেন।

রাধাকৃষ্ণাদি ললিতাসখীবৃন্দকে মণ্ডলীতে নৃত্য করিতে আদেশ করিয়া পরস্পর স্কন্ধে হস্ত প্রদান পূর্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন "একো হহং বহুশ্যাম" ইচ্ছা শক্তি মায়া তাই গোলকের রাসলীলা প্রারম্ভ করিলেন

উজ্জ্বল নীলমণিতে বলিতেছেন যে অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া কোন এক সখী 'অন্য সখীকে বলিতেছেন যে নবঘনাকৃতি শ্রীহরি এক হইয়াও প্রতি বধূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত পূর্ব্বক স্কন্ধ হস্ত বিন্যস্ত করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন তড়িৎ সদৃশী উজ্জ্বলা বধূও দুই দুই কৃষ্ণের মধ্যে থাকিয়া রাসোৎসবে নৃত্য করিতেছেন অবলোকন কর। আরও গোবিন্দ লীলামৃতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ গোপী সকলের মধ্যে দ্রুত গতিতে গমন করিতে লাগিলেন যাহাতে প্রত্যেক গোপীই মনে করিলেন যে কৃষ্ণ আমাদের ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ললিতা প্রভৃতি সখীবৃন্দ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। চিত্রাদি সখীগণ গানের তাল প্রদান করিলেন। বৃন্দা প্রভৃতি সভ্য-রূপে বিবেচক রূপে অবস্থিত রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণএকাকী নৃত্য করিতে লাগিলেন শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ দুরুহ আশ্চর্য্য তালে গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ তাহাদিগকে নানাবিধ তালে পাদপদ্ম যুগলে এবং হস্তদ্বয়কে সঞ্চালন করিয়া তা তত্তা তথৈ দৃগিতি, দৃগিতি, দৃগ্ তথৈ দৃক তথৈ থা ইহাই উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্যারম্ভ করিলেন। এই রাস হইতে মৃদঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ আনন্দতে বলিলেন হে রাধে দেখ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বলাঙ্গ হইয়া যেন পুলিনও নৃত্য করিতেছে আ আ ই আতি, আ, আতি অ আ আতি।

শ্রীরাধা নৃত্য করিতে করিতে উচ্চারণ করিলেন ত থ থৈ, থৈ থৈ, থৈ তথৈ থা ইত্যাদি।

গোপীগণ করবী ও কাঞ্চীর গ্রন্থী দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া চরন বিন্যাস করচালন সুস্মিত ভ্রুবিলাস ভজমান কটিতটও বিচঞ্চল কুচবসন এবং গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল সমূহ দ্বারা শোভিত হইয়া বিদ্যামুখী শ্রীকৃষ্ণবধূ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে মেঘ মণ্ডলে তড়িৎ পুষ্পের ন্যায় নিরতি শয়িত শোভা পাইতে লাগিলেন।

গোপ্য স্ফুরৎ পুরট কুণ্ডল কুন্তলত্বিড়
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাস নিরীক্ষণেন ॥
মানং দধত্য ঋষিভস্য জগুঃ কৃতানি।
পুণ্যানি-তৎকররুহ স্পর্শ প্রমোদাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নখের স্পর্শে পরমানন্দিত্য ব্রজ গোপীগণ কপালে দোলায়মান মনোহর স্বর্ণ কুণ্ডলের প্রভায়ও সুকোমল কুণ্ডল কলাপের সৌন্দর্য্য এবং অমৃতোপম বাক্যেও সপ্রেম সহাস্য নিরীক্ষণে জগৎপতি ভগবানের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহারই পবিত্র চরিত কথা গান করিতে লাগিলেন। এখানে ঋষি শব্দের অর্থ দয়িত বা পতি শ্রীধর স্বামীপাদ অর্থ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীজীব গোস্বামী সম্মত তথা শ্রীশুক দেবজী স্বয়ং ব্রজরমণীগণকে কৃষ্ণ বধূ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

রাস মণ্ডলে নিজ প্রাণধনের সঙ্গে নৃত্যগীত করার সময়ে গোপীদের কঙ্কন নুপুর এবং ঘুঙুর ধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল গাজিত হইল। বিশখা সখী ভগবানের সহিত সঙ্গীত গান স্বরের দ্বারা আলাপ করিয়া মৃদঙ্গ বাজালেন।

ললিতা সখী ধ্রুপদ তালতে গান করিলেন।

চিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গে।
তুঙ্গ বিদ্যা কপিলস তুমুরারঙ্গ
ইন্দুলেখা বাজায় পিনাক মন্দির
উদ্ভট তালে যদি হার বনমালি
চূড়াবংশী কেড়ে নিয়ে দিব করতালি।
যদি জিত রাই তবে আমরা হব দাসী ॥

শ্রীমতী রাসেশ্বরী অত্যন্ত কোমল শরীরে নৃত্য পরিশ্রম বেশী হইতে চামেলীর ফুল ঝড়ে পড়িতে লাগল। তাই ভগবানের স্কন্ধে ঠেকা দিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

শ্যামলা সখীও ভগবানের হাত নিজের স্কন্ধে ধারণ করিলেন। শৈবা সখী ভগবানের চর্ব্বিত তাম্বুল নিজের মুখে গ্রহণ করিলেন।

চন্দ্রাবলী সখী ভগবানের করকমল নিজের বক্ষে ধারণ করিলেন। পদ্মাসখী ভগবানের চরণ কমল নিজের হৃদয়ে ধারণ করিলেন। ভদ্রা সখী ভগবানকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। এই সময়ে কামদেব নিজ পত্নী সহিত উপস্থিত হইয়াও পরাস্ত হইয়া গেলেন। অপূর্ব্ব গান আনন্দ বিহার করিতে করিতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ আনন্দ বিহ্বল হইলেন।

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহারাস তথা নিশাকালীন লীলা উন্নত উজ্জ্বল ভজন গৌর গ্রন্থ সমাপ্ত।

—০—

রাধে জয় জয়, বলিয়ে শারী
নিধুবন ভরি গাছে।
শারী বলে, শুক, তোমারে কই
রূপেতে কিশোরী হইলেন জয়ী
কানুমনোহরা, রাধিকা মুরতি
পরাভব নটরাজে
নীল উড়নী মুকুট টালনি
রাকা শশধর বদন জিনি
চরণে নুপুর আহা! কি মধুর
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজে
আবীর কুমকুম, পাশা জল কেলি
এ সব সময়ে তব বনমালি
জিনিবারে নারি, রাই পদ ধরি
সাধিয়াছে সখী মাঝে
শ্রীমতী যে দিন করেছিল মান
দাসখত লিখে দিয়েছিল শ্যাম
পীত বাস গলে, রাই পদতলে
সেধেছিল কোন লাজে
নিধুবনে যেদিন, রাজা হলেন প্যারী
কোটালিয়া কর্ম করেছিলেন হরি
দোহাই রাধার বলে বার বার
নিয়োজিত ছিল কাজে
মোদের কিশোরী রাজার কুমারী
সব সখীগণ পূজে
তোমার নাগর রাখল খেয়াতি
সদা থাকে গোষ্ঠ মাঝে।
(যেদিন) মৃগ পশু পাখি আদি তরুলতা

মিজ সমরূপ করেছিল রাধা
(সেদিন) তোমার নাগর, হইয়া গৌর
লুকাইল সখী মাঝে
শুক বলে শারী, কেন কর দ্বন্দ্ব
দুঁহু সমতুল কেহ নহে মন্দ
জগদানন্দ, পরমানন্দ
হেরে রসবতী রসরাজে ॥

—:০:—

জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে
রাধে গোবিন্দ রাধে, গোবিন্দ জয় রাধে
বৃষভানু নন্দিনী, নন্দ নন্দন, সকল গুণ অগাধ
ভোর সময় কালে, কোকিলা বোলয়ে ডালে
ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ে—
রতন পালঙ্কোপরি বৈঠল দুই জনে
দুঁহু মুখ সুন্দর সাজে
শ্যামের বামে. নবীন কিশোরী
মুচকি মুচকি হাসে
পীতাম্বর ধর, নীল পট ধারিনী
ঘন সৌদামিনী সাজে
শ্যাম শিরে শোভা মোহন চুড়া
রাই শিরে বেণী সাজে
শ্যাম গলে বন মালা বিরজে
রাই গলে গজপতি সাজে
শ্যামের করে মোহন মুরলী
রাই করে কঙ্কন সাজে

শ্যাম কটি তটে নুপুর বিরাজে

রাই করে কিঙ্কনী বাজে।

যুগল চরণে মণিময় নুপুর
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজে

সখী মঞ্জরী যত মঙ্গল গাওতে
জয় রাধে গোবিন্দ জয় রাধে

সুন্দর বদনে অরুনিম লোচনে
বঙ্কিম চাহনি সাজে

শুক পিক শারী ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জ ভবন ভরি গাছে

বৃষভানু নন্দিনী রমণী শিরোমণি
নব নব সখীগণ মাঝে

শ্রীবৃন্দাবনেতে কুসুম কাননে
ভ্রমরী রাধা গুণ গাওয়ে

দীন কৃষ্ণ দাস ভনে মধুর শ্রীবৃন্দাবনে
যুগল কিশোর বিরাজে॥

—ঃ০ঃ—

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর। মঙ্গল সখীগণ জোরহি জোর
রতন প্রদীপ করু টলমল মোর। নিরখত মুখবিন্দু শ্যামসুগৌর।
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর। করত নিরমঞ্জন দোঁহ দুহু ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভবন্ত জোর। মুরতি মনোহর যুগল কিশোর।
গাওত শুক পীক্ষ নাচ ময়ূর। চাঁন্দ উপেক্ষি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর। শ্যামানন্দ আনন্দে জয় ঢোর॥

ইতি নিশান্ত লীলা সমাপ্ত